লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

শিবায়ন

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৩
মূল্য সাত টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
৫'১—২৮. ৬. ৫৬

ভূমিকা

নমঃ সর্ব্বেভ্য তে ভক্তিমদ্ভক্তিসর্ব্বায় চ নমঃ।

বাঙ্গলার বিভিন্ন পুঁথিশালায় এবং পল্লীগ্রামের গৃহে গৃহে যে সকল হস্তলিখিত বাঙ্গলা গ্রন্থ সঞ্চিত আছে, তাহাদের সংখ্যা বহু সহস্র এবং তাহাদের শতাংশও মুদ্রিত হইয়া সহজলভ্য হয় নাই। অধিকাংশই এখনও লোকলোচনের অগোচরে থাকিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে—কষ্টসহিষ্ণু নীরস গবেষকের নিকট তাহাদের প্রাণভিক্ষাও যেন নানা কারণে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে রত্নখনি হইতে একটি হীরকখণ্ডের আকস্মিক আবিষ্কারের ন্যায় যে অলক্ষ্য এবং অনন্যা শক্তির প্রভাবে একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন আজ প্রকাশিত হইল, তাঁহার চরণে আমাদের অশেষ প্রণতি নিবেদন করি। এই গ্রন্থপ্রকাশের প্রধান নিমিত্ত হইলেন কবির বংশধর শ্রীপাঁচুগোপাল রায়—পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষায় তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা এই ধ্বংসলীলার যুগে বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার সযত্নরক্ষিত সম্পূর্ণ পুঁথি ও তাহার নকল পরিষদে দান করায়, তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের উদ্যোগে এবং সর্ব্বোপরি সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাসের স্বতঃপ্রদত্ত মুদ্রণ-প্রতিশ্রুতি ও অনুকূল প্রচেষ্টার ফলে ইহা সহজেই প্রকাশিত হইতে পারিল। পরিষদের কর্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মচারিগণ, বিশেষ করিয়া অক্লান্তকর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যদানে কার্পণ্য করেন নাই।

আদর্শ পুঁথি

১৩০৬ সনের পূর্ব্বে বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রামকৃষ্ণের শিবায়নের পুঁথি প্রথম সংগৃহীত হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু ও মৃণালকান্তি ঘোষ পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ বর্ষ, পৃ. ৭৩) তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত করেন—বিবরণটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। আরম্ভে ৩ পাতা নাই। আরম্ভবাক্য হইতে অনায়াসে ধরা যায়, এই পুঁথিই অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে (২৪৫৩ সংখ্যক বাঙ্গলা পুঁথি)। আরম্ভ যথা:

> ত্রিরথিকা অন্ধা বন্দো কামিনী লক্ষণা।
> ষোল সহস্র এক শত বন্দিলু অঙ্গনা॥
> করপুট করিয়া ভকতিযুক্ত চিতে।
> মথুরায় বন্দো রাম রেবতী সহিতে॥ (পৃ. ৩, মুদ্রিত পাঠ দ্রষ্টব্য)

এই পুঁথির শেষে "দ্বিজ কবিচন্দ্রে"র ও "বাসুদেব ঘোষে"র ভণিতাযুক্ত পৃথক্ অংশ সংযুক্ত ছিল, তাহাতে লিপিকাল উল্লিখিত ছিল ১১ শ্রাবণ, ১০৭১ সাল। এই লিপিকাল শিবায়নের

নহে—এ যাবৎ সকলেই এ বিষয়ে ভ্রমোক্তি করিয়াছেন। শিবায়নের শেষ পত্র (৩৪৯ পত্রাঙ্ক) ছিন্ন—তাহাতে কোন তারিখ নাই।

১৩৪৮ সনের পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ. ২৫-৩৩) শিবায়নের দ্বিতীয় পুথির উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশিত হয়—লেখক পূর্ব্বোক্ত শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। এই পুথির পরিপূর্ণ পুষ্পিকা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৩১৫-১৬)—রাঢ় অঞ্চলের তৎকালীন বহু জমীদার ও রাজপুরুষের নামমালা ঐতিহাসিকের নয়নানন্দ বিধান করিবে। পুথিটির লিপিকাল ২৩ চৈত্র মঙ্গলবার ১১৩৩ বঙ্গাব্দ ও ১৬৪৮ শকাব্দ—গণনা করিয়া পাওয়া যায় ২২ মার্চ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ (১৭২৭ নহে)। ঐ সময়ে "চৈত্রাদি" বৎসর কোন কোন স্থলে বাঙ্গলাদেশেও প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। লিপিকার কলবাঁশনিবাসী কৃপারাম ঘোষ এবং "পুস্তক শ্রীযুত কাশিরাম রায় দাদা মোকাম রসপুর"—এই মূল্যবান্ তথ্য কবির কালনির্ণয়ে সহায়ক হইবে।

শিবায়নের তৃতীয় পুথি কিম্বা পৃথক্ কোন পালা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার প্রচার যে ক্রমশঃ নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আবিষ্কৃত পুথি দুইখানির বহুতর পাঠান্তর দেখিয়া অনুমিত হয়, এক সময়ে ইহা সমুচিত প্রচার লাভ করিয়াছিল—নতুবা এত পাঠভেদের সৃষ্টি হইতে পারে না। সম্ভবতঃ দ্বিজ কবিচন্দ্র ও রামেশ্বরের গ্রন্থ সুপ্রচারিত হওয়ার ফলে খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রামকৃষ্ণের গ্রন্থ বিরলপ্রচার হয়। বর্দ্ধমানরাজের জবরদস্তী, বর্গীর হাঙ্গামা, কবির বংশাবনতি প্রভৃতি অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল।

রামকৃষ্ণের পরিচয়

গ্রন্থারম্ভে কবি যে বংশপরিচয় দিয়াছেন (পৃ. ৭-৮), তাহা লতাকারে প্রদর্শিত হইল :—

```
কুলীন সূর্য্যমিত্র                 যশশ্চন্দ্র রায় = {১ নারায়ণী
      |                               |           {২ সরস্বতী
   রাধাদাসী =                     কৃষ্ণ রায়  (১)
          |
     রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র
```

যশশ্চন্দ্র দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ কাশ্যপগোত্র "দেব"বংশীয় ছিলেন—পরেও তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে (পৃ. ২৫৬, ২৮০)। কিন্তু যশশ্চন্দ্রের পিতৃপিতামহাদির নাম কবি কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। "মহামতি" যশশ্চন্দ্রই (পাঠান আমলে) সম্রান্ত "রায়"-পদবী লাভ করিয়া বংশে সমৃদ্ধি ও মর্য্যাদার সূত্রপাত করেন এবং "তেয়জ কুলীনে"র কন্যাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া আনিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। তাঁহার "মিরাস" বাস্তু রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন—আমতা হইতে তিন মাইল উত্তরে দামোদরের তীরে অবস্থিত। অদ্যাপি রায়-গোষ্ঠী ঐ গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন। রামকৃষ্ণের

পিতার নাম পরে (পৃ. ১১, ২৩৭, ২৫৩ ও ২৮) "শ্রীকৃষ্ণ" রায় বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং রায়গোষ্ঠীর বংশতালিকায়ও তদ্রূপই পাওয়া যায়। আমাদের অনুমান, গ্রন্থ-রচনাকালে তাঁহার জীবিতাবস্থাই "শ্রী"-শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে, উহা নামাংশ নহে—ছন্দের অনুরোধে বংশবর্ণনাস্থলে কর্ত্তিত "শ্রী"-হীন পিতৃনামোল্লেখ কবির পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হয়। পক্ষান্তরে একটি ভণিতায় "রাধিকা সতীর পুত্র" (পৃ. ২৪৯) বর্ণনা হইতে রচনাকালে কবির মাতৃদেবী জীবিত ছিলেন না, অনুমান হয়। কবির পিতৃদেব ছিলেন "সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর" (পৃ. ৭)—বিষয়বৈভবের সহিত শাস্ত্রমার্জ্জিত আচরণের ফলেই পুত্রের প্রতিভা, কবিত্বশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থরচনাকালে কবির পূর্ণ যৌবন—কারণ, পারিবারিক তথ্যানুসারে তাঁহার দুই পত্নীতে ৭ পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে কেবল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জগন্নাথ (পৃ. ২৭৫) ও দ্বিতীয় পুত্র বলরামের নাম (পৃ. ২৮২) গ্রন্থের শেষভাগে গৃহীত হইয়াছে। তখনও অন্য পুত্রের জন্ম হয় নাই। গ্রন্থরচনা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই তিনি "কবিচন্দ্র" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন—ভণিতায় এই উপাধির উল্লেখ গ্রন্থের সর্ব্বত্র (১২ পৃষ্ঠা হইতে) দৃষ্ট হয়। সুতরাং যৌবনারম্ভেই তিনি নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। আবিষ্কৃত পুথি দুইখানিতেই তাঁহার একটি "মালসী গান" লিপিবদ্ধ আছে (পৃ. ৩১৬)। কালে তাঁহার অন্যান্য রচনা আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু যৌবনে রচিত শিবমাহাত্ম্যের বিরাট্ সঙ্কলনাত্মক এই শিবায়ন গ্রন্থই অতঃপর তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার কবিত্বশক্তি গ্রন্থের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে—কিন্তু কোথাও তাহা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে পারে নাই। পৈতৃক মার্জিত রুচিই তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেই তিনি ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—তাঁহার গুরুবন্দনার তিনটি শ্লোক (পৃ. ৭) তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তশুদ্ধি সূচনা করে। তিনি সম্ভবতঃ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন—চৈতন্য-নিত্যানন্দের সশ্রদ্ধ উল্লেখ (পৃ. ৭) এবং বংশের গৃহদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ঠাকুর তাহার নিদর্শন। কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ও উৎকট সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে নাই—এ বিষয়ে তিনি উচ্চকোটির সাধক এবং বর্ত্তমান কালেও পথিপ্রদর্শকরূপে গ্রহণীয়।

সৃষ্টিবর্ণনাকালে কবি তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের আভাস দিয়াছেন :—

শুনিল দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত। ইত্যাদি (পৃ. ৮)

যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কবির এই উক্তি নিরর্থক অতিরঞ্জন নহে। প্রত্যেক পালার মূল প্রতিপাদ্য তিনি নানা পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—কাশীখণ্ড (পৃ. ৫৪), হরিবংশ (পৃ. ৬৬, ২৪৭, ২৭১), কালিকাপুরাণ (পৃ. ১৭৫), বৃহন্নারদীয় (পৃ. ২১৩), শান্তিপর্ব্ব (পৃ. ২২৯), স্কন্দপুরাণ (পৃ. ১৭) প্রভৃতি। প্রশ্ন হইতে পারে, দর্শনাদি শাস্ত্র তিনি কোথায় পড়িয়াছিলেন? প্রারম্ভে বন্দনাস্থলে তিনি

লিখিয়াছেন :—"সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি" (পৃ. ৭)। অর্থাৎ নিজ সভাপণ্ডিতের নিকটই তিনি পুরাণ শ্রবণকালে সকল শাস্ত্রের সারভাগ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। পরেও আছে—"কৃপা কর প্রভু এই সভার পণ্ডিতে" (পৃ. ৫৪)। পূর্ব্বকালে শাস্ত্ররক্ষার এই প্রকৃষ্ট উপায় বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত। শিক্ষা, দীক্ষা ও কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে কবির মানসপট সত্ত্বগুণপ্রভাবে নির্ম্মলতা ও প্রবণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই অবস্থায়ই স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—

ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ। (পৃ. ৮)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে দ্বিজগণের প্রতি যে পরিহার-উক্তি পাওয়া যায় (পৃ. ৩২০), তাহা আরও স্পষ্ট। ইহা কেবল বিনয়বচন বলিয়া আমরা মনে করি না—শক্তির উৎসের সন্ধান পাইলে সাধকের কর্ত্তৃত্ববোধ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার বহুতর উদাহরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে।

গ্রন্থরচনার কালনির্ণয়

শিবায়নের রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত নাই। সৌভাগ্যবশতঃ পারিবারিক ইতিহাসের নানাবিধ উপাদান অদ্যাপি রসপুরে সযত্নে রক্ষিত আছে এবং তদ্দ্বারা প্রায় অভ্রান্তরূপে কবির অভ্যুদয়কাল এবং গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। শ্রীপাঁচুগোপাল রায় দলিল-পত্রের সাহায্যে রামকৃষ্ণের জন্ম ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে অনুমান করিয়া "প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই" শিবায়নের রচনাকাল ধরিয়াছেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ২৬)। তাঁহার সৌজন্যে আমরা দলীলপত্রের কিয়দংশ এবং বংশতালিকা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দুই একটি প্রমাণপত্রের আলোচনা আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে আদর্শ পুঁথির লিপিকাল হইতে আমরা গণনা করিতে পারি।

(১) ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পুঁথিটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন "শ্রীযুত কাশিরাম রায় দাদা মোকাম রসপুর"। লিপিকারের পাকা হস্তলিপি দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার দাদার বয়স প্রায় ৫০ ধরিয়া জন্ম হয় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। কবি রামকৃষ্ণের প্রথম পক্ষে ছয় পুত্র (কন্যার সংখ্যা অজ্ঞাত) এবং দ্বিতীয় পক্ষে একমাত্র পুত্র গদাধর। এই গদাধরের একমাত্র পুত্রই কাশিরাম। গদাধরের জন্ম ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎকালে রামকৃষ্ণের বয়স ন্যূনপক্ষে ৬০ ধরিলে কবির জন্ম হয় ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে—কিছুতেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে।

(২) এই বংশের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর দেবোত্তর সম্পত্তির মূল সনদের একটি প্রাচীন নকল রক্ষিত আছে—ইহা অতীব মূল্যবান্ এবং অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ

(স্বাক্ষর) মহারাজা শ্রীযুত কৃষ্ণরাম রায়

ইয়াদকীর্দ্দি শ্রীজগন্নাথ রায় সচ্চরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানই সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে তোমারদিগের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রী৺(রাধাকান্ত বিগ্রহঠাকুর) ছিলেন তাহা আমি শেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ৺প্রকাষ করিয়া শেবা করহ সেবার কারণ মৌজে রষপুর ও গয়রহ মামুলে পরগণে বালিভাজা মৌজে মজকুর হায়তে খারিজ্জমা বক্তর জমী ৮৫ পচাশী বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায় মাফিক চিহ্নিত করিয়া জোত আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদীক্রমে শ্রীশ্রী৺সেবা করহ রাজপরমাইষ ও শীক পরমাইষ ও রাজষ সহিত দায় নাস্তা এবং রষপুর গ্রামে তোমাদিগের খানাবাটী আছে যুদামত জায় জে ভোগ আছে সেই মাফিক এখনে আমল করিয়া ভোগ করহ নওবদীয়ত না হবেক সস্তে আপন ভোগ প্রমাণ আমল করহ এতদর্থে পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—১১ বৈশাখ

জায়—	বিঘা
রষপুর	২০
হাবখাড়া	১০
তালসহর	১০
দুর্ব্বাচট	৩২
কলিকাতা	১০
কুমারিয়া	৩
	৮৫ পঁচাষি

যে মর্মান্তিক ঘটনা এই সনদে আভাসে বর্ণিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার স্মৃতি বংশ-পরম্পরায় সম্যক্ জাগরূক রহিয়াছে। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রসপুর আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক বিগ্রহ ঠাকুরকে লইয়া যান। তৎকালে কবি রামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। তিনি আক্রমণকালে বিগ্রহ দেবালয় হইতে সরাইয়া ঘুটের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে মর্মাহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে জগন্নাথপ্রমুখ পুত্রেরা "ধরা গলায়" বর্দ্ধমান যাইয়া মূল বিগ্রহের পরিবর্ত্তে নূতন বিগ্রহ প্রকাশের অনুমতি ও দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ আদায় করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, **১০৯০ সালের চৈত্র মাসের শেষে** (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেখা যায়, ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পর জগন্নাথও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায় বর্দ্ধমানরাজের "মহোত্তরান পত্র" দ্বারা ১৪১ বিঘা জমী অর্জ্জন করেন। ইহারও নকল বিদ্যমান আছে—তারিখ "১১ আশাড়

১১০০" (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাতে লিখিত আছে, "এ জমী তোমাকেই দিলাম তোমার ভাই ভায়াদ জ্ঞাতি গোত্র কাহার সহিত এলাকা নাই"। এই দানপত্রে রাজার নাম নাই—কেবল লিখিত আছে "সহী নাগরি"। ঐ সময়ে কৃষ্ণরাম জীবিত ছিলেন না—তাঁহার পুত্র জগৎরামের অধীনে সম্ভবতঃ মুকুন্দপ্রসাদ বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। নতুবা তাঁহাকে পৃথক্ সম্পত্তি দেওয়া হইত না।

হাওড়া জেলার ৪৩০৫৮ নং তায়দাদে উল্লিখিত দেবোত্তর ও মহত্রাণের সহিত অপর একটি মহত্রাণ সম্পত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—ভূরশীটের রাজা নরনারায়ণ মুকুন্দপ্রসাদের পুত্র বাসুদেব রায়কে ২৪।১ পরিমিত ভূমি দান করেন। ইহার সনদ বা সনদের নকল নাই। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১০৯২-১১১৮ সাল পর্য্যন্ত (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৭)। ভিন্ন পরগণার রাজার নিকট এই মহত্রাণ প্রাপ্তি হইতে সহজেই অনুমান হয়, বাসুদেব রায় বর্দ্ধমানরাজের চিরশত্রু রাজা নরনারায়ণের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। দানপ্রাপ্তির কাল সর্ব্বশেষ ১১১৮ সাল (১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ) ধরিয়া এবং বাসুদেবের বয়স ন্যূনপক্ষে ৩০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার জন্ম হয় ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে—যখন তাঁহার প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণ প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে জীবিত ছিলেন। প্রায় ১৫৯০-৯৫ খ্রী. মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে বা দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

রসপুর গ্রাম "বালিয়া" পরগণার অন্তর্গত—পূর্ব্বোদ্ধৃত দানপত্রে তাহা বালিডাঙ্গারূপে বর্ণিত হইয়াছে। সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মণ্ডলঘাট, ভূরশুট প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী এই পরগণার নাম আইন্-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়—রাজস্ব ৯৪৭২৫ দাম (Jarrett, 1949, p. 154)। এই পরগণা বা রাজ্যে পৃথক্ রাজবংশ ছিল—বর্দ্ধমানরাজ, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, দক্ষিণ-রাঢ়ের এই প্রাচীন রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক দখল করেন—বিলুপ্ত রাজবংশের স্মৃতি পর্য্যন্ত এখন বিদ্যমান নাই। ঐ রাজবংশীয় "রাজা রণসিংহ রায়" হেরম্ব বাচস্পতির পিতামহ যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ভূমি দান করেন—বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেন ঐ ভূমি যাদবেন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামকানাইকে পুনঃ প্রদান করেন (হুগলীর ৯১৬১ নং তায়দাদ)। আমাদের অনুমান, সম্রাট্ সেরসাহের সমকালীন রাজা রণসিংহের আমলেই কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তী "রাজা চৈতনসিংহ" ১০৮৯ সনের চৈত্র মাসে ভূমিদান করেন (ঐ ১১১৩৩নং তায়দাদ)। সুতরাং ঠিক ১০৯০ সনেই রাজা কৃষ্ণরাম বালিয়া পরগণা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। বিলুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন, বোধ হয়, "সিংহবাহিনী"—কৃষ্ণরাম "নিজ বালিয়া"য় (অর্থাৎ বালিয়া পরগণায় রাজধানীতে—কোথায় অবস্থিত, গবেষণীয়) ঐ দেবতার নামে বৃহৎ দেবোত্তর দান করেন (ঐ ৯৩৩৪নং তায়দাদ—তারিখ ১৭ চৈত্র ১০৯০ সন)। ইহার অব্যবহিত পরেই রসপুর আক্রান্ত হইয়াছিল—দেখা যাইতেছে, আক্রমণের সাফল্য, বিজিতের দেববিগ্রহ অধিকার

করিয়া পর্য্যবসিত হইল। কবি রামকৃষ্ণ পরগণার মধ্যে রাজতুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার কুলদেবতা কাড়িয়া লওয়া হয়।

কবির পুত্র ও পৌত্রের দানপ্রাপ্ত ভূমির কিয়দংশ "কলিকাতা" গ্রামে অবস্থিত বটে—মহানগরীর অবিকল এক নামধারী বালিয়া পরগণার অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র গ্রাম রসপুরের অদূরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নামটি ছাড়া ইহার কোন প্রকার ঐতিহ্য পাওয়া যায় না।

কবির বংশধারা

রামকৃষ্ণের প্রথম পত্নীতে ছয় পুত্র—জগন্নাথ, বলরাম, পুরুষোত্তম (নিঃসন্তান), যাদব, মাধব ও শ্রীকণ্ঠ। তন্মধ্যে বলরাম, যাদব ও শ্রীকণ্ঠের ধারা অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্নীতে কবির একমাত্র পুত্র গদাধর—তাঁহার পুত্র কাশিরামের ধারা এবং জগন্নাথ ও মাধবের ধারা বিদ্যমান আছে। জগন্নাথেরও সাত পুত্র—মুকুন্দপ্রসাদ, রমানাথ (বংশ লুপ্ত), রজলাল, ব্রজনাথ (নিঃসন্তান), রঘুনাথ, ঘনশ্যাম ও রাজীবলোচন। আমরা সংক্ষেপে দুইটি ধারা বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতেছি।

(১) মুকুন্দপ্রসাদ—বাসুদেব (ও আনন্দীরাম)—বিষ্ণুদেব (প্রভৃতি চারি জন)—কৃষ্ণপ্রাণ—রামধন (তৃতীয় পুত্র)—ঈশান—৺শরৎ—শ্রীতুলসীচরণ (বয়স প্রায় ৩০)। বিষ্ণুদেব "দাসদেবস্ত" এক ফসলছাড়ীর তারিখ ২৯ বৈশাখ ১১৫৯ সাল (দেবোত্তর মহত্রাণ মিলিয়া মোট জমী ২২৬৷১ কাঠা)—তৎকালে বাসুদেব জীবিত ছিলেন না। ২৯ ফাল্গুন ১২০৯ সনে তায়দাদ দাখিল করার সময়ে কৃষ্ণপ্রাণ ছিলেন এই ধারার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ এবং বর্ত্তমানে কবির অধস্তন দশম পুরুষ তুলসীচরণ তাহার পর্য্যায়ে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই বংশের একটি বিস্ময়জনক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাজা নরনারায়ণের দানভাজন বাসুদেব রায় হইতে তুলসীচরণ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা হয় কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর অর্থাৎ আড়াই পুরুষে এক শতাব্দী। অথচ লক্ষ্য করা আবশ্যক, একজন ব্যতীত সকলেই জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের বাহিরে ইহা দুর্ল্লভ বটে।

(২) রঘুনাথ—নিত্যানন্দ (তৃতীয় পুত্র, অভ্যুদয়কাল ১১৭১-১২০৯ সাল)—তারাচাঁদ (২য় পুত্র, ১২১৭-৬৬ সাল)—কালাচাঁদ—৺হরিপদ—শ্রীপাঁচুগোপাল (জন্ম আষাঢ় ১৩১০ সাল) ও দাশরথি (কবির অধস্তন অষ্টম পুরুষ)। এখানেও নিত্যানন্দ হইতে গণনা করিয়া এক পুরুষে ৪০ বৎসর হইতেছে। এই বংশলতা দলীলপত্র দ্বারা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া অবধারিত হয়। বাসুদেবের জন্মকালে তাঁহার প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের বয়স যে প্রায় ৯০ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাসুদেব দাস-রচিত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীবন্দনা রক্ষিত আছে (৯০০ সং বাঙ্গলা পুথি, তিন পত্রে সম্পূর্ণ); শেষ যথা,

যতেক কাএস্তগণ, না করিহ পুরাণ, বেথা সেই ছিল তার প্রাণ।
রাজদরবারে বসে, বুঝাইতে নাহি আইসে, ধিক্ ধিক্ পায় অপমান ॥
কহে বাসুদেবদাস, পূর্ণ কর মোর আশ, মোরে দয়া কর নারায়ণী।
নিরন্তর যেন সেবি, এই বর আমি মাগি, জন্মে জন্মে তুমায় যেন চিনি ॥
ইতি সমাপ্ত সন ১২৬৯ সাল তাঃ ২৫ কার্ত্তিক

ইহা কবি রামকৃষ্ণের প্রপৌত্রের রচনা হইবে। কারণ, ইহার এক পত্র রসপুরে রক্ষিত আছে—অথচ শিবায়ন ব্যতীত রসপুরে অন্ত কোন পুথি নাই। পূর্ব্বপুরুষের রচনা বলিয়াই দলিলপত্রের সহিত পাতাটি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে মনে হয়।

দ্বিজ কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল

রাঢ় অঞ্চলে রামকৃষ্ণের শিবায়নই অধুনা প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কবি "শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী" প্রথম যৌবনে মল্লাধিপতি রাজা বীরসিংহের আমলে প্রায় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে "শিবমঙ্গল" রচনা করেন। কবিচন্দ্রের "ভাগবতামৃতে"র প্রকাশক সুপণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিবমঙ্গলের একটি বচনে ("পচাশি বৎসর বয়স তোমার না হৈল দিব্যজ্ঞান" ভাগবতামৃত, ১৩৪১, কবির জীবনী, পৃ. ।৶০) কবির নিজের ৮৫ বৎসর বয়সের পরিচয় উল্লিখিত আছে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভাগবতামৃত-রচনাকালে (১০০০ মল্লাব্দের পর) কবির বয়স হইয়া পড়ে ১০০ বৎসরের উপর এবং তৎপর রঘুনাথ সিংহের আমলে রামায়ণ-রচনা ও গোপাল সিংহের আমলে মহাভারত-রচনা কবির ১২৫ বৎসরে কল্পনা করিতে হয়। গোপাল-সিংহের রাজ্যাভিষেক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, প্রমাণ আছে। কবিচন্দ্রের নামীয় মূল্যবান্ পাট্টাপত্র দুইটিতে নিঃসন্দেহ মল্লাব্দের উল্লেখ আছে (ঐ, পৃ. ।৵০—১০২৮ ও ১০৩৩ সাল)। এই দ্বিজ কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের একটি জনপ্রিয় পালার পুথি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে ("মৎস্যধরা পালা," সা-প-প, ১৩৬১, পৃ. ৫০ দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন শঙ্খপরা পালাটিও জনপ্রিয় বটে এবং উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের মতে (পৃ. ৶০) পরবর্ত্তী কবি সুবিখ্যাত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাহার অনুকরণ করিয়াছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন

কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার 'শিবায়ন' কাব্য রচনায় যে উন্নত নীতি ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'শিব-মঙ্গলে'র যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার কাব্য রামকৃষ্ণের কাব্যের মত আনুপূর্ব্বিক পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে রচিত হয় নাই—তাহাতে যে 'মৎস্যধরা পালা' ও 'শঙ্খপরা পালা' দুইটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক উপাদান দ্বারাই রচিত। অতএব কবি রামকৃষ্ণ শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করিতে গিয়া এতদ্দেশে বহুলপ্রচলিত শিবাখ্যায়িকাসম্পর্কিত লৌকিক ধারাটি অনুসরণ করেন নাই, সেই জন্য তাঁহার কাব্য বিদগ্ধসমাজের তুষ্টিবিধান করিতে পারিলেও সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শিব-মঙ্গলের ধারা অনুসরণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মেদিনীপুর জেলায় শিব-মঙ্গলের একজন কবি আবির্ভূত হন—তাঁহার নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য; তাঁহার কাব্যের নাম শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন। তিনি তাঁহার কাব্যের 'শিবায়ন' নামটি রামকৃষ্ণের কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ইঁহাদের উভয়ের রচনায় আদর্শগত পার্থক্য ছিল না। রামকৃষ্ণ সভাপণ্ডিতের মুখে পুরাণ শুনিয়া যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সভারই উপযোগী, কিন্তু রামেশ্বরের কাব্য কৃষকের গান,—সভায় প্রবেশ করিবার ইহার যোগ্যতা নাই। তবে রামেশ্বরের মধ্যে একটি বস্তুনিষ্ঠ সহজাত কবিপ্রাণ ছিল, এই গুণেই তাঁহার কাব্য কৃষকের গান হইয়াও সাহিত্যিক মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের মধ্যে একমাত্র রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন'খানিই বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার ফলে কেবলমাত্র ইহার সম্পর্কেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারিগণ কিছু পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্য শিবায়ন কাব্যের ক্ষেত্রে রামেশ্বরের রচনাই একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কবি রামকৃষ্ণের বর্ত্তমান কাব্যখানি প্রকাশিত হইবার ফলে শিবায়ন কাব্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করার সুযোগ পাওয়া গেল।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবি রামকৃষ্ণের কাব্য রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন' রচনার এক শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এক শত বৎসর কালের মধ্যে কোন নূতন যুগের অভ্যুদয় ও কোন পুরাতন যুগের অবসান হইতে পারে। অতএব রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবি রামকৃষ্ণকেই আনুপূর্ব্বিক অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করিবেন, এমন আশা করা যায় না। এক শত বৎসরের মধ্যে যুগের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, রামেশ্বরের মধ্যে সেই পরিবর্ত্তিত যুগরুচিরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কবি রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার 'শিবায়ন' বা 'শিব-মঙ্গল'

নামক সুবৃহৎ কাব্যখানি রচনা করেন, তখন মঙ্গলকাব্য-রচনার ধারা ইহার সৃজনযুগ অতিক্রম করিয়া ঐশ্বর্য্যযুগে প্রবেশ করিতেছে। ইহার মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য কবিকঙ্কণচণ্ডী বা চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়। তখন পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর হইতে একেবারে দূর হইয়া যায় নাই। তাহার ফলেই সমাজের নৈতিক দৃঢ়তা তখন পর্য্যন্তও সুদৃঢ় ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই উন্নত নৈতিক পরিবেশ সমাজের মধ্যে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। চৈতন্য-চরিত্রের সমুন্নত নৈতিক আদর্শ সমাজ-চক্ষুর সম্মুখ হইতে যতই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই সমাজের চারিত্র-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। কবি রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখনও যে সমাজের চারিত্র-শক্তি সুদৃঢ় ছিল, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে; কিন্তু তাঁহার এক শতাব্দীরও অধিককাল পর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যখন তাঁহার 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন, তখন সমাজের সে অবস্থা আর ছিল না। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার ধারা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল, নীতিভ্রষ্ট সমাজ তখন কদর্য্য রুচির অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল। সমাজের নীতি-বোধ ইতিপূর্ব্বেই যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'শিবায়ন' রচনা করেন; কিন্তু কবি রামকৃষ্ণের শিবায়ন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগে রচিত হয়; তাঁহার গ্রন্থেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচনা একটি বিচ্ছিন্ন কীর্ত্তি; ইহা যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ধারা অনুসরণ করে নাই, তেমনি পরবর্ত্তী কোনও ধারারও দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কারণ, কবি রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' তাঁহার আত্ম-কেন্দ্রিক জ্ঞান-সাধনার ফল; কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে এ কথা বলিতে পারা যায় না—তিনি যেমন শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কবিদিগের প্রবর্ত্তিত শিবমঙ্গল রচনার ধারাটি একদিক্ দিয়া অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার স্বকীয় প্রতিভাদ্বারা এই ধারাটির যে ভাবে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও পরবর্ত্তী এই শ্রেণীর কাব্যরচয়িতাদিগের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পথ অনুসরণ করিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দী ও এমন কি, বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু কবি শিবমাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের অনুসরণকারী কেহ নাই। ইহার কারণ, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমাজগত রুচি ও রসবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধকেই কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যরচনার মূলে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিওয়ালাদিগের

যুগ পর্য্যন্ত যে রুচি ও রসবোধের আধিপত্য চলিয়াছিল, কেবলমাত্র সেই যুগের পূর্ববর্তী কবি বলিয়াই নহে, ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধের দিক্ হইতেও কবি রামকৃষ্ণ তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু কবি রামেশ্বর, যুগের রুচি ও রসবোধকে তাঁহার কাব্য-রচনার ভিত্তি করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা এই বিষয়ক তাঁহার ভবিষ্যৎ কবিদিগেরও পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব কবি রামকৃষ্ণের রচনার আভ্যন্তরিক যে মূল্যই প্রকাশ পাউক না কেন, জনপ্রিয়তা ও প্রচারের দিক্ হইতে কবি রামেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার কোনও তুলনা হয় না; এক শত বৎসরের অধিককাল পরে আবির্ভূত হইয়াও কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ন রচনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুদ্রিত হইয়াও সংখ্যাতীত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুইখানি ব্যতীত কবি রামকৃষ্ণের আর কোনও পুথি পাওয়া যায় নাই। এই দুইখানি পুথিও একই অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতেই বাংলা ভাষা সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সুপরিচ্ছন্ন ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ ভাষায় পরিণতি লাভ করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিল, কবি রামকৃষ্ণের কাব্যই তাহার প্রমাণ। সংস্কৃতের আনুগত্যই কবি রামকৃষ্ণের ভাষাকে এই পরিচ্ছন্নতা দান করিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায়ও যে কোন কোন স্থলে গ্রাম্যতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্য মুকুন্দরাম তাঁহার স্বভাব-কবিত্বগুণে ভাষাগত এই গ্রাম্যতার মধ্যেও রস-সৃষ্টি করিতে সার্থক হইয়াছেন, তাহা অবশ্য কেবলমাত্র মুকুন্দরামের অলোক-সামান্য প্রতিভার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কবি রামকৃষ্ণের সাধনা ভাবে কিংবা রূপায়ণে, কোন দিক্ দিয়াই কোন প্রকার গ্রাম্যতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে সকল দিক্ দিয়া এই প্রকার গ্রাম্যতা হইতে মুক্তির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্য এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই এক সমুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই খ্যাত ও অখ্যাতনামা যে সকল কবির রচনার ফলে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কবি রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রথম এবং সার্থক অগ্রদূত। অতএব বাংলা কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পর আরও কয়েক জন কবি শিব-মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের যশ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

শিবায়ন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শ্রীগণেশবন্দনা

রাগ॥

শিবসুত বিনায়ক সাধ্য সিদ্ধি প্রদায়ক
প্রথমে প্রণাম বিঘ্নরাজে।
গজবক্ত্র রক্তমুণ্ড সচল লম্বিত শুণ্ড
অলিক তিলক দ্বিজরাজে॥
একদন্ত নীলগ্রীব ত্রিনয়ন বন্ধুজীব
কুটিল জটিল তপোধন।
মদগন্ধ শ্রুতিমূলে ভ্রময় ভ্রমিঞা বুলে
পরিসর চঞ্চল শ্রবণ॥১॥
দেব এ প্রসীদ হেরম্ব লম্বোদর।
উত্তরি উত্তম ব্যাল উরে পারিজাত মাল
খর্ব্ব পীবর কলেবর॥ধ্রু॥
সুবলিত চারি ভুজে অঙ্গদ বলয়া সাজে
অক্ষমালা শৃণী কুশপাশ।
ধূম্রবর্ণ পূর্ণতেজা অগ্রেতে যাহার পূজা
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধেয় বাস॥
দেবের অদ্ভুত রূপ নাভি গভীর কূপ
তুন্দবন্ধ তব দ্বিরসন।
পদযুগ কোকনদ রত্নময় পদাঙ্গদ
মূষিকপৃষ্ঠেতে পদ্মাসন॥২॥
পূর্ব্ব এক মন্বন্তরে পৃথিবী প্লাবিত জলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু কমলা ভারতী।
অম্বরে অম্বিকা হর বিভাবসু বিভাকর
বিভাবরী পত্রী সদাগতি॥
সুররাজ ধর্ম্মরাজ রাজরাজ নাগরাজ
বরুণ নৈঋর্ত বিদ্যমান।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি শুধাল্যে সকল ভূমি
অখিল জলধি কৈলে পান॥
তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি পুনর্ব্বার সৃষ্টি স্থিতি
সংসার রচিল সেই কালে।
দেখিয়া অসীম শক্তি করিয়া প্রণতি ভক্তি
পূজে তোমা দশ দিক্‌পালে॥
তেঞি গণপতি নাম ভক্তজন মনস্কাম
সাঙ্গ হয় তোমার স্মরণে।
সঙ্কল্প সফল আশে রামকৃষ্ণ দাস ভাষে
স্তুতি নতি তোমার চরণে॥৩॥ ॥১॥

ঘোষা॥

বন্দহুঁ নারায়ণ গুণধাম।
সব অবতার সার নন্দনন্দন নরহরি বামন রাম॥

নারায়ণ ও ব্রহ্মাদির বন্দনা

পয়ার॥

নমো নমো নমো বন্দো সহস্র শীরষে।
অবনী লোটাইয়া স্তুতি পরম পুরুষে॥

সহস্র বদন দেব সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র মুকুট শিরে পরম উজ্জ্বল ॥
সহস্র নয়ন তাঁর সহস্র শ্রবণ।
সহস্রেক হস্ত তাঁর সহস্র চরণ ॥
সহস্র ভূষণ তাঁর শরীর ভূষিত।
সেই ত পুরুষ সবাকার অবিদিত ॥
যোগমায়া বন্দিলাম তাঁহার প্রকৃতি।
যাহা হইতে হয় তিন গুণের উৎপত্তি ॥
তবে ত বন্দিলু ব্রহ্মা সর্ব্বসুরশ্রেষ্ঠ।
রজোগুণ স্বভাবে সৃজেন যিহো সৃষ্ট ॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ অরুণ বরণ।
হংসের পৃষ্ঠেতে যার ধ্যান পদ্মাসন ॥
চারি বেদ বন্দিলাঙ সন্ধ্যা সাবিত্রী।
প্রণব বন্দিলু বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তবে ত বন্দিলু বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়।
যাহার কটাক্ষে সৃষ্টি পালন প্রলয় ॥
ইন্দ্রনীল মণির সদৃশ কলেবর।
পূর্ণ সুধাকর যেন বদন সুন্দর ॥
প্রফুল্ল কমল মুখ নয়ন বিশাল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ উরে আর বনমাল ॥
আজানুলম্বিত চারি ভুজ করিকর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পীতাম্বরধর ॥
মুকুট কুণ্ডল হার কেয়ূর বলয়।
নূপুর তোড়রমল সব রত্নময় ॥
কুঙ্কুম অগুরু রস কস্তূরি চন্দনে।
নানাবর্ণে মেঘ যেন শরদ গগনে ॥
গরুড় বাহন তাঁর বন্দিলু সম্মুখে।
সুদর্শন চক্র বন্দো সারঙ্গ ধনুকে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বন্দো হইয়া কৌতুকী।
খড়্গ নন্দক বন্দো গদা কৌমোদকী ॥
নন্দ সুনন্দ আদি বন্দো পারিষদ।
চতুর্ভুজ সমান ভূষণ পরিচ্ছদ ॥
তবে ত বন্দিলু মুঞি লক্ষ্মী সিন্ধুসুতা।
নারায়ণপ্রিয়া নানা আভরণযুতা ॥
পদ্মহস্তা পদ্মালয়া আপুনি পদ্মিনী।
কমলাক্ষ হৃদয়ে কমল নিবাসিনী ॥
মেঘের সহিত যেন উদয় চপলা।
প্রভু সঙ্গে সাজে তেন সেবকবৎসলা ॥
কমলার চরণে মজুক মোর চিত।
ভক্তজনে কৃপা কর শুনিয়া সঙ্গীত ॥
শ্বেত পদ্মাসনে বন্দো বিষ্ণুর বল্লভা।
ইন্দু কুন্দ চন্দন নিন্দিয়া যার আভা ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুক্ল বিভূষণ।
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী বলে সর্ব্বজন ॥
বীণা লইয়া সঙ্গীত গায়েন পতিপাশে।
শব্দরূপে সবাকার বদন নিবসে ॥
সেই দেবীচরণে আমার দৃঢ় ভক্তি।
প্রসাদ করিবে মাতা মধুরস উক্তি ॥
ছয় রাগ মালব প্রধান তাঁর সঙ্গে।
ছত্রিশ রাগিণী মুঞি বন্দিলাঙ রঙ্গে ॥
সপ্ত স্বর বন্দিলাঙ বাদ্য আর তাল।
জয় বিজয় বন্দো দুই দ্বারপাল ॥
প্রভুর প্রিয় স্থান বন্দো বৈকুণ্ঠপুরী।
তবে ত বন্দিলু আমি যত রম্যস্থলী ॥
গোলোক বন্দিলুঁ আমি অতি গুপ্ত স্থান।
গোলোক গোকুল ভাই বৈভবে সমান ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে যুড়ি দুই হাত।
এখনে বন্দিব আমি গোকুলের নাথ ॥২॥

কৃষ্ণের বন্দনা

সারেঙ্গ রাগ ॥

নীপ সমীপ নীল নব নীরদ তড়িতলতা তথি সঙ্গ।
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন পীতাম্বর তিরিভঙ্গ ॥১॥

বন্দহুঁ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ।
নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর
চন্দ্রক চুম্বিত কেশ ॥ধ্রু॥
কুণ্ডল মণিময় অঙ্গদ সুবলয়
তনুচিত্রিত ঘনসার।
দ্বিভুজ মনোহর বর মুরলীধর
উরে কৌস্তুভ বনমাল ॥২॥
পরিসর হৃদয় সদয় করুণাময়
লোমাবলী অলি পাঁতি।
কেশরী সরু কটি তুন্দবন্ধ ধটী
প্রকটিত নটবর ভাতি ॥৩॥
উরুযুগ করিকর পুষ্করে পুষ্কর
তথি লতিকা মঞ্জীর।
রামকৃষ্ণ ভণ ত্রিভুবন পাবন
স্মরণে সে পদ নীর ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

রাধা প্রভৃতির বন্দনা

ষোল সহস্র গোপী লইয়া কৃষ্ণের ধামালী।
প্রধান প্রকৃতি বন্দো রাধা চন্দ্রাবলী ॥
চিত্ররেখা বন্দিলাঙ মদনসুন্দরী।
শ্রীমতী মধুমতী বল্লভকুমারী ॥
তবে ত বন্দিলু হরিপ্রিয়া শশিরেখা।
অষ্ট গোপাল বন্দো গোবিন্দের সখা ॥
দ্বারিকায় বন্দিলাঙ রুক্মিণী সত্যভামা।
নগ্নজিতা বন্দিলাঙ জাম্ববতী রামা ॥
মিত্রবিন্দা ভদ্রা বন্দো কালিন্দী লক্ষ্মণা।
ষোল সহস্র এক শত বন্দিল অঙ্গনা ॥
করপুট করিয়া ভকতিযুক্ত চিত্তে।
মথুরায়ে বন্দো রাম রেবতী সহিতে ॥
সুভদ্রা বন্দিল আমি বলদেবের স্বসা।
রতি কামদেব বন্দো অনিরুদ্ধ উষা ॥

অযোধ্যায় বন্দো রাম দেবী ত জানকী।
ভরত বন্দিলু আর লক্ষ্মণ ধানুকী ॥
শত্রুঘ্ন কুমার বন্দিনু হনুমান।
নীলাচল বন্দিলাঙ প্রভুর প্রিয়স্থান ॥
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা ভগিনী।
সত্যবতী বন্দো ইন্দ্রদ্যুম্নের নন্দিনী ॥
সঙ্কেতমাধব বন্দো সাগরসঙ্গমে।
নর নারায়ণ বন্দো বদরিকাশ্রমে ॥
মন্দর পর্ব্বতে বন্দো শ্রীমধুসূদন।
হরিদ্বারে শ্রীহরির বন্দিলু চরণ ॥
গয়ায় গদাধর বন্দো পুটাঞ্জলি করি।
তমোলিপ্তে বন্দিলাঙ প্রভু বিষ্ণুহরি ॥
ব্যঙ্কট পর্ব্বতে আমি বন্দো রঘুনাথ।
ভক্তিভাবে মস্তকে যুড়িয়া দুই হাত ॥
তবে ত বন্দিনু আমি মীন অবতার।
যাহা হইতে হইল চারি বেদের উদ্ধার ॥
কূর্ম্ম অবতার বন্দো বরাহশরীর।
নরসিংহ বন্দিলাঙ ত্রিবিক্রম বীর ॥
বন্দিলু পরশুরাম আর দাশরথি।
বলরাম বন্দিলাঙ হইয়া হৃষ্টমতি ॥
রৌদ্ররূপ বন্দিলাঙ কল্কি অবতার।
তিঁহো সে করিব ম্লেচ্ছবংশের সংহার ॥
প্রভুর অনন্ত রূপ অনন্ত শকতি।
রামকৃষ্ণ দাস গায় করিয়া প্রণতি ॥ ৪ ॥

শিববন্দনা

যথারাগ ॥ মঙ্গলগুর্জ্জরী ॥

দেব সদাশিব অখিল জনজীব
ধবল নির্ম্মল কায়।
কিবা সে রূপরাশি মুকুটমণি শশী
ছত্র ভুজঙ্গম রায় ॥

সুবেষ পঞ্চানন   বিষম ত্রিলোচন
শ্রবণে মণি অবতংশ।
ভূষণ জাম্বুনদ   কুঙ্কুম মৃগমদ
চন্দন চর্চ্চিত অংস ॥ ১ ॥
ভজহুঁ প্রভু পশুপতি।
সৃজন পালন   প্রলয় কারণ
গৌরী যার নিজশক্তি ॥ধ্রু॥
তড়িত সম জটা   উত্তরি হেম পাটা
উরগ উরে উপবীত।
পরশু মৃগবর   অভয় দান কর
চারি ভুজ সুবলিত ॥
সুনাভি গম্ভীর   ব্যাঘ্রচর্ম্ম চীর
শেষ তাহে নীবিবন্ধ।
চরণ সুশীতল   অরুণ শতদল
ভকত পিয়ে মকরন্দ ॥ ২ ॥
রত্ন বরাসন   তথি ত পদ্মাসন
বেষ্টিত সুরাসুর সর্ব্ব।
গায়ন কিন্নর   নাচে বিদ্যাধর
তান ধরে গন্ধর্ব্ব ॥
সন্তান দেবদ্রুম   ছায়া অনুপম
মূলে মণিময় বেদী।
কুসুম সৌরভ   সুস্বর পক্ষিরব
সমীপে বহে সুরনদী ॥ ৩ ॥
মন্দ সমীরণ   বেদধ্বনি ঘন
দেব ঋষিগণ শিষ্য।
সেবয়ে সব সিদ্ধি   বিভূতি অণিমাদি
সম্মুখে বাহন বৃষ ॥
কৈলাস প্রিয় হর   নন্দিনী অনুচর
প্রমথগণ পারিষদ।
রামকৃষ্ণ দাস   এই অভিলাষ
সতত সেবি তুয়া পদ ॥৪॥৫॥

শক্তিবন্দনা

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া   ভক্তজনে কর দয়া
প্রণিপাত তোমার চরণে।
বর্ণিতে আগম কথা   নিষেধ করিল ধাতা
প্রসারিত নাঞি সর্ব্বজনে ॥
জগৎ জননী উমা   সন্ধ্যা সরস্বতী রমা
স্বাহা স্বধা সতী অংশ কলা।
ধরিলে অশেষ কায়া   আপনি শিবের জায়া
অর্দ্ধ অঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১ ॥
উর মা গো ত্রিপুরসুন্দরী।
সঙ্গীত শুনিতে রঙ্গে   সাজিয়া শঙ্কর সঙ্গে
আস্থ গৌরী পরম ঈশ্বরী ॥
কনক লতিকা গাত্র-   প্রফুল্ল কমল বক্ত্র
ভৃঙ্গপুঞ্জ করে মধুপান।
এ তিন খঞ্জন পাখী   এক শুক মুখ দেখি
কোকিল লখিল অনুমান ॥
ভূষণে চঞ্চল কর্ণ   সহজে লোহিত বর্ণ
যেন দুই নবকিশলয়।
গ্রীবায়ে ত্রিবলী আঁক   লতায় পড়িল পাক
হৃদয়ে কঞ্চুকী ফলাশয় ॥ ২ ॥
দুই ফল সুললিত   বৃন্ত তার বিপরীত
তুলে উঠে দুই কৃষ্ণ ফণী।
অঙ্গে আভরণ শোভা উপমিতে নারে জিহ্বা
খদ্যোত সদৃশ রত্নমণি ॥
তার উপলতা ভুজ   কর তাহে সরসিজ
চরণ শোণিত অরবিন্দে।
আরক্ত লোচন ছবি   পদ্মবন দেখি রবি
ঝাঁপ দিল প্রভাত আনন্দে ॥ ৩ ॥
তুমি হেম কল্পলতা   হরকল্পতরু শ্রিতা
যার ছায়া সকল সংসারে।

তোমার লাবণ্যরূপ বর্ণিতে রসের কূপ
কোন কবি সমাপিতে পারে ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী কপালিনী ভদ্রকালী
দুর্গা নারায়ণী আদি নাম।
রামকৃষ্ণ দাস গায় নিবেদন তব পায়
ভকত জনে পুর মনস্কাম ॥৪॥৬॥

অষ্টমূর্ত্তি প্রভৃতির বন্দনা

পয়ার ॥

শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বন্দো আর অষ্ট স্থান।
শর্ব্ব ভব রুদ্র উগ্র ভীম অজ নাম ॥
মহাদেব ঈশান চরণে মোর নতি।
তবে ত বন্দিলুঁ চণ্ডিকার অষ্ট শক্তি ॥
মাতৃগণ বন্দিলাঙ চৌষট্টি যোগিনী।
দুঁহার বাহন বন্দো বৃষ মৃগমণি ॥
কুমার বন্দিল আমি দেবসেনাপতি।
ময়ূর বাহন তাঁর করে শূল শক্তি ॥
পুনর্ব্বার বন্দিলাঙ দেব গণপতি।
মনসা কুমারী বন্দো করিয়া ভকতি ॥
তবে ত বন্দিলুঁ আমি গঙ্গা ভাগীরথী।
স্বর্গে মন্দাকিনী বন্দো পাতালে ভোগবতী ॥
দ্রবরূপ নারায়ণ পরম কারুণ্য।
শিব বিনে মহিমা না জানে তাঁর অন্ত ॥
নন্দী দ্বারপাল আমি বন্দিল আনন্দে।
বন্দিল শঙ্কর সবাহন পরিচ্ছদে ॥
কৈলাস বন্দিল আমি শিবপ্রিয় স্থান।
কাশী কৈলাস দুই মহিমা সমান ॥
ধরণী লোটাইয়া রে যুড়িয়া দুই হাত।
অন্নপূর্ণা সহিত বন্দিল বিশ্বনাথ ॥
যথা যথা শিবলিঙ্গ আছেন যেইরূপে।
সবার চরণ আমি বন্দিল সংক্ষেপে ॥

তবে ত বন্দিলুঁ দেব সর্ব্বসনাতন।
কল্পভেদে আপুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
ধবল শরীর তাঁর ধবল বসন।
ধবল ভূষণ তাঁর ধবল আসন ॥
উলূক বাহন তাঁর পাদুকায়ে পূজা।
ত্রিগুণ আশ্রয় তিঁহো ত্রিভুবনে রাজা ॥
সর্ব্বদেব এক তেজ হেন কহে বেদ।
নানামূর্ত্তি যত শুন সব মন্ত্রভেদ ॥
আগে পিছে বন্দিল না লবে অপরাধ।
প্রসন্ন হইয়া গোঁসাই করিবে প্রসাদ ॥
তবে ত বন্দিল আমি দেব দিবাকর।
ছায়া সংজ্ঞা সঙ্গে অঙ্গে কবচ কুণ্ডল ॥
সপ্ত অশ্ব রথ যার অরুণ সারথি।
অষ্ট লোকপালপদে রহুক প্রণতি ॥
যোল কলায় পূর্ণচন্দ্র বন্দিল আকাশে।
নিশি অন্ধকার নাশ যাহার প্রকাশে ॥
সপ্তবিংশতি জায়া রোহিণী প্রেয়সী।
দশ অশ্ব রথে আমি বন্দিলাম শশী ॥
মঙ্গল বন্দিলুঁ আমি পৃথিবীকুমার।
মেষ বাহন তাঁর লোহিত আকার ॥
তবে ত বন্দিল বুধ চন্দ্রের নন্দন।
শ্যাম চতুর্ভুজ তনু মৃগেন্দ্রবাহন ॥
সুরগুরু বন্দিলাঙ গ্রহ বৃহস্পতি।
গৌর শরীর যার রাজহংসে গতি ॥
দৈত্যপুরোহিত বন্দো শুক্র শুক্লকায়।
মণ্ডূক বাহন তাঁর আপন ইচ্ছায় ॥
শনৈশ্চর বন্দো কৃষ্ণবর্ণ অধোমুখ।
গৃধ্র বাহন তাঁর বড়ই কৌতুক
রাহু গ্রহ বন্দিলাঙ কেতু তাঁর সঙ্গে।
বন্দিল দ্বাদশ রাশি এই ত প্রসঙ্গে ॥
দিবা রাত্রি বন্দিলাঙ মাস পক্ষ ঋতু।
সম্বৎসর বন্দো কাল অবয়ব হেতু ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর বন্দিল কলিযুগে।
দিক্‌পাল সব মুঞি বন্দো দশ দিকে॥
পূর্ব্বদিকে বন্দিলাঙ দেব পুরন্দর।
শচী মহাদেবী যার জয়ন্ত কুঙার॥
ঐরাবত গজ যার উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া।
সুরপতি চরণে আমার কর জোড়া॥
অগ্নি দেবতা আমি বন্দি অগ্নিকোণে।
স্বাহা মহাদেই সঙ্গে ছাগল বাহনে॥
সকল দেবের মুখ ধনঞ্জয় নাম।
দশ কলা সহিত আমার পরণাম॥
দক্ষিণে বন্দিল আমি দেবতা কীনাশ।
মহিষ বাহন যার করে দণ্ড পাশ॥
চিত্রগুপ্ত পায়ে যার বিজয়া যুবতী।
পিতৃপতি চরণে আমার পরণতি॥
নৈঋ৴ত কোণে বন্দো দেবতা নৈঋ৴তি
প্রেতবাহন রাক্ষসের অধিপতি॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরে বীর বলে মহাবলী।
নৈঋ৴ত চরণে মুঞি করোঁ পুটাঞ্জলি॥
পশ্চিমে বন্দিল আমি বরুণ দেবতা।
মকর বাহন যার শিরে পাটছাতা॥
পাশহস্ত মহাবল যাদোগণ সঙ্গে।
জলের ঈশ্বর দেব বন্দিল ষড়ঙ্গে॥
বায়ুকোণে বন্দিলাঙ দেবতা পবন।
ধ্বজহস্ত ধূম্রবর্ণ হরিণ বাহন॥
প্রাণ অধিপতি দেব উন পঞ্চাশত।
সমীরণ চরণে আমার দণ্ডবৎ॥
উত্তরে কুবের বন্দো ধনের ঈশ্বর।
মনুষ্য বাহন যার যক্ষ অনুচর॥
নলকূবর নামে যাহার নন্দন।
ভক্তিভরে করোঁ তার চরণ বন্দন॥
ঈশানে বন্দিল আমি দেবতা ঈশান।
শরীর উজ্জ্বল কোটি চন্দ্রের সমান॥
শ্বেত পীত নীল পীত রক্ত পঞ্চানন।
রবি শশী বিভাবসু এ তিন লোচন॥
শশাঙ্কশেখর জটাজূট গঙ্গাধর।
নীলকণ্ঠ দশ হস্তে দশ অস্ত্রধর॥
হৃদয়ে বাসুকি নাগ করেতে কপাল।
কৃত্তিবাস বৃষধ্বজ সর্ব্বলোকপাল॥
সম্মুখে স্তবন করে ভৃঙ্গী মহাকাল।
একাদশ রুদ্র সঙ্গে ভৈরব বেতাল॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় করি পুটাঞ্জলি।
এখনে বন্দিব আমি দেবী ভদ্রকালী॥৭॥

মহাকালীবন্দনা

মালশী রাগ॥

যুকত জটা মদ ঘূর্ণিত নয়না।
রুধির পান পরিপূর্ণিত বদনা॥
লহ লহ চঞ্চল ভীষণ রসনা।
উৎকট মট কটি উজ্জ্বল দশনা॥ ১॥
বন্দহুঁ কালী কুবলয় শ্যামা।
বামদেবদয়িতা তনু রামা॥ ধ্রু॥
মুণ্ড রচিত শ্রুতি কুণ্ডল তরলা।
বারণ কুম্ভ পয়োধর যুগলা॥
অরি মুণ্ডালি মুণ্ডিত হৃদয়া।
নাড়ী নির্ম্মিত অঙ্গদ বলয়া॥ ২॥
দক্ষিণ হস্তে শূল অসি চপলা।
বামে কর্পর খেটক প্রবলা॥
অজিনাম্বরধর বিপুলনিতম্বা।
কৃশজঠরা যুগ জঘন সুরম্ভা॥ ৩॥
ভীম ভবার্ণব ভীষিত শরণা।
রামকৃষ্ণ কবি সেবিতচরণা॥ ৪॥ ৮॥

অনন্ত প্রভৃতির বন্দনা

পাতালে বন্দিলুঁ নারায়ণ মূর্ত্তিমন্ত।
শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ উপাধি অনন্ত॥
শিরে সপ্ত ফণা তাঁর রত্ন বিভূষণ।
পীতবস্ত্র পরিধান শেষ বরাসন॥
তাঁর অংশ বন্দিলুঁ বাসুকি সর্পরাজ।
সহস্রেক ফণা তাঁর মণিতে বিরাজ॥
পৃথিবী ধরেন তিঁহো ঈষৎ লীলায়।
তাঁহার আসন বন্দো কূর্ম্ম মহাকায়॥
অষ্ট নাগ বন্দিলাঙ তক্ষক কুলীর।
শঙ্খ মহাশঙ্খ বন্দো ধবল শরীর॥
কুমুদ কর্কট বন্দো পদ্ম মহাপদ্ম।
উপেন্দ্র বন্দিলুঁ যথা বলিসদ্ম॥
তবে ত বন্দিলুঁ বলি দাতার অগ্রণী।
বরাহ সহিত আমি বন্দিলুঁ ধরণী॥
সপ্ত দ্বীপ বন্দিলাঙ সপ্ত সাগর।
সুমেরু সহিত বন্দো অষ্ট কুলাচল॥
হিমালয় বন্দিলাঙ উদয়াস্তগিরি।
লোকালোক পর্ব্বতে করিল পুটাঞ্জলি॥
সপ্ত স্বর্গ বন্দিলাঙ সপ্ত পাতাল।
ভৈরব বটুক বন্দো যত ক্ষেত্রপাল॥
সনৎকুমার বন্দিলাঙ সনক সনাতন।
সনন্দ নারদ বন্দো হইয়া মুদমন॥
মরীচি অঙ্গিরা বন্দো পুলহ পুলস্ত্য।
অত্রি ক্রতু বন্দিলাঙ বশিষ্ঠ অগস্ত্য॥
আসুরি কপিল বন্দো বোঢ়ু পঞ্চশিখে।
প্রজাপতি বন্দিলাঙ কশ্যপ আর দক্ষে॥
বন্দিল দুর্ব্বাসা ভৃগু বাল্মীকি পরাশর।
বেদব্যাস বন্দিলাঙ গৌতম দেবল॥
গর্গ মার্কণ্ড বন্দো ভরদ্বাজ মুনি।
বিশ্বামিত্র জৈমিনি বন্দিলুঁ জমদগ্নি॥
দেবঋষি মহর্ষি যতেক তপোধন।
সংক্ষেপে বন্দিলুঁ মুঞি সভার চরণ॥
বৈবস্বত স্বায়ম্ভুব আদি যত মনু।
অষ্ট চিরজীবী বন্দো আর কামধেনু॥
কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বন্দিলুঁ সুরবৃক্ষে।
মীননাথ সিদ্ধা আর বন্দিল গোরক্ষে॥
ধরাতলে যাহারে কর়য়ে ধন্য ধন্য।
নবদ্বীপে বন্দিলাঙ ঠাকুর চৈতন্য॥
খড়দহে বন্দিলাঙ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হইতে জগতে ছিণ্ডিল কর্ম্মবন্ধ॥
ব্রাহ্মণ বন্দিল আমি যতেক বৈষ্ণব।
শৈব শাক্ত বন্দিলাঙ সাধক সাধব॥
তবে ত বন্দিলু নিজ গুরুর চরণ।
ইহকালে পরকালে যাহার শরণ॥
গৌর শরীর তাঁর শুক্ল উপবীত।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান পরম পণ্ডিত॥
প্রফুল্ল কমল মুখ কথা সুধাবৃষ্টি।
যাঁহার প্রসাদে মোর হৈল জ্ঞানদৃষ্টি॥
পূর্ব্বকবি পণ্ডিতে করিয়ে পরণাত।
সভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি॥
পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাম নাম সূর্য্য মিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্র চরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণরায় বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর॥
মাতা রাধা দাসীর চরণে দণ্ডবৎ।
যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ॥
কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি॥

মিরাস বন্দিনু বাস্ত রসপুর দেশ।
এত দূরে তাই যে বন্দনা হৈল শেষ॥
রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল।
ভক্তজনে প্রভু তুমি করিবে কুশল॥
গায়ন বায়ন যে বা শুনে এই গীত।
সভাকারে প্রভু তুমি হইবে সুপ্রীত॥ ৯

গীত আরম্ভ

শ্রীরাগ॥

শুন প্রভু চন্দ্রচূড় তোমারে না চিনে মূঢ়
ভেদ করে শঙ্কর কেশবে।
হেন কহে চারি বেদে হরি হরাত্মক ভেদে
মজে নর নরক রৌরবে॥
যত সব খণ্ডজ্ঞানী তব তত্ত্ব নাঞি জানি
তোমা ভিন্ন জানে অন্য দেবে।
যত যথা বহে নদী সিন্ধু বিনে নাঞি গতি
তেন সেই তোমারে(ই) সেবে॥১॥
প্রভু হে অবধান কর মহেশ্বর।
উরিয়া সঙ্গীতশালে নৃত্য গীত বাদ্য তালে
স্থর সঙ্গ রঞ্জিবে আশর॥ ধ্রু॥
গাইতে তোমার গীত মোর চিত্ত উল্লসিত
পরিহাসে নাঞি লাজ ভয়।
অসীম মহিম তুমি অবুধ অধম আমি
নিজগুণে হইবে সদয়॥
আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ।
কাম্য করি এই ধ্যানে শিবায়ন সেই শুনে
তুমি তারে বাড়াবে আনন্দ॥ ২॥
দিবাভাগে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণা প্রতিপদ নিশি
আরম্ভ করিব শুভক্ষণে।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি দীপমালা দিয়া ব্রতী
সংপ্রদা সহিত জাগরণে॥
হোম পঞ্চদশ দিনে অভিষেক ত্রিলোচনে
দক্ষিণান্ত শান্তি আশীর্ব্বাদ।
দেব দ্বিজে পরণাম লভে সুখ মোক্ষ কাম
তোমারে সেবয়ে নির্ব্বিবাদ॥ ৩॥
রাজ্যভ্রষ্ট নরপতি পুনর্ব্বার পায় ক্ষিতি
অস্ত্রে শাস্ত্রে নাঞি পরাজয়।
বন বহ্নি বারি বিষে কেহ না তাহারে হিংসে
অকালে নাহিক তার ক্ষয়॥
কন্যা লভে যোগ্য পতি বন্ধ্যা হয় পুত্রবতী
মহাব্যাধি হয় উপশম।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে দুঃখ হয় বিমোচনে
অন্তকালে নাহি দেখে যম॥৪॥১০॥

সৃষ্টিবর্ণনা

যথারাগ॥

শিবের মহিমা ভাষা বর্ণিতে করিল আশা
পাইলাও পুরাণ সংগ্রহ।
ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজশক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ॥
শুনিল দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।
বাল্মীকাদি মুনিবর বেদব্যাস পরাশর
ভিন্ন ভিন্ন সভাকার মত॥
শুন সন্ত, ঈশ্বর জনক মায়া মাতা।
পাইল অন্তরে বোধ সর্ব্বশাস্ত্র নির্ব্বিরোধ
ইথে নাঞি অনেকবাক্যতা॥ ধ্রু॥
এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নির্ব্বিকার।

নাহি তার হ্রাস বৃদ্ধি শক্তি জন্মাইল বুদ্ধি
ইচ্ছা হৈল সৃজিতে সংসার ॥
আদি সঙ্গে তেজোময় বর্ণ বিম্ব অনির্ণয়
নির্ম্মল নিগূঢ় সুপ্রকাশ।
এক বিনে নাহি অন্য নহে স্থূল নহে শূন্য
নহে নীর সমীর হুতাশ ॥ ২ ॥
সগুণ হইলা শিব সকল ভূতের জীব
শরীর ধরিতে অভিলাষ।
সর্ব্বত্র বদন দৃষ্ট নাহি অধ ঊর্দ্ধ পৃষ্ঠ
নাহিক অম্বর অবকাশ ॥
নহে তনু পরমিত তথিতে না হৈত প্রীত
সংহারিল অদ্ভুত আকার।
গম্ভীর সুস্থির তেজে সেই মণ্ডলের মাঝে
হৈল পঞ্চ ভূতের সঞ্চার ॥ ৩ ॥
আকাশ প্রকাশ পায় নীল অঞ্জনের প্রায়
ভীমরূপ আদি অবতার।
উগ্র অবতার বাউ জীবাত্মার পরমাঞি
সমীরণ শূন্যের বিকার ॥
উদয় করিল জ্যোতি শিবের তৃতীয় মূর্ত্তি
যাহা হৈতে রূপ যায় দেখা।
পবনে করিল ভেদ আবর্ত্তে জন্মিল খেদ
রুদ্ররূপে অগ্নি ঊর্দ্ধশিখা ॥ ৪ ॥
অগ্নির কিরণে তাপ শীতল হইলা আপ
ভবরূপে জীবের জীবন।
শিবের চতুর্থ কায় জল অধোমুখে যায়
মৃত্তিকার সমান লক্ষণ ॥
মীমাংসার মত কহি জলের বিকার নাহি
সর্ব্বরূপে জীবের জীবাতু।
জল অগ্নি সহযোগে চক্রাবর্ত্তে বাউবেগে
কর্দ্দমে জন্মিল অষ্ট ধাতু ॥ ৫ ॥
ষষ্ঠ মূর্ত্তি পশুপতি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি
আত্মারূপ যজমান নাম।
বেদে যারে বলে জ্ঞান যেন শরীরীর প্রাণ
প্রতি ডিম্বে করিল বিশ্রাম ॥
ভ্রমে ভাণ্ড চক্রাবর্ত্ত সপ্ত স্বর্গ সপ্ত গর্ত্ত
সপ্ত দ্বীপ হৈল সপ্ত সিন্ধু।
সুমেরু কনক স্তম্ভ সবাকার অবলম্ব
আকাশে উদয় কৈল ইন্দু ॥ ৬ ॥
শিবের সপ্তম তনু জলেতে হইল জনু
সুধাকর শীতল স্বভাব।
বিশ্বনাথ বিশ্বমূর্ত্তি মনোজ্যোতি কহে শ্রুতি
মহাদেবরূপে আবির্ভাব ॥
চক্ষুর্জ্যোতি দিবাকর সহস্র কিরণধর
ঈশানের অষ্টম শরীর।
অষ্ট অবতারে ঈশ ব্যাপিল সকল বিশ্ব
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কৈল স্থির ॥৭॥
বিশ্বজীবরূপে হর মূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বর
গুপ্তরূপে করেন বেহার।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবশক্তি এক কায়
দুই হইয়া সৃজেন সংসার ॥৮ ॥১১॥

শিব ও শক্তির সৃষ্টি

ঘোষা ॥

অসার সংসার ভাই শিব মাত্র সার।
বদনে শিবের নাম বল বার বার ॥ ধুয়া ॥

পয়ার ॥

আপনার অষ্টমূর্ত্তে সৃজিলেন ডিম্ব।
বীজরূপে আপুনি ডিম্বের প্রতিবিম্ব ॥
ষোড়শ লক্ষণযুক্ত দুই পদাম্বুজে।
রজরূপে পৃথিবী সতত তাহে ভজে ॥
বিভূতিরূপেতে ক্ষিতি দেখি তাঁর অঙ্গে।
সলিল নিবসে বিশ্বরূপে তাঁর লিঙ্গে ॥

সেই ত সলিল তাঁর জটাজুটে দেখি।
হৃদয়ে তাঁহার তেজ ব্যক্ত করে আঁখি॥
দক্ষিণ চক্ষুতে তাঁর সহস্র কিরণ।
বাম চক্ষে চন্দ্র ভ্রূর মধ্যে হুতাশন॥
মুখেতে পবন বহে নাসিকার রন্ধ্রে।
ললাটে আকাশ বিভূষিত অর্দ্ধচন্দ্রে॥
অদ্ভুত আকার ধরে পুরুষ স্বতন্ত্র।
পঞ্চ মুখে উচ্চস্বর গান বেদমন্ত্র॥
চারি মুখে চারি বেদ গীতরূপে ভজে।
উর্দ্ধ আম্নায় তাঁর কেহ নাহি বুঝে॥
শরীরের মধ্যে শিব শীর্ষ উত্তমাঙ্গ।
আপুনি পূজেন হর আপনার অঙ্গ॥
অর্দ্ধ অঙ্গে প্রকাশ পাইলা মহামায়া।
নির্ম্মল অভ্রের বর্ণ ভবানীর কায়া॥
দেহ হৈতে আদ্যাশক্তি হইলেন ভিন্ন।
শরীরে হইল ব্যক্ত ভবানীর চিহ্ন॥
দুহেঁতে দেখেন দুহাঁকার অবয়ব।
দুহাঁকার হৃদয়ে জন্মিল মনোভব॥
পঞ্চ ভূত হৈতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড।
পঞ্চভূতাত্মক দুই শরীর প্রকাণ্ড॥
অদ্ভুত শিবের তনু অষ্ট অবতারে।
ভবানী ধরিল তনু লোকব্যবহারে॥
পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ বিষয়ের স্থান।
বিবরিয়া কহি সভে কর অবধান॥
নাসিকায় ঘ্রাণ পাইয়া জিহ্বা রস বুজে।
কর্ণ শব্দ শুনি চক্ষু রূপ দেখি তেজে॥
স্পর্শ জন্ম সুখ দুঃখ হয় সর্ব্ব অঙ্গে।
প্রতি লোমকূপে ছিদ্র গুহ্য তার সঙ্গে॥
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে লোক গণে দশ দ্বার।
বাখানিঞা কহি তাহা শুন পুনর্ব্বার॥
চক্ষু কর্ণ নাসিকার দুই দুই রোক।
মুখে এক ছিদ্র যথি রস বুঝে লোক॥
দুই গুপ্ত দ্বার এই নব দ্বার দেখি।
সব লোমকূপে আর এক দ্বার লিখি॥
পৃথিবীর গুণ গন্ধ সলিলের রস।
অগ্নির লক্ষণ রূপ বায়ুর পরশ॥
শূন্যের লক্ষণ শব্দ এ পঞ্চ বিষয়।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় সর্ব্ব অবয়বময়॥
ব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্ররূপে আছে দশ দ্বার।
অর্দ্ধনারীশ্বর এই বিশ্বের আকার॥
অধ উর্দ্ধ প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর।
শীত উষ্ণ দুই গুণ অর্দ্ধ নারীশ্বর॥
অর্দ্ধনারীশ্বর দুই শিবা দুহুঁ জনে।
ব্রহ্মা ডিম্বের সমান আছেন নির্জ্জনে॥
সৃষ্টের প্রথম ভাই উপজিল কাম।
ব্রহ্মসূ বলিয়া তেঞি মদনের নাম॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন॥ ॥১২॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুর জন্ম

পঠমঞ্জরী রাগ॥

আদি দেব আদ্যাশক্তি আপনা আপনি যুক্তি
তৃতীয় নাহিক কেহ আর।
আপুনি আপন জনু তিন গুণে তিন তনু
ত্রিদেবা হইল পুনর্ব্বার॥
দক্ষিণাঙ্গে হৈল দৃষ্ট জন্মিলেন সুরজ্যেষ্ঠ
চতুর্ম্মুখ লোহিত আকার।
সত্বরে চাহিলা বাম লক্ষ্মীর বিশ্রাম ধাম
শুভ্র নারায়ণ অবতার॥১॥
মধ্য শরীরে মহেশ্বর।
তিন গুণে পরিপূর্ণ পঞ্চমুখ পঞ্চবর্ণ
স্ফটিকধবল কলেবর॥ধ্রু॥

সূর্য্য সুধাকর শিখী তিন বর্ণে তিন আঁখি
দশ বাহু বলিষ্ঠ বিশাল।
সম্মুখে জন্মিলা ধর্ম্ম পৃষ্ঠে অধর্ম্মের জন্ম
ছায়াতে জন্মিলা মৃত্যু কাল॥
অন্তর্ধান হৈলা হর লিঙ্গযুক্ত কলেবর
নিশ্চিন্ত হইতে অভিলাষ।
মহামায়া অর্দ্ধঅঙ্গী বিলাস সময় সঙ্গী
নহে এক দেহেতে নিবাস॥২॥
তিন জ্যোতি তিন চক্ষে পুরিলেন অন্তরীক্ষে
কৌতুকে বঞ্চেন শিবে শিবা।
অধর্ম্মের অধোগতি ঊর্দ্ধে ধর্ম্ম যুগপতি
ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক রাত্রি দিবা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে কেহ কারে নাহি চিনে
চক্ষু মেলিবারে নাঞি শক্তি।
অন্ধকার নিরাশ্রয় দুঁহেতে ভাবিয়া ভয়
অন্তরে করিলা পিতৃভক্তি॥৩॥
যে করিল তনু সৃষ্টি সেই দেব দিব দৃষ্টি
চিত্তে এই করিল বিশ্বাস।
আদ্যাশক্তি আদি দেবে যোগে ব্রহ্মা বিষ্ণু সেবে
তবে চক্ষু পাইল প্রকাশ॥
ব্রহ্মা উচ্চারিল স্বর প্রণব রূপেতে হর
ব্রহ্মার বদনে কৈল বাস।
ব্রহ্মা চাহে অষ্ট নেত্রে দ্বিতীয় দর্শন মাত্রে
অহঙ্কারে করিল সম্ভাষ॥৪॥
ব্রহ্মা বলে আমি বড় তোমারে কহিল দড়
তুমি বিষ্ণু বয়সে কনিষ্ঠ।
বিষ্ণু দিলা প্রত্যুত্তর কে বা কার সহোদর
যেই গুণে বড় সেই শ্রেষ্ঠ॥
দণ্ড যায় বহু অব্দ আকাশে হইল শব্দ
দুঁহে গাও আপন মহিমা।
এই লিঙ্গ হইতে জন্ম যে জানে ইহার মর্ম্ম
সেই বড় দিল [এই] সীমা॥৫॥
হরি বিরিঞ্চির মাঝে উঠে লিঙ্গ মহাতেজে
দেখিয়া বিস্ময় দুই জন।
চিদানন্দময় লিঙ্গ বাড়ে যেন গিরিশৃঙ্গ
অধ ঊর্দ্ধ ব্যাপিল গগন॥
অগ্নি বহে সুশীতল বেগে করে ঢল ঢল
নহে জল নহে সমীরণ।
কবিতা রসেতে রুত শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সুত
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন॥৬॥১৩॥

শিবলিঙ্গের আদি অন্বেষণ

ঘোষা॥

শিব ভাব শিব চিন্ত শিব কর সার।
শিব বিনে শয়ানে দেবতা নাহি আর॥

পয়ার।

কর্ণেতে শুনিল দুঁহে হইল যেই শব্দ।
লিঙ্গের উদ্ভব দেখি হইলা নিস্তব্ধ॥
লিঙ্গের তেজেতে হৈল ব্রহ্মাণ্ড আলোক।
দেখিতে পাইলা দুঁহে ব্রহ্মাণ্ডের রোক॥
ব্রহ্মা বলে আমি এই যাই ঊর্দ্ধগতি।
কত দূর দেখি এই লিঙ্গের উন্নতি॥
হরি অঙ্গীকার কৈল আমি যাই হেটে।
দেখি জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ কোথা হতে উঠে॥
ব্রহ্মা শূন্যে গেলা যথা ব্রহ্মাণ্ড কটাহ।
শরীরে জন্মিল স্বেদ উপজিল দাহ॥
উঁকি দিয়া ছিদ্রপথে চাহে পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে জল দেখে দশগুণ॥
সেই জল সঙ্গ লভে দিয়া লিঙ্গ দণ্ড।
ভেদে দশগুণ অগ্নিমণ্ডল প্রচণ্ড॥
পবনমণ্ডলে বরাঙ্গের দেখি কন্ধ।
অবিদ্যায় ব্রহ্মার চিত্তেতে হৈল ধন্ধ॥

না পাইল লিঙ্গের অন্ত এ তিন মণ্ডলে।
শূন্য মণ্ডলে তাঁর দৃষ্টি নাহি চলে॥
ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে চাহিতে নাই শক্তি।
অহঙ্কার দূর হৈল উপজিল ভক্তি॥
ঊর্দ্ধ আরোহণে ব্রহ্মা পাইলেন ক্লেশ।
নিরস্ত হইলা নাঞি পাইলা উদ্দেশ॥
আসিতে নাহিক শক্তি হরিলা সম্বিত।
ঘর্ম্মেতে হংসের জন্ম হৈল আচম্বিত॥
ব্রহ্মা বলে হংস তুমি যদি দেহ পৃষ্ঠ।
তোমাতে চড়িয়া আমি লিঙ্গ করি দৃষ্ট॥
হংস বলে লিঙ্গের নাহিক পরিমাণ।
এই ব্রহ্মডিম্ব আদিদেবের নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মাণ্ড বাহির গেলে তোমার প্রলয়।
দেখিয়া কারণ্য জল চিত্তে পায় ভয়॥
আমার পৃষ্ঠেতে তুমি কর অবলম্ব।
আমি লইয়া যাই যথা কনকের স্তম্ভ॥
সুমেরুশিখরে ব্রহ্মা ধরিলেন ধ্যান।
এই লিঙ্গরূপী সদাশিব ভগবান॥
এথা বিষ্ণু মহাযোগী বিক্রমে বিশাল।
বিবরে বিবরে গেলা সপ্তম পাতাল॥
ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে জল নাহি স্থল কূল।
তথা নাঞি পাইল লিঙ্গের আদ্যমূল॥
অগ্নিমণ্ডলে দৃষ্টি কৈল শ্রীনিবাস।
বায়ুমণ্ডল চাহি চাহিল আকাশ॥
আদি অন্ত না পাইয়া ভাবিল বিচিত্র।
বিশ্রাম করিল যথা ব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্র॥
করিয়া লিঙ্গের ভক্তি সাধিলেন যোগ।
অনন্ত শরীর হৈলা সহস্রেক ভোগ॥
স্তুতি করিবারে তাঁর হইল বাসনা।
আচম্বিতে হইল দুই সহস্র রসনা॥
আকাশে হইল শব্দ শুনহ অনন্ত।
এই ত লিঙ্গের তুমি না পাইলে অন্ত॥
এই তেজ ধরি আমি অখিল ব্রহ্মাণ্ড।
জ্যোতির্ম্ময় গুণে গাঁথা এই ভূতভাণ্ড॥
অসমসাহস তুমি গুণে শুদ্ধসত্ত্ব।
হইব তোমার বশ মহদাদি তত্ত্ব॥
এই বিশ্ব ধরহ অপরাজিত অজ।
অধোভুবনেতে বাস নাম অধোক্ষজ॥
লীলায় হইবে তুমি অশেষ মূরতি।
অন্তর্ধান হইল লিঙ্গ কহি এই শ্রুতি॥
অঙ্গীকার কৈল হরি নোঙাইয়া শীর্ষ।
এক ফণামণ্ডলে ধরিলা এই বিশ্ব॥
কচ্ছপ হইয়া আবরিল সেই ছিদ্র।
কারণ্য জলের মাঝে কচ্ছপ বহিত্র॥
কচ্ছপের উপরে বসিলা নাগরাজা।
মণিময় লিঙ্গের করেন নিত্য পূজা॥
পাতালসম্ভব পুষ্প কনকপঙ্কজে।
পূজা করি পুটাঞ্জলি আছে অষ্ট ভুজে॥
অনন্তের পরমাত্মা ইন্দীবর শ্যাম।
তপস্যা করিল চিরকাল অস্ত্রকাম॥
কমল সহস্রদল সহস্র সংখ্যায়।
নিত্য আহরেন হরি লিঙ্গের পূজায়॥
সহস্রেক দণ্ডবৎ সহস্রেক নাট।
অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ সহস্রেক মন্ত্রপাঠ॥
বুঝিতে বিষ্ণুর ভক্তি দেব ত্রিপুরারি।
এক পদ্ম তাহার আপুনি কৈলা চুরি॥
স্তব অবশেষ আছে নাহি এক পদ্ম।
মাধব বুঝিল চিত্তে ঈশ্বরের ছদ্ম॥
আপনি দক্ষিণ চক্ষু কমললোচন।
কমলের বদলে করিলা সমর্পণ॥
একান্ত ভক্তিতে বশ হৈলা বিশ্বনাথ।
বিষ্ণুর শরীরে বুলাইলা পদ্মহাথ॥
ধর্ত্তা পালয়িতা তুমি জগতের নাথ।
কবিচন্দ্র ভণে শিব হইলা সাক্ষাৎ॥১৪॥

শিববন্দনা

গীত দশাক্ষরা ॥

রজত অচল কলেবরে।
আধ শশী মুকুট উপরে ॥
বিশদ জটাজুট ভারা।
তাহে উরধ জলধারা ॥ ১ ॥
শঙ্কর করিল উদয়।
হরি হেরি হরিষ হৃদয় ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চ বদনে মৃদু হাসে।
মধুর সুধা সম রস ভাষে ॥
এ তিন নয়ন তিন বর্ণে।
ফণিমণি কুণ্ডল কর্ণে ॥ ২ ॥
সকল গুণাকর শীলে।
গণবর জলধর নীলে ॥
ভূত ভবিষ্যতি নীতে।
বিষধরবর উপবীতে ॥ ৩ ॥
চারু চতুর্ভুজ দণ্ডে।
বামে ভকতভয় খণ্ডে ॥
দক্ষিণ করে বরদান।
আর করে পরশু প্রমাণ ॥
বাম করে তনু কুরঙ্গে।
সকল নিবসে সেই অঙ্গে ॥
অজিন বসন পরিধানে।
অণিমাদি বুঝি অনুমানে ॥ ৫ ॥
মঞ্জীর চরণ সরোজে।
রুনুঝুনু পঞ্চম বাজে ॥
শুচি শীতল নখচন্দ্রে।
নিছনি দাস কবিচন্দ্রে ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

সুদর্শনচক্রস্তুতি

পঠমঞ্জরী ॥

হাসিয়া বলেন ঈশ বর মাগ জগদীশ
চিত্তে যেই আছে অভিলাষ।
তুমি বিষ্ণু মহাবুদ্ধি দিল অণিমাদি সিদ্ধি
বুঝি চিত্তে অস্ত্রের প্রয়াস ॥
দুই চক্ষু বুজ তুমি আয়ুধ হইব আমি
দেখিলে পাইবে তুমি ভয়।
দুষ্টে র] দমন কাজে ত্রৈলোক্য সংহার তেজে
চক্ররূপে করিব উদয় ॥ ১ ॥
ভাই রে, হরি হস্ত দিলেন নয়নে।
অদৃশ্য হইলা হর প্রচণ্ড চক্রের কর
আবির্ভাব পাইলা গগনে ॥ ধ্রু ॥
অসুর বংশের কাল কোটী সূর্য্য সমুজ্জল
খর শত সহস্রেক ধার।
চাহিতে ঠিকরে আঁখি দুর্দ্ধর্ষ কিরণ দেখি
মাধব মানিল পরিহার ॥
করিলা অনেক স্তব একান্তে সদয় ভব
আকাশে হইল এই বাণী।
শুন দেব নারায়ণ হৈল অস্ত্র সুদর্শন
চক্র হস্তে লও চক্রপাণি ॥২॥
পাইয়া ঈশ্বর আজ্ঞা শুনিঞা চক্রের সংজ্ঞা
সম্বোধন করিল মুরারি।
আদ্য চক্র তাঁর করে কেশব শিবের বরে
ত্রৈলোক্যে হইলা অধিকারী ॥
মহামায়া অনুকম্পা বিষ্ণুদেহে স্থিতিরূপা
শ্রীবৎসচিহ্নেতে কৈল বাস।
হরি পূর্ণ মনোরথে সুদর্শন চক্র সাথে
ভ্রমিবারে চলিলা আকাশ ॥৩॥
গেলা ঊর্দ্ধ বায়ুবেগে তনু যেন নব মেঘে
পীত বস্ত্র উড়ে সৌদামিনী।

বৈজয়ন্তী মাল্যা সাজে যেন ইন্দ্রধনু মাঝে
কৌস্তুভ হইলা দিনমণি ॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে অরুণ সমান বর্ণে
বদন বিমল যেন শশী ।
দশ দিক্ ভ্রমি হরি দেখিআ বৈকুণ্ঠপুরী
হৈল শিব সাগর নিবাসী ॥৪॥
একা কত শত রবি উজ্জ্বল চক্রের ছবি
শ্বেত দ্বীপে করিলা বিশ্রাম ।
বিষ্ণু হইল জলশাই লক্ষ্মী তার অনুযাই
কমলসম্ভবা হৈল নাম ॥
কমলা হইলা ভার্য্যা পাইলা নাগের শয্যা
যোগনিদ্রা সেবে জগদীশ ।
অস্ত্র করে ধর্ম্মরক্ষা দুষ্টের দমন দীক্ষা
পালন করেন এই বিশ্ব ॥৫॥
এথা ব্রহ্মা মেরুশৃঙ্গে পূজিয়া কাঞ্চনলিঙ্গে
বর পাইল প্রজা সৃজিবারে ।
আকাশে হৈল ধ্বনি তুমি ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞানী
রজোগুণে ভুল অহঙ্কারে ॥
উপলক্ষ্য তুমি ধাতা আমি আছি জন্মদাতা
চিত্তে তুমি না করিহ খেদ ।
রচে গীত কবিচন্দ্র পঠিয়া প্রণব মন্ত্র
বদনে স্মরণ করে বেদ ॥৬॥ ॥১৬॥

মানস পুত্র সৃষ্টি

পয়ার ॥

তপস্যার হেতু হৈল ভবানীর কৃপা ।
ব্রহ্মার শরীরে মহমায়া বুদ্ধিরূপা ॥
প্রথমে প্রণব স্বর কৈল উচ্চারণ ।
বষট্‌কার চারি বেদ হইল স্মরণ ॥
বেদধ্বনি করেন বিরিঞ্চি লোকনাথ ।
মুখে হৈতে হৈল তাঁর ব্রহ্মবিন্দু পাত ॥
জন্মিল কমল এক সেই উপলক্ষ্যে ।
সরস্বতী প্রকাশ পাইলা অন্তরীক্ষে ॥
চক্ষু নাঞি মেলে ব্রহ্মা ধরি আছে ধ্যান ।
জন্মিল মানস পুত্র চারি বিদ্যমান ॥
সনৎকুমার সনক সনন্দ সনাতন ।
চক্ষু মেলি দেখে ব্রহ্মা পুত্র চারি জন ॥
নাম ধরি ধরি বিধি কৈল সম্বোধন ।
তপস্যা করিয়া প্রজা করহ সৃজন ॥
এ বাক্য বলিয়া ব্রহ্মা চাহে অষ্টনেত্রে ।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা কমলের পাত্রে ॥
বর্ণে অবদাত কন্যা শরীর নির্ম্মল ।
অষ্ট অবয়ব তাঁর দেখি স্মরহল ॥
শুক্ল বসন অঙ্গে শুক্ল বিভূষণ ।
কন্যা দেখি ব্রহ্মার চঞ্চল [হৈল] মন ॥
বুঝিয়া ব্রহ্মার মতি দেবী সরস্বতী ।
অন্তর্ধান হৈলা এই কহিয়া ভারতী ॥
ব্রাহ্মী আমার নাম আমি রাগদেবী ।
তোমার তনয়া আমি নারায়ণে সেবি ॥
জনক তাহারে বলি যাহা হৈতে জন্ম ।
পাপদৃষ্টে চাহিলে দুঁহার মজে ধর্ম্ম ॥
কমল দ্রবিয়া হৈল নদী বেগবতী ।
পৃথিবীমণ্ডলে হৈল তীর্থ সরস্বতী ॥
লজ্জিত হৈল ব্রহ্মা বসিলা ধেয়ানে ।
শতেক বৎসর তথা গেল দেবমানে ॥
চক্ষু মেলি চাহে ব্রহ্মা নাঞি দেখে সৃষ্টি ।
চারি পুত্র পানে চাহে পাকাইয়া দৃষ্টি ॥
আরক্ত লোচন দেখি পিতা লোকনাথে ।
পুত্র সব নিবেদন করে জোড় হাথে ॥
আমা সভা হৈতে বাপা না হৈল সংসার ।
রজোগুণে আর পুত্র সৃজ পুনর্ব্বার ॥
এ বাক্য শুনিঞা বিধি কৈল আচমন ।
জন্মাল্য মানস পুত্র আর সাত জন ॥

মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলহ বাশষ্ঠ।
পুলস্ত্য জন্মিলা ক্রতু সবার কনিষ্ঠ॥
পুনর্ব্বার ধেয়ানে বসিলা পদ্মাসনে।
আত্মতুল্য পুত্র ব্রহ্মা ভাবিলেন মনে॥
ভৃগু মুনি জন্মিলেন বিধাতার বক্ষে।
পায়ের অঙ্গুষ্ঠমূলে জন্মাইল দক্ষে॥
নয় প্রজাপতি সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ।
ছায়াতে কর্দ্দম হৈল মুনির প্রধান॥
একাদশে জন্মিলা নারদ দেবঋষি।
পুত্র সব দেখিয়া ব্রহ্মার [হৈল] হাসি॥
ঞিঁহা সভাকারে আমি কোথা পাব নারী।
জন্মাল্যে মানসী কন্যা সে হয় কুমারী॥
পরম ঈশ্বর শিব পুরুষ পুরাণ।
দ্বিধা খণ্ডাইতে তাঁহা বিনে নাঞি আর॥
ধ্যানস্থ হইলা বিধি সুমেরুর পৃষ্ঠে।
কবিচন্দ্র রচে গীত পুরাণের দৃষ্টে॥১৭॥

প্রজাসৃষ্টি

সুহই রাগ॥

চিন্তাকুল বিধি দ্রবিলা গুণনিধি
কেবল ব্রহ্মার তপে।
নয়ন গোচর হইলা মহেশ্বর
অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে॥
আধ কলেবর সদৃশ হিমকর
অভ্র উজ্জ্বল আধ।
ত্বরিতে প্রজাপতি হইলা পরণতি
চারি মুখে স্তুতিবাদ॥১॥
আজ্ঞা দিলা পশুপতি।
বিভজ নিজ কায়া বামে সৃজ জায়া
দাহিনে জন্মিব পতি॥ধ্রু॥

শুনিঞা কৌতুক চিন্তে চতুর্মুখ
কালিকাকান্তের কৃপা।
স্বায়ম্ভুব মনু বিধির আধ তনু
বামে কন্যা শতরূপা॥
সেই দুই জনে বিভা শুভক্ষণে
নিবসে মেরুর শৃঙ্গে।
জগতে মনু রাজা সেই হইতে প্রজা
জন্মাইল ভগলিঙ্গে॥২॥
আপুনি প্রজাপতি জন্মাইল জাতি
বৃত্তি কহিলেন কর্ণে।
বদনে বাহুমূলে জঘনে পদতলে
জন্মাইল চারি বর্ণে॥
বিপ্রে দিলা শাস্ত্র ক্ষত্রিয়ে দিলা অস্ত্র
বৈশ্য বাণিজ্য কৃষি।
শূদ্র রাত্রি দিবা ব্রাহ্মণের সেবা
করিব হইয়া দাস দাসী॥৩॥
সেই কৃত যুগে আপন বাম ভাগে
পাইলা সভে নিজ জায়া।
অমর বিদ্যাধর কিন্নর নাগ নর
জগতে ব্যাপিল মায়া॥
কহিল সংক্ষেপে সৃষ্টি এইরূপে
সৃজয়ে রজোগুণ বিধি।
রচিল কবিচন্দ্র সভেই পরতন্ত্র
স্বতন্ত্র শিব গুণনিধি॥৪॥১৮॥

কালবিভাগ

জগতের মাতা মায়া পিতা সদাশিব।
স্থলে জলে নানারূপে জন্মাইলা জীব॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ আছে সভাকার
শরীরের অনুক্রমে সৃজিলা আহার॥
গগন উদয় কৈল সূর্য্য সুধাকর।
দিবা রাত্রি হৈল পক্ষ মাস সম্বৎসর॥

যুগ সৃষ্টি কৈল সত্য ত্রেতা দ্বাপর।
কলিযুগ জন্মিল দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
এই চারি যুগে দেবতার এক যুগ।
নিত্য সত্যযুগ যথা থাকে চতুর্ম্মুখ ॥
পৃথিবীতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।
দেবমানে চারি যুগে এক যুগ বলি ॥
দেবের সত্তরি যুগে এক মন্বন্তর।
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার বৎসর ॥
চৌদ্দ মন্বন্তরের শুনহ অভিধান।
১ স্বায়ম্ভুব মনু আছে সভার প্রধান ॥
স্বারোচি[ষ] ঔত্তমি মনু লিখিল তামসে।
পঞ্চমে রৈবত মনু ষষ্ঠম চাক্ষুষে ॥
সপ্তমেতে বৈবস্বত সাবর্ণি অষ্টমে।
নবমেতে ভৌত্য মনু রৌচ্য দশমে ॥
মেরু সাবর্ণ আর লিখি চারি মনু।
ক্রমে ক্রমে সাত হয় চতুর্দ্দশ তনু ॥
সহস্রেক যুগ যদি গেল দেবমানে।
ব্রহ্মার দিবস যায় কহিল পুরাণে ॥
নিদ্রারূপে মহামায়া নিবসে নয়নে।
ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হয় ব্রহ্মার শয়নে ॥
ব্রহ্মরাত্রে পিতামহ ভজে পদ্মতল্প।
মনুষ্যলোকেতে কহে হৈল এক কল্প ॥
দেবতা মনুষ্য নাগলোক নাঞি থাকে।
মূর্ত্তিমন্ত চারি বেদ সবে মাত্র জাগে ॥
কনকপঙ্কজে নিদ্রা যায় পরমেষ্ঠী।
সহস্র যুগের শেষে মুক্ত হয় দৃষ্টি ॥
সকল সংসারে ব্রহ্মা দেখে অপোময়।
পুনর্ব্বার সৃষ্টি সৃজে গুণের বিষয় ॥
মনুষ্যের ত্রিশ কল্পে বিধাতার মাস।
কহিব কল্পের নাম করিয়া প্রকাশ ॥
প্রথমেতে শ্বেতকল্প বেদেতে বিদিত।
দ্বিতীয় কল্পের নাম [হয়] মনোহিত ॥
বামদেব তৃতীয়ে চতুর্থে রথন্তর।
যৌরব পঞ্চম ষষ্ঠে প্রাণ নাম ধর ॥
সপ্তমে সকৃত কল্প কন্দর্প অষ্টমে।
নবমেতে সহ্য কল্প ঈশানে দশমে ॥
একাদশে মধুকল্প দ্বাদশেতে ভব।
ত্রয়োদশে উদপান কল্পে সংভব ॥
চতুর্দ্দশে গারুড় কৌর্ম্ম পঞ্চদশ।
তবে নারসিংহ কল্প গণিলে ষোড়শ ॥
সপ্তদশে সমাস আগ্নেয় অষ্টাদশে।
সোম কল্প গণনায় পায় ঊনবিংশে ॥
পিতৃকল্প লিঙ্গকল্প সর্ব্বকল্প লিখি।
পদ্মকল্প লিখিয়া বৈকুণ্ঠ আর লক্ষ্মী ॥
ঘোর কল্প গেলে হয় কল্প বারাহ।
বৈরাজ সংজ্ঞক কল্প গঙ্গার প্রবাহ ॥
গৌরীকল্প গেলে গণি কল্প মাহেশ্বর।
যাপিল ত্রিংশতি কল্প লিখিল সত্বর ॥
এইরূপে ত্রিশ কল্পে এক মাস গণি।
ইহার দ্বাদশ মাসে বৎসর বাখানি ॥
বিধাতার আয়ু অষ্টোত্তরশত অব্দ।
অষ্টাদশ পুরাণে শুনিল এই শব্দ ॥
তবে এক ব্রহ্মার শরীর হয় পাত।
মুণ্ডে মুণ্ডে মালা করি পরে বিশ্বনাথ ॥
কালরূপ পুরুষ কালিকা কালরাত্রি।
গুপ্তরূপে নিবসে জনক জনয়িত্রী ॥
এক কল্পে মহাদেবে ভজিলা নারায়ণ।
পাইল উত্তম অস্ত্র চক্র সুদর্শন ॥
মণিকর্ণিকায় তপ করি পুনর্ব্বার।
মহাবিষ্ণু হইল শুন তাহার বিস্তার ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভকত সেবকে কৃপা কর পঞ্চানন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রলয়

ধানশী রাগ ॥

ভাই, শুনহ পুরাণ কথা কাল বহিয়া যায় বৃথা
শিবের মহিমা সুধাসিন্ধু।
জন্ম গেল অকারণ কি করিলে উপার্জ্জন
পরকালে পুণ্যমাত্র বন্ধু ॥
স্কন্দপুরাণেতে বলে মহাপ্রলয়ের কালে
কালমূর্ত্তি প্রভু কৃত্তিবাস।
গুণের প্রধান সত্ত্ব মহদাদি যত তত্ত্ব
শিবের শরীরে করে বাস ॥১॥
ত্রিগুণ অলোক ত্রিলোচন।
জলে যেন জল মিশে অগ্নৌ অগ্নি পরবেশে
সেইরূপ সংহার লক্ষণ ॥ ধ্রু ॥
নয় প্রজাপতি সঙ্গে ব্রহ্মা শঙ্করের অঙ্গে
প্রবেশ করেন ব্রহ্মতেজে।
পাত হয় দশ তনু ব্রহ্মার মস্তক স্থাণু
মালা করি ভক্তিযোগে ভজে ॥
আনন্দে পরমেশান উচ্চস্বরে গীত গান
শূলে চূর্ণ করি কুলাচল।
সুমেরু করিলা রেণু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক তনু
ভয়ে মহী করে টলটল ॥ ২ ॥
উজ্জ্বল ভালের দৃষ্টি তায় হয় অগ্নিবৃষ্টি
ভস্ম করি স্থাবর জঙ্গম।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে নাচেন ভ্রুকুটি রঙ্গে
নষ্ট হৈল নাগ ভুজঙ্গম ॥
প্রচণ্ড গুল্‌ফের তালি জলে মহী যায় গলি
শেষ নাগে করিয়া উত্তরী।
সংহার কালের নাটে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ফাটে
জটায় রাখেন জল ভরি ॥ ৩ ॥
নাম তাঁর ভূতনাথ শ্বাসরূপে বহে বাত
চক্ষে চন্দ্র সূর্য্যের নিবাস।
বিপুল চরণাম্বুজে রজরূপে মহী ভজে
ব্রহ্মাণ্ড করেন প্রভু গ্রাস ॥
তত্ত্বে বাড়ে টুটে দেহ দ্বিতীয় নাহিক কেহ
মহামায়া শরীরের শক্তি।
থাকেন নিরবলম্বে চিদানন্দময় বিম্বে
কবিচন্দ্র মাগে দৃঢ় ভক্তি ॥৪॥২০॥

মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি

মন ভজ চন্দ্রচূড়।
আগমনিগমসার নির্ম্মল নিগূঢ় ॥ ধুয়া ॥
মহাপ্রলয়ের সংজ্ঞা ব্রহ্মার নিপাত।
নাঞি শূন্য জল স্থল নাঞি বহ্নি বাত ॥
পঞ্চ ভূত নাঞি থাকে না থাকে বিষয়।
রাত্রি দিন নাঞি অন্ধকার নিরাশ্রয় ॥
কত কাল এইরূপে বঞ্চে ভূতপতি।
জ্ঞানময় শরীর স্মরণ হয় শ্রুতি ॥
পুনর্ব্বার ইচ্ছা হৈল সৃজিতে সংসার।
মেলিলেন চক্ষু দূর হৈল অন্ধকার ॥
আরক্ত দক্ষিণ চক্ষু সহস্র কিরণ।
বিশদ বামের চক্ষু সুধার লক্ষণ ॥
পিঙ্গল ভালের চক্ষু জলে শিখাবন্ত।
বিরল বুঝিয়া চিত্তে জন্মিল আনন্দ ॥
নারীরূপে হৈল মহামায়ার উদয়।
উপজিল মনসিজ দোঁহার হৃদয় ॥
অন্তরীক্ষে বেহার করিতে নাঞি স্থল।
চাহিলা পরমেশ্বর নিজ পদতল ॥
চরণের রজ শিব করিয়া সঞ্চয়।
তত্ত্বে বাড়াইল হৈল অপূর্ব্ব আশ্রয় ॥
পঞ্চ ক্রোশ প্রমাণ হইল সেই ক্ষেত্র।
আনন্দকানন নাম রাখিল ত্রিনেত্র ॥

চরণপঙ্কজে জন্ম মৃত্তিকা পবিত্র।
সাজিল শূন্যেতে যেন পর্য্যঙ্ক বিচিত্র॥
সেই স্থলে আদ্যাশক্তি আর আদিদেবে।
আছেন অনেক কাল মনোভব ভাবে॥
সৃষ্টি সৃজিতে চিত্তে উপজিল চিন্তা।
এই যুক্তি ঈশ্বরে দিলেন দেবী নিত্যা॥
আপন সদৃশ এক দেহ প্রতিবিম্ব।
সেই যেন সৃজে পালে এই ব্রহ্মডিম্ব॥
সোম দৃষ্টে সদাশিব চাহিলেন বাম।
দেখিলা পুরুষ এক ইন্দীবরশ্যাম॥
নীল মণিময় স্তম্ভ বাহু সুবলিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূষণে ভূষিত॥
বদন শারদ চন্দ্র সমান উজ্জ্বল।
বিশাল নয়ন যুগ প্রফুল্ল কমল॥
কর্ণে শোভা করে হেম মকর কুণ্ডল।
মুকুটে বেষ্টিত চারু চাঁচর কুন্তল॥
শ্রীবৎস বিশদ চিহ্ন আছে বক্ষস্থলে।
স্বর্ণসূত্র সহিত কৌস্তুভ মণি জ্বলে॥
আপাদ লম্বিত সাজে বৈজয়ন্তী মালা।
পীতবস্ত্র উড়ে যেন মেঘেতে চপলা॥
মাংসল উন্নত খর্ব্ব কূর্ম্ম সম পদ।
ললিত অঙ্গুলি সব বর্ণ কোকনদ॥
হাসিয়া শঙ্কর সম্ভাষিলা সোমদৃষ্টে।
মহাবিষ্ণু বলি হস্ত বুলাইলা পৃষ্ঠে॥
দিলাঙ তোমারে আমি অণিমাদি সিদ্ধি।
শুদ্ধসত্ত্বময় তুমি বুদ্ধে মহাবুদ্ধি॥
সৃষ্টি স্থিতি বিলয় বিষয় এই তিন।
তোমারে দিলাম তুমি আপুনি প্রবীণ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি করিব বিহার।
মহাবিষ্ণু হও তুমি কর অঙ্গীকার॥
বেদমতে কর সৃষ্টি তুমি মহামতি।
বর দিয়া অদৃশ্য হইলা জায়াপতি॥

কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে কৃপা কর পঞ্চানন॥২১॥

বিষ্ণুর তপস্যা

কামোদ রাগ॥

বন্দিঞা সেই বাক্য চাহিলা কমলাক্ষ
না দেখি ভব ভগবতী।
ক্ষেত্রে লিঙ্গ থাপি চক্রে খুলি বাপী
উগ্র তপে দিলা মতি॥
সহস্র পঞ্চাশত বৎসর অবিরত
দাণ্ডাইয়া ছিলা একপদে।
তপের বিশ্রমে তাঁহার তনু ঘামে
তরঙ্গ হৈল সেই হ্রদে॥ ১॥
পশুপতি সাক্ষাৎ হইলা রূপে।
প্রশংসা কৈল ঈশ ধুনাঞা ঘন শিষ
পরম পুরুষের তপে॥ ধ্রু॥
দক্ষিণ কর্ণে ফণী বামেতে মুক্তা মণি
চঞ্চল হৈলা পঞ্চানন।
খসিল কর্ণিকা যে দিকে অম্বিকা
পাইয়া কৈল সঙ্গোপন॥
বলেন ত্রিলোচন বিরম নারায়ণ
কহ মা কি আছে সাধ্য।
শ্লাঘ্য তব তপ না করিহ জপ
অস্র হইয়াছি আদ্য॥ ২॥
হইবে জলশাই লক্ষ্মী অনুযাই
চরণ সেবন কর্ম্ম।
তোমার নাভিপদ্মে কনকময় সদ্মে
হইব ব্রহ্মার জন্ম॥
বলেন বনমালী তোমরা কালে কালী
বিচ্ছেদ না সহে দেহে।

তেমন মোর মন ভজে অনুক্ষণ
দৃষ্টি দেখিবারে চাহে ॥ ৩ ॥
পুরহ অভিলাষ হৃদয়ে কর বাস
নয়নে দেখি যেন নিত্য।
করিল অঙ্গীকার আমার অঙ্গ ভার
সৃজন পালন কৃত্য ॥
তোমার প্রসাদে নাহিক অবসাদে
যন্ত্রী তুমি আমি যন্ত্র।
ভুবন চতুর্দ্দশ করিব নিজ বশ
রচে গীত কবিচন্দ্র ॥৪॥২২॥

কাশীমাহাত্ম্য

ঘোষা ॥

ভাই ভজ হরিহর।
যমেরে পামর মনে কেন কর ডর ॥

পয়ার ॥

শুনিঞা বিষ্ণুর মুখে মধুর উত্তর।
দিলেন ভবানীকান্ত মনোনীত বর ॥
পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া চক্রপাণি।
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকথা কহিল বাখানি ॥
তিন গুণ প্রকাশ পাইল এই স্থলে।
কাশী নাম ক্ষেত্রের লোকেতে যেন বলে ॥
আনন্দকানন এই তীর্থ বারাণসী।
মহাপ্রলয়েতে যেন হয় অবিনাশী ॥
এই ক্ষেত্রে কৌতুকে বঞ্চিবে শিবশক্তি।
ইথে মৃত্যু হৈলে যেন পাপী পায় মুক্তি ॥
মণির কর্ণিকাপাত হৈল এই জলে।
মণিকর্ণি করিয়া ঘুষিব মহীতলে ॥
চক্র পুষ্করিণী বলি হইব প্রসিদ্ধ।
যেই কাম্য করে লোক সেই হয় সিদ্ধ ॥
বিমুক্ত না হও তুমি এই ক্ষেত্র হইতে।
অবিমুক্ত বলি যেন ঘোষে ত্রিজগতে ॥
এই বর দিবে গোঁসাঞি আমার শাধন।
দুঁহে না ছাড়িবে এই আনন্দকানন ॥
এই ক্ষেত্রে এক রাত্রি শোয়ে যেই জনা।
সে জন না পায় যেন গর্ভের যাতনা ॥
আমারে প্রসন্ন যদি আছ শূলপাণি।
আপন বদনে বল শুনি এই বাণী ॥
প্রভু বলে এই ক্ষেত্র প্রলয়ের কালে।
সর্ব্বথা রাখিব আমি নিজ পদতলে ॥
যেই জন করে মণিকর্ণিকায় স্নান।
মজ্জনে নিষ্পাপ তনু মরণে নির্ব্বাণ ॥
জলে স্থলে এথা যার হয় তনুপাত।
কর্ম্মসূত্র ছিণ্ডিব করিব আত্মসাৎ ॥
এই ক্ষেত্রে মৃত্যুকালে দক্ষিণ শ্রবণে।
কহিব তারক মন্ত্র তোমার সাধনে ॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া করিব নিবাস।
এই ক্ষেত্রে অন্নাভাবে নাঞি উপবাস ॥
আনন্দকানন বিষ্ণু নাহি কোন ছিদ্র।
বারাণসীবাসী লোক না হয় দরিদ্র ॥
বিষ্ণুর মহিমা হর বর্ণিলেন হাসি।
যথায় তোমার নাম সেই বারাণসী ॥
নানা দেহ ধর তুমি বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্ব।
তোমা হৈতে গণি তোমার নামের মাহাত্ম্য
এই বর দিয়া কালপুরুষ কালিকা।
অন্তর্ধান হৈলা দুঁহে বিষ্ণু হৈল একা ॥
নিদ্রায় অবশ তাঁর হইল শরীর।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল মণিকর্ণিকার নীর ॥
শেষশয্যা পাইয়া শয়ন কৈল অজ।
নাভিতে জন্মিল তাঁর কনকপঙ্কজ ॥
কল্পমুখে কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
শিবায়ন গীত কবিচন্দ্রের ভারতী ॥২৩॥

ব্রহ্মার অহঙ্কার

গীত ॥ নটরাগ ॥

হরিনাভিসরসিজে আছে ব্রহ্মা ব্রহ্মতেজে
নিজ নেত্র পাইল প্রকাশ।
দেখে সর্ব্ব আপোময় অন্তরে জন্মিল ভয়
অন্ধকারে ব্যাপিল আকাশ॥
বসি কিঞ্জল্কের পৃষ্ঠে চাহে ব্রহ্মা অধো দৃষ্টে
শয়নে দেখিল অধোক্ষজ।
বিধি অহঙ্কারে ভাষে দুঁহে কাল গর্ভবাসে
জন্মিলাও হইয়া যমজ ॥১॥
বিধি বলে, আমি রজোগুণেতে অগ্রজ।
চক্ষুদান পাইল আগে সেই বড় যেই জাগে
মাধব আমার অবরজ ॥ধ্রু॥
ব্রহ্মা মুগ্ধ নিজ মদে গোবিন্দের নাভিহ্রদে
বাড়ে জল তরঙ্গ বিশাল।
নাহিক বিষ্ণুর দেখা ব্রহ্মা মাত্র আছে একা
কম্পমান কমলের নাল॥
তবে ব্রহ্মা কত কাল রহিয়া পদ্মের নাল
চাহিয়া বুলেন নারায়ণ।
না পাইল উদ্দেশ পরমায়ু হৈল শেষ
শত অব্দ আপন প্রমাণ ॥২॥
চিহ্নিতে না পারি তাত এক ব্রহ্মা হৈল পাত
পুনর্ব্বার জন্ম সেইরূপে।
বিষ্ণুর মহত্ত্ব তত্ত্ব জানিতে যাহার সত্ত্ব
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার নাভিকূপে॥
সেই কমলের কোশে চিরকাল ভোম্বে শোষে
তপস্যা করিল লোকনাথ।
সহস্র যুগের শেষে সহস্র শীরষা বেশে
তবে হরি হইলা সাক্ষাৎ ॥৩॥
বর মাগিলেন বিধি প্রসন্ন করুণানিধি
পূরিলা ব্রহ্মার অভিলাষ।
জন্মিঞা তোমার সৃষ্টে দমন করন দুষ্টে
যুগে যুগে তুমিব বিলাস॥
পূরিতে তোমার আর্ত্তি ধরিবে অশেষ মূর্ত্তি
তুমি সভাকার পিতামহ।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে ভাবিলে পাইবে মনে
তুমি আমি একই বিগ্রহ ॥৪॥২৪॥

সুমেরুর উৎপত্তি

দিন যায় রে চলিয়া।
বারেক স্মরণ কর শঙ্কর বলিয়া॥

পয়ার॥

ব্রহ্মারে সাক্ষাৎ হৈলা শ্রীমধুসূদন।
পিতামহ বলিয়া করিল সম্বোধন॥
বড় হইবারে ব্রহ্মা তোমার বাসনা।
হইয়া তোমার পৌত্র বাড়াব মাননা॥
দরশন পাবে যবে করিবে স্মরণ।
বর দিয়া ত্বরিতে হৈলা অদর্শন॥
সেই পদ্মে হৈল একই কমল ব্রহ্মাণ্ড।
কারণ্য জলেতে ভাসে কনকের ভাণ্ড॥
কিঞ্জল্ক সুমেরু গিরি পদ্ম অষ্টদল।
অষ্ট দিশে শোভা পায় অষ্ট কুলাচল॥
কেশর পর্ব্বত তার আছে চারি পাশে।
মকরন্দ মন্দাকিনী পুরাণেতে ভাষে॥
চৌরাশি সহস্র যোজন মেরু উভে।
তিন শৃঙ্গ প্রধান উপরে তাঁর শোভে॥
মধ্য শৃঙ্গ তাহার নিবসে পরমেষ্ঠী।
নিত্য নূতন এই ব্রহ্মা সৃজে সৃষ্টি॥
দেবের সহস্র যুগে বিধাতার অস্র।
একদিনে দেখে মূর্ত্তি সহস্র সহস্র॥

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ক্রতু পৃথু হয়গ্রীব আর এক শৃঙ্গ॥
শ্রীরাম পরশুরাম আর বলরাম।
ধরেন অনন্ত মূর্ত্তি কত লব নাম॥
দ্বাপর যুগের শেষে কলি পরবেশে।
সহস্র সহস্র বার দেখে কৃষ্ণবেশে॥
এই হেতু বিধাতার বাড়ে অহঙ্কার।
দীর্ঘ পরমাউ ব্রহ্মা দেখে আপনার॥
নিদ্রার সময় ব্রহ্মা শোয়ে গিরিকূটে।
সহস্র যুগের অন্তে নিদ্রা হৈতে উঠে॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা দেখে জলময়।
ব্রহ্মার রাত্রে হয় খণ্ড প্রলয়॥
ব্রহ্মার নিপাত কালে কহয়ে কল্লান্ত।
শুন কহি ইবে এক কল্পের বৃত্তান্ত॥
সেই ত সুমেরু গিরি তত্ত্বে বাড়ে টুটে।
কল্পমুখ পুনর্ব্বার পদ্ম হৈয়া ফুটে॥
সেই পদ্মে বিধাতার জনম মরণ।
চিহ্নিতে না পারে ব্রহ্মা কর্ত্তা কোন্ জন॥
নিদ্রায় অবশ যেই সে কেন ঈশ্বর।
জাগরূপ যেই তনু সেই স্বতন্তর॥
এক কালে কৈল এই চিত্তে অনুমান।
কালরূপে জাগে সেই প্রভু ভগবান॥
কালরূপ মহেশ্বর কালিকা কালরাত্রি।
এই দুঁহে জগতে জনক জনয়িত্রী॥

ব্রহ্মার অভিলাষ

চিরকাল ধ্যানস্থ আছেন পিতামহ।
তবে কাল কালীর হইল অনুগ্রহ॥
সাক্ষাৎ হইলা শিব শিবা অন্তরীক্ষে।
প্রফুল্ল হরিষে বিধি চাহে অষ্ট চক্ষে॥
এত দিনে আমারে প্রসন্ন হৈল হর।
মায়া না করিবে দিবে মনোনীত বর॥
পূর্ব্বেতে দেখিল মূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বর।
এখনে দেখিল ব্যক্ত দুই কলেবর॥
বরদ পরমেশ্বর তুমি পশুপতি।
তোমার প্রসাদে মহাবিষ্ণুর উন্নতি॥
অধ ঊর্দ্ধ তুমি দুঁহে তুমি রাত্রি দিবা।
শীত উষ্ণ দুই গুণে তুমি শিব শিবা॥
শুভ্র কৃষ্ণ দুই বর্ণ পুরুষ রমণী।
ভব জগতের পিতা ভবানী জননী॥
চারি মুখে কি বর্ণিব তোমার মহিমা।
সহস্র বদনে না করিতে পারি সীমা॥
সেবকে হইলা যদি একান্ত সদয়।
পুত্রভাবে মোর ঘরে করিবে উদয়॥
পার্ব্বতী আমার প্রতি করিবেন কৃপা।
জন্মিব দক্ষের ঘরে হইয়া স্বরূপা॥
মনের মানসে দিব দুঁহাকার বিভা।
তোমার উদয়ে হয় জগতের শোভা॥
মোর শৃঙ্গে প্রকাশিবে অষ্ট অবতার।
তবে সে বাসনা পূর্ণ হইব আমার॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য হাসে পঞ্চানন।
বাম দৃষ্টে চাহে প্রভু গৌরীর বদন॥
প্রভু বলে মহামায়া দেখহ প্রত্যক্ষ।
বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে বীজ হইতে বৃক্ষ॥
ব্রহ্মার বচন তুমি না করিহ বৃথা।
জন্মিবে দক্ষের বাসে না হয় অন্যথা॥
শুন ব্রহ্মা তোমার ভক্তিতে আমি বশ।
হইব তোমার পুত্র বাড়াইব যশ॥
এই বর দিয়া দুঁহে হৈলা অন্তর্ধান।
কবিচন্দ্র ভণে শুদ্ধ পুরাণ প্রমাণ॥ ২৫॥

পালা সাঙ্গ॥

শিবের জন্ম

তপেতে জন্মিল খেদ   ব্রহ্মার ললাটে স্বেদ
নির্গত হইলা তেজোরাশি।
নীল বিম্ব যেন ডিম্ব   ক্ষণেকে সুপক্ব বিম্ব
উদয় পর্ব্বতে যেন শশী ॥
নীল হৈয়া হৈল রক্ত   আকার হইল ব্যক্ত
একমুখ দ্বিভুজ সুন্দর।
রবি শশী দুই নেত্রে   বসন নাহিক গাত্রে
বালক শরীর দিগম্বর ॥১॥
ভাই, দেখি ব্রহ্মা অন্তরে আনন্দ।
নীললোহিত বলি   শিশু কোলে করি তুলি
চুম্বন করিল মুখচন্দ্র ॥ ধ্রু ॥
রোদন করেন পুত্র   নাম তার থুল্য রুদ্র
রাখিলা পুত্রের অষ্ট নাম।
তুমি অষ্ট অবতার   অষ্ট পুত্র অষ্ট দ্বার
অষ্ট স্থানে করিবে বিশ্রাম ॥
পৃথিবী পবন পয়   অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য ছয়
তপস্যা আকাশ এই আট।
ইহাতে তোমার স্থিতি   তুমি বিশ্ব অধিপতি
কৈলাস তোমার রাজপাট ॥২॥
শঙ্করের দেখিতে দেখিতে বাড়ে কায়।
শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী   হাস্যমুখে শূলপাণি
তপস্যারে করিল বিদায় ॥ ধ্রু ॥
জুড়িয়া যুগল হাত   রুদ্র বলে শুন তাত
হইলাঙ তোমার নন্দন।
তপস্যা করিয়া আমি   আসিব পৃথিবী ভ্রমি
দেখা পাবে করিলে স্মরণ ॥
সহজে লোহিত কায়   বাড়ে বাড়বের প্রায়
গেলা ব্রহ্মবালুকার মুখে।
সিদ্ধি হইল মনোভীষ্ট   এথা ব্রহ্মা সৃজে সৃষ্ট
সত্যলোকে বসি মনোসুখে ॥

প্রজাপতি সৃষ্টি

পিতামহ চারি মুখে করে বেদধ্বনি।
বেদের প্রধান সাম   ঋক্ যজু অথর্ব্ব নাম
সন্ধ্যামূর্ত্তি ধরিলা মোহিনী ॥ধ্রু॥
নয় প্রজাপতি মুখ্য   সপ্ত ঋষি ভৃগু দক্ষ
প্রতি কল্পে করেন উদয়।
রুচি আর কর্দ্দম মুনি   ব্রহ্মার সমান গণি
একাদশ ব্রহ্মার তনয় ॥
। শতরূপা   দুঁহারে দুর্গার রূপা
তিন কন্যা জন্মিল মৈথুনে।
স্বায়ম্ভুব হইয়া শুচি   প্রথমে অর্চ্চিয়া রুচি
আকূতি দিলেন শুভক্ষণে ॥
দাম্পত্যে ভাবেন কমল চক্ষে।
রুচি আকূতির তপে   নারায়ণ যজ্ঞরূপে
অবতীর্ণ সেই উপলক্ষ্যে ॥ধ্রু॥
বিধাতা মানিল ভাগ্য   আকূতির তপ শ্লাঘ্য
দেখিআ পুণ্ডরীকাক্ষ পুত্রে।
স্বায়ম্ভুব মনু হৃষ্ট   চতুর্ভুজ রূপ দৃষ্ট
স্তুতি নতি করিলা দৌহিত্রে ॥
আকূতির সহোদরা   দেবহূতি মনোহরা
মাল্যদান করিল কর্দ্দমে।
প্রসূতি তৃতীয় কন্যা   রূপে গুণে শীলে ধন্যা
দক্ষে দিলা বিধির নিয়মে ॥
ভাই রে, পিতামহ বসিলা ধেয়ানে।
পূর্ব্ব জন্মের সুত   সাক্ষাৎ হইলা রুদ্র
আহ্বান করিল সাত জনে ॥
পিতৃবাক্য সম্বোধন   করিলা চতুরানন
হৈলা সাত পিতৃ দেবতা।
শ্রাদ্ধ তর্পণ কালে   তাঁসভারে নাঞি দিলে
শ্রাদ্ধ তর্পণ হয় বৃথা ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে   দেখি ধর্ম্ম সনাতনে
মনে দক্ষ করিলা মানস।

যদি মোর কন্যা জন্মে দান তবে দিব ধর্ম্মে
জগতে ঘুষিব এই যশ ॥৬॥

দক্ষ তপ করে প্রজাকামে।
প্রসূতি করিলা দীক্ষা ধরিয়া ব্রহ্মার শিক্ষা
জপ করে বল্লভের বামে ॥ ধ্রু ॥
ভবানীর হৈল দয়া বর দিলা সর্ব্বজয়া
মাতৃরূপে জন্মিলা আপুনি।
লক্ষ্মী লজ্জা দয়া ধৃতি ক্ষমা তুষ্টি স্বাহা মতি
কীর্ত্তি মূর্ত্তি দশ দাক্ষায়ণী ॥
জন্মিলা দক্ষের বাসে দক্ষ পূর্ব্ব অভিলাষে
দশ কন্যা দান দিল ধর্ম্মে।
ব্রহ্মার সদৃশ ভৃগু ইহারে করিবে লঘু
যদি মোর আর কন্যা জন্মে ॥৭॥
মহামায়া দক্ষেরে প্রসন্না।
জন্মাইল এক সুতা অনেক লক্ষণযুতা
খ্যাতি নাম সুমুখী সুবর্ণা ॥ধ্রু॥
বিধির বিধান লৈয়া ভৃগুরে দুহিতা দিয়া
বাঢ়িল দক্ষের অহঙ্কার।
স্বাহা স্বধা বরাঙ্গনা দেবসেনা দৈত্যসেনা
চারি কন্যা হৈল পুনর্ব্বার ॥
অগ্নি দেবতার মুখ দেখিআ দক্ষের দুঃখ
ব্রহ্মার আদর পিতৃগণে।
দুঁহারে করিব শিষ্য এই মনে উদ্দেশ্য
স্বাহা দান দিলা হুতাশনে ॥ ৮ ॥
প্রজাপতি স্বধা বিভা দিলা পিতৃগণে।
রামকৃষ্ণ দাস গায় সাত নাম সাত কায়
একা স্বধা ভজে সাত জনে ॥ধ্রু॥২৬॥

দক্ষের সন্ততি

পয়ার ॥

মন শঙ্কর শঙ্কর ডাক শঙ্কা নাহি যমে।
চৈতন্য থাকিতে মন না ভুল ভরমে ॥
ধর্ম্ম অগ্নি ভৃগু মুনি পিতৃদেবতা।
দক্ষের অধীন সভে হইলা জামাতা ॥
এককালে হইয়াছিল পঞ্চদশ সুতা।
তের কন্যা বিভা দিলা দুই অবস্থিতা ॥
দুই স্বসা দেবসেনা দৈত্যসেনা নামে।
বাপের আজ্ঞায় তপ করে পতিকামে ॥
শক্তিরূপা দুই জন্মি দেবাসুর বলে।
কার্ত্তিক কেশীর জায়া হৈব যথাকালে ॥
এখনে শুন কহি কর্দ্দমের বংশ।
সাত কন্যা এক পুত্র মাধবের অংশ ॥
দেবহূতি নাম কন্যা কৈলা উগ্র তপে।
পাইলা কপিল পুত্র চতুর্ভুজ রূপে ॥
শত কন্যা কর্দ্দমের পরম রূপসী।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিভা কৈল সপ্ত ঋষি ॥
মরীচি করিলা বিভা কন্যা কলাবতী।
অত্রি অনসূয়া বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ॥
অঙ্গিরার জায়া শ্রদ্ধা পুলহের গতি।
পুলস্ত্যের হবির্ভূ ক্রতুর ক্রিয়াবতী ॥
এই সপ্ত ঋষি যুগে যুগে প্রজাপতি।
মন দিয়া শুন ইহাসভার সন্ততি ॥
দাম্পত্যে মরীচি ঋষি করিলেন তপ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মিলা কশ্যপ ॥
ত্রিদেবার তপস্যা করিলা অত্রি ঋষি।
ব্রহ্মার বরেতে নেত্রে জন্মিলেন শশী ॥
অনসূয়া উদরে ধরিতে কৈল আশা।
শিবের বরেতে পুত্র জন্মিল দুর্ব্বাসা ॥

ভৃগুর অংশেতে আর পুত্র দত্তাত্রেয়।
দেব দেব ঋষি তিন অত্রির তনয়॥
তপস্যায় আঙ্গিরা পাইল বড় খেদ।
বদনে জন্মিল অগ্নি নাম জাতবেদ॥
অঙ্গিরার বংশে উর্ব্ব মুনির উদ্ভব।
যাহা হইতে আবির্ভাব পাইলা বাড়ব॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৈল সমুদ্রে নিবাস।
পয়োময় হবি পান করেন হুতাশ॥
তবে ত জন্মিলা পুত্র নাম বৃহস্পতি।
ব্রহ্মার অংশেতে জন্ম রাজহংসে গতি॥
ক্রতুর জন্মিলা ষাটি সহস্র কুমার।
বালখিল্য নাম সভে বালক আকার॥
শরীর ধরেন বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
ব্রহ্মতেজে তারা সবে ব্রহ্মার সমান॥
তপস্যা করিয়া পুত্র পাইল পুলস্ত্য।
বিশ্রবা প্রধান পুত্র কনিষ্ঠ অগস্ত্য॥
বিশ্রবা শিবের সেবা করে চিরকাল।
পাইলা কুবের পুত্র নাম ধনপাল॥
বশিষ্ঠের পৌত্র হইলা মুনি পরাশর।
যাহার তনয় ব্যাস বিষ্ণুকলেবর॥
বেদশাখা প্রকাশ করিলা ত্রিভুবনে।
অষ্টাদশ পুরাণ কহিলা শিষ্যগণে॥
সংক্ষেপে কহিল সপ্ত ঋষির সন্ততি।
কশ্যপ তপস্যা করি হৈলা প্রজাপতি॥
তপোবলে চাঁদের উজ্জ্বল হৈল গাত্র।
শিবের কৃপায় হৈল অমৃতের পাত্র॥
কিরণে জন্মিল হিম স্বভাব শীতল।
ষোড়শ কলায় পূর্ণ চাঁদের মণ্ডল॥
দেখিআ চাঁদের প্রভা দক্ষ প্রজাপতি।
তাঁহারে দিলেন কন্যা সপ্তবিংশতি॥
জ্যোতিষে যাহার নাম অশ্বিনী প্রভৃতি
প্রেয়সী বুধের মাতা রোহিণী যুবতী॥
কশ্যপের প্রাদুর্ভাব দেখিআ প্রত্যক্ষ।
ত্রয়োদশ কন্যা দান দিলা তাঁরে দক্ষ॥
তবে ত জন্মিলা শেষকালে ভগবতী।
ব্রহ্মা দেখি নাম তাঁর থুইলেন সতী॥
ব্রহ্মা বিনে যত ব্রহ্মার ভাব সদস্য।
প্রকারে হইল দক্ষ সভাব মনুষ্য॥
কশ্যপের তের ভার্য্যা হৈতে তের সৃষ্টি।
সংক্ষেপে কহিব কিছু পুরাণের দৃষ্টি॥
ভিন্ন ভিন্ন যোনি এক লিঙ্গে রক্ত রস।
প্রকৃতির গুণে সৃষ্টি হৈল ত্রয়োদশ॥
কবিচন্দ্র বিরচিত সঙ্গীত রসাল।
পাইলে রসিক এক করে কণ্ঠমাল॥২৭॥

দেব ও দৈত্যের জন্ম

শ্রীরাগ॥

অদিতি দক্ষের সুতা হইতে দেবের মাতা
তপে দেহ করিল দাহন।
প্রসন্ন হইলা বিধি পরম করুণানিধি
করঙ্কেতে করিল সেচন॥
অদিতি জুড়িয়া কর ব্রহ্মা দিলা পুত্রবর
জন্মিল অর্য্যমা ভগ অংশু।
শিবের বরেতে পুত্র পাইলা আদিত্য মিত্র
বরুণ নামেতে আর শিশু॥১॥
অদিতিরে প্রসন্ন মুরারি।
ললাটের আছে লেখা পাইয়া বিষ্ণুর দেখা
স্তুতি করে কশ্যপের নারী॥ধ্রু॥
পুত্র দেও নিজ জন্য খণ্ডাও হৃদয়শল্য
সদয় হইয়া দেহ বর।
পুত্র হৈব দেবরাজা যত সপত্নীর প্রজা
সভে তার হইব কিঙ্কর॥

জন্মিলা বিষ্ণুর অংশে জিষ্ণু কশ্যপের বংশে
পুরন্দর বিক্রম বিশাল।
পুনর্ব্বার দুই জনে কশ্যপ অদিতি বনে
তপস্যা করিলা চিরকাল ॥২॥
কহিল হরির পায় অন্য পুত্র নাঞি ভায়
আপুনি জন্মিবে পুত্রভাবে।
পূরিবে আমার সাধ না লইবে অপরাধ
সতত জপের উপদ্রবে ॥
শুনি অদিতির কথা সম্বোধন করি মাতা
দিলা বিষ্ণু বর মনোনীত।
আপুনি লভিলা জন্ম হইয়া বামন তনু
লোকে ইন্দ্র উপেন্দ্র বিদিত ॥৩॥
দ্বিতীয় রমণী দিতি তবে হইলা পুত্রবতী
আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ বীর।
হিরণ্যকশিপু নামে দ্বিতীয় তনয় জন্মে
তপে তার অক্ষোভ শরীর ॥
বিধাতার কর্ম্মসূত্র অমর না হৈল পুত্র
যথাকালে অবশ্য মরণ।
দিতির অন্তরে ব্যথা হইবারে দেবমাতা
তপে বশ কৈল ত্রিলোচন ॥৪॥
বর দিলা কৃত্তিবাস প্রভুর নাসার শ্বাস
গর্ভবাসী হইলা পবন।
ইন্দ্র নিজ যোগবলে দায়াদ বধিতে চলে
দেখি দেবপুত্রের লক্ষণ ॥
উদরে প্রবেশ করি করে বজ্রবাণ ধরি
কাটিয়া করিল সাতখান।
তবু শিশু নাহি মরে একে সাত মূর্ত্তি ধরে
সাত শক্র হৈল বিদ্যমান ॥৫॥
পুনর্ব্বার করে দণ্ড এক জনে সাত খণ্ড
হইল উন পঞ্চাশ আকার।
দেখিয়া অবধ্য রিপু উনপঞ্চাশত বপু
পুরন্দর মানে পরিহার ॥
তুমি সভ নহ দৈত্য মোর সঙ্গে কর সত্য
হইবে আমার অনুবল।
রামকৃষ্ণ দাস গায় হর যারে বরদায়
কোথায় তাহার অমঙ্গল ॥৬॥২৮॥

জীবজন্ম

পয়ার ॥

ভাবিয়া ভবানীকান্ত ভবসিন্ধু তর।
ভরমে ভাসিয়া বুল ভেলা নাঞি ধর ॥ধ্রু॥
অদিতির দিতির কথা কহিল সংক্ষেপে।
দনু দেবমাতা হৈতে না পারিল তপে ॥
বিপ্রচিত্তি পুলোমেরে হইলা প্রসব।
শম্বর তারক ময় নামেতে দানব ॥
বিপ্রচিত্তির তনয় হইলা রাহু গ্রহ।
পুলোমেরে মহামায়া কৈল অনুগ্রহ ॥
শচী নামে কন্যা হৈল নিত্য নব কায়া।
জয়ন্তের মাতা যিহো মহেন্দ্রের জায়া ॥
কদ্রু নামে নাগমাতা ভজি হৃষীকেশ।
বিষ্ণুর অংশেতে পুত্র পাইলেন শেষ ॥
সহস্রেক ফণা তিঁহো ধরিলেন যোগে।
পৃথিবী ধরিলা শেষ তার এক ভোগে ॥
যক্ষ রাক্ষসের মাতা নাম তাঁর স্বসা।
সর্পের শ্বাপদের জননী ক্রোধবশা ॥
কালার তনয় যত কালকেয়গণ।
মহাকাল প্রধান শঙ্করপরায়ণ ॥
বিনতা পক্ষীর মাতা প্রসবিল ডিম্ব।
দুই ডিম্ব যেন চন্দ্রসূর্য্য প্রতিবিম্ব ॥
কৌতুকে কশ্যপ এক ডিম্বে দিলা ঘা।
আরক্ত আকার শীতে কম্পমান ছা ॥
উরু আখা নাঞি পুরে পাখা নাঞি উঠে।
চুঁচুঁ শব্দ করে পক্ষ চঞ্চু নাঞি ফুটে ॥

শাবক দেখিয়া সকরুণ প্রজাপতি।
আদিত্যে[র] রথে দিল অরুণ সারথি ॥
যথাকালে আর ডিম্ব পাইল প্রকাশ।
গরুড় জন্মিলা তাহে মাধবের দাস ॥
অরিষ্টার অপত্য গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
শিলার তনয় যত হইল মহীধর ॥
ইলার অপত্য এই যত বৃক্ষ লতা।
সুরভি হইলা গাভী মহিষের মাতা ॥
তিমির অপত্য জলে যত যাদোগণ।
শুক শারী আদি পক্ষ তাম্রার নন্দন ॥
কশ্যপের বংশ এই সকল সংসার।
গ্রন্থ গৌরব ভয় না কৈল বিস্তার ॥
ভৃগু বর পাইলা ব্রহ্মার উগ্র তপে।
দুই পুত্র হৈল তার বিরিঞ্চির রূপে ॥
দেখিয়া ভৃগুর পুত্র আপন আকার।
আপনার নামে নাম থুইল দুঁহার ॥
ধাতা জন্মদাতা মাপে জীবের আহার।
বিধাতা বিরহ গ্রন্থি দেই সভাকার ॥
আইয়তি নিয়তি দুই সুমেরুদুহিতা।
দুই ভার্য্যা ধাতা বিধাতার বিবাহিতা ॥
দুই ভাই হৈল ব্রহ্মার প্রতিনিধি।
পৌত্রে বর দিয়া অন্তর্ধান হৈল বিধি ॥
হইল ভৃগুর পুত্র তৃতীয়ে উশনা ॥
শুভ গ্রহ হৈল করি শিব উপাসনা ॥
তিন পুত্র তিন কর্ম্মে হইলা নিয়োগী।
বিষ্ণুর তপস্যা করে ভৃগু মহাযোগী ॥
দরশন দিয়া বিষ্ণু হৈলা বরদাতা।
ভৃগু বলে তুমি মোর হইবে জামাতা ॥
দম্পত্যেতে এই বর লইল ইচ্ছিয়া।
জন্মিল ভৃগুর ঘরে লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া ॥
কন্যা দেখি ভৃগু ঋষি না করে বিলম্ব।
দেবসভা করি যজ্ঞ করিল আরম্ভ ॥
যজ্ঞেশ্বরে অর্চিয়া কমলা দিল দান।
ভৃগুর সমান কেহ আছে ভাগ্যবান ॥
ব্রহ্মা হৈলা মল নীললোহিতের পিতা।
মনে মনে ধর্ম্ম এই করিলেন চিন্তা ॥
যাহা হৈতে মায়াগুণ হইলা প্রলয়।
হইব আমার পুত্র সেই মনোভব ॥
কল্পে কল্পে জন্মে ব্রহ্মা যার নাভিকূপে।
তিন গুণ ধরে যেই মহাবিষ্ণুরূপে ॥
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু মোর হই[ব] আত্মজ।
চিরকাল ধ্যান ধরি বশ কৈল অজ ॥
ধর্ম্মের রমণী লক্ষ্মী কমলার কলা।
সম্পত্তিস্বরূপা দেবী প্রকৃতি চঞ্চলা ॥
কন্দর্প কুমার তিঁহো ধরিলা উদরে।
নর নারায়ণ হৈলা মূর্ত্তির জঠরে ॥
কন্দর্পের জায়া রতি নামে অপ্সরা।
রতির তনয় হর্ষ প্রীতি তাঁর দারা ॥
নর নারায়ণ দুঁহে জন্মিলা যমজ।
নর অগ্রজন্মা নারায়ণ অবরজ ॥
নারায়ণ চতুর্ভুজ দুই জন নর।
দেখিয়া ধর্ম্মের হৈল হরিষ অন্তর ॥
তপস্যা করিতে দুঁহে গেলা সেই কল্পে।
যথাকালে জন্মিবেন কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
পুরাণ প্রসঙ্গে হয় সর্ব্বতীর্থ ফল ॥ ২৯ ॥

ছায়া ও সংজ্ঞার বিবরণ

যমক ছন্দ ॥

জন্মিল ধর্ম্মের শিশু দশ বিশ্বা অষ্টবসু
সাধ্যগণ দ্বাদশ সংখ্যায়।
ছত্রিশ তুষিতরূপে ত্রিংশত মুহূর্ত্তকল্পে
সত্যযুগ যুগের পর্য্যায় ॥

বার মাস ছয় ঋতু জন্মিল সৃষ্টের হেতু
ধর্ম্মপুত্র সৃজে কর্ম্মশালা।
বসুগণ মনে করি সৃজিল সকল শিল্পী
বসন ভূষণ কণ্ঠমালা ॥১॥
প্রভাসনন্দন বিশ্বকর্ম্মা।
হইয়া হরের শিষ্য নির্ম্মাইল এই বিশ্ব
বসুবংশে শুভক্ষণজন্মা ॥ধ্রু॥
বর তারে দিলা ধর্ম্ম পুত্র হৈল বৈশ্যকর্ম্ম
জলে যেই নির্ম্মাইল তরি।
শূন্যেতে জ্যোতিষ চক্র চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ শক্র
নির্ম্মাইল সভাকার পুরী ॥
বিশ্বকর্ম্মার হৈল সুতা রূপে গুণে অদ্ভুতা
বিভা দিল দেব দিবাকরে।
সুবেশ পরম বিজ্ঞা স্বামী নাম থুল্য সংজ্ঞা
পিতৃনাম না ধরে আদরে ॥২॥
আদিত্য দেবতা হংস জন্মিল তাঁহার বংশ
শ্রাদ্ধদেব মনু বৈবস্বত।
যমুনা যমের স্বসা হরির বিবরে আসা
উগ্র তপ করে অবিরত ॥
শ্রাদ্ধদেব শ্রাদ্ধভোগী যম যোগে মহাযোগী
করে কালদণ্ড মৃত্যুপাশ।
বৈবস্বত হইলা মনু সূর্য্যের সমান তনু
তপস্যায় তেজের প্রকাশ ॥৩॥
সুবেশ সূর্য্যের জায়া সৃজিল আপন ছায়া
নিয়োজিল স্বামীর সেবায়।
সেবা না করিলে পাপ সহিতে না পারি তাপ
হেন বরে দিলা বাপ মায় ॥
গেলা সংজ্ঞা পিতৃবাসে ছায়া আছে পতি পাশে
দুই পুত্র হইল তাহার।
শনৈশ্চর হইল কাল সাবর্ণ করিল আল
রক্তবর্ণ বাপের আকার ॥৪॥

খেলা করে যম মন্দ দুঁহাতে বাড়িল দ্বন্দ্ব
যমেরে কহিল শনি খোঁড়া।
যম কনিষ্ঠের বোলে দণ্ড মারিবারে তোলে
ক্ষমায় চরণ কৈল খোড়া ॥
দেখিয়া শনির গতি শাপ দিল ছায়া সতী
যমের পায়েতে হইল গোদ।
দেখিয়া এ সব কীর্ত্তি বিরক্ত সূর্য্যের চিত্ত
করিলা ছায়ার প্রতি ক্রোধ ॥৫॥
সূর্য্য বলে পাপীয়সি করোঁ তোরে ভস্মরাশি
নহে কহ সব বিবরণ।
না দেখি মায়ের চিহ্ন পাঁচ পোয় ছিন্ন ভিন্ন
আত্ম পর কর কি কারণ ॥
ছায়া কম্পমান ভয়ে সূর্য্যের সাক্ষাতে কহে
আমি নহি যমের জননী।
রামকৃষ্ণ দাস কবি ধেয়ানে জানিল রবি
সংজ্ঞা যথা হইল অশ্বিনী ॥৬॥৩০॥

আধিপত্য প্রদান

ভাবিয়া ভবানীকান্ত ভবসিন্ধু তর।
ভরমে ভাসিয়া বুল ভেলা নাঞি ধর ॥

পয়ার ॥

ছায়া বলে সংজ্ঞা সৃষ্টি করিল আমারে।
তোমার কিরণ সংজ্ঞা সহিতে না পারে ॥
তোমার সেবনে প্রভু নিয়োজিয়া আমা।
বাপের মন্দিরে গেলা হৈয়া তুরঙ্গমা ॥
শুনিয়া ছায়ার মুখে সংজ্ঞার বৃত্তান্ত।
সমুদ্রের তটে গেলা দ্বীপের উপান্ত ॥
অশ্বিনী হইয়া ধাইয়া বুলে সিন্ধুতটে।
অশ্ব হৈয়া হরিদশ্ব তার পিঠে উঠে ॥
সূর্য্যের ঔরস ত্যাগ কৈল তুরঙ্গিণী।
দুই পুত্র হৈল রূপে কামদেব জিনি ॥

আয়ুর্ব্বেদ আদিত্য দিলেন দুঁহাকারে।
বৈদ্যবৃত্তি করে তারা দেবতার পুরে॥
অশ্বিনীকুমার থুইল দুঁহাকার নাম।
দম্পত্যে আইলা সূর্য্য শ্বশুরের গ্রাম॥
বিশ্বকর্ম্মা জামাতায়ে যোগবলে বান্ধে।
করিল দ্বাদশ ভাগ বসাইয়া কুন্দে॥
এই সে কারণ সূর্য্য দ্বাদশ মূরতি।
ছায়া সংজ্ঞা এই দুই সূর্য্যের যুবতি॥
ব্রহ্মার আদেশে সূর্য্য পূর্ব্বদিক্‌পতি।
অগ্নিকোণে হইল শুক্রের অবস্থিতি॥
দক্ষিণে জ্যোতিষচক্রে গ্রহ অঙ্গারক।
পৃথিবীকুমার ভৌম রুদ্রের বালক॥
সিংহিকাতনয় রাহু তাত বিপ্রচিত্তি।
রহিলা নৈঋর্ত কোণে কেতুর সংহতি॥
আদিত্যের পুত্র শনি ব্রহ্মার নিয়মে।
নক্ষত্রমণ্ডলে উর্দ্ধ রহিলা পশ্চিমে॥
বায়ুকোণে সুধাকর হইলা অধিকারী।
বুধ গ্রহ উত্তরে পাইলা দিব্যপুরী॥
দেবগুরু বৃহস্পতি পাইলা ঈশান।
নব গ্রহ রহিলা যাহার যেই স্থান॥
তবে ত স্থাপিলা বিধি দশ দিক্‌পাল।
পূর্ব্বদিকে পুরন্দর দক্ষিণেতে কাল॥
বিদিকে রহিলা অগ্নি দুঁহাকার মাঝে।
যার ধূমে মেঘ জন্মে ভজে দেবরাজে॥
পশ্চিম দক্ষিণ কোণে রহিলা নৈঋর্তি।
বরুণ দেবতা পশ্চিমের অধিপতি॥
পশ্চিম উত্তর কোণে পবনের স্থিতি।
উত্তরের অধিকারী হৈলা ধনপতি॥
আপুনি হইলা ব্রহ্মা উর্দ্ধের ঈশ্বর।
অধোদিকে অধিপ অনন্ত ধরাধর॥
দিগেতে ঈশান দিক আছে অবশেষ।
হেন কালে স্মরণ হইলা ব্যোমকেশ॥
ব্রহ্মা বলে ঈশানের ঠাকুর ঈশান।
যোগেতে আছেন যথা শিব ভগবান॥
তবে ব্রহ্মা দেবগণে বাঁটিল রাজত্ব।
মুমুক্ষুর রাজা নারায়ণ শুদ্ধসত্ত্ব॥
দেবরাজা পুরন্দর নাগের অনন্ত।
অপ্সরের রাজা কাম ঋতুর বসন্ত॥
জ্যোতিরাজ হুতাশন আন্ধারের কুহু।
গায়নের রাজা হাহা নৃত্যকের হুহু॥
মালব রাগের রাজা যোগে রাজা ধর্ম্ম।
রাজা যত কর্ম্মীর হইলা বিশ্বকর্ম্ম॥
বাসুকি সর্পের রাজা প্রাণের পবন।
ইন্দ্রিয়ের রাজা মন গন্ধের চন্দন॥
পঙ্কজে কমল রাজা পুষ্পে রাজা জাতি।
হ্রদেতে পুষ্কর রাজা তীর্থে ভাগীরথী॥
অসুরের বৃত্র রাজা দৈত্যের হিরণ্যাক্ষ।
দানবে তারক রাজা পক্ষরাজ তার্ক্ষ্য॥
বরুণ জলের রাজা মৎস্যের মকর।
সরোবরে হংস রাজা প্রজা জলচর॥
কালকেয়গণে রাজা হৈল মহাকাল।
গ্রহরাজা দিবাকর অষ্ট লোকপাল॥
ফলেতে রসাল রাজা তৃণরাজা তাল।
পত্রের তুলসী রাজা কাষ্ঠরাজা শাল॥
প্রজাপতি যতেক সভার রাজা দক্ষ।
কেশরী মৃগের রাজা বৃক্ষরাজা প্লক্ষ।
মন্দাগ্নি রোগের রাজা পাপরাজা লোভ।
শরীরে যৌবন রাজা পীড়ারাজা ক্ষোভ॥
মন্ত্রের প্রণব রাজা বেদের রাজা সাম।
পিতৃগণের রাজা যম ধর্ম্মরাজ নাম॥
সকল মনুর রাজা মনু স্বায়ম্ভুব।
মেঘের পুষ্কর রাজা নক্ষত্রের ধ্রুব॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র হৈলা মন্ত্রিরাজ কবি।
যোগীর দেবল রাজা গব্যদ্রব্যে হবি॥

মহর্ষির রাজা ভৃগু মুনির কর্দ্দম।
দেবঋষি নারদ নরের নরোত্তম॥
কবিরাজ ব্যাস বিদ্বানের বৃহস্পতি।
রসের লবণ রাজা স্ত্রীর রাজা সতী॥
কপিল সিদ্ধের রাজা ক্ষেত্রে বারাণসী।
ক্ষীরোদ সিন্ধুর রাজা বেশ্যার উর্ব্বশী॥
মাসে মার্গশীর্ষ রাজা ধেনুর সুরভি।
সুরের পঞ্চম রাজা বাদ্যের দুন্দুভি॥
অষ্ট কুলাচলে মেরু রাজচক্রবর্ত্তী।
পর্ব্বতের রাজা হিমালয় মহামতি॥
গর্ব্বন্ধের রাজা হৈল নামে চিত্ররথ।
রথরাজা পুষ্পক বাহনে ঐরাবত॥
অশ্বরাজা উচ্চৈঃশ্রবা অস্ত্রেতে কুলীশ।
মাতৃরাজ মহী আর বিষরাজ বিষ॥
ঋক্ষরাজা জাম্ববান্ কাকের ভূষণ্ড।
পেঁচার উল্লুক চিরজীবীর মার্কণ্ড॥
নৈঋর্ত রাজস রাজা পালে রাজা ষণ্ড।
ওষধির ধান্য রাজা গুড়দ্রব্যে খণ্ড॥
ধাতুরাজা কাঞ্চন রত্নের রাজা নিধি।
কুবের রাজার রাজা করিলেন বিধি॥
প্রেত ভূতগণ মাত্র আছে অবশেষ।
চিত্তেতে স্মরণ তবে হইলা মহেশ॥
কবিচন্দ্র ভণে দেবগণের কুলাঞ্জি।
সুখ মোক্ষ হয় যেই শুনে চিত্ত মাজি॥
অপুত্রের পুত্র হয় অধনের ধন।
দুর্ভিক্ষ না হয় দেশে অকালমরণ॥৩১॥

শিবসন্দর্শনে

গীত। কামোদ রাগ॥

ব্রহ্মা হংসে চড়ি চলিলা বেদ পড়ি
সকল প্রজাপতি সঙ্গে।
সূর্য্য পুরন্দর এ দুই সহোদর
বাহন রথে মাতঙ্গে॥
চলিলা হুতাশন ছাগল বাহন
মণ্ডুক বাহনে কবি।
অঙ্গারক মেষে শমন মহিষে
লোহিত অসিত ছবি॥১॥

ব্রহ্মা চলিলা শিব সন্নিকটে।
দূরে হইতে দেখি উজ্জ্বল যেন শিখী
ব্রহ্মা বালুকার তটে॥ ধ্রু॥

কেতু এক শত রাহু অনুগত
আইলা হর দরশনে।
রাক্ষসের পতি আইলা নৈঋর্ত
বাহন প্রেত বিমানে॥
গৃধ্রের উপর আইলা শনৈশ্চর
মকরে বরুণ রাজা।
হৈম রথে শশী কৃষ্ণসারে বসি
পবন ধরিলেন ধ্বজা॥২॥

হরের পরচণ্ড তেজে।
কম্পমান ডরে দিঠি না সঞ্চরে
হেঁটমুখ সভে লাজে॥ ধ্রু॥

সিংহ আরোহণ রোহিণীনন্দন
কুবের চড়িলেন দোলা।
যতেক পিতৃগণ খড়্গী বাহন
ব্রহ্মবালুকায় মেলা॥
রাজহংসে গতি আইলা বৃহস্পতি
দেবতা তেত্রিশ কোটি।
প্রদক্ষিণ আধ সঘনে স্তুতিবাদ
দণ্ডবৎ ক্ষিতি লুটি॥৩॥

ব্রহ্মা না দেখে নীললোহিতে।
পুত্র সম্বোধন করিতে আছে মন
সাহস না হয় ভীতে॥ ধ্রু॥

রজতগিরিকায় সর্ব্বদিকে চায়
পঞ্চমুখ বহুদৃষ্টি।
বামে হিমকর নেত্র পরিসর
সতত হয় সুধাবৃষ্টি ॥
দক্ষিণ ঈক্ষণ তরুণ পূষণ
অনল উজ্জ্বল ভাল।
পুত্রভাব ছাড়ি ধরণী গড়াগড়ি
চতুরানন লোকপাল ॥ ৪ ॥
শিবের অপরিমিত সেই তনু।
রচিল কবিচন্দ্রে লোমাবলী রন্ধ্রে
উদয়ে শতে শত ভানু ॥ ধ্রু ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মার অনুরোধ

সদা শিব সদা শিব সদা শিব সার।
স্মরণে নাহিক শমনের অধিকার ॥ ধুয়া ॥

পয়ার ॥

ভয়ে কম্পমান বিধি দেখিয়া শঙ্করে।
পশ্চিম মুখের কাছে গেলা ধীরে ধীরে ॥
শঙ্করের সেই মুখ নাম সদ্যোজাত।
প্রসন্ন বরদ বক্ত্র বর্ণে অবদাত ॥
উত্তরে কাঞ্চন বর্ণ বামদেব মুখ।
শক্তি সহযোগে অনুক্ষণ ভুঞ্জে সুখ ॥
না গেলা উত্তর দিকে আইলা দক্ষিণ।
তথা না পাইল নীললোহিতের চিহ্ন ॥
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ বদন অঘোর।
ভয়ানক দুষ্ট দন্ত বিকট কঠোর ॥
সেই মুখে প্রজাপতি পূজিলা মহেশে।
পূর্ব্বমুখ পিতামহ দেখিলেন শেষে ॥
বিদ্যুৎ উজ্জ্বল তৎপুরুষ সংজ্ঞক।
নীললোহিত মূর্ত্তে দেখেন ত্র্যম্বক ॥
পুত্রভাবে ভক্তি ব্রহ্মা করে অতিরেক।
ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলে কৈল অভিষেক ॥
ব্রহ্মা বলে শিব তুমি জগতের রাজা।
সুরভির বাছা বৃষ রথে কর ধ্বজা ॥
বাসুকি তোমার ছত্র টিকা শশিখণ্ড।
সিংহাসন কৈলাস ত্রিশূল রাজদণ্ড ॥
অস্থিমালা কণ্ঠমাল গঙ্গা সেকপাত্র।
নিমেষ উন্মেষ এই দেখি অহোরাত্র ॥
এত যদি নিবেদন করিল বিধাতা।
শঙ্কর বলেন বাপা পাইলাঙ ছাতা ॥
দেখিলে নিকড়িয়া নাগ আমার মাথায়।
প্রতারণা করি তাত জিনিলে কথায় ॥
পুত্রস্নেহ তোমায় করিল আমি তৌল।
তনয়ের প্রতি পিতা নাঞি করে ঢৌল ॥
রাজত্ব বাঁটিলে যারে যারে হৈল দয়া।
আমার নিকটে কেন সৃজ মিছা মায়া ॥
ব্রহ্মা বলে রাজত্ব দিলাঙ কোন পরে।
সংসার ব্যাপিলে তুমি অষ্ট অবতারে ॥
অষ্ট অবতারে তোমার অষ্ট কুমার।
এই সভ দেবতায় দিল অধিকার ॥
দেশের ঈশান দেশ প্রজাগণ ভূত।
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি সঙ্গেতে প্রস্তুত ॥
আপুনি ঈশ্বর তুমি সকল সংসারে।
স্তুত সম্ভাষণে মায়া করহ আমারে ॥
তপস্যা হইল পূর্ণ সিদ্ধ হইল যোগ।
দার পরিগ্রহ করি ভুঞ্জ রাজ্যভোগ ॥
দক্ষের তপের ফলে জন্মিলা ঈশ্বরী।
তোমারে বিবাহ দিব চল স্বর্গপুরী ॥
প্রভু বলে এত দূরে আমার সম্মান।
দেশের ঈশান কোন মতে কর দান ॥
প্রজার সংজ্ঞায় পাইল ভূত প্রেত প্রজা।
এই দান দিয়া কর ত্রিভুবনের রাজা ॥

না যাইব স্বর্গ আমি না করিব পার।
না লইব তোমার রাজত্ব অধিকার॥

কাশীমাহাত্ম্য

কহিতে কহিতে হর হইলা অদৃশ্য।
কাশীপুরে চলে ব্রহ্মা সঙ্গে যত শিষ্য॥
হর অপরাধে আর নাহিক উপায়।
বারাণসী বাসের মহিমা বেদ গায়॥
কাশী পাপনাশী ক্ষেত্র চক্রতীর্থ যথা।
হর আরাধনা সবে করিলেন তথা॥
ব্রহ্মার কঠোর তপে প্রভু বিশ্বনাথ।
জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গে হর হইলা সাক্ষাৎ॥
প্রভু বলে ব্রহ্মা তুমি কেন পাও ক্লেশ।
মনের বাসনা কিবা আছে অবশেষ॥
তোমার সৃষ্টির মধ্যে করিল উদয়।
পুত্রভাবে জন্মিলাঙ হইয়া সদয়॥
পুনরপি তোমার তপেতে আমি বশ।
প্রকাশ করহ ইবে কি আছে মানস॥
ব্রহ্মা বলে আমারে ক্ষেমিবে অপরাধ।
কৈলাসে দেখিব তোমা মনে বড় সাধ॥
মহামায়া দক্ষসুতা কর তুমি বিভা।
তোমার উদয়ে ত্রিভুবনে পায় শোভা॥
প্রভু বলে সত্যলোকে চল লোকনাথ।
কৈলাসে পাইবে তুমি আমার সাক্ষাৎ॥
এই বর দিয়া অন্তর্ধান হৈলা হর।
হরিষে বিধির লোমাঞ্চিত কলেবর॥
আর যত দেবতা ব্রহ্মার উপদেশে।
স্থাপন করিলা লিঙ্গ পুজিলা মহেশে॥
করিলা কঠোর তপ যত প্রজাপতি।
নব গ্রহ দশ দিক্‌পালের সংহতি॥
একে একে সদয় হইলা মহেশ্বর।
সাক্ষাৎ হইয়া সভাকারে দিলা বর॥
স্থিরপদ হৈল সভাকার অধিকার।
কাশীপুরে চিহ্ন আছে সব দেবতার॥
ধ্রুবের কারণ হরি আসি কাশীপুরে।
অভিষেক করি পূজা করিল শঙ্করে॥
হরিহরে সাক্ষাৎ হইলা সেই কালে।
ধ্রুবে সমর্পিলা হরি শিবপদতলে॥
কর জোড়ি সাধন করিলা পীতাম্বর।
আমার বচন সত্য কর মহেশ্বর॥
আমাভক্ত এই শিশু নাহি মোহ মদ।
তেকারণে ইহারে দিলাঙ উচ্চ পদ॥
আপুনি ধ্রুবের প্রতি করহ প্রসাদ।
তুমি আজ্ঞা দিলে কর্ম্ম হয় নির্ব্বিবাদ॥
ধ্রুবে বর দিলা হর বিষ্ণুর বিনয়ে।
রহিলা জ্যোতিষচক্রে নিশ্চল আশ্রয়ে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় সতী বারাণসীপুরে।
ছয় মাস কঠোর করিলা নিরাহারে॥
পূজা পুরশ্চরণ লিঙ্গের অভিষেক।
দিনে দিনে ভয় ভক্তি বাঢ়ে অতিরেক॥
সাত মাস প্রবেশ হইল শুভদিনে।
দরশন দিলা হর আনন্দকাননে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা পঞ্চানন।
সপ্তম দিবস তোমা আমায় মিলন॥
এই বর দিয়া হর হৈলা অন্তর্ধান।
স্বর্গেরে দেবতাগণ করিলা প্রয়াণ॥
কাশীবাস হইতে হইল অপরাধ ক্ষমা।
ত্রৈলোক্যে নাহিক তীর্থ কাশীর উপমা॥
এখনে গাইব সতী শঙ্করের বিভা।
কবিচন্দ্র ভণে স্বর্গে হৈল দেবসভা॥৩৩॥

শিবের বিবাহ

গুর্জ্জরী রাগ ॥

প্রণব গায়ত্রী স্বয়ম্ভূ সাবিত্রী
বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী।
শান্তি সঙ্গে ধর্ম্ম শুনিলা বিশ্বকর্ম্ম
বিজয় সঙ্গে পিতৃপাত ॥
আহুতি সঙ্গে রুচি দেবরাজা শচী
অগ্নি সঙ্গে নিজ দারা।
মরীচি কলাবতী বশিষ্ঠ অরুন্ধতী
দেবপুরোহিত তারা ॥ ১ ॥
জয় জয় কৈলাসে সুরসভা।
কন্যা সত্যবতী পুরুষ পশুপাত
দুঁহেতে শুভক্ষণে বিভা ॥ ধ্রু ॥
দক্ষ প্রজাপতি হইয়া হৃষ্টমতি
সঙ্গে কৈল কুশণ্ডিকা।
ব্রহ্মা বাহু তুলি দেবদেব বলি
শঙ্করে দিলেন টিকা ॥
অমৃত করি পান মঙ্গল সভে গান
দেবগণ দেবঋষি।
বাজন্যা ব্যালিশ পুরিল দশ দিশ
নটিনী নাচে উর্ব্বশী ॥ ২ ॥
দেব দেবী সব করিয়া মহোৎসব
বিদায় হইলেন হরে।
স্বামী পাশে সতী রহিলা রূপবতী
সাজিলা ভাল কন্যা বরে ॥
রজত চামীকর তড়িৎ হিমকর
দুঁহার দেহের জ্যোতি।
বংশ লোচনা কিবা সে গোরোচনা
উপমা দিতে নাহি তথি ॥ ৩ ॥
বিশদ সদাশিব বিমল অবয়ব
আরক্ত গৌরবর্ণ সতী।
দেখিতে ক্ষণে ক্ষণ ঝলক দেই যেন
মাণিক আর গজমতি ॥
বিভবে নাহি সীমা সেবে চক্রপাণি ব্রহ্মা
দেব ঋষি আদি সিদ্ধি।
রামকৃষ্ণ ভণে সেবক শিশুগণে
করিবে কুল ধন বৃদ্ধি ॥ ৩৪ ॥

পালা সাজ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাদ

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

এককালে মেরুশৃঙ্গে নয় প্রজাপতি সঙ্গে
যজ্ঞ আরম্ভিলা পরমেষ্ঠী।
ব্রহ্মার সভায় বসি জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্ম ঋষি
কাহার সৃজিত এই সৃষ্টি ॥
কে বা ইথে হর্ত্তা কর্ত্তা অখিল জনের ভর্ত্তা
কে বা ইথে পুরুষ প্রধান।
কহিবে এ সব তত্ত্ব তিন গুণে দেখি ব্যক্ত
কোন্ দেহে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান ॥ ১ ॥
এত শুনি বিধাতা বাধিলা অহঙ্কারে।
কহে ব্রহ্মা হাসি হাসি আমি সৃষ্টি পুষি নাশি
আমি কর্ত্তা সকল সংসারে ॥ ধ্রু ॥
আমি ত স্বয়ম্ভূ অজ আমা হইতে সত্ত্ব রজ
তমো তিন আমার স্বভাব।
শুনিঞা ব্রহ্মার ভাষা চতুর্ভুজ পীতবাসা
যজ্ঞেতে পাইলা আবির্ভাব ॥
আরক্ত লোচন করি ব্রহ্মারে বলেন হরি
রজোগুণে হইলা অজ্ঞান।
আমার আজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ সৃজ তুমি সুরজ্যেষ্ঠ
আমি সর্ব্বশরীরের প্রাণ ॥

আমি বিষ্ণু আমি যজ্ঞ আমি নারায়ণসংজ্ঞ
আমা বিনে কে আছে পুরুষ।
করিতে দুষ্টের দ্বেষ ধরি আমি নানা বেশ
প্রসাদেতে সংহরি কলুষ॥
এইরূপে পরস্পর চতুর্ম্মুখ চক্রধর
দুই জনে করি বাক্যব্যয়।
মায়ায় মোহিত মতি প্রমাণ মানিল শ্রুতি
বেদবাক্যে জয় পরাজয়॥ধ্রু
বিধি যজ্ঞ বিদ্যমান চারি বেদ মূর্ত্তিমান্
কহিলেন সময় উচিত।
উভয় সম্মত হও বেদবাক্যে যদি রহ
তবে কহি এই সে বিহিত॥
না কর কপাল শ্রম মায়াতে জন্মায় ভ্রম
এক ব্রহ্ম এই তিন কায়।
এই কথা কাশীখণ্ডে নির্গত স্কন্দের তুণ্ডে
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস গায়॥৪॥১॥

পয়ার॥

এই বাক্য চারি বেদ কহিলা যদ্যপি।
শুনিঞা উত্তর দিলা বিষ্ণু যজ্ঞরূপী॥
সর্ব্বকাল চারি বেদ সভাকার মান্য।
কহ দেখি সংসারেতে কাহার প্রাধান্য॥
ব্রহ্মা কহিলেন বেদ সর্ব্বথা প্রমাণ।
বেদের গোচর আছে সৃষ্টের নিদান॥
মানি তবে বেদে সাক্ষী যে জানে মহত্ত্ব।
যাহার সাক্ষাতে হৈল মহদাদি তত্ত্ব॥
এতেক বলিলা যদি বিষ্ণু পদ্মযোনি।
তবে বক্তা হৈলা ঋক্ বেদের অগ্রণী॥
যাহার শরীরে পঞ্চ ভূতের আবাস।
যাহা হইতে হয় পঞ্চ ভূতের প্রকাশ॥
সেই পঞ্চ ভূত লইয়া এই ব্রহ্মডিম্ব।
এক ব্রহ্ম রুদ্র আর যত প্রতিবিম্ব॥
যজুর্বেদ কহিলা ঈশ্বর সদাশিব।
যোগেতে ব্যাপিল যত স্থূল সূক্ষ্ম জীব॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যত শিবের বৈভব।
সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব প্রমাণ আমি সব॥
সামবেদ বক্তা হৈলা কর্ত্তা ত্রিলোচন।
রবি শশী অগ্নি যথা জ্যোতি সনাতন॥
যোগিগণ যাহারে ধেয়ায় অনুক্ষণ।
সেই ত্র্যম্বক এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
তবে ত অথর্ব্ব বেদ কহিল পশ্চাত।
গুপ্তরূপে সদাশিব সভাকার তাত॥
কোন পুণ্য কর কেহ শিব সব দাতা।
শঙ্করের প্রতিবিম্ব সকল দেবতা॥
এত যদি চারি বেদ কহিল নির্ণয়।
ব্রহ্মা যজ্ঞ দুঁহে রুষ্ট হৈলা অতিশয়॥
মোহেতে জন্মায় ভিন্নভাব অহঙ্কার।
দুঁহেতে শিবের দোষ করেন বিচার॥
কোন্ গুণে পূর্ণব্রহ্ম শিবের শরীর।
দিগম্বর কদাচার পরে চর্ম্মচীর॥
সর্ব্বাঙ্গে শ্মশানভস্ম ভুজঙ্গ ভূষণ।
এ দেহে কি হেতু রমমাণ সনাতন॥
বেদবাক্যে যদি দূর না হৈল সন্দেহ।
প্রণব সাক্ষাৎ হৈলা ধরি নিজ দেহ॥
অমূর্ত্ত প্রণব তবু হৈলা মূর্ত্তিমান্।
শুক্লবর্ণ শুক্লাম্বর দ্বিভুজ উত্তান॥
প্রণব কহেন শুন ব্রহ্মা যজ্ঞেশ্বর।
স্বয়ংজ্যোতি সনাতন প্রভু মহেশ্বর॥
বিষ্ণুর শরীরে ব্রহ্মা বৈসে লীলারূপে।
প্রকাশে ব্রহ্মায় যথাকালে জপে তপে॥
ভগবান্ ঈশান মোহিনী যার মায়া।
ব্যাপিল অখিল সৃষ্টি শিবশক্তিছায়া॥
লিঙ্গচিহ্ন ভগচিহ্ন জন্মে যত প্রজা।
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা শিব একা রাজা॥

মায়াতে বিধাতা ক্রতু হারাইল জ্ঞান।
প্রণবের প্রণয়ে না হৈল সমাধান॥
অন্তর্ধান হৈলা প্রণব সঙ্গে শ্রুতি।
দুঁহেতে আছেন তথা ক্রোধযুক্ত মতি॥

মহাকালের জন্ম

হেন কালে দুঁহার মধ্যেতে জ্যোতিরাশি।
সূর্য্য কোটি প্রকাশ শীতল যেন শশী॥
সেই জ্যোতিমণ্ডল ব্যাপিল দশ দিক্।
ব্রহ্মা বলে কিবা এই জন্মিল অনীক॥
অষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করে প্রজাপতি।
জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলেতে পুরুষ আকৃতি॥
ক্রোধেতে হিরণ্যগর্ভ হৈলা পঞ্চমুখ।
মাথার উপরে মাথা দেখিতে কৌতুক॥
যেই মুখে ব্রহ্মা বড় কৈলা অহঙ্কার।
আমা দুঁহাকার মধ্যে পুরুষ আকার॥
আমা বিনে এই সৃষ্টে কর্ত্তা নাঞি আর।
পরিচয় কর নহে করিব সংহার॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য শিবে হৈল হাস।
ব্রহ্মা বলে চিনিলাম বটে কৃত্তিবাস॥
ললাটে লোচন দেখি চন্দ্র চূড়ামণি।
উরে নাগ উপবীত অলঙ্কার ফণী॥
ব্রহ্মা বলে শুন পুত্র নীললোহিত।
আমার স্মরণ লও না করিহ ভীত॥
আমার ললাটে জন্ম তোমা আমি জানি।
পুত্র হৈয়া বাপে কেন ছল শূলপাণি॥
জন্মিয়া আমার কোলে করিলে রোদন।
রুদ্র নাম ধর তুমি এই সে কারণ॥
তপস্যারে গেলে তুমি মনে পাইল তাপ।
অল্প অনুভবে ইবে নাঞি চিন বাপ॥
ব্রহ্মা যদি এতেক বলিল দুরক্ষর।
ভ্রুকুটিকুটিল কোপ কৈল মহেশ্বর॥

তাঁহার শরীর হৈতে এক মহাবীর।
বাহির হইল অতি দুর্জ্জয় শরীর॥
নিবিড় মেঘের বর্ণ দীর্ঘ ভয়ঙ্কর।
বিকট দশন ত্রিলোচন জটাধর॥
চর্ম্ম চিরি আজানু লম্বিত দুই বাহু।
শশাঙ্ক সশঙ্ক হৈলা আকাশেতে রাহু॥
কাল বড় ভয় পাইলা অধোমুখ শনি।
গ্রহবিদ্রাবক মূর্ত্তি কাঁপিল মেদিনী॥
সুমেরু আক্রোশ শব্দে কাঁপে থর থর।
ভয়ে উথলিল সপ্ত সমুদ্রের জল॥
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড লোফে দুই করে।
সেই মূর্ত্তি অধিষ্ঠান ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
এই সভাখণ্ডে গীত দিবে ত্রিলোচন॥

গীত

ক্রোধবিনির্গত শিব চিদানন্দ মূর্ত্তি।
আহ্বান করিল সেই পুরুষের প্রতি॥
ভৈরব বলিয়া তারে কৈল সম্বোধন।
সহজে তোমার তনু দেখিতে ভীষণ॥
তুমি নামে কাশীরাজ কাশীরাজ।
তোমার শাসন বিধি বুঝ তাঁর কাজ॥ ধ্রু॥
তুমি সে কালের কাল বিশ্ববিদ্রাবক।
তেঞি হইব কালভৈরবসংজ্ঞক॥
আমর্দ্দিবে তুমি যত পাষণ্ড দুর্জ্জনে।
আমর্দ্দক বলি নাম হইব তেকারণে॥ ২॥
ভক্ত সেবকের পাপ করিবে ভক্ষণ।
পাপভক্ষ হইব নাম ত্রৈলোক্যপাবন॥
অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী মোর প্রিয় স্থান।
তথি কালভৈরব হইবে পূজ্যমান॥ ৩॥
এই ত পঙ্কজজন্মা ব্রহ্মা নাম ধরে।
জ্ঞানভ্রষ্ট হৈলা তুমি শাসিবে ইহারে॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা বন্দিল মস্তকে।
রামকৃষ্ণ রচে কাল চাহে ক্রোধমুখে ॥৪॥৩॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুর শিবস্তুতি

ভয়ে কম্পমান বিধি যেই মুখ অপরাধী
কাল তাহা ছিণ্ডে বাম নখে।
শিশু যেন করে কেলি পাকা বিল্বফল তুলি
তেনরূপ সর্ব্ব লোক দেখে॥
যজ্ঞরূপী জনার্দ্দন নির্ম্মল হইল মন
স্তুতি কৈল অশেষ প্রকারে।
তুমি অষ্ট অবতার তুমি সংসারের সার
তুমি আত্মা সব চরাচরে॥ ১ ॥
কৃপা কর নিত্য নিরঞ্জন।
তুমি মৃত্যুঞ্জয় যোগী অভয় প্রসাদ মাগি
যথোচিত হইল দমন॥ ধ্রু ॥
লজ্জায় অযোগ্যকর্ম্মা শত বিদ্রূপেতে ব্রহ্মা
আপনারে মানিল ধিক্কার।
স্তুতি করি বেদমত প্রণিপাত দণ্ডবৎ
প্রভুর চরণে বার বার।
প্রণতবৎসল হর বিধি আর যজ্ঞেশ্বর
দুই জনে করিল আশ্বাস।
ভৈরবে আদেশ কৈল প্রায় ব্রহ্মবধ হৈল
তুমি গিয়া কর কাশীবাস ॥২॥
ভ্রম তুমি একে একে স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বলোকে
ব্রহ্মার কপাল করি হাতে।
ব্রহ্মহত্যা সাথে সাথে না ছাড়িব কোন তীর্থে
ছাড়িব কাশীর চতুষ্পদে॥
নীললোহিত তুমি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী
অগ্রজন্মা দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সপ্ত জন্ম ভুঞ্জে তাপ
লোকেতে দেখাও এই ভ্রষ্ট ॥৩॥
কেহ যেন দুঃসাহসে নাহি করে ক্রোধবশে
ব্রহ্মহিংসা এ তিন ভুবনে।
শুন কহি সন্দেহ তুমি ত আমার দেহ
এই আজ্ঞা পাল প্রাণপণে॥
শুনিঞা প্রভুর কথা বজ্রলেপ হৈয়া মাথা
কালভৈরবের করে লাগে।
ব্রহ্মহত্যা নামে কন্যা রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা
দেখে কাল নিজ বামভাগে ॥৪॥
এক পদ মহীলক্ষ্যে এক পদ অন্তরীক্ষে
খর্পরে শোণিত করে পান।
দীর্ঘদন্তী মুক্তকেশী লোলজিহ্বা উচ্চ হাসি
মাগে কালে আলিঙ্গন দান॥
ভৈরব পালায় ভয় কন্যা তারে অনুনয়
ঈশ্বর পাপেরে কৈল আজ্ঞা।
ভ্রম তুমি এই বেশে না যাইও সেই দেশে
যথা শুন বারাণসী সংজ্ঞা ॥৫॥
এত বলি ভগবান্ হৈলা তথা অন্তর্ধান
ভৈরব ভ্রমিতে যায় তীর্থ।
যজ্ঞরূপী জনার্দ্দন চতুর্ম্মুখ দুই জন
দেখিয়া পাইল বড় প্রীত॥
ভৈরব সুমেরুশৃঙ্গে ভ্রমে ব্রহ্মহত্যা সঙ্গে
ব্রহ্মহত্যা ধায় লাফে লাফে।
কাতি করে ধরি গর্জ্জে রামকৃষ্ণ দাস রচে
দেখি তাহা দেবগণ কাঁপে ॥৬॥৪॥

কালভৈরবের মহিমা

দয়াকর হে ঠাকুর দীনবন্ধু।
এবার অধমে তুমি তার ভবসিন্ধু ॥ধুয়া॥

পয়ার॥

প্রথমে ভৈরব ভ্রমে সেই সত্যলোকে।
না পালাহ বলি ব্রহ্মহত্যা ডাকে॥

ইন্দ্রের অমরাবতী গেল কালরাজ।
ইন্দ্র পালাইয়া গেলা ছাড়িয়া সমাজ॥
ধর্ম্মরাজ আছে যথা পুরী সংযমনী।
ভৈরব তথায় গেলা সংহতি পাপিনী॥
যম অন্তর্ধান হৈলা মনে পাইয়া ত্রাস।
যত দিক্‌পাল ভয়ে হৈল একপাশ॥
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ।
আগে যায় ভৈরব কপালী ত্রিলোচন॥
তাহার পশ্চাৎ ব্রহ্মহত্যা করালিনী।
তাহার পশ্চাৎ ধায় প্রমথবাহিনী॥
এতেক শুনিয়া তথা দেব গদাধর।
লক্ষ্মীর সহিতে চড়ি গরুড় উপর॥
পুরীর বাহিরে আসি ভেটিলা ভৈরবে।
ভৈরব প্রণাম করি কহিলা মাধবে॥
ব্রহ্মহত্যা আমার খণ্ডাও চক্রপাণি।
পাপের অন্তক তুমি আমি ভাল জানি॥
সম্ভ্রমে কমলাপতি করিলা প্রণতি।
সিন্ধুসুতা সঙ্গে পক্ষিরাজের সংহতি॥
করপুট করিয়া বিস্তর কৈল স্তব।
শিবের সংহারমূর্ত্তি তুমি সে ভৈরব॥
নমস্তে ত্রিগুণাত্মক নমস্তে শঙ্কর।
নমো মহেশ্বর নমো শশাঙ্কশেখর॥
নমস্তে ত্রিনেত্র নমো দেব পঞ্চানন।
নমো গঙ্গাধর নমো ব্যোমবিভূষণ॥
এত স্তুতি করিয়া কহিলা গদাধর।
আমারে না কর মায়া আমি নহি পর॥
কি কারণে শঙ্কর বিটঙ্ক বেশ ধর।
কপাল লইয়া হাতে ভিক্ষা কেন কর॥
ভৈরব বলেন শুন কমললোচন।
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ করিল ছেদন॥
সেই দিন হৈতে আমি ব্রহ্মবধে ব্রতী।
মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মহত্যা দেখহ সংহতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি ভ্রমি ভিক্ষাটনে।
কাশীবাস করিব পশ্চাৎ এই মনে॥
এতেক শুনিয়া হাসি করিলা উত্তর।
মেঘগম্ভীর শব্দ কেশবের স্বর॥
শুন কালভৈরব তুমি সে কালমূর্ত্তি।
ব্রহ্মবধভয়ে তুমি হইয়াছ ব্রতী॥
মহাপ্রলয়েতে ব্রহ্মা থাকেন ব্রহ্মাণ্ডে।
ব্রহ্মাণ্ড চর্ব্বণ তুমি কর এই তুণ্ডে॥
গলার মালায় এই যত মুণ্ড গাঁথা।
কোন মুণ্ড নহে ইথে স্বয়ম্ভুর মাথা॥
তখন তোমারে ব্রহ্মবধ নাহি লাগে।
এ সব চাতুরি হর কর কার আগে॥
হইয়া সংহাররূপ হর এই সৃষ্টি।
তোমার কেশেতে মেঘ করে সুধাবৃষ্টি॥
পুনর্ব্বার সৃজ তুমি সকল সংসার।
সর্ব্বত্র ব্যাপক তুমি অষ্ট অবতার॥
তুমি জলরূপী হও আমি জলশায়ী।
তোমাতে আশ্রিত আত্মাশক্তি মহামায়ী॥
কালরাত্রি যোগনিদ্রা শিবা স্বরূপিণী।
যাহার অংশেতে এই ক্ষীরোদনন্দিনী॥
শিব সঙ্গে থাকি আমি যোগনাগতল্পে।
নাভিপদ্মে কত ব্রহ্মা জন্মে কল্পে কল্পে॥
তোমার নিয়োগী সবে তুমি সে স্বতন্ত্র।
তুমি বিশ্বরূপী বিশ্বকর্ত্তা মূল মন্ত্র॥
এতেক কহিলা যদি কালরূপী হরে।
সংপ্রতি কহেন হরি কমলার ভরে॥
দেখি সিন্ধুসুতা রমা কি কহিব ভাগ্য।
পদ্মপত্রলোচন তোমার আজি শ্লাঘ্য॥
এই মূর্ত্তি শিবের আশ্চর্য্য দরশন।
প্রলয়কালেতে ইহা দেখে সর্ব্বজন॥
বড় লজ্জা হইল আজি বড়ই মঙ্গল।
আপনা মাগিলা ধন্য জীবন সফল॥

কালরূপ শিব হৈল দৃষ্টির গোচর।
অদৃশ্য অমূর্ত্ত যেই পরম ঈশ্বর॥
সর্ব্ব পাপ নাশ হয় যাহার স্মরণে।
ব্রতী হৈয়া সেই শিব ভ্রমে ভিক্ষাটনে॥
বিধিরে প্রসন্ন হৈয়া বাড়াইল গৌরব।
তেকারণে এই ব্রত করেন ভৈরব॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য লক্ষ্মী সিন্ধুসুতা।
পূজিলা ভৈরবে রমা হৈয়া ভক্তিযুতা॥
মনোরথ রত্ন ভিক্ষা দিলা তাঁর পাত্রে।
সর্ব্বত্র বিভূতি তুমি পাবে স্মৃতিমাত্রে॥
তবে হরি ব্রহ্মহত্যা করি সম্বোধন।
ঈষৎ হাসিয়া বলে মধুর বচন॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
কৃপা কর গঙ্গাধর সেবকবৎসল॥৫॥

বিষ্ণুর বরলাভ

গীত॥

এক পায়ে পাপ নাচে কালভৈরবের কাছে
বিষ্ণু তাঁহে কহিলা ইঙ্গিতে।
না কর ভৈরব জ্ঞান ইহ শম্ভু ভগবান্
ভস্ম হইবে অঙ্গ পরশিতে॥
নহ তুমি ব্রহ্মহত্যা সকল শিবের কৃত্যা
বাড়াইবে কাশীর মহিমা।
যে মহাপাতক হয় আমি তারে করি ক্ষয়
তুমি এই পাপের প্রতিমা॥১॥
হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
যে পায় নির্ব্বাণ মুক্তি শিবে যেই করে ভক্তি
স্মরণে পাতক বিমোচন॥ ধ্রু॥
হেন দেব পশুপতি মায়াতে হইলা ব্রতী
ভ্রমিবেন এ তিন ভুবন।
প্রবেশে কাশীর সীমা যথা নিত্য শিব উমা
তথা নাহি তোমার গমন॥
জটী মুণ্ডী দিগম্বর ভস্মচ্ছন্ন কলেবর
ব্রহ্মচারী ঋষি মৌনব্রতী।
বন উপবন হর্ম্ম্য নহে সে তোমার গম্য
বারাণসী পুরী বেদবতী॥ ২॥
কলস পতাকা সাক্ষী দূর হতে কাশী দেখি
নমস্কারি যাইবে পাতাল।
বিষ্ণুবাণী সুশোভনা মধুর পীযূষকণা
শুনিঞা প্রসন্ন হৈল কাল॥
বর মাগ গদাধর চিত্তে লয় যেই বর
বচনে হইলাঙ বড় বশ।
তুমি সংসারের কর্ত্তা দেবতার বরদাতা
কল্পে কল্পে পাবে তুমি যশ॥৩॥
যে তোমার নাম করে ভজে যে বা মহেশ্বরে
তার পাপ সংহারিব আমি।
আমার আশীষ লহ লক্ষ্মীর সহিতে রহ
এই সৃষ্টিপালয়িতা তুমি॥
চক্রপাণি কৈলা উক্তি তোমার অচলা ভক্তি
ধ্যানে যেন পাই সন্দর্শন।
শঙ্কর তোমার ঠাঁই এই মাত্র বর চাই
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন॥৪॥৬॥

ব্রহ্মহত্যার অনুযোগ

ভৈরবী রাগ॥

করপুট হইয়া কহে পাপ ব্রহ্মহত্যা।
যে মূর্ত্তি দেখেন কালী আদ্যাশক্তি নিত্যা॥
হেন মূর্ত্তি দেখি আমি থাকি সঙ্গে সঙ্গে।
দরশনে ভোগ আমি করি অই অঙ্গে॥১॥
শুন কমললোচন।
তুমি কেন না করিলে কপাল মোচন॥ধ্রু॥

হরি হর এক ব্রহ্ম ভিন্ন মাত্র বেশ।
কে পারে লঙ্ঘিতে বাপু তোমার আদেশ ॥
এক শরীরেতে ভ্রম মায়াবেশ ধরি।
আর কলেবরে কহ বচন চাতুরি ॥
কালভৈরবে জন্মাইল যেই ব্রহ্ম।
তাহা হইতে হইল আমার পাপ জন্ম ॥
সুরা লয়ে ভ্রমি আমি তাঁহার নিয়োগী।
যাঁহার চরণ ধ্যান করে যত যোগী ॥৩॥
কালের সঙ্গেতে তেঁই করি পরিক্রমা।
নিষেধ করিলে যাইতে বারাণসী সীমা ॥
রামকৃষ্ণ রচে তুমি দিলা সেই বিধি।
ভুঞ্জিব এ ভোগ বার বৎসর অবধি ॥৪॥৭॥

কালভৈরব ব্রহ্মহত্যা দুই জন।
বিদায় হইয়া চলে পবনগমন ॥
সত্যলোক ভ্রমি কাল আইলা তপোলোকে।
যমলোক মহর্লোক দেখি একে একে ॥
স্বর্লোক ভুবর্লোক ভূলোক প্রবেশে।
পুণ্যস্থান চাহিয়া বুলেন দেশে দেশে ॥
স্বর্গে মন্দাকিনী স্নান কৈল চিরদিন।
পরশিল বঙ্কু ভদ্রা সীতা এই তিন ॥
ভ্রমিল পুষ্করদ্বীপ বলয় আকার।
তবে ত শাল্মলি দ্বীপে কৈল আগুসার ॥
শাকদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপ ভ্রমে।
প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ প্রদক্ষিণ ক্রমে ॥
প্রথমে পৃথিবী ভ্রমে দক্ষিণ আবর্ত্তে।
ব্রহ্মসরোবর গেলা পুষ্করতীর্থে ॥
সকল তীর্থের আদি তীর্থ পুষ্কর।
দশ কোটি সহস্র তীর্থের যাহে ফল ॥
দ্বাদশ দিবস তথা রহিলা ভৈরব।
জম্বুমার্গ গেলা কাল পবনের জব ॥

তণ্ডুলিকা আশ্রম অগস্ত্যসরোবর।
কণ্বাশ্রম ধর্ম্মারণ্য ভ্রমিলা সত্বর ॥
মহাকালক্ষেত্র গেলা তবে ভদ্রবট।
শিবক্ষেত্র হৈতে গেলা নর্ম্মদার তট ॥
দক্ষিণ সিন্ধুতে গিয়া কৈল স্নান দান।
চর্ম্মণ্বতী তীর্থে কাল করিল পয়ান ॥
তবে ত আইলা যথা অর্ব্বুদ পর্ব্বত।
পৃথিবীর ছিদ্র যথা আছে মহাহ্রদ ॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভ্রমিঞা হৈল হর্ষ।
তবে ত করিল গঙ্গাতীর্থে অপস্পর্শ ॥
এক রাত্রি সর্ব্বত্র করিয়া তীর্থবাস।
তবে মহাতীর্থ গেলা বিখ্যাত প্রভাস ॥
মূর্ত্তিমান্ অগ্নি তথা দেবতার মুখ।
দেখি কালভৈরব পাইলা বড় সুখ ॥
ত্রিরাত্র রহিয়া তথা গেলা অশ্বমেধী।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যথা কৈল কলানিধি ॥
ত্রিভুবনে যত তীর্থ যত পুণ্যস্থল।
একে একে কাল তাহা ভ্রমিলা সকল ॥
বরদান নামে তীর্থ গেলা কৃত্তিবাস।
বিষ্ণুর দুর্ব্বাসা যথা হইলা সন্তাষ ॥
তবে দ্বারবতী গেলা যথা শঙ্খদ্বার।
পিণ্ডারকে হরিহরাত্মক অবতার ॥
পদ্ম ত্রিশূল চিহ্ন যে তীর্থের সাক্ষী।
তথা হইতে চলে কাল যেন তার্ক্ষ্য পক্ষী ॥
আইলা যথাএ সিন্ধুসাগরসঙ্গম।
বরুণের তীর্থ সে মাহাত্ম্য অনুপম ॥
তথা হইতে শঙ্কুকর্ণে গেলা শীঘ্রগতি।
ঈশ্বর অর্চ্চিয়া প্রদক্ষিণ কৈল স্তুতি ॥
তবে ভ্রমি নামে তীর্থ শিব অধিষ্ঠান।
দৈত্যবধ করি বিষ্ণুর যে তীর্থেতে স্নান ॥
যতেক দেবতা স্নান করে পাপভয়।
তথা হইতে বসুধারা গেলা মহাশয় ॥

বস্তুতীর্থ করি গেলা যথা সিদ্ধ তয় ।
ব্রহ্মতুঙ্গ তীর্থ গিয়া করিলা নিয়ম ॥
ইন্দ্রকুমারীর তীর্থ করি দরশন ।
রেণুকা তীর্থেতে তবে গেলা ত্রিলোচন ॥
পঞ্চনদ দেখিয়া আইলা মায়াস্থান ।
পুনর্জন্ম নাই তথা যেই করে স্নান ॥
গিরিকুঞ্জ দিয়া গেলা তীর্থ বিমলে ।
অদ্যাপি সুবর্ণবর্ণ মৎস্য যার জলে ॥
ইন্দ্রতীর্থ সেই তাহে ইন্দ্রলোক লভে ।
কাশ্মীরে বাণীর তীর্থ প্রবেশিলা তবে ॥
তক্ষকের তীর্থ বিড়ম্বাক্ষ যার খ্যাতি ।
মণিমন্ত ক্ষেত্র রুদ্র যার অধিপতি ॥
এক রাত্রি সেই তীর্থে আছিলা ভৈরব ।
দেবিকার কূলে আসি অর্চিলেন ভব ॥
কামাক্ষ রুদ্রের তীর্থ করি সন্দর্শন ।
ব্রহ্মবালুকা গেলা যজন যাজন ॥
দীর্ঘসত্র নামে ক্ষেত্র করিলা গমন ।
বিনশন তীর্থে আসি দিলা দরশন ॥
নাগোদ্ভেদ শিবোদ্ভেদ আর শশপান ।
সরস্বতীস্নান যথা গঙ্গার সমান ॥
কুমারকোটি রুদ্রকোটি ঋষিকোটি নাম ।
এই তিন তীর্থে কৈল ত্রিরাত্রি বিশ্রাম ॥
যথা কোটি ঋষি তপ কৈল এককালে ।
কোটি মূর্ত্তে রুদ্র দেখা দিল পুণ্যফলে ॥
তথা হইতে আইলা সরস্বতীর সংভেদ ।
বিষ্ণুঅর্চ্চা করে ব্রহ্মা যথা পড়ি বেদ ॥
সেই তীর্থে ব্রহ্মহত্যা না হইল দূর ।
প্রবেশ করিল কাল কুরুক্ষেত্র পুর ॥
স্নান দান করি তথা ছিলা এক মাস ।
কালের না হইল তথা ব্রহ্মহত্যা নাশ ॥
কুরুক্ষেত্রে যাই আমি কুরুক্ষেত্রে আসি ।
এই কথা মনে যেই করে গৃহবাসী ॥
দিনে তিন বার লয়ে কুরুক্ষেত্র নাম ।
সেই পুরুষের সিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥
হেন কুরুক্ষেত্রে নাঞি খসিল কপাল ।
সতত নামেতে তীর্থ প্রবেশিলা কাল ॥
বিষ্ণুরে করিলা ধ্যান সেই বিষ্ণুতীর্থে ।
বরাহের তীর্থে কাল গেলা সেই পথে ॥
তবে মুঞ্জাবট গেলা তীর্থ লোকোদ্ধার ।
পরিক্রমা ভৈরব করিলা সাত বার ॥
পুনর্ব্বার পুষ্করে সহিত সন্দর্শন ।
পুষ্করে করিলা তপ যত দেবগণ ॥
পুষ্কর পুষ্কর স্মৃতি যে করে প্রভাতে ।
সকল তীর্থের ফল পায় শাস্ত্রমতে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণপ্রমাণ ।
আরণ্য পর্ব্বমত তীর্থ উপাখ্যান ॥৮॥

কালভৈরবের তীর্থক্রিয়া

পাহিড়া রাগ ॥

স্নান করি রামহ্রদে আসি ব্রহ্মপুত্র নদে
মানুষ তীর্থেতে তীর্থবাস ।
যেই সরোবরে মজ্জি ব্যাঘ্র বরাহ বাজী
নররূপ পায় ত প্রকাশ ॥
তার পূর্ব্ব এক ক্রোশে সিদ্ধ মুনিগণ বৈসে
অবিখ্যাতা নামে সেই নদী ।
তথা হইতে দুই দণ্ডে গেলা সপ্তঋষি খণ্ডে
ব্রহ্মক্ষেত্র যেই কল্পাবধি ॥১॥
দেখ ভাই, তীর্থ ভ্রমেন যোগেশ্বর ।
শিব শীঘ্র বরদাতা প্রসন্ন দেখিয়া ধাতা
বাড়াইল বিধির আদর ॥ধ্রু॥
কপিল কেদার পার কপিষ্ঠল কুণ্ড আর
সকল ভ্রমিলা এনস্পদ ।

নারদের অন্ত জন্ম তথা ক্ষয় হয় কর্ম
যথা মুক্ত হইলা নারদ ॥
পরশিল পুণ্ডরীক তার পুণ্য ততোধিক
তবে মহানদী হৈলা পার।
শিবের প্রতিমা তথা মহর্ষি সকল যথা
বেদধ্বনি করেন উচ্চার ॥২॥
পাণিখাত ব্যাসকুটি মনোজব মধু বটি
কৌশিকী সঙ্গমে উপস্থিত।
বামনের বিষ্ণুপদ পরশিলা বায়ু হ্রদ
নৈমিষ অরণ্যে যত তীর্থ ॥
গেলা তীর্থ সারস্বত অগ্নিতীর্থে করি ব্রত
বিশ্বামিত্র মুনির উষ্ঠান।
কার্ত্তিকের পৃথূদক গেলা তীর্থ সাহস্রক
পঞ্চবটে করিলা প্রয়াণ ॥৩॥
আদিত্য আশ্রম নামে আইল দ্বিতীয় যামে
আছিলা তথায় রাত্রি দিবা।
গেলা তীর্থ সুবর্ণাক্ষ যথায় পুণ্ডরীকাক্ষ
করিলা শিবের উগ্র সেবা ॥
ভ্রমিয়া কপিলাবট আল্যা যমুনার তট
কাম্যবন গিরি গোবর্দ্ধন।
সকল তীর্থের ফল পরশিলে যার জল
করিলা প্রয়াগ দরশন ॥৪॥
চির চন্দন নদী তার মধ্যে বিষ্ণুবেদি
মন্দর নামেতে গিরিবর।
মাহাত্ম্য লিখিল গ্রন্থে নারায়ণ হয় অন্তে
আরোহণ করিল শেখর ॥
বন্দিয়া ভুবনেশ্বর মুক্ত না হৈল হর
গেলা কাল বিরজ মণ্ডল।
যথা বৈতরণী তটে দশ অশ্বমেধ ঘটে
শঙ্কর পূজিলা আখণ্ডল ॥৫॥
বরাহ তাহার পূর্ব্বে সেই ত নদীর গর্ভে
মৃত্যু ইচ্ছা করেন অমর।
তথা হৈতে নীলাচলে সমুদ্র উত্তর কূলে
উত্তরিলা সেই জটাধর ॥
সেই ক্ষেত্র অধিপতি নীলমাধব মূর্ত্তি
দেখিলা অক্ষয় বটমূলে।
দেবগণ অন্তরীক্ষে চতুর্ভুজ রূপ দেখে
যত জীব বৈসে জলে স্থলে ॥৬॥
দক্ষিণ পার্শ্বেতে ত্র্যক্ষ নিবসিয়া এক পক্ষ
কোণার্ক আইলা সেই ক্রমে।
কুক্কুট পর্ব্বতে গেলা পরশিলা শিবশিলা
আল্যা কাল অগস্ত্য আশ্রমে ॥
ভ্রমিএগ সিংহল দেশে শ্বেতদ্বীপে সেই বেশে
স্নান গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
তীর্থের বিশ্রাম ধাম তীর্থচূড়ামণি নাম
সপ্ত রাত্রি আছিলা নিয়মে ॥৭॥
ভ্রমিলা গোমতী গয়া গোদাবরী করতোয়া
গণ্ডকী কাবেরী কর্ম্মনাশা।
নর্ম্মদা বাহুদা নদী চন্দ্রভাগা বেত্রবতী
পরশিলা তমসা বিপাশা ॥
গঙ্গার স্মরণ মাত্রে পাপ নাহি রহে গাত্রে
ভ্রমিলা গঙ্গার তীরে তীরে।
ভণে রামকৃষ্ণ দাস না হইল পাপ নাশ
ব্রহ্মহত্যা অনুযাই ফিরে ॥৮॥৯॥

ভজ মন রাম নারায়ণ।
শিবের সেবন কর জিনিবে শমন ॥ ধুয়া
স্বর্গদ্বার গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার দেশ।
বিষোদকেশ্বর তীর্থ করিলা প্রবেশ ॥
রুদ্রের প্রতিমা তথা আছে গিরিকূটে।
ভৈরবের সঙ্গে তথা ব্রহ্মহত্যা উঠে ॥
এক রাত্রি বঞ্চি তথা আইলা কেদারে।
বদরিকাশ্রমে আসি উত্তরে শঙ্করে ॥

নরনারায়ণরূপে যথা জনার্দ্দন।
সৃষ্টিরক্ষা হেতু কৈলা শিবের সেবন॥
সেই বনে বশিষ্ঠগঙ্গাতে করি স্নান।
সোমনাথ দেখিবারে করিল পয়ান॥
ভূতনাথ বৈদ্যনাথ করি সন্দর্শন।
দেখিলা ভুবনেশ্বর হৈল মুদমন॥
দেখি শশিভূষণ চাপলেশ্বর বন্দে।
তমোলিপ্তে চক্রেশ্বর বন্দিল আনন্দে॥
ভদ্রেশ্বর জলেশ্বর বন্দি সিদ্ধীশ্বরে।
বন্দিল তারকেশ্বর পর্ব্বতগহ্বরে॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া দ্বারকা অবন্তী।
মোক্ষদাতা সপ্ত তীর্থ কাশী আর কাঞ্চী॥
কাশী ব্যতিরেক কাল ভ্রমিলা সর্ব্বত্র।
মিথিলা কৌসলা অন্তর্ব্বেদি অহিছত্র॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তেলঙ্গ গুজরাট।
উৎকল দ্রাবিড় কুল কাশ্মীর কর্ণাট॥
মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র সৈন্ধব সারস্বত।
ভৃগুকচ্ছ বল্মীক নৌটেয় পারাবত॥
পাণিপস্থ পঞ্চরাঢ়া পঞ্চাল মগধ।
গৌড় মালব কামরূপ ভীমরথ॥
কান্যকুব্জ কুরুশালে ভ্রমি আর্য্যাবর্ত্ত।
ভ্রমিলা উত্তরাপস্থ ভোগবতী গর্ত্ত॥
গিরিকূট ভ্রমিয়া দক্ষিণাপথে গতি।
কিষ্কিন্ধ্যা ত্রিকূট লঙ্কা গেলা হৃষ্টমতি॥
পারাবার কালিঞ্জর বালুকা নেপাল।
অশ্বকর্ণ গজকর্ণ দেশ জয়পাল॥
একপদ দেশ গেলা বেষ্টিত সমুদ্র।
সেই এক তীর্থে তথা একপদে রুদ্র॥
একচক্ষু দেশ গেলা তথা শিবকুণ্ড।
কোন তীর্থে না খসিল সেই ব্রহ্মমুণ্ড॥
ত্রিলোচন দেশে সবে হরপরায়ণ।
নব খণ্ড জম্বুদ্বীপ করিলা ভ্রমণ॥
হিমালয়ের দক্ষিণে সমুদ্র অবধি।
এ ভূমি ভারতবর্ষ নাম থুইল বিধি॥

ভারতমাহাত্ম্য

যজ্ঞেশ্বররূপে বিষ্ণু যে ভূমির স্বামী।
সপ্ত স্বর্গের এক স্বর্গ কর্ম্মভূমি॥
যথা গঙ্গা অবতীর্ণা সর্ব্বতীর্থময়ী।
স্থানে স্থানে নানা তীর্থ পাতকবিজয়ী॥
কল্পে কল্পে যথায়ে বিষ্ণুর আবির্ভাব।
এই ভূমে পুণ্য কৈলে পরকালে লাভ॥
অন্য ভূমে নাহি পাপ পুণ্যের বিচার।
চারি বর্ণে করে ইথে নিজ নিজাচার॥
বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রচরে এই দেশে।
তেকারণে ইথে কাল ভ্রমিলা বিশেষে॥
পূর্ব্বেতে কিরাতদেশ পশ্চিমে যবন।
ভারতবরিষ দশ সহস্র যোজন॥
লক্ষ যোজন জম্বুদ্বীপের বিস্তার।
লক্ষ যোজন এ লবণপারাবার॥
দশ সহস্র কোটি তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
কোটি সহস্র জম্বুদ্বীপে জলে স্থলে॥
একে একে ভ্রমিলা যতেক কুলাচল।
মহেন্দ্র মলয় সহ্য আর বিন্ধ্যাচল॥
শুচিমান্ ঋক্ষমান্ আর পারিপাত্রে।
এই সপ্ত কুলাচল লিখিলেক শাস্ত্রে॥
ভ্রমিলা সকল গিরিশিখরে ভৈরব।
উদয়াস্ত পর্য্যন্ত ডিম্বের অবয়ব॥
কাশীর মহিমা জানাইল সর্ব্বলোকে।
কাশীর স্মরণে লোক তরে দুঃখ শোকে॥
অবিমুক্ত ক্ষেত্র সেই কাশী পঞ্চক্রোশী।
ক্ষেত্র দরশনে ভস্ম হয় পাপরাশি॥
সম্পূর্ণ হইল ব্রত শিবের আদেশ।
ভিক্ষাটনে দ্বাদশ বৎসর হৈল শেষ॥

বারাণসীমুখেতে চলিলা কালরাজ।
ব্রহ্মহত্যার মুণ্ডেতে পড়িল যেন বাজ ॥
মার্গশীর্ষে অসিত অষ্টমী ভৌম বারে।
কালভৈরব প্রবেশিলা কাশীপুরে ॥
খসিল কপাল তাঁর মুক্ত হইল কর।
কমণ্ডলুজলে আচমন কৈল হর ॥
কপালমোচ[ন] নাম হইল আবর্ট।
রহিলা ভৈরব সেই কুণ্ডের নিকট ॥
তীর্থমাহাত্ম্য যেই শুনে ভক্তিভাবে।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় ধর্ম্ম তারে লভে ॥
মহাব্যাধি উপশম হয় ত শ্রবণে।
বন্ধন মোচন হয় ভৈরব স্মরণে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ না করে উপদ্রব।
শিবভক্ত জনে রক্ষা করেন ভৈরব ॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে শিবায়ন গীত।
মূর্খের শ্রবণসুখ পণ্ডিতের প্রীত ॥১০॥

কাশীর মাহাত্ম্য

বল ভাই হরি হরি সকল পৃথিবী ফিরি
বারাণসী প্রবেশিলা কাল।
ভ্রমিয়া দ্বাদশ অব্দ করি হাহাকার শব্দ
ব্রহ্মহত্যা প্রবেশে পাতাল ॥
ভৈরব আছিলা ব্যস্ত মুক্ত তাঁর হৈল হস্ত
জয় বিশ্বনাথ কৈল স্তুতি।
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবৃষ্টি কালরাজে
করিলা আপনি সুরপতি ॥১॥
কালরাজ নাচেন আনন্দে।
আমর্দ্দক সিদ্ধপীঠে পূজা কৈল বেদ পাঠে
দেব ঋষি দিবিষদ্‌বৃন্দে ॥ধ্রু॥
সেই দিন হইতে কাল বারাণসী ক্ষেত্রপাল
পাষণ্ড জনের দণ্ডকারী।
সেই ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশে সকল পুরাণ ঘোষে
অবিমুক্ত তাহে ত্রিপুরারি ॥
শঙ্করের রাজপাট: প্রলয়ে বিশ্রামখাট
অবিনাশী বারাণসী সীমা।
যথা তীর্থ মণিকর্ণি কাহার শক্তিতে বর্ণি
কেবা জানে তাঁহার মহিমা ॥২॥
আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা যেই স্থলে অবতীর্ণা
যথা গঙ্গা উত্তরবাহিনী।
দুর্ল্লভ কাশীর বাস দেবতা করেন আশ
কাশী ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥
সে মহাশ্মশান গ্রাম আনন্দকানন নাম
বিশ্বনাথ যথা অধিষ্ঠাতা।
কল্পমুখে যেই স্থলে উগ্র তপ কালে কালে
করিলেন মাধব বিধাতা ॥৩॥
যথা মূর্ত্তিময়ী বিদ্যা মহর্ষি অমর সিদ্ধা
অধ্যয়ন করে যুগে যুগে।
যথায়ে ভাবিয়া ভবে গ্রহ দিকপাল সবে
নিযুক্ত হৈলা স্বর্গভোগে ॥
কাশী হেন পুণ্যভূমি তথাএ বরঞ্চ কৃমি
অন্য দেশ বৃথা রাজ্যাস্পদ।
রচে রামকৃষ্ণ দাস তার নাই গর্ভবাস
বারাণসী ভ্রমে যার পদ ॥১১॥

শিবস্তুতি

সমস্কৃত গীত ॥

ধ্রুবপদ ॥

শিব শঙ্কর শম্ভো দেহি বিভো
তব চরণে শরণং ।ধ্রু।
জননীজঠরবাস- যম-শাসনকর্ম্ম-
ভবার্ণবভয়হরণং ॥১॥
ত্বং শশিশেখর পরমেশ্বর হর
যচ্ছ বরং বরণাতটমরণং ॥২॥

রামকৃষ্ণকবয়ে নিজপদদাস্তং
দেব দদস্ব মনোরথকরণং ॥৩॥১২॥

পালা সাঙ্গ ॥

দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান

নেচাড়ি ॥ যথারাগ ॥

একদিন নারায়ণ সম্ভাষিতে পঞ্চানন
যাত্রা কৈলা পর্ব্বত কৈলাসে।
চড়িয়া সুবর্ণরথে চলিলা গগনপথে
আগে ব্রহ্মা চলে রাজহংসে ॥
দেখিবারে বৃষধ্বজ চড়ি ঐরাবত গজ
পশ্চাৎ চলিলা পুরন্দর।
বহ্নি বায়ু দুই সখা পথে সূর্য্য সঙ্গে দেখা
তারাগণ সঙ্গে হিমকর ॥ ১ ॥
ভাই রে, সাজে হরি হরসম্ভাষণে।
বাজে শঙ্খ পাঞ্চজন্য বিবুধে ব্যাপিল শূন্য
ধায় সভে সবল বাহনে ॥ ধ্রু ॥
অষ্ট বসু বিশ্বদেবা করিতে শিবের সেবা
চলে তারা বরুণ সংহতি।
শমন গমন কৈল নৈঋর্ত সংহতি হৈল
গ্রহ সঙ্গে চলে বৃহস্পতি ॥
সপ্ত ঋষি সঙ্গে দক্ষ কশ্যপ কুবের যক্ষ
সিদ্ধ সাধ্যগণ বিদ্যাধর।
দশ বিশে এক জুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
আল্যা সবে যথা চক্রধর ॥২॥
বন্দিল বিষ্ণুর পদ দেব ঋষি দিবিষদ
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীনিবাস।
নানা বর্ণে উড়ে বালা বাদ্যভাণ্ড কৈল মালা
সন্নিকটে দেখিয়া কৈলাস ॥
বাহন ছাড়িয়া দূরে প্রবেশ করিল পুরে
আজ্ঞা লইয়া নন্দীর বচনে।
যুড়িয়া যুগল হাত ক্ষিতিতলে প্রণিপাত
সদাশিব নিত্য নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
স্তুতি করে লক্ষ্মীপতি ব্রহ্মা পড়ে শতরুদ্রী
সপ্ত ঋষি করে বেদধ্বনি।
জয় জয় মহেশ্বর সবে ডাকে উচ্চস্বর
শুনিঞা সন্তোষ শূলপাণি ॥
চাহিয়া প্রসন্ন দৃষ্টে হস্ত বুলাইয়া পৃষ্ঠে
বিষ্ণুরে বসাল্য অর্দ্ধাসনে।
আজ্ঞা দিল নিজ ভৃত্যে ব্রহ্মারে আসন দিতে
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৪॥১॥

পয়ার ॥

রত্নসিংহাসন আনি দিল চতুর্ম্মুখে।
আজ্ঞা পাইয়া পিতামহ বসিলা সম্মুখে ॥
সপ্ত ঋষি প্রজাপতি গ্রহ দিক্‌পাল।
সভাকারে আসন যোগায় মহাকাল ॥
পাইয়া শিবের আজ্ঞা হৈলা সম্মানিত।
বসিলা দেবতাগণ হইয়া ব্যবস্থিত ॥
হেন কালে হাসিয়া জিজ্ঞাসা কৈল হর।
শুনিতে গম্ভীর ধ্বনি মধুর সুস্বর ॥
শুন হরি কমলাক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তোমার সহায় আমি চক্র সুদর্শন ॥
দৈত্য দানব রাক্ষসের দাবানল।
জগতে অজয় তুমি সমরে কুশল ॥
অকুণ্ঠিত শক্তি আছে ত্রৈলোক্যপালনে।
মুক্তকণ্ঠে কহি দ্বৈধ না করিহ মনে ॥
সতী পতিব্রতা নারী আছে মহীতলে।
দুষ্ট জন তারে কিবা হরে বলে ছলে ॥
তপস্যা করেন যত মহাতপোধন।
তপোভঙ্গ তা সবার করে কি দুর্জ্জন ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোম করে বিধিমতে।
যজমান দক্ষিণা কি দেই পুরোহিতে॥
ক্ষত্রিয় না করে কিবা ব্রহ্মবৃত্তি রক্ষা।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে বৈশ্য নাঞি দেই ভিক্ষা॥
বিপ্রসেবা শূদ্র নাঞি করে অহঙ্কারে।
বলবন্ত দুর্ব্বল জনের হিংসা করে॥
ষষ্ঠ অংশ রাজন্য না লয় রাজধর্ম্মে।
স্বধর্ম্মে কি আছে লোক নিজ নিজাশ্রমে॥
প্রজা হৈয়া হরে কিবা রাজার রাজস্ব।
বিশ্বাস করিলে অপহরএ সর্ব্বস্ব॥
কন্যা কালে দান পিতা নাহি করে পাত্রে।
সাধুজন অনাদর করে ধর্ম্মশাস্ত্রে॥
সতী ভার্য্যা বৃদ্ধ মাতা পিতা অল্প দোষে।
শিশু কন্যা পুত্রে কিবা লোক নাহি পোষে॥
অতিথের সেবা কিবা না করে গৃহস্থ।
বিপরীত ধর্ম্ম কি আচরে বানপ্রস্থ॥
অল্প লাভে বাণিজ্যেতে না হয় সন্তোষ।
দরিদ্র স্বামীকে রূপবতীর আক্রোশ॥
সত্য ব্যবহারে নাঞি করে বিপর্য্যয়।
উপজিল কোন বিঘ্ন কহ ত নিশ্চয়॥
এতেক জিজ্ঞাসা কৈল কমললোচনে।
লীলাতে বিগ্রহ যার ধর্ম্মসংস্থাপনে॥
তবে ত ব্রহ্মার প্রতি হইয়া সদয়।
কহিলা তোমার সৃষ্টে নাহি কোন ভয়॥
পালয়িতা আপনি যাহাতে চক্রধর।
তাহাতে না হয় কভু অসুরের ডর॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল আছয়ে কুশলে।
তোমার বিধানে কিবা নিজরাজ্য পালে॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল পঞ্চানন।
যুড়িয়া যুগল হস্ত বলে সুরগণ॥
কোন বিঘ্ন নাহি প্রভু তোমার প্রসাদে।
তুমি স্রষ্টা পালয়িতা রক্ষিতা বিপদে॥
যার যেই মনস্কাম করিল প্রকাশ।
সভাকার বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা কৃত্তিবাস॥
বিদায় করিলা সবে করিলা প্রণতি।
গেলা নিজ নিজ স্থানে হরষিত মতি॥

দক্ষের শিবনিন্দা

ব্রহ্মঋষি মহর্ষি যতেক তপোধন।
দক্ষের সঙ্গেতে সবে করিলা গমন॥
পথে যাইতে দক্ষের জন্মিল অহঙ্কার।
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলে বারেবার॥
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন আর জন্ম।
প্রজাপতি হৈয়া আমি কৈল কোন্ কর্ম্ম॥
সতী হেন কন্যা দিল এই দিগম্বরে।
জনক ভুলাএ দোষ দিব কার তরে॥
ভৃগুর দুহিতা লক্ষ্মী দিলা নারায়ণে।
আমার তনয়া দিলা উগ্র পঞ্চাননে॥
চারি মুখে কহিল শিবের গুণকথা।
কিছুই না বলি বাপা বলিলেন বৃথা॥
ব্রহ্মা লজ্জা দিলা মোরে করিলা কপট।
তবে যদি দক্ষ আমি উদ্ধারিলাঙ হঠ॥
আমারে দেখিয়া শিব না কৈল আদর।
আসন না দিল না করিল জোড়কর॥
সতী কন্যা কেন নাঞি পেলাইল জলে।
মৃত্তিকা ভক্ষিয়া দিল এমত পাগলে॥
সতী কন্যা পাইয়া বাঢ়িল বড় গর্ব্ব।
ব্রহ্মতেজে তাহারে করিব আমি খর্ব্ব॥
যার প্রায় নাহি কেহ নাঞি তার প্রায়।
শিবের উপমা দিব কোন্ দেবতায়॥
কিবা জাতি কোন্ গোত্র জন্মে কোন্ বংশে।
কিবা বৃত্তি করে পূর্ব্বে ছিলা কোন্ দেশে॥
নিশ্চয় বলিতে নারি আচার আশ্রম।
তপস্বী বলায় নাঞি তপের নিয়ম॥

শিরে জটা ধরে বেটা নাহি পরে বস্ত্র।
তপস্বী হইয়া করে ধরে নানা অস্ত্র ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে শ্মশানে নিবাস।
ভস্মবিভূষিত তনু ধরে কৃত্তিবাস।
বানপ্রস্থ নহে আছে ঈশ্বরাভিমান।
ভিক্ষু পরিব্রাট্ নয় নাহি তত্ত্বজ্ঞান ॥
কন্যা পরিগ্রহ করে নহে ব্রহ্মচারী।
কেবল পুরুষ নয় অর্দ্ধ অঙ্গে নারী ॥
গ্রাম্য ধর্ম্ম আছে তার নহে সেই যোগী।
প্রলয় কালেতে শেষ হয় সর্ব্বভোগী ॥
স্ত্রীরূপ নহে মুখে দাড়ি গোঁফ সাজে।
নপুংসক নহে তার লিঙ্গ সবে পূজে ॥
ব্রাহ্মণ বলিতে নারি না জানে ব্রাহ্মণ্য।
ক্ষত্রধর্ম্ম নাহি জানে নহে ত রাজন্য ॥
বৈশ্য যদি বলি তার নাহি অর্থবৃত্তি।
সর্ব্বদা নাহিক বর্ণ আশ্রমের স্থিতি ॥
শূদ্র নহে কান্ধে বহে নাগের ত্রিদণ্ডী।
যত মনে করি তাহা পুনর্ব্বার খণ্ডি ॥
বালক বলিতে তারে যুক্তি নাহি আইসে।
স্থাবর জঙ্গম নাহি তাহার বয়সে ॥
যুবক বলিব কিবা নহে সে কামুক।
সভে দেখিয়াছ তার বিভার কৌতুক ॥
বিধাতা ধরিয়া বিভা দিলা কত যত্নে।
একত্র করিলা ব্রহ্মা কাচে আর রত্নে ॥
কহিতে অনাদি বৃদ্ধ কহে যত লোকে।
সর্ব্বকাল এই বেশ কেশ নাঞি পাকে ॥
শরীরে নাহিক জরা নাহি চলে দন্ত।
জন্ম কেহ নাঞি জানে নাহি তার অন্ত ॥
জন্ম হইলে আছে অবশ্য মরণ।
শরীরের মধ্যে নয় নহে সনাতন ॥
পুত্র জামাতৃ দুই স্নেহেতে সমান।
দেখিবারে গিয়া আমি পাল্য অপমান ॥

ব্রহ্মা আদি পিশাচান্ত যত দেবগণ।
প্রলয়েতে করে রুদ্ররূপেতে দাহন ॥
পাতকের ভয় নাহি গুরুজনে বধে।
ছিণ্ডিল ব্রহ্মার মুণ্ড অল্প অপরাধে ॥
শ্বশুর করিয়া মোরে না কৈল গৌরব।
সর্ব্বথা করিব আমি তার পরাভব ॥
আর এক জামাতা আমার নিশাপতি।
তারে বিভা দিল কন্যা সপ্তবিংশতি ॥
অত্রির আত্মজ চন্দ্র গায় সামবেদ।
সপ্ত ঋষি লৈয়া কৈল শত অশ্বমেধ ॥
বিধাতা করিল তাঁরে ব্রাহ্মণের রাজা।
ওষধির ঈশ্বর নক্ষত্রগণ প্রজা।
বড় অহঙ্কার তার অমৃতের বল।
রোহিণীর প্রেমে তিঁহো হইল বিকল ॥
কৃত্তিকার দুঃখে বড় পাইল মনস্তাপ।
ক্ষয় কৈল নিশাকরে দিয়া ব্রহ্মশাপ ॥
এই হেতু কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যায় হ্রাস।
শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বার পায় পরকাশ ॥
তেনঞি উগ্রের আমি খণ্ডাইব মদ।
ভক্ত হইয়া ভজে যেন গুরুজনপদ ॥
হর নম্র হইলে মোর ঘুচে হৃদিশল্য।
গুরুর সাক্ষাতে কিবা শিষ্যের চাপল্য ॥
শিবায়ন গীত লোক শুনে একচিত্তে।
রামকৃষ্ণদাস রচে কাশীখণ্ড মতে ॥ ২ ॥

দক্ষের যজ্ঞায়োজন

শুনহ অঙ্গিরা ভাই মনে বড় দুঃখ পাই
দমন করিব ত্রিলোচনে।
বেহাই মরীচি অত্রি যার পুত্রে দিল পুত্রী
সভে চল আমার ভবনে ॥
বেটা, আচার বিচারহীন শ্মশানেতে নির্ঘৃণ
অস্থি চর্ম্ম যত্ন করি পরে।

আমি মনে মনে হাসি দেবতা গন্ধর্ব্ব ঋষি
গোসাঞি গোসাঞি সভে করে ॥১॥
দেখ ভাই, কোন্ গুণ আছে মহাদেবে।
আছুক অন্যের কথা চক্রপাণি আর ধাতা
ভজে তারে কিবা অনুভবে ॥ ধ্রু ॥
এই কথা তোলে পাড়ে পথে হাত মাথা নাড়ে
সত্বরে আইল নিজালয়।
পাঠাইয়া নিজ দূত আনাইল পুরুহূত
দেবরাজ্যে যাহার বিষয় ॥
শুন ইন্দ্র সাবধান সাধহ আমার মান
মোর বরে বাড়িবে সর্বদা।
তুমি দৌহিত্রের শ্রেষ্ঠ তোমার জননী জ্যেষ্ঠ
দুহিতা সহজে প্রিয়ম্বদা ॥ ২ ॥
ভাই রে, সম্ভাষ দৌহিত্র মাতামহে।
সঙ্গে লইয়া সপ্ত ঋষি বিরলে আসিয়া বসি
শিবের নিন্দিত কথা কহে ॥ ধ্রু ॥
তুমি সে পরম বিজ্ঞ আরম্ভ করিব যজ্ঞ
তুমি ইথে কর আয়োজন।
ঘৃত মধু যজ্ঞপশু বিপ্রের দক্ষিণা বসু
বরণের বসন ভূষণ ॥
শুনি মাতামহবাণী হরষিত বজ্রপাণি
আহ্বান করিল যজ্ঞরাজে।
যজ্ঞে যত চাহি বিত্ত দিবে তুমি নিত্য নিত্য
সাহায্য করিবে এই কাজে ॥ ৩ ॥
ভাই রে, ইন্দ্র আজ্ঞা করে সমীরণে।
তুমি ঊন পঞ্চাশত গগন তোমার পথ
নিমন্ত্রিয়া আন সুরগণে ॥ ধ্রু ॥
বিশ্বকর্ম্মা বসু পুত্র তাবৎ না যাবে কুত্র
যজ্ঞে পূর্ণা না হয় যাবদ।
করিব ইঙ্গিত মাত্র সিংহাসন স্বর্ণপাত্র
দিবে তুমি দেবপরিচ্ছদ ॥

বৈশ্বকর্ম্মা তব সুত শিল্পী জানে অদ্ভুত
নির্ম্মাণ করিব যজ্ঞশালা।
যোজন প্রমাণ ঘর চারি দ্বার পরিসর
কাচচাল উচ্চ চৌচালা ॥ ৪ ॥
শুন বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা কর সরোবরতুল্যা
মহী খুল্যা ঢালহ কাঞ্চন ॥ ধ্রু ॥
কামধেনু দিব ঘৃত যত চাহি পঞ্চামৃত
পঞ্চ শস্য দিব কল্পতরু।
কাষ্ঠ কুশা ফল মূল গন্ধ মাল্য ঝুরা ফুল
দেবদ্রুম যোগাইব চরু ॥
যতেক যজ্ঞের ভার শক্র কৈল অঙ্গীকার
সঙ্গে শচী জয়ন্ত কুমার।
পবনের তনূদ্ভব পাবমান মনোজব
হইলা প্রহিত প্রতিহার ॥ ৫ ॥
আনন্দিত দক্ষ প্রজাপতি।
ইন্দ্রের উদ্যোগ দেখি অন্তরে হইলা সুখী
চলিলা যথায় যজ্ঞপতি ॥ ধ্রু ॥
শ্বেতদ্বীপে গেলা দক্ষ বন্দিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ
যজ্ঞেতে করিল নিমন্ত্রণ।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী আরোহণ খগপতি
আইলা যজ্ঞেশ নারায়ণ ॥
গেলা দক্ষ সত্যলোকে আনিলেন চতুর্ম্মুখে
হরিদ্বার ক্ষেত্রের সমীপে।
হৈল তথা দেবসভা কি তার বর্ণিব শোভা
পবন ভ্রমেন সপ্ত দ্বীপে ॥ ৬ ॥
আইলা ভৃগু দক্ষের জামাতা।
খ্যাতি নামে তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মীর জননী আর্য্যা
দুই পুত্র ধাতা বিধাতা ॥ ধ্রু ॥
শ্বশুরের নিমন্ত্রণ আইলা ধর্ম্ম সনাতন
দশ জায়া লইয়া সংহতি।

তাঁহার তনয় কাম বধূ তাঁর রতি নাম
সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ঋতুবতী ॥
তৃতীয় জামাতা অগ্নি স্বাহা নামে তাঁর পত্নী
পুত্র পৌত্রে উন পঞ্চাশত।
কশ্যপ মরীচিসুত চতুর্থ জামাতা দ্রুত
করিলা প্রণাম দণ্ডবত ॥ ৭ ॥
দেখ ভাই, আল্যা যত কশ্যপের দারা।
সকল সৃষ্টের মাতা সবেই দক্ষের সুতা
ত্রয়োদশ স্বসা সহোদরা ॥ ধ্রু ॥
আইলা যত দৌহিত্র আদিত্য অর্য্যমা মিত্র
সূর্য্যের রমণী ছায়া সংজ্ঞা।
আল্যা যত দিক্‌পাল বরুণ নৈঋর্ত কাল
কে লঙ্ঘিতে পারে তাঁর আজ্ঞা ॥
পঞ্চম জামাতা ইন্দু কুমুদবনের বন্ধু
সঙ্গে সপ্তবিংশতি রমণী।
তাঁর পুত্র বুধগ্রহ আল্যা ভূমিপুত্র সহ
সূর্য্যপুত্র আইলেন শনি ॥
স্বধা সঙ্গে আইলা পিতৃগণ।
আল্যা ছয় জামাতর সভে না জানিলা হর
রামকৃষ্ণ দাস সুরচন ॥ ৩ ॥

শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান

ধোয়া ॥

সদাশিব জপ জীব আনন্দে মজিয়া।
সম্পদে সঙ্কট ঘটে শঙ্কর তেজিয়া ॥

পয়ার ॥

দেবপুরোহিত তথা আল্যা বৃহস্পতি।
দৈত্যগুরু শুক্র আল্যা ভৃগুর সন্ততি ॥
সপ্ত ঋষি লৈয়া তথা বসিলা মরীচি।
মহর্ষিগণের সঙ্গে আইলা দধীচি ॥
ব্রহ্মা চিত্তে বুঝিল দক্ষের মদগর্ব্ব।
নিমন্ত্রিয়া না আনিল সতী আর শর্ব্ব ॥
হরের হেলনে কভু নাহিক কল্যাণ।
এই যজ্ঞে থাকিলে পাইব অপমান ॥
কারে কিছু না বলিয়া চড়িলেন হংসে।
ভৃগুরে রাখিয়া গেলা আপনার অংশে ॥
সন্ধ্যা করি আসিব কহিলা এই ভাষা।
সর্ব্বজ্ঞ চতুরানন গেল নিজ বাসা ॥
হরষিত হইয়া দক্ষ কৈল আচমন।
প্রণব উচ্চার কৈল স্বস্তিবাচন ॥
আচার্য্য সদস্য হোতা বিপ্রের বরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসন ভূষণ ॥
যজ্ঞেশ্বরে অর্চ্চিয়া দিলেন পীত বাস।
মকর কুণ্ডল দিলা অরুণপ্রকাশ ॥
অঙ্গদ বলয় কণ্ঠমাল কাঞ্চিদাম।
কনক নূপুর পদে দিলা অনুপাম ॥
কি বর্ণিব দক্ষের ক্রতুর অনুবন্ধ।
দশ দিক্ ব্যাপিল হোমের ধূমগন্ধ ॥
উচ্চস্বরে বেদধ্বনি শুনিতে কৌতুক।
ধাইল ত্রিবিধ লোক লইয়া যৌতুক ॥
দেবসভা হইয়াছে বাজে নানা বাদ্য।
হাহা হুহু চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের আদ্য ॥
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা যত বিদ্যাধরী।
নৃত্য গীতে রঞ্জিত হইলা দেবপুরী ॥
অবতীর্ণ সকল দেবতা দক্ষবাসে।
সবে মাত্র নাহি দেখি সতী কৃত্তিবাসে ॥
দধীচি দেখিল যজ্ঞে ঈশ্বর রহিত।
মাথা ঢুলাইয়া মুনি বুঝাইল হিত ॥

দধীচির উপদেশ

দধীচি বলেন শুন দক্ষ প্রজাপতি।
মোর নিবেদনে চিত্ত করহ সংহতি ॥

তোমার যজ্ঞেতে অধিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত।
ইন্দ্র বরুণ ধর্ম্ম কুবের কৃতান্ত॥
মূর্ত্তিমান্ অগ্নি এই দেখি যজ্ঞকুণ্ডে।
মূর্ত্তিমান্ বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণের তুণ্ডে॥
ভৃগু হৈলা সদস্য আচার্য্য দেবগুরু।
সমিৎ কুসুম কুশা দেন কল্পতরু॥
হবি দেন কামধেনু বস্ত্র বসুগণ।
বিশ্বকর্ম্মা অলঙ্কার কুবেরের ধন॥
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা দুগ্ধসরোবর।
শর্করাপর্ব্বত শত ধনু পরিসর॥
বস্ত্র অলঙ্কার যত দেখি রাশি রাশি।
নিত্য ব্যয় হয় কিছু নাহি থাকে বাসি॥
আইলা তোমার ঘরে সকল জামাতা।
পরিচর্য্যা কার্য্যে দেখি যতেক দুহিতা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে যত দেবদারা।
সুপ্রীতি তোমার জায়া ভৃগুপত্নী তারা॥
করেন মঙ্গলকর্ম্ম যজ্ঞমহোৎসবে।
মানে সম্মানিত আমি দেখি সব দেবে॥
ভগ পূষা সিদ্ধ সাধ্য যত সুরগণ।
দেবঋষি মহর্ষি যতেক তপোধন॥
সভাকারে দেখিয়া পাই বড় প্রীত।
একমাত্র তোমার দেখিল বিপরীত॥
কি কারণে দক্ষ তুমি হইয়াছ বিস্মৃতি।
নিমন্ত্রিয়া না আনিলে সদাশিব সতী॥
শর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর শিব পুরুষ প্রমাণ।
মহাদেব ঈশ্বর যাহার অভিধান॥
শিব বিনে যত কর্ম্ম সব অমঙ্গল।
শিব বিনে স্বর্গ যেন দেখি মরুস্থল॥
শ্মশান সদৃশ দেখি এই যজ্ঞভূমি।
সতী আর শিবে কেন পাসরিলে তুমি॥
সন্ধ্যা ব্যর্থ হয় যেন না থাকিলে দর্ভ।
জপ ব্যর্থ হয় যেন না থাকিলে পর্ব্ব॥

তিল না থাকিলে ব্যর্থ পিতৃর তর্পণ
ব্যর্থ হয় তপ যার শুদ্ধ নহে মন॥
মহেশ্বর বিনে ব্যর্থ হয় সব যাগ।
ব্যর্থ ক্রিয়া সেই যাহে নাহি শিবভাগ
এতেক শুনিয়া দক্ষ কোপদৃষ্টে চাহে।
কম্পিত অধরে তাঁরে কটুবাক্য কহে॥
অরে বিপ্র মহাজড় নাহি তোর জ্ঞান।
সকল মঙ্গল যথা বিষ্ণু বিদ্যমান॥
সেই স্থল শ্মশান কহিল কোন্ শাস্ত্রে।
সভা বিবর্জ্জিয়া করি তোমা হেন পাত্রে
দশ দিক্পাল নব গ্রহ ব্রহ্মঋষি।
আমার অতিথি যত সপ্ত স্বর্গবাসী॥
নাগলোক সহিত তক্ষক আর শঙ্খ।
এ সভারে কহ তুমি আমার কলঙ্ক॥
আমার জামাতা যোগ্য নহে বিরূপাক্ষ।
স্মরণ করিয়া দিলে কেন হেন বাক্য॥
পূর্ব্বশ্লাঘা করি পাছে আনিলে কুসূত্র।
দুগ্ধেতে গাগরী ভরি মিশাও গোমূত্র॥
শ্মশানে প্রধান বাসা গলে হাড়মাল।
যজ্ঞসূত্র ভুজঙ্গ কপাল তার থাল॥
তিন বর্ণে তিন চক্ষু গরল ভক্ষণ।
কোন্খানে আছে তার ঈশ্বরলক্ষণ॥
শিবের প্রশংসা করে যেই অপণ্ডিত।
হেন বাক্য মুখে না আনিহ কদাচিত॥
পূর্ব্বপরিচয়ে আমি কহিল সকল।
আর জন হইলে দিতাম প্রতিফল॥
দক্ষের বচনে হইল দধীচির হাস।
মুনি বলে দক্ষ তোর হইল বুদ্ধি হ্রাস॥
শিবের নিন্দায় অবিলম্বে সর্ব্বনাশ।
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা সেই কৃত্তিবাস॥
যত জন আসিয়াছেন তোমার সমাজে।
কোন্ দেব ইহার শঙ্কর নাহি পূজে॥

রামকৃষ্ণদাস গায় শিবের মঙ্গল।
দক্ষ দধীচি দুঁহে বাজিল কন্দল ॥ ৪ ॥

শিবের প্রশংসা

দধীচি বলেন দক্ষ তোমার সহিত সখ্য
শিশুকাল হৈতে অদ্যাবধি।
দেখি বুদ্ধি বিপরীত তেঞি বুঝাইল নীত
যজ্ঞ কর না হইব সিদ্ধি ॥
সকল মঙ্গল হরি বাম অংশে অবতরি
শিব সেবি পাল্যা সুদর্শন।
যাহার দক্ষিণ অংশে বিরিঞ্চি জন্মিলা শেষে
না চিনিলে সেই পঞ্চানন ॥ ১ ॥
দক্ষ হে, এই যজ্ঞে আন শিব সতী।
কোন্ অপরাধে ভায়া ছাড়িলে সতীর মায়া
কিবা দোষ কৈল পশুপতি ॥ ধ্রু ॥
চন্দ্রমা কৃশানু ভানু নিবসে শিবের তনু
কুবের যাহার প্রিয় সখা।
কেবা আছে শিব ছাড়া কাহার মহিমা বাড়া
একে একে দেও দেখি লেখা ॥
বাসুকি ধরেন মহী শিবের শরীরে রহি
প্রলয়ে বিষ্ণুর হয় তল্প।
পঞ্চ ভূত যার দেহে কল্পান্তে যে জন রহে
তারে কেন জ্ঞান কর অল্প ॥ ২ ॥
শ্বেত ব্রাহ্মণের বাণ আনিবারে কানে কান
বুঝিলা আপন পরাক্রম।
দেবতা তেত্রিশ কোটি গণ দক্ষ গোটি গোটি
কেবা আছে শঙ্করের সম ॥
সেবক সদৃশ নহ মনে অহঙ্কার বহ
জামাতা করিয়া জান শিবে।
আপনারে গুরুজ্ঞান এই সে দুরভিমান
বুঝিল তোমার মতি ইবে ॥ ৩ ॥
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জন্মিয়াছে কত দক্ষ
কন্যা দান দিল মহেশ্বরে।
এক ব্রহ্মা সেই রুদ্র নহে সে ব্রহ্মার পুত্র
কেবা তাঁর গর্ব্বিত সংসারে ॥
ব্রহ্মার গৌরব দেখি রহ নিজ মান রাখি
ক্ষমা দেও হরের নিন্দায়।
শাস্তি তুমি পাবে মুখে প্রমাদ পড়িবে মখে
রামকৃষ্ণ দাস রস গায় ॥৪॥৫॥

দধীচির যজ্ঞস্থল ত্যাগ

পয়ার ॥

দধীচির বাক্যে কোপে দক্ষ প্রজাপতি।
তুলিল দক্ষিণ হস্ত দধীচির প্রতি ॥
উদ্যত হইল যদি করিতে প্রহার।
দেব ঋষিগণ সবে কৈল হাহাকার ॥
দক্ষ বলে মূর্খ তুঞি বিপ্রকুলাধম।
আইলে আমারে তুমি বুঝাইতে আগম ॥
কোন্ জন নিমন্ত্রিয়া আনিল ইহারে।
সত্বরে রাখহ লৈয়া পুরীর বাহিরে ॥
দূর দূর বলি দক্ষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্রোধেতে জন্মিল কম্প সকল শরীরে ॥
দক্ষের তামস দেখি দধীচির ক্রোধ।
ব্রহ্মশাপ দিল দক্ষে তেজি অনুরোধ ॥
সপ্ত রাত্রি ভিতরে খণ্ডিব এই মদ।
শিবের নিন্দায় তোরে ঘটিব বিপদ ॥
লাঘব করিতে মোরে হইলি উদ্দণ্ড।
তোমার মুণ্ডেতে পড়িবেক ব্রহ্মদণ্ড ॥
দূর দূর না বল্লিহ আমি যাই দূরে।
দাণ্ডাতে উচিত নহে দাম্ভিকের পুরে ॥
ব্রহ্মবংশে জন্ম যদি হইত ব্রাহ্মণ।
আচম্বিতে দক্ষ তোর হইব দমন ॥

এতেক বলিয়া মুনি করিলা গমন।
দধীচির সঙ্গে চলে মুনি নয় জন॥
উপমন্যু উতঙ্ক রুচিক উদ্দালক।
বামদেব গেলা কেহ নাঞি নিবারক॥
মাণ্ডব্য গালব গেলা গৌতম গর্গ।
যজ্ঞশালা ছাড়িয়া চলিলা মুনিবর্গ॥
যেই যেই মুনি যায় না রহাএ দক্ষ।
ডাকি বলে যাহ যত শিবের সপক্ষ॥
শুনিঞা দক্ষের হেন অহঙ্কার ভাষা।
দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে চলিলা দুর্ব্বাসা॥
অসিত দেবল গেলা আর যত শৈব।
সভে বলে দক্ষ তোর বাম হৈল দৈব॥
ধিক্কার করিয়া সভে করিলা গমন।
নারদ দেখেন বসি এ সব করণ॥
যেই যেই মুনি ছিলা সে যজ্ঞসভাএ।
দ্বিগুণ দক্ষিণা দক্ষ দিল তাহে তাহে॥
সুরগণ বসিয়াছে সে যজ্ঞশালায়।
কনককমলমালা সবার গলায়॥
বস্ত্র অলঙ্কারে পূজা করে নিত্য নিত্য।
অহঙ্কারে ব্যয় করে কুবেরের বিত্ত॥
অমৃত পানেতে হৃষ্ট তুষ্ট সুরগণ।
ত্রিবিধ লোকের অঙ্গে কস্তুরী চন্দন॥
অগুরু সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত।
হাস পরিহাস স্থানে স্থানে নৃত্য গীত॥

কৈলাসে নারদ

দক্ষের মত্ততা দেখি উঠিলা নারদ।
কৈলাসেরে চলিল হরের পারিষদ॥
রত্নবরাসনে বসিয়াছেন দম্পতি।
পাসা সারি খেলেন ডাকেন বিত্তি বিত্তি॥
নারদ করিলা আসি অষ্টাঙ্গে প্রণতি।
বৈস বৈস বলি মান দিলা পশুপতি॥
পাঁচাপাঁচি হৈল খেলা শঙ্কর সরস।
আচম্বিতে দক্ষসুতা পেলিলেন দশ॥
হাতে পাটি করিয়া শিবের হৈল হাস্য।
নন্দি বলে দেখি নাঞি জিনিবার ভাষ্য॥
জিতপক্ষ দেখি প্রভু করিলেন দূন।
লাজ পাইয়া ভবানী করিলা তিনগুণ॥
নন্দি তোমার অংশ আমি ভালে জানি।
পাক্ষিক সাক্ষীর কথা আমি নাঞি জানি।
নারদ দিবেন সাক্ষী যদি হারি জিনি।
নাম্বচর পাতি সতী ভাঙ্গিল পাঁচনি॥
সময় বুঝিয়া দেবী পেলিলেন বিদু।
নারদ প্রশংসা করি বলে সাধু সাধু॥
হারিলেন মহেশ্বর জিনিলা মঙ্গলা।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সেই খেলা॥
নারদ কহেন শুন কহি তত্ত্বকথা।
এই সংসারেতে তুমি দুঁহ মাতা পিতা॥
সৃষ্টের উদ্ভব হয় ভবানীর জয়।
শঙ্কর জিনিলে হয় তখনে প্রলয়॥
হেন কালে ভৃঙ্গিরে কহিলা পঞ্চানন।
সন্ধ্যা করি আন কুশা কুশী কুশাসন॥
আচমন করিয়া বসিলা ত্রিলোচন।
ভবানীরে নারদ করেন নিবেদন॥
দুঃখ সুখ নাহি শিবের মান অপমানে।
বিরলে তোমারে আমি কহি তেকারণে॥
নীলগিরি হরিদ্বার মধ্যে যত দেশ।
সত্যলোক তাহে কিছু নাহি করি শেষ॥
তোমার জনক তথা আরম্ভিল ক্রতু।
দেখিতে গেলাঙ আমি কৌতুকের হেতু॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি কত লব নাম।
মনে জানি ব্রহ্মা মাত্র গেলা নিজ ধাম॥
যজ্ঞেশ্বর আদি করি যত দিবিষদ।
হরিদ্বারে হইল যজ্ঞের সভাসদ॥

হবির হরণে হৈল অনলের মান্দ্য।
দানে দিল দ্বিজের হইল দুঃখ শান্ত ॥
আইলা দক্ষের বাসে যতেক জামাতা।
আনিল আদর করি যতেক দুহিতা ॥
বসন ভূষণ দিয়া নিত্য করে অর্চ্চা।
দধীচি করিল তোমা দুঁহাকার চর্চ্চা ॥
বড় ক্রোধ কৈল দক্ষ হরের প্রসঙ্গে।
কথায় কন্দল হৈল দধীচির সঙ্গে ॥
দুর্ব্বাসা দেখিল তোমার পিতার প্রতিজ্ঞা।
সহিতে না পারি গেলা শিবের অবজ্ঞা ॥
দধীচির সঙ্গে গেলা যত জ্ঞানবন্ত।
ধিক্কার করিল দক্ষে যত সাধু সন্ত ॥
যে কথা কহিল দক্ষ নাঞি [আনি] মুখে।
আমি এথা আইলাঙ এই মনোদুঃখে ॥
নারদের মুখাশ্রিত শুনি এই বাণী।
পাইলা বড়ই লজ্জা সতী দাক্ষায়ণী ॥
দেবচিত্তে বিচারিল মুনির নাটকি।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা আমি গিয়া দেখি ॥
বসিলা নারদ মুনি সুরধুনীতটে।
সত্যবতী গেলা সদাশিবের নিকটে ॥
শুন সভাসদ ভাই হইয়া একচিত্ত।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত ॥৬॥

সতীর প্রার্থনা

মন্দ মন্দ গতি যোড়করে সতী
দাণ্ডাএ পতির পাশে।
দেখিয়া ঈশ্বর পুছিলা উত্তর
সতী প্রতি পরিহাসে ॥
শুন সুবদনি আমি মনে জানি
হারিয়াছি তিন গুণে।
জিনিএগ পাশা কিবা কর আশা
কোন বর চাহ মনে ॥১॥

সুন্দরি, কহ না অন্তরকথা।
সকরুণ আঁখি মৌন মুখ দেখি
হৃদয়ে লাগিল ব্যথা ॥ধ্রু॥
চাহ কিবা পণ দিতে নাহি ধন
বিকাই তোমার হাথে।
কহিলা শঙ্কর হইয়া কিঙ্কর
সতত থাকিব সাথে ॥
শুনি দাক্ষায়ণী সুধা সম বাণী
কহেন স্বামীর কাছে।
না কর নিষেধ তবে কহি ভেদ
মনেতে যে মোর আছে ॥২॥

নাথ, যাইব জনকবাসে।
দেখিব কৌতুক কি দিব যৌতুক
লোকে যেন নাঞি হাসে ॥ধ্রু॥
হইয়া সুবেশা মোর যত স্বসা
আইল বাপের যজ্ঞে।
আমিহ যাইব কি আর বলিব
তোমায় পরম বিজ্ঞে ॥
শুনি ত্রিলোচন জানি মনে মন
হাসিয়া করিলা উক্তি।
নিমন্ত্রণ বিনে উৎসবের দিনে
যাইতে না হয় যুক্তি ॥৩॥

প্রিয়ে, না বল এমন বোল।
পতি পরিহরি পতিব্রতা নারী
না চাহে মাএর কোল ॥ধ্রু॥
ভিক্ষুকের রামা চিত্তে জানি তোমা
আদর না কৈল বাপে।
জনক দুর্ম্মুখ পাবে মনদুঃখ
প্রাণ দিবে অনুতাপে ॥
ভাবে সুধামুখী যজ্ঞ নাঞি দেখি
আপনার এ বয়সে।

নাহি চাহি ধন বস্ত্র আভরণ
যাইতে কর আদেশে ॥৪॥

প্রভু, যাই আমি এই বেশে।
তোমার বচন করিয়া স্মরণ
আসিব দিবস দশে ॥ধ্রু॥
প্রাণ যেন এথা যায় তনু তথা
বুঝিতে তাতের মতি।
তোমাগত চিত্ত জানহ চরিত্র
নাম বটে সত্যবতী ॥
প্রভু বলে পুন ঠাকুরাণী শুন
যাইতে উচিত নহে !
তুমি অর্দ্ধ অঙ্গী প্রলয়ের সঙ্গী
বিচ্ছেদ নাহিক সহে ॥৫॥

প্রিয়ে, যজ্ঞ দেখিবারে সাধ।
যজ্ঞ করি আমি গৃহে দেখ তুমি
ব্যাজ কর ক্ষণ আধ ॥ধ্রু॥
বিষ্ণু সপ্ত ঋষি ব্রহ্মা রবি শশী
অগ্নি গ্রহ দিক্‌পাল।
ভিন্ন ভিন্ন সৃজি ক্রতু দেখ আজি
না হইব চিরকাল ॥
কহেন ভবানী আমি কথা জানি
তোমার মহিমা লেশ।
দেহ তুমি আজ্ঞা আমার প্রতিজ্ঞা
যাইব বাপের দেশ ॥৬॥
গায় রামকৃষ্ণ কবি।
গলাএ উত্তরি পতিপদ ধরি
প্রণতি করিলা দেবী ॥ধ্রু॥

দক্ষালয়ে সতী

দয়া কর হে ঠাকুর দীননাথ ॥ধ্রু॥

পয়ার ॥

প্রভু বলে উঠ উঠ দেবি কাত্যায়নি।
অনাহূত যায় কেবা দেখিতে জননী ॥
পুনর্ব্বার নিবর্ত্তিয়া আইসে পুণ্যফলে।
জল যেন মিশে গিয়া সমুদ্রের জলে ॥
তেন তুমি আপনি চলিলে হরিদ্বার।
তোমায় আমায় দেখা নাঞি পুনর্ব্বার ॥
পূর্ব্ব দিকে যাত্রা কৈলে অদ্য শনিবার।
জ্যেষ্ঠাতে পঞ্চম তারা হয় ত তোমার ॥
কৃষ্ণা নবমী তিথি এই তিন দোষ।
বাপঘরে গিয়া সতি না পাবে সন্তোষ ॥
ব্যতীপাত যোগ আর গ্রহমুখ দিবা।
এ যাত্রায় গেলে নাহি ফিরিয়া আসিবা ॥
কুম্ভ রাশি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত তারা।
জন্মপত্রী তোমার আমাতে নহে হারা ॥
সতী বলে যাত্রাগুণে যদি নাঞি আসি।
জন্মান্তরে হইব তোমার শুক্ল দাসী ॥
এতেক বলিয়া দেবী চলিলা সত্বরে।
দক্ষিণ নয়ন বাহু ঘন তাঁর স্ফুরে ॥
প্রদক্ষিণ না করিলা চন্দ্রশেখরে।
বিস্মৃতি হইলা সতী সক্রোধ অন্তরে ॥
সমুদ্রগামিনী নদী যেন বেগবতী।
তেনরূপ হৈল সর্ব্বমঙ্গলার মতি ॥
শত ধনু পরিমিত পথ কৈল পাছে।
সেই দিকে ত্রিলোচন একদৃষ্টে আছে ॥
দেখিলা নিশ্চয় সতী যায় একাকিনী।
কনকলতিকা তনু মরালগামিনী ॥
নন্দি আদি নিজগণে করিলা আহ্বান।
সতীরে যোগাও গিয়া সাজিয়া বিমান ॥

পবনগমন রথ পঞ্চাশ বাহক।
মাণিক্য কলস ধ্বজে করে ঝক ঝক্ ॥
ত্রিশিখ উপরে উড়ে আরক্ত পতাকা।
অষ্ট মহানিধি বিমানের যোল চাকা॥
শ্বেত চামর উড়ে মুকুতার ঝারা।
ঝুমুঝুমু বাজে তাহে কিঙ্কিণীর মালা॥
রথ যোগাইল আনি নন্দি সারথি।
রত্নবরাসনে দেবী বসিলেন তথি॥
ডাকিয়া বলেন শিব শুন কহি তত্ত্ব।
তোমা হৈতে ইন্দ্রাণীর নিত্য নবীনত্ব॥
তোমার প্রসাদে হৈল ব্রহ্মাণীর কান্তি।
তব শিক্ষা সুশীলতা পাইলেন শান্তি॥
তোমার সৌভাগ্যেতে সুভগা হৈল রমা।
সকল গুণেতে কেবা আছে তোমা সমা॥
তোমারে অধিক সতী কাহার মহিমা।
কি দেখিতে যাও তুমি এমু দেহ ক্ষমা॥
প্রভুর নিষেধ কথা শুনিয়া শ্রবণে।
ফিরিয়া চাহিলা সতী সজল নয়নে॥
দূরে হইতে হরেরে করিয়া পুটাঞ্জলি।
নিমেষেকে আইলা যথায় যজ্ঞস্থলী॥
উচ্চ অট্টালিকা দেখি কনক কলস।
পবনে পতাকা করে অম্বর পরশ॥
স্থানে স্থানে দেখি যত দেবের মণ্ডলী।
নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল কুতূহলী॥
সপ্ত স্বর্গ একত্র হইলা সেইখানে।
বাড়িল সতীর দুঃখ দুন অভিমানে॥
অন্তরীক্ষে রথ রাখি গেলা অন্তঃপুরে।
দেখিলা ভগিনী সব বিহ্বল আদরে॥
দুকূল বসন মাল্য ভূষণে ভূষিতা।
সিন্দুর কজ্জল গন্ধ চন্দনে চর্চ্চিতা॥
দিব্য সিংহাসনে কেহ আছে পতিপাশে।
কেহ সহচরী সঙ্গে হাস পরিহাসে॥
দেখিয়া তাঁহারে কেহ না কৈল সম্ভাষ।
অধিক মানিনী সতী ছাড়িলা নিঃশ্বাস॥
কম্পিত কপোল আঁখি করে ছলছল।
কমলের দলেতে তরল যেন জল॥
তথা হইতে ভবানী আইলা যজ্ঞশালে।
দেখিলা তথায় যত গ্রহ দিক্‌পালে॥
যজ্ঞেশ্বর সহিত যতেক প্রজাপতি।
জনক জননী তথা যজ্ঞে হইলা ব্রতী॥
সারি সারি শোভা করে স্ফটিকের স্তম্ভ।
দাণ্ডাইলা সতী করি স্তম্ভ অবলম্ব॥
দুহিতা দেখিয়া তবে কহিলা দম্পতি।
ভাল হৈল আল্যে মা গো তুমি সত্যবতী॥
তুমি সে সাধের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা।
তোমারে স্মরণ কৈল বরণের বেলা॥
ব্রাহ্মণ বরণ করি করিল কুটুম্বে।
তোমার বরণসজ্জ থুইল অবিলম্বে॥
পট্ট বস্ত্র কাঞ্চনের অষ্ট অলঙ্কার।
ইছিয়া বাছিয়া লও নিজ ব্যবহার॥
সতী বলে তুমি মোর জন্মদাতা বাপ।
যত কথা কহ বাপা সকলি প্রলাপ॥
প্রিয় কন্যা আমি যদি হই স্নেহপাত্রী।
আমারে বিস্মৃতি কেন হইলা জনয়িত্রী॥
আমি আইলে ভাল যদি হেন জান চিত্তে।
কেন না আনিলে আমা স্বামীর সহিতে॥
আহ্বান করিলে যত জামাতা দুহিতা।
কি কারণে আমি ইথে হইলাঙ বঞ্চিতা॥
ভৃগু আদি আছেন যতেক ব্রহ্মঋষি।
বল দেখি সবে আমি কোন্ দোষে দোষী॥
সর্ব্বথা জানিল বাপা আমারে নির্ম্মোহ।
গদগদ বাক্য সতী চক্ষে পড়ে লোহ॥
দক্ষ বলে মাতা তুমি না কর রোদন।
কহি শুন যেহেতু না কৈল নিমন্ত্রণ॥

রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ডমতে।
কৃপা কর প্রভু এই সভার পণ্ডিতে ॥ ৮ ॥
পালা সাঙ্গ ॥

দক্ষের শিবনিন্দা

শুন মা গো সত্যবতি পাগল তোমার পতি
নিমন্ত্রণ করি নাঞি লাজে।
কদাচার দিগম্বর অস্থিমালা অমঙ্গল
দেবের সমাজে নাঞি সাজে ॥
শ্মশানের ছাই মাখে ভূত প্রেত সঙ্গে থাকে
চূড়ামণি কলঙ্কের কলা।
ধুস্তূর তাহার ভক্ষ্য খেয়ালে ঘূর্ণিত চক্ষু
গরল যুড়িল সব গলা ॥১॥
বাছা গো, হর নহে যোগ্য জামাতা।
ভ্রমে ভিক্ষুকের বেশে কেবল শিবের দোষে
পাসরিল তোমার মমতা ॥ ধ্রু ॥
মুখ জোড়া দাড়ি গোঁফে শরীর মুড়িল সাপে
আচ্ছাদন শার্দ্দূলের চর্ম্ম।
বৃষে চড়ে ব্রহ্মবধী বিষাদী বিষাণনাদী
নাহিক তাহার লোকধর্ম্ম ॥
হেন লিখে ধর্ম্মশাস্ত্রে কেশের পরশ মাত্রে
অপবিত্র হয় সেই জল।
হেন কেশ তার ঝারি জটার ভিতরে নারী
স্নান পান তাহাতে সকল ॥
শুণ্ডে জল করি পান কুঞ্জর করয়ে স্নান
জ্ঞানহীন না হয় পবিত্র।
তেন শঙ্করের বুদ্ধি নাহিক তাহার শুদ্ধি
পশুপতি পশুর চরিত্র ॥
মস্তকের জল পাদ্য বদনে বাজায় বাদ্য
আপনা আপনি গালে চড়।
নাহি তাঁর লজ্জা ভয় নাহিক বিনয় নয়
গুরু গৌরবেতে নাহি গড় ॥৩॥
বৈভব দেখাও ভণ্ড সবে থাকে চারি দণ্ড
বাজীকর যেন করে বাজি।
চিরস্থায়ী কিছু নহে সবে মাত্র ঘরে রহে
সিদ্ধ ঝুলি ফুল তোলা সাজি ॥
নিরঙ্কুশ স্বতন্তর ধ্যান করে নিরন্তর
সম্ভাবনা বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ।
রামকৃষ্ণ দাস গাএ কোন গুণ নাহি তাহে
তেকারণে আমি হতশ্রদ্ধ ॥৪॥১॥

সতীর দেহত্যাগ

ঘোষা ॥

সংসারে শঙ্কর সত্য আর সব ধন্ধ।
চৈতন্য থাকিতে ভাই কেন হও অন্ধ ॥

পয়ার ॥

বাপের বদনে শুনি বল্লভের গালি।
সত্যবতী দিল দুই শ্রবণে অঙ্গুলি ॥
না বল না বল বাপা বিরূপ ঈশানে।
বোল দুই চারি মাত্র শুনিলাঙ কাণে ॥১॥
যত প্রতারণা তুমি করিছিলে পূর্ব্বে।
প্রত্যয় না ছিল তাহা শুনিলাঙ ইবে ॥
এতেক নিষ্ঠুর নাঞি বলি নিজ পরে।
জামাতা দুষনি হইলে শ্বশুর সন্বরে ॥২॥
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ।
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ ॥
হয় নয় বলিবেন এই দেবসভা।
এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা ॥৩॥
দক্ষ বলে পূর্ব্বে ইহা না কৈল মীমাংসা।
বিরিঞ্চির মুখে শুনি শিবের প্রশংসা ॥
দেবগণ মধ্যে তার মহেশ্বর সংজ্ঞা।
তোমা বিভা দিতে পিতামহ দিল আজ্ঞা ॥৪॥

ললাটের লিখন আমার দোষ নহে।
এই দোষ দেহ মাতা নিজ পিতামহে॥
তোমা হেন কন্যারত্ন দিলাও বাতুলে।
সেহ বড় মূর্খ যে বিধির বাক্যে ভুলে ॥৫॥
এত যদি প্রগল্‌ভতা করিলেন দক্ষ।
সতীর অন্তরে দুঃখ নাহি হয় সহ্য॥
প্রত্যুত্তর তাঁহারে করিলা পুনর্ব্বার।
ঈশ্বরে জানিতে কি তোমার অধিকার ॥৬॥
পাইলাঙ স্বামী আমি তপস্যার ফলে।
করিল কঠোর মণিকর্ণিকার জলে॥
জন্মে জন্মে পাব সেই চরণের রেণু।
না ধরিব তোমার সৃজিত এই তনু ॥৭॥
পতিনিন্দা শুনিয়া বিরক্ত হৈল চিত্ত।
তনুত্যাগে পাপের হইব প্রায়শ্চিত্ত॥
বীণা বাজাইয়া তথা আইলা নারদ।
বিদ্যমানে দেখেন যতেক সভাসদ ॥৮॥
ক্রোধেতে জন্মিল অগ্নি ভবানীর দেহে।
বসন ভূষণ সহ তাঁর দেহ দহে॥
রুদ্ররূপী সেই বহ্নি নিখিল পুরাণে।
সতী তাহে করিল শরীর সমর্পণে॥ ৯ ॥
দেখিয়া দক্ষের মুখ হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
কম্পিত শরীর যেন পিপুলের বর্ণ॥
ম্লানমুখ হইলা যতেক দিক্‌পাল।
হাহাকার শব্দ করে যত বৃদ্ধ বাল ॥১০॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত পুরুষ যোষিত।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের লিখিত॥
স্তম্ভিত হইলা চতুর্ভুজ নারায়ণ।
অন্ধকার হৈল মেঘে ছাইল গগন ॥১১॥
রক্তবৃষ্টি হৈল অগ্নি পাইলা নির্ব্বাণ।
বেদ মূর্ত্তিমান্ ছিলা হৈলা অন্তর্ধান॥
ভূমিকম্প হৈল ঘন বহে ঝঞ্ঝাবাত।
নির্ঘাত নিস্বন ধূমকেতু উল্কাপাত ॥১২॥
আচম্বিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল যজ্ঞশালা।
ব্যথা পাইয়া ঋষিগণ ডাকে পালা পালা॥
অন্তরীক্ষে আছে যথা ভবানীর রথ।
দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভৈরব প্রমথ ॥১৩॥
নন্দি আজ্ঞা দিলা তথা যতেক পিশাচে।
যজ্ঞ ভঙ্গ করে তারা ঊর্দ্ধপাএ নাচে॥
গিধিনী শকুনী চিল উড়িল আকাশে।
মাংস টানাটানি করে কুকুর বায়সে ॥১৪॥
শৃগালের শব্দেতে শ্রবণে লাগে তালা।
হইল শ্মশানভূমি সেই যজ্ঞশালা॥
পরমান্ন পায়স শর্করা মধু দধি।
ঘৃত দুগ্ধ ফল মূল গন্ধ পুষ্প খদি॥ ১৫ ॥
ভূত প্রেত পিশাচের যথি পড়ে দৃষ্ট।
ভক্ষণ করিল সব রহিল উচ্ছিষ্ট॥
দেখিল দক্ষের যদি এতেক বিপদ।
নন্দি সঙ্গে যুক্তি গিয়া করিল নারদ ॥১৬॥
নারদ বলেন নন্দি হও সাবধান।
এই যজ্ঞে আছে মাধবের অধিষ্ঠান॥
সতীর মরণে সবে হইলা বিমনা।
বিষ্ণুর সাক্ষাতে কি ভূতের বীরপণা ॥১৭॥
অধিক বিবাদ না করিহ অতঃপর।
তুমি আমি যাই দুঁহে প্রভুর গোচর॥

শিবের ক্রোধ

আইলা সতীর রথে দেবঋষি নন্দি।
দাণ্ডাইল শঙ্করের পদাম্বুজ বন্দি ॥১৮॥
মলিন বদন চক্ষে হয় অশ্রুপাত।
মৌন করি আছেন যুড়িয়া দুই হাথ॥
নন্দি আর নারদের আকার লক্ষণে।
সতী তনু তেজিল বুঝিলা প্রভু মনে ॥১৯॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ শর্ব্ব সেই পঞ্চানন।
কহিলা নারদ প্রতি করি সম্বোধন॥

শুন দেবঋষি কেন করহ বিষাদ।
ভবিতব্য আবশ্যক হয় নির্ব্বিবাদ ॥২০॥
দিব্য দেহ পায় তনু যথাকালে পাত।
সুখ দুঃখ মৃত্যু শরীরে সাথে সাথ॥
নারদ বলেন বাক্য না নিঃসরে মুখে।
বিদরে হৃদয় প্রভু ভবানীর শোকে ॥২১॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী সতী ঠাকুরাণী।
এমন আশ্চর্য্য কভু নাহি দেখি শুনি॥
সহিতে না পারি সতী পতির গঞ্জনা।
তনুত্যাগ করিবারে হইলা উন্মনা ॥২২॥
জন্মিল তাঁহার দেহে ক্রোধময় শিখী।
সেই অগ্নে দাহন হইলা চন্দ্রমুখী॥
তোমার নিন্দায় তাঁর জন্মিল তিতিক্ষা।
তৃণতুল্য সেই তনু করিল উপেক্ষা ॥২৩॥
এই বাক্য পঞ্চানন শুনিল শ্রবণে।
মৌনব্রতে আছে প্রভু মুদ্রিতনয়নে॥
মহাকাল শুনিয়া করিল বড় কোপ।
বীরপরাক্রমে উঠে করিয়া আটোপ ॥২৪॥
কি কহিলে নারদ কহিলে তুমি কি।
ভবানী ত্যজিল তনু ব্যর্থ আমি জি॥
যদি আজ্ঞা করেন ঠাকুর ত্রিলোচন।
আমি গিয়া করি প্রজাপতির দমন ॥২৫॥
নিত্য নিরঞ্জন সদাশিব পূর্ণযোগ।
মান অপমান চিত্তে নাহি দুঃখ শোক॥
এই হেতু বাড়ে দুষ্ট জনের মহিমা।
শাস্তি নাঞি দিলে কভু নাহি হয় সীমা ॥২৬॥
এই সব পরামর্শ শুনি কৃত্তিবাস।
ক্রোধেতে হাসিলা প্রভু অট্ট অট্ট হাস॥
করিয়া গম্ভীর শব্দ ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
রামকৃষ্ণ দাস রচে জন্মিলা হুতাশ ॥২৭॥২॥

বীরভদ্রের জন্ম

ঈশ্বর হইলা [ক্রুদ্ধ]   দশ দিক্ করি রুদ্ধ
অধরেতে দশন প্রহার।
পাকাইয়া সব আঁখি   হুঙ্কার শব্দেতে ডাকি
জন্মাইলা কালাগ্নি কুমার॥
ক্রোধে বহ্নি সমুদ্ভব   হৈল সব অবয়ব
চর্ম্ম চিরি পুরুষ আকার।
ভূষণ্ডি ধরি মুষ্টি   করালাস্য কোপদৃষ্টি
বজ্রপাত সমান চীৎকার ॥১॥
মহাবীর প্রণাম করিল মহেশ্বরে।
কহে যোড় করি হাত আজ্ঞা মোরে দেহ তাত
ব্রহ্মডিম্ব করি অভ্যন্তরে ॥ ধ্রু ॥
চন্দ্র সূর্য্য করি গ্রাস   সমীর আমার শ্বাস
কুম্ভক যোগেতে করি বন্দী।
দেখ তুমি বিদ্যমান   গণ্ডূষে করিব পান
সপ্ত সমুদ্র নদ নদী॥
এই সপ্ত কুলাচল   লইমু পাতালতল
পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
সুমেরুর ধরি গোড়া   নাড়ায়ে ভাঙ্গিব চূড়া
করী যেন ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড ॥২॥
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া চুর   এই সৃষ্টি করি দূর
যদি পাই তোমার আদেশ।
ইন্দ্র আদি সুরগণে   বান্ধি আনি এইখানে
রণেতে জিনিয়া হৃষীকেশ॥
সেই পুরুষের জটা   পরশে ব্রহ্মাণ্ডকটা
ভীষণ দশন কটকটি।
পাইয়া তার গোড়তালি   ভূতলে কম্পিত বলি
ক্ষিতি বলে অকালে উলটি ॥৩॥
করে কাল পরাক্রম   কেবল যমের যম
অসম সাহস উগ্রমতি।
বলে শুন প্রভু হর   কে আছে তোমার পর
তুমি ক্রোধ কৈলে যাহা প্রতি॥

আজ্ঞা দেহ তারে শাসি দেবতা গন্ধর্ব্ব ঋষি
অসুর রাক্ষস যক্ষ নাগে।
কারে বিধি হৈল বাম করহ তাহার নাম
রামকৃষ্ণ দাস বর মাগে ॥৪॥৩॥

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ

ঘোষা ॥

শিব বল রে ভাই রাম বল ॥

পয়ার ॥

এতেক বিক্রম যদি কৈল বীরবর।
অহে বীরভদ্র বলি ডাকিল ঈশ্বর ॥
হরিদ্বারে যজ্ঞ করে দক্ষ প্রজাপতি।
যজ্ঞ ভঙ্গ করিবারে চল শীঘ্রগতি ॥
যে দেবতা হইব দক্ষের অনুবল।
তাসভারে দিবে যথোচিত প্রতিফল ॥
সহায় হয়েন যদি আপুনি মাধব।
তথাপি তোমার আজি নাঞি পরাভব ॥
এই বর দিল পুত্র কি আর কথায়।
বীরভদ্র সেই আজ্ঞা বন্দিল মাথায় ॥
ভূষণ্ডি ধরিয়া হাথে যায় লাফে লাফে।
কম্পমান বসুমতী কুলাচল কাঁপে ॥
প্রভু বলে বীরভদ্র চলিল একক।
নিঃশ্বাসেতে জন্মাইল প্রমথকটক ॥
চর্ম্মবাস পরে তারা উগ্রমূর্ত্তি কটি।
করে চক্র শূল সংখ্যা একশত কোটি ॥
আজ্ঞায় ধাইল সেনা পবনের বেগে।
কথো বীরভদ্রের হইল গিয়া আগে ॥
কথো বা ডাহিনে যায় কথো যায় বামে।
পশ্চাৎ চলিল কথো মহাপরাক্রমে ॥
যক্ষ রক্ষ পিশাচ চলিল উভরড়ে।
ধরিয়া বৃক্ষের শাখা সঘনে উপাড়ে ॥
পর্ব্বত তুলিয়া লএ যতেক প্রমথ।
কেহ ভূমে পথে চলে কারো শূন্য পথ ॥
আসিয়া শিবের সেনা বেড়ে হরিদ্বার।
সৌধ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে ছারখার ॥
যজ্ঞশালা ভাঙ্গি স্তম্ভেতে দিয়া নাড়া।
দেবতা পালায় পাছে দেই খেদা তাড়া ॥
কেহ হবি পান করে কেহ পিয়ে ক্ষীর।
পায়সের সরোবর শর্করার তীর ॥
পক্কান্নের পাড় শোভা করে চারি দিকে।
রুদ্রসেনা ভক্ষণ করিলা একে একে ॥
অন্ন রাশি রাশি যেন ক্ষুদ্র পর্ব্বত।
স্থানে স্থানে পাকশালা বিপ্র শত শত ॥
হিঙ্গু মরীচ চতুর্জাত সম্ভালন।
ব্যঞ্জনসৌরভে মুগ্ধ রুদ্রসেনাগণ ॥
চক্ষু পাকাইয়া চাহে ব্রাহ্মণ পালায়।
যত অন্ন ব্যঞ্জন ভৈরবগণ খায় ॥
যজ্ঞপশু কাটিয়া রাক্ষস পিয়ে অস্র।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যা সহস্র সহস্র ॥
পক্ক কদলী আম্র পনস মহুল।
ভক্ষণ করিয়া সেনা কৈল হুলস্থুল ॥
বস্ত্র অলঙ্কার পরে গন্ধ পুষ্পমালা।
কেহ বা টানিয়া ফেলে মণি মুক্তা পলা ॥
কার হাথে মুষল মুদ্গর লৌহদণ্ড।
ভাঙ্গিয়া দক্ষের পুরী কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
কেহ কেহ জ্যোতির্ম্ময় রুদ্রের সমান।
চরণে মর্দ্দিয়া অগ্নি করিল নির্ব্বাণ ॥
মৃগরূপ ধরি যজ্ঞ যায় পলাইয়া।
কাটিল যজ্ঞের মুণ্ড চক্র পেলাইয়া ॥
ভৃগুরে দেখিয়া মুখে মারিল চপেট।
দন্ত ভাঙ্গা গেল অপমান মাথা হেঁঠ ॥
ভৃগুর দুর্গতি দেখি দুঃখিত ভার্গব।
দেবযজ্ঞে কে বা ইথে করে উপদ্রব ॥

এতেক বলিতে শুক্রে দিল ঘাড়ধাকা।
ভৈরব আসিয়া চক্ষে ভরিলা শলাকা॥
পাইল প্রমথগণ অর্য্যমার দেখা।
পাকনাড়া দিয়া তার ছিণ্ডিলেক আখা॥
অগ্নি পালাইয়া যাইতে পাইল পতনে।
গলা চিপি দিয়া জিহ্বা উপাড়িল টানে॥
প্রথম জামাতা তুমি দক্ষের গৌরবী।
অনীশ্বর যজ্ঞে তুমি পান কৈলে হবি॥
রুদ্র অংশ হৈয়া কেন পাসরিলে শিব।
তেকারণে তোমার কাটিয়া ফেলি জিভ॥
প্রমথ পবনে পাইয়া পরম আক্রোশ।
ভূমিতে পাড়িয়া তার ছিণ্ডে অণ্ডকোষ॥
যমেরে প্রমথগণ ধরে তাড়াতাড়ি।
হাতে পায় বান্ধিয়া গলায় দিল দড়ি॥
বেত লইয়া বুলে করি টানাটানি।
ধর্ম্মরাজ বলে রক্ষা কর শূলপাণি॥
কুবেরের কাড়িয়া লইল গদাবাড়ি।
বলাও হরের সখা লাজ নাঞি দাড়ি॥
দুই পাএ ধরি ঘুরায় যেন চাক।
বমন করিলা তিঁহো তড়বড়ি পাক॥
উগারিলা ঘৃত মধু ঝলকে ঝলকে।
ত্রাহি রুদ্র ত্রাহি রুদ্র যক্ষরাজ ডাকে॥
কথো দূরে পায় দূত নৈঋর্তের লাগ।
ধরিল কেশের মুষ্টি পেলাইয়া পাগ॥
কন্ধের উপরে করে মুদ্গর প্রহার।
বরুণ দেখিয়া সবে ডাকে মার মার॥
তুন্দিল দেখিয়া তারে ধরিলেক জটে।
ভূমেতে পাড়িয়া দূত দাণ্ডাইল পেটে॥
পঞ্চামৃত যত ভক্ষ্য নাকে মুখে উঠে।
এতেক বলিয়া মঘবার বল টুটে॥
ধরিয়া ময়ূরমূর্ত্তি যায় গুড়ি গুড়ি।
বটবৃক্ষ দেখিয়া বসিলা গিয়া উড়ি॥
ধর্ম্ম অন্তর্ধান হৈলা চাহিয়া বুলে দূতে।
একাদশ রুদ্র তথা দেখিল অদ্ভুত॥
দেখিল প্রমথগণ শঙ্করের বেশ।
এ কারণে তা সভার না করিল দ্বেষ॥
দক্ষের দৌহিত্র সেই একাদশ রুদ্র।
মহেশের অংশে পুত্র সভে মনুপুত্র॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া প্রমথগণ ধায়।
স্বতন্ত্র হইলে সভে বুঝি অভিপ্রায়॥
হরনেত্রে জন্মিয়া ভুলিলে অন্ন লাভে।
এ যজ্ঞে আসিতে তোমা সভাকে না শোভে॥
হেন কালে সরস্বতী চলিলা একিকা।
প্রমথ পেলিয়া মারে লোহার সিচিকা॥
নাসাপুটে রন্ধ্র হইল দেবী পাইল ব্যথা।
অদিতি পলাইয়া যায় দেবতার মাতা॥
ওষ্ঠপুট তাহার ছেদন কৈল চক্রে।
দেখিয়া বড়ই দুঃখ উপজিল শক্রে॥
অপ্সরা কিন্নরী বিদ্যাধরী বিদ্যাধর।
যন্ত্রের সহিত কাটে সবাকার কর॥
কার কুচ শ্রবণ কাটিল কার কেশ।
নাসিকা কাটিল কার নাহি দয়ালেশ॥
কশ্যপে দেখিয়া তথা বলে রুদ্রসেনা।
পাইল তোমার মুনি প্রজাপতিপনা॥
পালাও সংহতি লইয়া যতেক ব্রাহ্মণ।
অনীশ্বর যজ্ঞে কেন লও নিমন্ত্রণ॥
পালাইল বিপ্র সব পেলাইয়া দক্ষিণা।
ভূতের চীৎকার শব্দ যেন ঝনঝনা॥
প্রমথগণে দক্ষ দেখি উগ্রবীর্য্য।
দেখিয়া পাইল ভয় বিষ্ণুর গাম্ভীর্য্য॥
ত্রাসেতে কম্পিত তনু মলিন বদন।
শিব অপরাধে রক্ষা কর নারায়ণ॥
পালাইলা যথাস্থানে যত দেবগণ।
সিংহাসনে বসিয়াছেন কমললোচন॥

রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
দক্ষ আসি পশিলেন বিষ্ণুর শরণ ॥৭॥

বিষ্ণুর ক্রোধ

মহাবারাটিকা রাগ ॥

কান্দে যত দেবদারা পতি পুত্র হৈল হারা
দূর কৈল আভরণ শোভা।
রক্ষা কর গদাধর সবে ডাকে উচ্চস্বর
দুই দুই হাত করি উভা ॥
ব্যাকুল পুরুষ নারী দুরবস্থা দেখি হরি
হৃদয়ে জন্মিল তাঁর দয়া।
দেখিয়া প্রমথ যোধ তেজি রুদ্র অনুরোধ
ক্রোধ করি বাঢ়াইল কায়া ॥১॥
ভাই রে, গরুড়ে চলিলা জগদীশ।
নবীন মেঘের আভা বস্ত্র বিদ্যুতের প্রভা
সারঙ্গের টঙ্কার কুলিশ ॥ধ্রু॥
চতুর্ভুজ ছিলা ত্রস্ত হইলা অসংখ্য হস্ত
অস্ত্র শস্ত্র মুখ্য সুদর্শন।
যত পারিষদবর্গ শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ
প্রভু সম বসন ভূষণ ॥
গর্জ্জে হরি রহ রহ শর দুই চারি সহ
কোথায় তোমার সেনাপতি।
প্রাণ হারাইবে রণে ছাড়ি দেহ দেবগণে
না করিহ লোকের দুর্গতি ॥২॥
দেখিয়া কৃষ্ণের দম্ভ প্রমথের হৈল কম্প
স্তবকিত হইলা সর্ব্বজন।
হেন কালে বীরভদ্র সাক্ষাৎ কালাগ্নি রুদ্র
আসিয়া দিলেন দরশন ॥
আসিয়া প্রমথসেনা প্রথমে দিয়াছে হানা
ব্যতিব্যস্ত কৈল দিক্পালে।
শিলা খোলা অস্থি মুণ্ড পূরিল যজ্ঞের কুণ্ড
দেখিল অনল নাহি জ্বলে ॥৩॥
তুষ্ট হৈলা সেনাগণে জিজ্ঞাসিলা জনে জনে
কোথা দক্ষ শিবের নিন্দক।
যেই জন অপরাধী তারে শীঘ্র আন বান্ধি
অন্যেরে নিগ্রহ নিরর্থক ॥
বীরের আদেশ পাইয়া রুদ্রসেনাগণ ধাইয়া
দক্ষেরে বান্ধিতে নাগপাশে।
নাগেরে গিলিল তার্ক্ষ্য নিকটে পাইয়া ভক্ষ্য
রামকৃষ্ণদাস রস ভাষে ॥৪॥৫॥

বিষ্ণুর যুদ্ধ

পয়ার ॥

দক্ষেরে ধরিতে গেলা সহস্র প্রমথ।
দক্ষ লুকাইল গিয়া যথা বিষ্ণুরথ ॥
চলিলা প্রমথগণ বিষ্ণুর নিকটে।
হাঁফাইল সভে গরুড়ের পাকসাটে ॥
টানিয়া শারঙ্গ ধনু দেব গদাধর।
শরবৃষ্টি করিল সমান জলধর ॥
সহস্র সহস্র শর একেক প্রমথে।
শল্লকী সদৃশ সবে দাণ্ডাইল পথে ॥
হস্ত পদ চলে নাঞি হইলা অবশ।
দেখি বীরভদ্র ধায় অসম সাহস ॥
আসিয়া বিষ্ণুর আগে চলে বীরদাপে।
ভয় মাত্র নাঞি করে শিবের প্রতাপে ॥
তুমি যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞেতে কর স্থিতি।
হরি হর একতনু হেন কহে শ্রুতি ॥
তুমি কেন সদাশিবে হইলে বিস্মৃতি।
দক্ষের সাহায্যে যুদ্ধ করহ সংহতি ॥
সহস্র কমলে পূজ শিবে পুনঃ পুনঃ।
একদিন হইয়াছিল এক পদ্ম উন ॥

নেত্রপদ্ম দিলা তুমি পদ্মের বদলে।
এই সুদর্শন চক্র পাইলে সেই ফলে॥
দৈত্য দানব তুমি জিন যার বলে।
হেন শিবে অনাদর কৈলে এত কালে॥
শিবভক্তমধ্যে বিষ্ণু প্রধান গণনা।
শুনিয়া শিবের নিন্দা না কৈলে তাড়না॥
তোমার সাক্ষাতে তনু বিসর্জ্জিলা সতী।
তথাপি তোমার স্নেহ প্রজাপতি প্রতি॥
দক্ষের কারণে তুমি বিষ্ণ পারিষদে।
না পারিবে দক্ষেরে রক্ষিতে এ বিপদে॥
বীরভদ্র এত যদি করিলা উত্তর।
প্রত্যুত্তর হাসিয়া দিলেন চক্রধর॥
শঙ্করের সহিত আমার যেই ভাব।
সে সকল বিচারে তোমার কোন্ লাভ॥
শম্ভুর ক্রোধেতে জন্ম তুমি পুত্রস্থানী।
প্রমথের মধ্যে তুমি বীর অভিমানী॥
রাজআজ্ঞা পাইয়া বাড়িল অহঙ্কার।
যে হই সে হই আমি এ অল্প বিচার॥
করিব দক্ষের রক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
তোমার সামর্থ্য দেখি করহ প্রহার॥
এতেক বলিয়া শর যুড়িলা শারঙ্গে।
এক অক্ষৌহিণী সেনা বীরভদ্র সঙ্গে॥
এক এক জনে ফুটে শত শত শর।
প্রমথ ভৈরব ভূত হইলা জর্জ্জর॥
বেতাল বটুক চণ্ড রাঙ্গা হৈল রক্তে।
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে॥
দেখি বীরভদ্র তিন চক্ষু কৈল রাঙ্গা।
গরুড়ে মাধবে যত সেহ তত ঢাঙ্গা॥
ভূষণ্ডী করিয়া হাতে কহে কটুবাণী।
করিয়া আপনা রক্ষা রহ চক্রপাণি॥
অসুর রাক্ষস নহি বধিবে পরাণে।
কি করে তোমার বাণ পারিষদগণে॥

এত শুনি গদবীর ভ্রমাইল গদা।
ধূমকেতু যেন সঙ্গে করিয়াছে উদা॥
গদা উঠাইতে বীর দেখিল মাধবে।
ভূষণ্ডি প্রহার আসি কৈল বাসুদেবে॥
ব্যথা না জানিলা বিষ্ণু অব্যয় শরীর।
ভূষণ্ডি ফাটিয়া হইল এক শত বীর॥
খট্টাঙ্গ লইয়া বীর ধরে আরবার।
গদাধর কৈল কৌমোদকীর প্রহার॥
খট্টাঙ্গে বাজিল ব্যথা না জানিল অঙ্গে।
রহ রহ বলি বীরভদ্র ঘন জল্পে॥
মারিল খট্টাঙ্গ মাধবের সব্য করে।
ভূমিতে পড়িল গদা বিষ্ণু চক্র ধরে॥
কোটি সূর্য্য সম তেজে এড়িলেন চক্র।
শঙ্কর স্মরণে তার ধার হৈল বক্র॥
মালা হৈয়া রহে বীরভদ্রের গলায়।
চক্র ব্যর্থ দেখি দক্ষ বলে হায় হায়॥
ঈষৎ হাসিয়া হরি লইল নন্দক।
অব্যর্থ শাণিত খড়্গ করে ঝকঝক॥
খড়্গ উঠাইতে বীর ছাড়িল হুঙ্কার।
স্তম্ভিত হইলা বিষ্ণু না কৈল প্রহার॥
বীরভদ্র হরের ত্রিশূল করে লয়।
দেবগণ বলে আজি হইল প্রলয়॥

দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ

হেন কালে দৈববাণী হইল আকাশে।
বীরভদ্র নাঞি প্রবর্ত্তিহ দুঃসাহসে॥
এই শব্দ শুনি বীরভদ্র হৈল স্থির।
সেই কালে দক্ষেরে দেখিল মহাবীর॥
দেবতা পালাইয়া যায় তেত্রিশ কোটি।
বীরভদ্র ধাইয়া দক্ষের ধরে ঝুটি॥
বলিতে লাগিলা দুই হস্ত বান্ধি পিঠে।
পিপিলার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে॥

শঙ্করের সহিত তোমার পাঠান্তর।
দেবযজ্ঞ কর তুমি না মান ঈশ্বর॥
যে মুখেতে সদাশিবে তুমি দিলে গালি।
নরককুণ্ডেতে সেই মুখ ছিণ্ডি ফেলি॥
রসনা ছিণ্ডিয়া বিলাইল কাক চিলে।
কাড়াকাড়ি করি যেন অন্তরীক্ষে গিলে॥
এতেক বলিয়া মারে শতেক চপেট।
খসিল দক্ষের মুখ ললাটের হেঠ॥
নাক চক্ষু উপাড়িল ভাঙ্গিল দশন।
রসনা খসিয়া পড়ে ছিণ্ডিল শ্রবণ॥
কপোল চিবুক মুণ্ড হইল তার গুড়া।
পড়িলেন দক্ষ যেন পাণ্ডুয়া কুমড়া॥
তবে বীরভদ্র আদেশিলা সেনাগণে।
বান্ধিয়া আনহ শীঘ্র সহস্রলোচনে॥
আইলা দক্ষের যত জামাতা দুহিতা।
লাঘব করিয়া বান্ধ রাখ একভিতা॥
ধর্ম্ম কোথা গেল দশ দুহিতার পতি।
তাঁর বিদ্যমানে তনু ত্যজিলেন সতী॥
পারিষদগণে বলে ধর্ম্ম নাঞি দেখি।
ইন্দ্র পালাইল হেন বুঝি হইয়া শিখী॥
অগ্নি ভৃগু দুঁহার দুঃখের নাহি অন্ত।
ছিণ্ডিয়া পেলিল জিহ্বা উপাড়িল দন্ত॥
সবে মাত্র কশ্যপের করিল উপেক্ষা।
প্রভুর লোচন বুঙ্কে চন্দ্রমার রক্ষা॥
কশ্যপের নাহি চড় চাপড়ের আস্থা।
তপস্বী দেখিয়া না করিল দুরবস্থা॥
এতেক বলিয়া দূত বীরের আদেশে।
কশ্যপেরে বান্ধিয়া আনিল দৃঢ় পাশে॥
চন্দ্রেরে বান্ধিয়া সেনাগণ পিয়ে সুধা।
সুধা সঙ্গে পিতৃগণ আইলেন বান্ধা॥
জোড় হাত করিয়া যতেক গ্রহগণ।
পশিলা আসিয়া বীরভদ্রের শরণ॥
দেখিয়া হইল বীরভদ্রের আহ্লাদ।
জয়যুক্ত হইয়া করিল সিংহনাদ॥
গলায় বিজয়মালা চক্র সুদর্শন।
উর্দ্ধবাহু করি নাচে রুদ্রসেনাগণ॥
যজ্ঞে সবে করিলে শিবের ভাগ নাস্তি।
তেঞি দেবা দেবীগণ পাও এ শাস্তি॥
কাটিল কবরী বেণী চুড়া আর খোঁপা।
নাক কাণ ঠাঞি ঠাঞি দেখি ঝুপা ঝুপা॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে মধুর ভারতী।
ধ্যানেতে জানিলা ব্রহ্মা দক্ষের দুর্গতি॥৬॥

শিবের স্তুতি

রাগ॥

নারদ দেবঋষি ব্রহ্মা সভা আসি
কহিলা সব বিবরণ।
দক্ষের অপরাধে অমরগণে বধে
রুদ্র পারিষদগণ॥
শুন মহাশয় হইল প্রলয়
বিষ্ণু বীরভদ্রে রণ।
দেখিয়া পায় ভয় চলহ নিশ্চয়
শান্তাইতে ত্রিনয়ন॥১॥
পিতামহ চলিলা যথা শূলপাণি।
পাইলা শিব শোক বনিতা বিয়োগ
আইলা বিধি ভয় মানি॥ ধ্রু॥
প্রণতি অষ্ট অঙ্গে দেবঋষি সঙ্গে
নিকটে যাইতে গৌণ।
করিলা কৃত্তিবাস সরস সম্ভাষ
জিজ্ঞাসিলা কেন মৌন॥
বিরিঞ্চি পাইল আশ খণ্ডিল সন্ত্রাস
নিবেদিলা স্তুতি লক্ষে।
ঈশ্বর যাহে রুষ্ট কে তারে সন্তুষ্ট
রক্ষিব কাহার শক্যে॥২॥

শুন মৃত্যুঞ্জয় হইবে কৃপাময়
ক্ষেমিবে দক্ষের দোষ।
আমার প্রিয় পুত্র দেখিয়া লব সূত্র
চিত্তে নিবারিবে রোষ॥
তোমাতে অনুরক্ত আছিল বড় ভক্ত
ইবে হইলা অপরাধী।
যে চিরদিন ভজে তাহে কি প্রভু তেজে
শাস্তি দিলে নাঞি বধি॥ ৩॥
তোমার আজ্ঞা ধরি সৃষ্টি আমি করি
অকালে হইল লোপ।
কে আছে তব সম সহিতে পরাক্রম
কোন বরাকেরে কোপ॥
তৃতীয় বিলোচনে প্রলয় দহনে
সকল ব্রহ্মাণ্ড দহে।
সোম শুভ দৃষ্টি চাহিলে হয় সৃষ্টি
রামকৃষ্ণ দাস কহে॥৪॥৭॥

শিবের আজ্ঞা

পয়ার॥

এত স্তুতি করি ব্রহ্মা দাণ্ডাইল সম্মুখে।
গদগদ বাক্যে বেদধ্বনি চারি মুখে॥
শতরুদ্রী পঠিয়া তুষিল মহেশ্বরে।
পুনর্ব্বার নিবেদন কৈল জোড়করে॥
পৃথিবী সলিল অগ্নি শূন্য সমীরণ।
তোমার শরীরে তুমি সবার জীবন॥
সতীর বিয়োগে তুমি না করিহ খেদ।
শক্তির সহিত নাঞি তোমার বিচ্ছেদ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে তুমি আশু বরদাতা।
প্রসন্ন হইয়া রাখ আমার মর্য্যাদা॥
উচিত না হয় প্রভু তোমারে উপেক্ষা।
দক্ষে রক্ষা করহ আমার এই ভিক্ষা॥
শিবনিন্দকের শাস্তি পাইল প্রত্যক্ষ।
জগতে রহিল শিক্ষা সাক্ষী তার দক্ষ॥
পুণ্যকর্ম্ম করে কিন্তু তোমারে বিমুখ।
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে সুখ॥
সত্য দান ব্রত যজ্ঞ জপ তপ শান্তি।
তোমারে না চিনিলে লাভ হয় মাত্র শ্রান্তি
তোমার মহিমা বলিবার কেবা পাত্র।
বেদ অনুসারে আমি জানি কিছু মাত্র॥
এতেক শুনিয়া শিব ব্রহ্মার বিনয়।
পদ্মাসন ছাড়িয়া চলিলা মৃত্যুঞ্জয়॥
আইলা যথায়ে যজ্ঞশালা রণস্থলী॥
শিব আসি তথা না দেখিল বনমালী॥
অন্তর্দ্ধান হইল বিষ্ণু বীরভদ্র একা।
সঙ্গেতে প্রমথগণ কত দিব লেখা॥
দেবাদেবীগণের দেখিয়া কাকুর্ব্বাদ।
ঈষৎ হাসিয়া শিব কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চলিল অমৃত দৃষ্টে চন্দ্রচূড়ামণি।
স্বরূপ হইলা দেব ঋষির রমণী॥
হইলা অক্ষততনু যতেক অমর।
বীরভদ্রে ডাকিয়া ঈশ্বর দিলা বর॥
আমার সদৃশ তুমি আমার আজ্ঞায়।
দক্ষেরে জীয়াইয়া দেহ ঈষৎ লীলায়॥
পূর্ব্বসম সৃষ্টি কর যত আয়োজন।
নগর চত্বর অট্টালিকা উপবন॥
বস্ত্র অলঙ্কার শস্য আর পঞ্চামৃত।
পূর্ব্ব সম করি দেহ বিরিঞ্চির প্রীত॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা বীর শিবে বন্দে।
জোড়াইল মেষের মুখ আনি দক্ষকন্ধে॥
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা ক্ষীরসরোবর।
শর্করার পর্ব্বত ওদনপূর্ণ ঘর॥
পূর্ব্বরূপ হৈল সব দেখিতে কৌতুক।
শিবের সম্মুখে দাণ্ডাইল চতুর্ম্মুখ॥

অনীশ্বর যজ্ঞের হইল [যদি] শেষ।
মহেশ্বর যজ্ঞ করি পাইল আদেশ ॥
শিব আজ্ঞা দিল যজ্ঞ কর বিধিমতে।
কৈলাসেরে যাই আমি গণের সহিতে ॥
ব্রহ্মা দক্ষে আনিয়া করিল উপস্থিত।
পশুমুখ হইলা দক্ষ লজ্জায় লজ্জিত ॥
প্রণাম করিয়া কহে গদগদ বাক্য।
মোর অপরাধ ক্ষমা কর বিরূপাক্ষ ॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল মহেশ।
পরমেষ্ঠী তাঁহারে করিল উপদেশ ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া তুমি যাও বারাণসী।
তপস্যা করহ তথা হৈয়া তীর্থবাসী ॥
শিব অপরাধে নাহি কোথায় নিস্তারী।
তার প্রতিকার মাত্র আছে কাশীপুরী ॥
দক্ষেশ্বর নামে লিঙ্গ করিয়া স্থাপন।
পূজা কর গিয়া নিত্য ভক্তিযুক্ত মন ॥
কাশী সম পাপনাশী তীর্থ আছে কোথা।
কাশীবাস বিনে হয় প্রায়শ্চিত্ত বৃথা ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি মহাপাতকের রাশি।
তুলারাশি তুল্য ভস্ম করে কাশীবাসী ॥
কাশীর মাহাত্ম্য কি বলিব এক তুণ্ডে।
যথা তথা পাপ করে কাশী গেলে খণ্ডে ॥
কাশীতে করিলে পাপ হয় বজ্রলেপ।
কাশীর মাহাত্ম্য এই কহিল সংক্ষেপ ॥
কাশীবাস করিলে খণ্ডিব অপরাধ।
তবে যে হইব সদা শিবের প্রসাদ ॥
বিধিমুখে এই বাক্য শুনি প্রজাপতি।
উদ্দেশে করিল বারাণসীরে প্রণতি ॥
দশ দিক্‌পাল নব গ্রহ সিদ্ধ সাধ্য।
পুষ্পবৃষ্টি করে বাজে দুন্দুভির বাদ্য ॥
জয় শব্দ করি লয় শঙ্করের নাম।
সংপুটে দেবতাগণ করিল প্রণাম ॥
ঈশ্বর কৈলাসে যাইতে হইলা উন্মুখ।
হেন কালে দেবঋষি করিলা কৌতুক ॥
নাটেতে শঙ্কর তুষ্ট জানেন নারদ।
ডাকিয়া আনিল হাহা হুহু চিত্ররথ ॥
গন্ধর্ব্বে ধরিল তাল গায়ন কিন্নর।
নারদের সঙ্গে নাচে যত বিদ্যাধর ॥
তৌর্য্যত্রিক বিদ্যায় প্রভুর হইল দৃষ্টি।
রামকৃষ্ণ দাস মাগে মনের অভীষ্টি ॥ ৮ ॥

শিবগুণগান

রাগ ॥

আনন্দে নারদ নাচে শিবের সভায়।
পাক দিয়া দিয়া ফেরে উচ্চস্বরে গায় ॥
করতাল মন্দিরা যন্ত্র করিয়া সহায়।
তাথই তাথই থই মৃদঙ্গ বাজায় ॥১॥
নমোস্তু তে নমোস্তু তে শিবায় শিবায়।
জটাজূটকালকূটধরায় হরায় ॥ ধ্রু ॥
হুতাশন ভব্য সর্ব্ব দেবময় কায়।
বাসুকি রূপেতে বাসুদেব বুঝি প্রায় ॥
তিন গুণে তিন চক্ষু ভ্রূভঙ্গ লীলায়।
সৃজে পোষে নাশে হর আপন ইচ্ছায় ॥২॥
কোপদৃষ্টে সৃষ্টি নাশে হরিষে জীয়ায়।
পীযূষ বরিষে যদি চাহে করুণায় ॥
শিব যাহে তুষ্ট তাহে ত্রিদেব সহায়।
শঙ্কর ভজিলে ঘুচে শমনের দায় ॥৩॥
মহাদেবনিন্দক শরণ নাহি পায়।
দৃষ্টান্তে দেখহ দক্ষে কে বা পাতিআয় ॥
শিবভক্তি বিনে ধর্ম্ম সকল বৃথায়।
রামকৃষ্ণ দাস রচে হরের কৃপায় ॥৪॥৯॥

পালা সাঙ্গ ॥

ময় ও তারকের উপাখ্যান

ত্রিপদী ॥

পাতালে পুণ্ডরীকাক্ষ বধিলেক হিরণ্যাক্ষ
মায়াময় বরাহশরীরে।
হিরণ্যকশিপু শ্রেষ্ঠ যতেক দৈত্যের সৃষ্ট
নরসিংহ বধিল তাহারে ॥
বলবন্ত হৈল বলি বামনরূপেতে ছলি
বিষ্ণু তারে রাখিল সুতলে।
দানব তারক ময় পাইয়া বড়ই ভয়
তপস্যা করিলা সিংহাকুলে ॥১॥
ভাই রে, ময় পূজা করে মহেশ্বরে।
শুক্র দিল উপদেশ বশ হইল ব্যোমকেশ
শতেক বৎসর অনাহারে ॥ ধ্রু ॥
মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুঞ্জয় দেখিয়া দানব ময়
এই বর করিলা প্রার্থনা।
সিদ্ধি মোর হব যোগ ভুঞ্জাবে অশেষ ভোগ
নানা মায়া করিব সৃজনা ॥
বিশ্বকর্ম্মা দেবরূপী জানেন অনেক শিল্পি
কত তাঁর করিব সাধনা।
দৈত্য দানবের পুরী আমি যেন সৃষ্টি করি
পূর্ণ কর আমার কামনা ॥২॥
হইব অভীষ্ট পূর্ণ এই বর দিয়া তূর্ণ
অন্তর্ধান হইলা শঙ্কর।
তারক তপস্যা করে ঊর্দ্ধপদে নিরাহারে
জল ধূম পিয়ে নিরন্তর ॥
দেখিয়া তাহার কষ্ট ব্রহ্মা তারে হৈলা দৃষ্ট
অষ্ট লোচন চতুর্ম্মুখে।
দাণ্ডাইয়া হংসপৃষ্ঠে বচন অমৃতদৃষ্টে
স্নিগ্ধ কৈল তপের ময়ূখে ॥৩॥
কৃপায় কহিল বিধি হইল সঙ্কল্প সিদ্ধি
বর মাগ যেই লয় চিত্তে।
দিতে পারি চতুর্বর্গ দেবের বৈভব স্বর্গ
অমরত্ব নাঞি পারি দিতে ॥
তারক বলিল প্রভু মরণ না হৈয়ে কভু
শক্রহস্ত নারায়ণ স্থানে।
গ্রহ দিক্‌পাল মধ্যে না হইব কার বধ্যে
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৪॥৬॥

যুদ্ধযাত্রা

পয়ার ॥

অস্তু অস্তু বলি বিধি গেলা ব্রহ্মলোকে।
কৃতকার্য্য হইয়া ময় দানব তারকে ॥
যোগবলে ময় সৃজিল দুই রথ।
আড়ে দিগে জোড়ে এক এক ক্রোশ পথ ॥
ময়ের কাঞ্চনরথ চারি চক্রে চলে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদন তাহার উপরে ॥
চামর কিঙ্কিণী সাজে ধ্বজায় ভল্লুক।
রথের উপরে পক্ষ যত মাংসভুক ॥
রথের বাহন তার সম্মুখে হর্য্যক্ষ।
ডাহিনে বামেতে কোক পশ্চাতে ঋক্ষ ॥
অনেক পাথর রথে নানা জাতি বৃক্ষ।
নানা অস্ত্রশস্ত্র তাহে চলে অন্তরীক্ষ ॥
তারকের রথখান নির্ম্মাণ আয়সে।
ছাইল রথের ধ্বজা আতাই বায়সে ॥
অষ্টচক্র রথে তার বাহন শার্দ্দূল।
নানা অস্ত্র করে ধরে খড়্গ শক্তি শূল ॥
এইরূপে আসিয়া দানব দুই জনে।
প্রণাম করিল আসি মায়ের চরণে ॥
প্রহ্লাদের পুত্র তথা আইল বিরোচন।
মায়েরে কহিল পূর্ব্ব দুঃখের কারণ ॥
বলি খাইয়া বলি রাজা রহিলা পাতালে।
না জানি তাহার দিন ফিরে কত কালে ॥

তুমি দুঁহে লও যদি স্বর্গের রাজত্ব।
তবে রক্ষা পায় দৈত্যগণের মহত্ত্ব॥
বলির নন্দন বাণ একশত বাহু।
লম্ব প্রলম্ব আইল হয়গ্রীব রাহু॥
দ্বিশিরা ত্রিশিরা আইল মেঘবর্ণ শ্যাম।
আর দৈত্য দানবের কত লব নাম॥
এক পদে চলে কেহ কেহ বা দ্বিপদে।
ভয়ঙ্কর সবাকার শরীর পরিচ্ছদে॥
কেহ অশ্বে চাপিয়াছে কেহ বা কুঞ্জরে।
কেহ উটে কেহ বৃষে কেহ চড়ে খরে॥
সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে দিয়া কড়িয়ালি।
মহিষে চড়িয়া আইসে কেহ মহাবলী॥
একত্র হইয়া সব সৈন্য সেনাপতি।
দেবতার পুরে গিয়া বেড়ে রাতারাতি॥
ময় তারকে বেড়ে ইন্দ্রের নগরী।
বাণ বলিষ্ঠ গেল সংযমনী পুরী॥
গেল রাহু কিশোর চন্দ্রের বিভাবরী।
কেহ নাঞি যায় মাত্র কৈলাসের পুরী॥
অলকা না গেল দৈত্য শঙ্করের ভয়।
লম্ব প্রলম্ব গেল বরুণ আলয়॥
স্বর্ভানু বরাহ হয়গ্রীব তিন জনে।
সূর্য্যেরে সাজিল ধাড়ি পবনগমনে॥
ছাইল দানব দৈত্য পৃথিবী আকাশ।
দেখিয়া দেবতাগণে লাগিল তরাস॥
একত্র হইয়া ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল।
দক্ষিণ দিকের যোদ্ধপতি কাল॥
মহিষ বাহন তাঁর করে দিব্য দণ্ড।
অনেক কিঙ্কর সঙ্গে ভীষণ প্রচণ্ড॥
মৃত্যু সেনাপতি সঙ্গে চৌষট্টি রোগ।
নৈঋ‍র্ত সহিত হইয়া সহযোগ॥
কুবের উত্তর দিশে লৈয়া যক্ষসেনা।
মনুষ্যবাহন রথে উড়ে নীল বানা॥
বরুণ পশ্চিমে নিয়োজিল সুরেশ্বর।
চন্দ্রবর্ণ অশ্ব রথে ধ্বজায় মকর॥
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত চতুর্দন্ত।
উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গেতে চলিলা জয়ন্ত॥
রথেতে মাতলি আছে আবরিয়া পূর্ব্ব।
দেবতা অসুরে যুদ্ধ হইল অপূর্ব্ব॥
হইল দারুণ যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
অস্ত্রে অস্ত্রে বাজে যেন পড়ে ঝনঝনা॥
নানা বর্ণে বানা উড়ে বাজে বাদ্যভাণ্ড।
মহাকোলাহল শব্দ পূরিল ব্রহ্মাণ্ড॥
ইন্দ্রের বজ্রের শব্দে কানে লাগে তালা।
কেহ বা পুড়িয়া মরে কেহ হয় কালা॥
বড় বড় নাগগণের বিষজ্বালা।
সেনাগণ পুড়িয়া করিল ঝালাপালা॥
পাঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়ে কুবেরের গদা।
বরুণের পাশে সেনাপতি যায় বান্ধা॥
উপরে বরিষে হিম রথে নিশাকর।
বড় বড় দৈত্য শীতে কাঁপে থর থর॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ময় মায়াময়।
অন্ধকার কৈল মেঘে নাহি পরিচয়॥
অন্য পর নাহি চিনে যতেক দেবতা।
যুদ্ধ ছাড়ি পালাইলা হৈয়া একভিতা॥
মেঘেতে সঞ্চরে নাহি চান্দের কিরণ।
মায়াযুদ্ধে ময় জিনিলেক সেই রণ॥

বিষ্ণুর যুদ্ধযাত্রা

দেবতার পরাভব দেখি নারায়ণ।
প্রকাশ হইলা কোটি চান্দের কিরণ॥
গরুড় বাহন যেন সুমেরুশিখর।
তাহার উপরে যেন নীল গিরিবর॥
অষ্ট বাহু দীর্ঘ যেন অষ্ট শিখর।
সূর্য্য সমান তেজ সুদর্শনধর॥

পাঞ্চজন্য শঙ্খ গম্ভীর শব্দ শুনি।
দৈত্য দানব সব ভরিল ধরণী॥
শারঙ্গে টঙ্কার দিল ঝাঁকিয়া নন্দক।
বক্ষস্থলে কৌস্তভ করয়ে ঝক্ ঝক্॥
গদা ফিরাইয়া হল মুষল নিহানে।
দৈত্য দানব যত ভয়ে কাঁপে স্থানে॥
দেবজয় বলি জীব ডাকে উচ্চস্বরে।
ভৃগুপুত্র বলে স্বস্তি সদাস্ত অসুরে॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল দেখি নারায়ণে।
মৃত শরীরে যেন পাইল জীবনে॥
যুঝিতে আইলা সবে প্রভু বিদ্যমানে।
চরণ বন্দিল সঙ্গে অস্ত্র সবাহনে॥
দেবগণে দেখি কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
মেঘগম্ভীর শব্দ বলিল ডাকিয়া॥
ব্রহ্মার বরেতে ময় নানা মায়া জানে।
মায়া নাশ কর সবে যুঝ প্রাণপণে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা হৃষ্ট দেবসেনা।
অনেক দুন্দুভি বাজে বিরোধ বাজনা॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
তারক ময়ের গীত হরিবংশমতে॥

ময় ও তারকের পরাভব

পয়ার

ময় তারক যুদ্ধ করে অন্তরীক্ষে।
বরিষয়ে রণমধ্যে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষে॥
বজ্রেতে পুড়িয়া ভস্ম কৈল শৈল শাখী।
ধাইল তারক বীর পুরুহূত দেখি॥
যুঝ যুঝ গরুড়ধ্বজেতে কৃষ্ণ গর্জ্জে।
রহ রহ বলি দৈত্য দানব সে তর্জ্জে॥
শরাঘাতে জর্জ্জর করিয়া ঐরাবতে।
ক্রোধে বিন্ধিলেক শক্রে শর এক শতে॥
ময় দানব মোহ অগ্নি করে বৃষ্টি।
করিল নির্ব্বাণ যত বরুণের সৃষ্টি॥
ময় দেখি ঝড় বৃষ্টি সৃজিলেক মায়া।
রণভূমি পর্ব্বতে করিল এক ছায়া॥
পর্ব্বতেতে নাহি ভেদে চন্দ্রমার পালা।
বাহিরে সে ঝড় বৃষ্টি করে মেঘমালা॥
অথ দেবরাজের সে সহস্রেক চক্ষে।
বিন্ধিলেক ময় দানব বাণ এক লক্ষে॥
সুরগণ হতবুদ্ধি হৈলা বিসম্বাদে।
যত দৈত্য দানব করয়ে সিংহনাদে॥
পবমানে ভগবান্ কহিলেন ভেদ।
এই মায়া কর ভস্ম তুমি জাতবেদ॥
শুনি বহ্নি বায়ব এই ত দুই মিত্রে।
মায়া কৈল ভস্মরাশি নিমিষেক মাত্রে॥
যত দৈত্য দনুপুত্র আশ্রয়ের ভঙ্গে।
কার শক্তি করে যুদ্ধ জগদীশ সঙ্গে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভকত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥

কালনেমির যুদ্ধ

মহাবীর কালনেমি যারে কম্পমান ভূমি
যে চলিতে চলে মহীধর।
কশ্যপ তাহার পিতা তাঁরে হৈল বরদাতা
বাড়ে সেই সুমেরু সোসর॥
যুদ্ধেতে তারক ময় পাইলেক পরাজয়
কালনেমি শুনিলেক কাণে।
নাহি হেন হস্তী হয় তারে যে বাহনে বয়
রথ তারে নাহি টান মানে॥১॥
ভাই রে, কালনেমি চলিল সমরে।
চলে সেই পদব্রজে আবর্ত্তে সমান গর্জ্জে
ভয়ে মহী টলমল করে॥ ধ্রু॥

মন্দর সদৃশ কায় এক শত মাথা তায়
মুকুট কুণ্ডল করে আল।
প্রচণ্ড শতেক হস্ত ধরে তায় নানা অস্ত্র
ছাঁড়িয়া মেঘের হেন কাল॥
লোহিত বসন অঙ্গে চতুরঙ্গ দল সঙ্গে
কবচেতে আচ্ছাদে শরীর।
দশনে অধর চাপে ওষ্ঠ পাকাইয়া কাঁপে
গোঁফে তোলা দেই মহাবীর॥২॥
তাহার নিঃশ্বাস ঝড়ে গাছ উপাড়িয়া পড়ে
ধূলায় হইল অন্ধকার।
ব্যালিশ বাজনা বাজে আইল সমর মাঝে
সুরগণে লাগে চমৎকার॥
নানা বর্ণে উড়ে বানা আসিয়া দিলেন হানা
যে দিকে আছিল দণ্ডধর।
যম তারে মাল্য দণ্ড দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড
কালনেমি বলে ধর ধর॥৩॥
পালাইল ধর্ম্মরাজ আদিত্য পাইল লাজ
আকর্ণ পূরিয়া শর বিন্ধে।
তারা হেন বাণ ছুটে কাঁটা যেন তারে ফুটে
হাসিয়া রবিরে সেই নিন্দে॥
কুবের পুষ্পকে চড়ি দোহাতিয়া গদাবাড়ি
মারিলা আসিয়া তার পৃষ্ঠে।
রামকৃষ্ণ দাস গায় দানব ফিরিয়া চায়
কেহ নাহি রহে তার দৃষ্টে॥৪॥

কালনেমি ও বিষ্ণু

ঘোষা॥

রাম বল রে ভাই শিব বল।

পয়ার॥

ইন্দ্র বজ্র হানিল তাহার বক্ষস্থলে।
কালনেমি বলে ইন্দ্র পুষ্পগেঁড়ু খেলে॥
এই বলে তুমি বলাইলে দেবরাজ।
আমারে প্রহার কর নাহি বাস লাজ॥
অভেদ্য কবচ আছে আমার শরীরে।
কি করিতে পারে আমা বজ্রের প্রহারে॥
শশকের ঠাঞি কিবা সিংহের বিক্রম।
বিষ্ণুরে ভেঠাইয়া দেও যে আমার সম॥
বৈকুণ্ঠের মুখেতে চলিলা কালনেমি।
আকাশের পথে নানা স্থান ফিরে ভ্রমি॥
হেন কালে বিষ্ণু দেখে গরুড় উপর।
সুমেরু উপর যেন নব জলধর॥
সপীতবসন যেন খেয়াল বিজুলি।
কালনেমি বলে বটে মকরকুণ্ডলী॥
প্রফুল্ল কমল যেন প্রভুর লোচন।
লোকমুখে শুনি এই বিষ্ণুর লক্ষণ॥
মণিময় অলঙ্কার সাজিয়াছে তনু।
বৈজয়ন্তী মালা যেন দেখি ইন্দ্রধনু॥
স্বর্ণসূত্র কৌস্তুভ শ্রীবৎস উরে সাজে।
অস্ত্র শস্ত্র ধরিল প্রকাণ্ড অষ্ট ভুজে॥
সুরগজশুণ্ড হেন দেখি দুই উরু।
এই হরি হয় দেবতার কল্পতরু॥
বিষ্ণুরে দেখিয়া সেই ঢুলাইল মাথা।
কালনেমি সঙ্গে যুদ্ধ আজি যাবে কোথা॥
পালাইয়া ছিল দৈত্য দানবের দল।
কালনেমি দেখিয়া সবার বাড়ে বল॥
ময় তারক তার হইল অনুবল।
হয়গ্রীব আর লম্ব প্রলম্ব বাস্কল॥
শ্বেতবরাহ রথে বিরোচন বাণ।
স্বর্ভানু কিশোর আর চামর প্রধান॥
এই সব সেনাপতি তপস্যার ফলে।
সকল দৈত্যের সাথী হয় এককালে॥
কালনেমি বেড়ি চলে দানব অনেক।
মন্দরের আশেপাশে যেহেন বল্মীক॥

বিষ্ণুকে দেখিয়া দর্পে বলে কটুবাণী।
ইহা হইতে দনু দিতি হৈলা অপুত্রিণী॥
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই ভাই।
তাঁহারে বধিয়া এই পাইলেক লাই॥
মধু আর কৈটভেরে না পারিয়া যুদ্ধে।
প্রার্থনা করিয়া বর তাঁরে তবে বধে॥
বলিরে ছলিয়া দানে লইলেক স্বর্গ।
রাজ্য করে ইহা হইতে যত সুরবর্গ॥
বৃত্র বধ করিতে ইন্দ্রের কিবা শক্তি।
ব্রহ্মবধ করিলেক ইহার কুযুক্তি॥
যতেক দানব দৈত্য বধিলেক শক্র।
শুনিল সকল ভাই বিষ্ণুর কুচক্র॥
কালি বাসি নাহি হয় দানবের হাণ্ডি।
সবার ঘরেতে হইল পুঞ্জ পুঞ্জ রাণ্ডি॥
দৈত্য দানবের বধূ করিল বিধবা।
দূর হইল হস্ত কর্ণ সীমন্তের শোভা॥
দৈত্য দানবের পক্ষে এই কালানল।
দেবতার মধ্যে বিষ্ণু স্বভাবেতে খল॥
ডাকিয়া বলিল শুন ইন্দ্রের অনুজ।
আমার যুদ্ধেতে তুমি হইলে অষ্টভুজ॥
যত দৈত্য দানবের হইয়াছ শাস্তা।
মোর এক চাপড়েতে নাহি তোর আস্তা॥
এত দিনে বধিলে যে দৈত্য দানব।
সে কালে না ছিল কালনেমির উদ্ভব॥
কালনেমির উত্তরে হরির হইল হাস্য।
শূকর গর্জ্জয়ে নাহি রোষয়ে পঞ্চাস্য॥
বড় বড় ডাকিলে সমর নাহি জিনি।
যত দৈত্য দানবেরে গণিলে আপুনি॥
কেহ জ্ঞাতি বন্ধু হয় কেহ হয় সখা।
তা সভার সঙ্গে আজি করাইব দেখা॥
শত মুণ্ড শত হস্ত তোমার শরীরে।
পর্ব্বত প্রমাণ মূর্ত্তি দেখ আপনারে॥
এই অহঙ্কারেতে জন্মসি দুরাক্ষর।
তুলারাশি পুড়িতে কি অগ্নির দুষ্কর॥
কৃমি কূর্ম্ম জলৌকার আছে শত পদ।
তবে কি না হয় সেই সম গূঢ়পদ॥
যত শক্তি আছে আগে করহ পরীক্ষা।
আমার প্রহারে পাছে না হইব রক্ষা॥

কালনেমির মৃত্যু

এতেক শুনিয়া শত হাতে একবারে।
এক শত অস্ত্র শস্ত্র করিল প্রহারে॥
ইন্দ্রের কুলিশ যেন না ফুটে মন্দরে।
তেন অস্ত্র নাঞি ভেদে হরির শরীরে॥
হরিরে চালিতে যদি না পারিল রণে।
এক শত হস্ত দিয়া গরুড়েরে ঠেলে॥
ক্রোধে পক্ষরাজ চঞ্চু হানে তার চক্ষে।
নখের আঁচড় ঠাঞি ঠাঞি থুইল বক্ষে॥
কালনেমি গরুড়ের উপাড়িল পাখা।
গদার প্রহারে তার ওড়াইল আখা॥
মর্ম্মবেদনা পাইল উপজিল কম্প।
পক্ষরাজ করিল পৃথিবী অবলম্ব॥
গরুড় কাতর দেখি দেব জগন্নাথ।
ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি হইলা সহস্রেক হাত॥
পৃথিবীতে চরণ মুকুট সত্যলোকে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখি দানব চমকে॥
কালনেমি মনে করে আমি বড় বীর।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া দেখি বিষ্ণুর শরীর॥
কালরূপ দেখি রিপু ছাড়িল নিশ্বাস।
উড়িল যতেক মেঘ ছাড়িল আকাশ॥
বিষ্ণুর সহস্র কর ব্যাপিল অম্বরে।
শতেক সূর্য্যের তেজ সুদর্শন ধরে॥
উষ্ণীষ মুকুট আর কুণ্ডল সহিতে।
এক এক মুণ্ড হরি কাটে এক হাতে॥

দানবের হস্তপংক্তি কদলী[র] দণ্ড।
অঙ্গদ বলয়া সঙ্গে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
মুষল মুদ্গার গদা শক্তি শূল জাঠি।
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে হস্ত পাড়ে কাটি কাটি॥
গিরিশৃঙ্গ হেন পাড়ে মাথা এক শত।
এক হস্ত জুড়ি পড়ে দিনেকের পথ॥
কাটা কন্ধ শোণিতের শুনি খলখলি।
রক্তের নির্ঝর ভাসে সেই রণস্থলী॥
নাড়া মুড়া পর্ব্বতের হেন দেখি কায়।
মুণ্ড হস্ত নাহি তবু দাণ্ডাইয়াছে ঠায়॥
পক্ষরাজ তাহারে মারিল পাকশাট।
যুড়িয়া পড়িল দশ দিবসের বাট॥
পৃথিবী কাঁপিল ভরে উথলে সাগর।
রামকৃষ্ণ দাস কহে শিবের কিঙ্কর॥

ব্রহ্মলোকে বিষ্ণু

দীর্ঘছন্দ॥

অনেক দুন্দুভি বাজে দেবসেনাগণ সাজে
লাজে পালাইল দৈত্যসেনা।
রণে বিরোচন ময় তারক পাইয়া ভয়
রাহু সঙ্গে করিল মন্ত্রণা॥
দেখি বিষ্ণু বিদ্যমান গেলা সবে নিজ স্থান
দেবগণ গেলা নিজবাসে।
যার যেই অধিকার পাল্যা সবে পুনর্ব্বার
পুষ্পবৃষ্টি পাইল আকাশে॥১॥
ভাই রে, জয় জয় ধ্বনি ত্রিভুবনে।
যতেক অমরবধূ সবে বলে সাধু সাধু
হরিষে প্রশংসে নারায়ণে॥
ব্রহ্মা আসি বিষ্ণুপদে অর্চ্চিলেন স্তুতিবাদে
সঙ্গে তাঁর তুম্বুরু নারদ।
সুপর্ণে চাপিয়া হরি চলিলা ব্রহ্মার পুরী
কালনেমি হৈল যদি বধ॥
ব্রহ্মপুরী চতুর্দ্দ্বার কাঞ্চন প্রাচীর তার
পরিখা সদৃশ সুরনদী।
সুরদ্রুম সারি সারি ফল পুষ্পে মনোহারী
তলে উচ্চ মনোহর বেদি॥২॥
সম্মুখে যজ্ঞের কুণ্ড বেদেতে ব্যাকুল তুণ্ড
হস্তে স্রুব করয়ে হরণ।
এইরূপে আছে বসি যত সব ব্রহ্মঋষি
হোমধূমে ব্যাপিল গগন॥
সুরভি ব্রহ্মার গাভী সভারে যোগায় হবি
দুগ্ধ দধি যে চাহি যখনে।
সমিৎ কুসুম কুশা বুঝিয়া হোতার আশা
কল্পতরু যোগায় সঘনে॥৩॥
মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু
আদি দক্ষ বশিষ্ঠ সহিতে।
জন্মাল্য পঙ্কজজন্মা আপন সদৃশকর্ম্মা
নব ব্রহ্মা পুরাণ ভারতে॥
সনকাদি চারি জন সনৎকুমার সনাতন
সনন্দ বিষ্ণুর পারিষদ।
গায় রামকৃষ্ণ দাসে ব্রহ্ম পুত্র ত্রয়োদশে
চতুর্দ্দশে হইলা নারদ॥৪॥

দেবাসুরের সান্ত্বনা

পয়ার॥

ব্রহ্মলোকে এইরূপে আছেন শ্রীহরি।
নাম যজ্ঞেশ্বর তাঁর তিঁহো অধিকারী॥
এথাতে কশ্যপ প্রজাপতি দেবাসুরে।
সমঞ্জস করিল লৌকিক ব্যবহারে॥
শুন দেবগণ কেহ না করিহ বাদ।
কেহ হার কেহ জিন আমার বিষাদ॥

এক ভার্য্যা শোকে কান্দে আর ভার্য্যা হাসে।
দুঁহেতে কন্দল করে রজনী দিবসে॥
অদিতির দেবতা দিতির যত দৈত্য।
দানব যতেক সব দনুর অপত্য॥
অনা উশার অসুর খসার যক্ষ রক্ষ।
কদ্রুর অপত্য নাগ বিনতার পক্ষ॥
কালার উদরে যত কালকেয়গণ।
সুরসা সর্পের মাতা জানে সর্ব্বজন॥
অরিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব পর্ব্বত।
গো মহিষ সুরভিসুত ব্যাপিল জগৎ॥
ইলার অপত্য বৃক্ষ তৃণ লতা জাতি।
কাষ্ঠা হইতে অশ্ব উঠে গন্ধর্ব্ব উৎপত্তি॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥

হিমগিরির কথা

হিমালয় নামে গিরি পর্ব্বতের অধিকারী
গিরিরাজ করিল বিধাতা।
দিলা তাঁরে রাজদণ্ড যত মহৌষধি ষণ্ড
স্বর্ণাদি পতাকা হিম ছাতা॥
গঙ্গার ঝঙ্কার বাদ্য সেবে তাঁরে সিদ্ধ সাধ্য
অপ্সর কিন্নর বিদ্যাধর।
সকল রত্নের খনি হেম হিরণ্ময় মণি
হীরা নীলা পরশ পাথর॥১॥
জয় জয় যজ্ঞভাগ পাইলা হিমালয়।
যত শৈল জীব জন্তু সবে দেব মূর্ত্তিমন্ত
হিমবন্তে বিরিঞ্চি সদয়॥ধ্রু॥
জম্বুদ্বীপে নব খণ্ড ইহার প্রমাণ দণ্ড
দীর্ঘে পূর্ব্ব পশ্চিম উদধি।
সহস্র যোজন আড়ে স্বর্ণময়ী ভূমি ক্রোড়ে
উত্তরে সুমেরু অবধি॥

শঙ্কর উদ্দেশে শৈল অনেক তপস্যা কৈল
পূজে নিত্য মণিময় লিঙ্গ।
সুমেরু সদৃশ উভে অনেক শিখর শোভে
নানা ধাতু বিরচিত শৃঙ্গ॥২॥
পৃথিবী দুহিল পৃথু শস্যের উদ্ভব হেতু
ধরা হইল ধেনুর আকার।
হিমাচল হইল বাছা পিলেন যতেক ইচ্ছা
তেঞি হইলা রত্নের ভাণ্ডার॥
মহৌষধি প্রস্থ পুরী অট্টালিকা সারি সারি
রাজপথ নগর চত্বর।
বন উপবন বাপী পশু পক্ষী দেবরূপী
আছে কত স্থল জলচর॥৩॥
তিন্দুক তমাল তাল সরল পিয়াল সাল
রসাল মহুল হরিতকী।
পনস খর্জ্জুর জম্বু জম্ভ জাতিফল লেম্বু
বদরী বাদাম আমলকী॥
লবঙ্গ প্রিয়ঙ্গু ভব্য নাগরঙ্গ দেবদারু
নাঙ্গনি লবনি গুড়ত্বক।
অগুরু চন্দন বৃক্ষ অশ্বত্থ কপিত্থ প্লক্ষ
খদির গাম্ভারি আম্রাতক॥ ৪ ॥
সেবে তারে ছয় ঋতু শিবের সেবক হেতু
কুসুম বিকশে পঞ্চবর্ণে।
মত্ত মধুকর গুঞ্জে এ তিন ইন্দ্রিয় রঞ্জে
নয়ন নাসিকা আর কর্ণে॥
চিত্র বিচিত্র বর্ণ মন্দ মন্দ সমীরণ
বহে গন্ধ তুষারের কণা।
মন্দার সন্তান আদি আছে পুষ্প নানাজাতি
কত তার করিব গণনা॥৫॥
কীর কপোত পিকু কালকণ্ঠ কুক রাকু
চকোর চাতক চক্রবাকে।
ময়ূর মরাল চাস খঞ্জন সারস ভাস
স্থলে জলে সুললিত ডাকে॥

শরভ শার্দ্দূল হরি গন্ধমৃগ খড়্গা করী
চমরী সরভ কৃষ্ণসার।
রোহিস মহিষ কিস যূথে যূথে দশ বিশ
ভুজঙ্গম ভল্লুক মার্জ্জার ॥৬॥
নীলমৃগ পালে পালে ঈহামৃগ সঙ্গে চলে
মৃগাদন জম্বুকে হুঙ্কার।
নকুল শল্লকী শশা নানা জাতি আছে মুষা
পরস্পর প্রীত ব্যবহার ॥
দিবসে রবির করে ভ্রমে জন্তু জলে স্থলে
প্রদোষে হিমের প্রাদুর্ভাব।
গহ্বর বিবর বাসে নিবসে হিমের ত্রাসে
নিশি উষ্ণ গুহার স্বভাব ॥৭॥
হিম তার নহে দোষ রক্ষা করে রত্নকোষ
মনুষ্যের নহে সেই গম্য।
আমি কি বর্ণিতে পারি যথা প্রভু ত্রিপুরারি
বিশ্রাম করিলা মনোরম্য ॥
মুনিগণ মধ্যে বসি বলায় হেমন্ত ঋষি
কামরূপী সেই গিরিবর।
রামকৃষ্ণ বিরচিত শুন শিবায়ন গীত
হিমালয় ভজে হরি হর ॥৮॥১॥

মেনকার বিবাহ

ঘোষা ॥

শঙ্কর শঙ্কর ডাক শঙ্কা নাহি যমে।
পাষণ্ড আলাপে মন না ভুল ভরমে ॥

পয়ার ॥

এককালে ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিরিরাজ।
যজ্ঞ আরম্ভিলা হৈল ঋষির সমাজ ॥
দেব পিতৃগণ সঙ্গে হৈলা উপস্থিত।
না রহে গৃহস্থধর্ম্ম না কৈলে যোষিৎ ॥
বিবাহ করিতে আজ্ঞা করিল বেধস।
অনুমতি দিলা পুরোহিত আঙ্গিরস ॥
সোমপা নামেতে আছেন পিতৃদেবতা।
মেনা নামে তাঁর আছে মানসী দুহিতা ॥
ব্রহ্মার বচনে তিঁহো কৈল কন্যাদান।
বিধিমতে বিবাহ করিল হিমবান ॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল গেল দেব ঋষিগণ।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা গিরি দিলা নানা ধন ॥
কত কালে পুত্র তাঁর জন্মিলা মৈনাক।
সহস্র যোজন জোড়ে মৈনাকের পাক ॥
তপস্যা করিয়া পাইল শঙ্করের বর।
জলস্তম্ভ বিদ্যা জানে রাজার কোঙর ॥
তাহার তনয় হৈল ক্রৌঞ্চ নামে গিরি।
চতুর্থ দ্বীপের সেই হইলা অধিকারী ॥
কশ্যপের অপত্য পর্ব্বত সওয়া লাখ।
সত্যযুগে ছিল সেই পর্ব্বতের পাখ ॥
উড়িয়া বুলিতে তারা যেই দেশ চাপে।
সেই রাজ্য নষ্ট করে রাখে কার বাপে ॥
লোকের দুর্গতি দেখি ইন্দ্র লোকপাল।
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে মেঘজাল ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইলা পুরন্দর।
পর্ব্বতে ইন্দ্রেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ॥
বজ্রবাণে কাটে শক্র পর্ব্বতের পাখা।
পবন হইলা তথা মৈনাকের সখা ॥
দক্ষিণ সাগরে গিয়া পশিল শরণ।
মিত্র বলি মৈনাক করিল সম্ভাষণ ॥
সমুদ্র দিলেন স্থল জলের ভিতরে।
পাখা রক্ষা পাইলেক রহিলা সাগরে ॥
আর যত পর্ব্বত আছিলা দেশে দেশে।
সভাকার পাখা ইন্দ্র কাটিল কুলিশে ॥
সেই হইতে অচল হইল যত গিরি।
যুদ্ধ জয় করি শক্র গেল নিজ পুরী ॥

পুত্রের বিচ্ছেদে রাণী করএ ক্রন্দন।
নারদ কহিলা তাঁরে প্রবোধ বচন॥
না কান্দ না কান্দ মেনা স্থির কর মতি।
জন্মিব তোমার কন্যা বড় রূপবতী॥
পুত্র পাসরিবে তুমি সে কন্যার গুণে।
তিন কন্যা হব দুঃখ না ভাবিহ মনে॥
এতেক বলিয়া ঋষি গেলা ব্রহ্মলোকে।
দম্পত্যেতে গিরিরাজ আছেন কৌতুকে॥

আদ্যাশক্তির জন্ম

কত দিনে মেনকা হইলা গর্ভবতী।
তাঁর দেহে আবির্ভাব পাইলেন সতী॥
পৃথিবী ভ্রমিঞা শিব সতীর বিয়োগে।
হিমাচলশৃঙ্গে প্রভু বসিলেন যোগে॥
শিবের সমাধি দেখি পর্ব্বতের রাজা।
দূরে থাকি তাঁহারে করেন নিত্য পূজা॥
যোগে মহাযোগী গিরি শিবে দৃঢ় ভক্তি।
এই হেতু তাঁর গৃহে গেলা আদ্যাশক্তি॥
পূর্ণ গর্ভ হইলা মেনার লোকাচারে।
প্রসব হইলা রাণী সূতিকা আগারে॥
উদয় করিল যেন পূর্ণিমার রাকা।
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত হইলা মেনকা॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া কন্যা করয়ে রোদন।
উমা উমা ধ্বনি তাঁর শুনে সর্ব্বজন॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজিল আকাশে।
জয় জয় হুলাহুলি কুসুম বরিষে॥
হীরার ধারেতে তাঁর কৈল নাভিচ্ছেদ।
স্নান করাইল কন্যা উচ্চারিল বেদ॥
হরিষে হেমন্ত ঋষি কৈল জাতকর্ম্ম।
কন্যার জনমে যেন আছে কুলধর্ম্ম॥
ছয় রাত্রে ষষ্ঠীপূজা করাইল ঋষি।
রক্ষক বেড়িয়া জাগে যত দাস দাসী॥

যেই দিনে দুর্গার হইল আবির্ভাব।
সেই হইতে হেমন্তের বাড়িল প্রভাব॥
দশ দিক্ সুপ্রসন্ন অনিল অনল।
জ্যোতির্গণ সুপ্রকাশ কৈল নভস্থল॥
বন্ধুগণ মধ্যে দুর্গা সবার দুর্ল্লভা।
মোহিল সবার চিত্ত হরের বল্লভা॥
সপ্ত মাসে তথাতে আইলা সপ্ত ঋষি।
হাহা হুহু সঙ্গে আইলা মেনকা উর্ব্বশী॥
মেনকা অপ্সরা রাজমহিষীর সই।
মঙ্গল গাইয়া সে বিলায় দই খই॥
নৃত্য গীত মহোৎসব বিবিধ বাজনা।
আইলা তথায় দেবঋষির অঙ্গনা॥
হোমকর্ম্ম সমাপিয়া কন্যার প্রাশন।
দেবপুরোহিত কৈল নামকরণ॥
পর্ব্বতে হইল জন্ম নামেতে পার্ব্বতী।
হিমালয়সুতা তেঞি হৈলা হৈমবতী॥
উমা উমা ধ্বনি হৈল ভূমিষ্ঠের কালে।
কেহ কেহ তেকারণে উমা উমা বলে॥
এই দেবী মহামায়া হৈব তপস্বিনী।
উমা শব্দে নিষেধিব ইহাঁর জননী॥
গৌরী নাম হইব সহজে গৌরবর্ণা।
তপস্যার কালে নাম হইব অপর্ণা॥
বহুনাম বহুরূপ তোমার নন্দিনী।
পূর্ব্বজন্মে ছিলা সদাশিবের গৃহিণী॥
এতেক বলিয়া গুরু গেলা নিজালয়।
শুনিঞা সন্তোষ চিত্তে হৈলা হিমালয়॥
সপ্ত ঋষি নিজস্থানে করিলা গমন।
বিদায় হইল যত দেবদেবীগণ॥
মেনার মন্দিরে শোভে সর্ব্বমঙ্গলা।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রমার কলা॥
এক এক অক্ষর বচন তাঁর ফুটে।
হামাকুড়ি বুলে আলগছি দিয়া উঠে॥

এক দুই পদ চলে হাসে খলখল।
মাণিক্য প্রসবে যেন মুকুতার ফল॥
এইরূপে মোহে গৌরী যত জ্ঞাতি বন্ধু।
গৌরীকে দেখিয়া মজে আনন্দের সিন্ধু॥
বিন্ধিলা নাসিকা কর্ণ দিলা অলঙ্কার।
কেয়ূর বলয় করে উরে মণিহার॥
কিঙ্কিণী কনকপত্র পাটের ঘাঘরী।
চরণে নূপুর বাজে রত্নের পাউড়ি॥
দশ বিশ শিশু সঙ্গে লইয়া পুতুলি।
বসন ভূষণ দিয়া করে শিশুকেলি॥
শঙ্খ স্বস্তিক লিখে বাটিয়া পিঠালি।
মৎস্য পক্ষ বৃক্ষ লিখে বিচিত্র দেহলি॥
দুই তিন চারি গেল পঞ্চ বৎসরে।
বাপের নিকটে দুর্গা বালক্রীড়া করে॥
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিত।
শিবায়ন গীত রামকৃষ্ণ বিরচিত॥২॥

নারদের উপদেশ

শ্রীরাগ॥

বাপের নিকটে বালা বরণে চম্পকমালা
বর্ণিতে রূপের নাহি সীমা।
মুনি বলে কালক্রমে কুসুমে কুসুম জন্মে
তনু নহে পুষ্পের প্রতিমা॥
মুখ পদ্ম সমতুল ইন্দীবর তিলফুল
মন্দার বিকশে মন্দ হাসি।
কুন্দের কলিকা তাহে অতি সুকোমল কাএ
পরশে শিরীষ পুষ্পরাশি॥১॥
গিরিরাজ, দেখি কন্যা বড় সুলক্ষণা।
তুমি বড় ভাগ্যবান্ বাড়িল তোমার মান
এই কন্যা শিবের অঙ্গনা॥ধ্রু॥
কর তামরস গঞ্জে চরণে শোণিত রঞ্জে
পদ্মিনী জন্মিলা তব বাসে।
দেখ নাসিকার শ্বাস পদ্মের সমান বাস
ভ্রমর গুঞ্জরে আশেপাশে॥
বাক্য মকরন্দকণা ইহ সে যতিস্বপনা
ভাঙ্গিব রুদ্রের যথাকালে।
মেনা পুণ্যবতী ধন্যা উদরে ধরিল কন্যা
আমি সবিশেষ জানি ভালে॥২॥
শঙ্কর সতীর শোকে নাহি যায় সত্যলোকে
নাঞি রহে মন্দর কৈলাসে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিবিষদ আমি তার পারিষদ
কারেহ না চাহিয়া সম্ভাষে॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমিঞা সকল তীর্থে
আইলা তোমার গিরিকূটে।
যোগেতে আছেন হর একেশ্বর দিগম্বর
গঙ্গা মাত্র আছে জটাজুটে॥৩॥
ললাটে চাঁদের ছটা যেন চন্দনের ফোঁটা
তেঞি শশী আছে কত ভাগ্যে।
গলে রাখে অস্থিমাল পেলাইয়া বাঘছাল
উন্মনা হইলা বৈরাগ্যে॥
নাগেন্দ্র আছেন সঙ্গে উত্তরী হইয়া অঙ্গে
প্রমথ নাহিক একজন।
বৃষভ নাহিক সাথে অস্ত্র মাত্র নাহি হাথে
নন্দিরে করিল সমর্পণ॥৪॥
নন্দি রক্ষা করে পুরী কৈলাসেতে অধিকারী
অনুবল আছে মহাকাল।
মালঞ্চ রক্ষক ভৃঙ্গি ভৈরব তাহার সঙ্গী
বেতাল বটুক ক্ষেত্রপাল॥
এথা প্রভু ভগবান্ বিরলে ধরিয়া ধ্যান
এইরূপে আছে চিরকাল।
ছাড়িয়া সংসার আশ আরম্ভ করিলা ন্যাস
এড়াইয়া সকল জঞ্জাল॥৫॥
তুমি ধর মোর শিক্ষা পার্ব্বতীরে দেও দীক্ষা
অবিলম্বে হৈব কার্য্য সিদ্ধি।

কর্ণে দেই মহামন্ত্র পূজার পটল তন্ত্র
পার্থিব লিঙ্গের যেন বিধি ॥
এই কন্যা মহামায়া মহেশ্বরের জায়া
মহিমা বলিতে কে বা পারে।
রামকৃষ্ণ গায় গীত তোমারে কহিল হিত
অল্প জানি কর অহঙ্কারে ॥৬॥৩॥

তারক বধের উপায়

পয়ার ॥

এতেক বলিয়া মুনি বীণা বাজাইয়া।
চলিলা অম্বরপথে শঙ্কর গাইয়া ॥
গোবিন্দ মুকুন্দ মধুসূদন মাধব।
গঙ্গাধর গিরীশ ভবানীকান্ত ভব ॥
অনন্ত কেশব শিব গায় একভাবে।
পুলকিত শরীর নয়নে জল স্রবে ॥
মুনি দেবসভা গেলা পরম আনন্দে।
চিন্তিত দেখিলা যত বৃন্দারকবৃন্দে ॥
নারদ দেখিয়া সভে হইলা হরিষ।
ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মার সদৃশ ॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে বসাইল আসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি মাল্য চন্দনে ॥
বৃহস্পতি নারদে কহিল এই কথা।
তারক হইতে বড় হইল বিতথা ॥
কশ্যপের পুত্র সেই দনু তার মাতা।
তপে তুষ্ট হইয়া বর দিলেন বিধাতা ॥
দেবতার অবধ্য বড়ই বলবন্ত।
তাঁহার সহিত দৈত্য দানব দুরন্ত ॥
যেই দিক্‌পালের উত্তম যেই দ্রব্য।
সকল হরিয়া লৈল হরে হব্য কব্য ॥
নিত্য পুরন্দর গাঁথে পারিজাতমালা।
যোগানিঞা জয়ন্ত জোগায় পুষ্পডালা ॥
অনন্ত নাগের রাজা আছেন পাতালে।
তারক তথায় উপস্থিত এককালে ॥
নাগের বিষের শ্বাসে না হৈল মরণ।
অনন্ত দিলেন তাঁরে মাণ মহাধন ॥
যত দেবগণ সভে ত্রাসে অনুনয়।
তথাপি দেবতা প্রতি না হয় সদয় ॥
এতেক শুনিঞা তথা কহিলা নারদ।
সভে মেলি দেখ গিয়া বিরিঞ্চি[র] পদ ॥
দৈত্য দানব যত তাঁর বরে উঠে।
কথো কাল গেলে সেই তাঁর চক্রে টুটে ॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলা সত্যলোকে।
দেবগণ আগে করি চলিলা পাবকে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর গুরু অষ্ট বসু।
ভগ মিত্র বরুণ তুষিত আর অংশু ॥
ধর্ম্মরাজ রাজরাজ নৈঋর্ত পবন।
অগস্ত্য পৌলস্ত্য আদি যত তপোধন ॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল চতুর্ম্মুখে।
মলিন বদন বিধি সভাকার দেখে ॥
জিজ্ঞাসা করিলা ব্রহ্মা মধুর বচনে।
কহ তুমি সব এথা আল্যে কি কারণে ॥
দেবগণ বলে প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের স্বামী ॥
নমস্তে চতুরানন জগদেকপিত্রে।
নমস্তে ত্রিগুণাত্মক নমস্তে বিধাত্রে ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত সুরগণ।
সভাকার প্রমুখ বলেন হুতাশন ॥
দানবের তরে তুমি কেন দিলা বর।
স্বর্গে আর রহিতে নারিলা পুরন্দর ॥
করিয়া সেবককর্ম্ম না পারি তোষিতে।
গর্ভিণীর গর্ভপাত হয় তার ভীতে ॥
উপায় চিন্তিয়া কর তারকের নাশ।
তবে দেব গন্ধর্ব্বের হয় স্বর্গবাস ॥

বিরিঞ্চি কহেন শুন সহস্রলোচন।
প্রপৌত্রে তোমার হেন আছে কোন্ জন॥
পৌত্রেতে তোমার পিতা মুখ্য প্রজাপতি।
দেবরাজ্যে তোমারে করিল সুরপতি॥
সকল মানসপুত্রে মরীচি প্রধান।
কশ্যপ তাহার পুত্র আমার সমান॥
সকল সৃষ্টের পিতা তোমার জনক।
তোমার বৈমাত্র ভাই সেই ত তারক॥
তপস্যা করিয়া সেই পাইলেক বর।
মরণের পথে আছে না হৈল অমর॥
চিন্তা না করিহ শুন কহি তার হেতু।
জন্মিলে রুদ্রের পুত্র হয় তার মৃত্যু॥
ইন্দ্র বলে কহ শুনি যে ইতিকর্ত্তব্য।
রুদ্রের কলত্র নাহি পুত্র অসম্ভব্য॥
ব্রহ্মা বলেন শুন কহি সুরেশ্বর।
যোগেতে আছেন হিমালয়ে দিগম্বর॥
মহামায়া হইলা হিমালয়ের নন্দিনী।
পিতৃউপদেশেতে পূজেন শূলপাণি॥
হইব হরের বিভা জন্মিব কুমার।
শঙ্করের তেজ বিনে না হয় সংহার॥
বিষ্ণু বধ কৈলা যত দৈত্য দানব।
বিষ্ণুর সমরে তাঁর নাহি পরাভব॥
বিষ্ণুর অবধ্য জনে বধিব দুষ্কর।
যোগেতে যাবত বসি আছেন শঙ্কর॥
তাবৎ করহ সবে কালের হরণ।
দানবের তনু লইয়া থাক সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মলোক হইতে ইন্দ্র করিলা বিদায়।
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান চিন্তিলা উপায়॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে মধুর পয়ার।
নন্দনকাননে ইন্দ্র কৈল আগুসার॥৪॥

ইন্দ্রের অনুরোধ

গীত॥

ধর্ম্মের নন্দন নামেতে মদন
রমণী তাহার রতি।
যতেক অপ্সর তাহার কিঙ্কর
সঙ্গে সখা ঋতুপতি॥
মনোহর তনু করে পুষ্পধনু
ভ্রমরনিকর গুণে।
মোহন তাপন আর উচ্চাটন
স্তম্ভন উন্মাদ বাণে॥১॥
কাম আছিলা নন্দনবনে।
তথা সুরপতি আইলা দম্পতি
চাপিয়া ঐরাবনে॥ধ্রু॥
রথে রতিপতি বসন্ত সারথি
দূরে দেখি পুরন্দরে।
আগে গিয়া কাম করিলা প্রণাম
ইন্দ্র ধরে তাঁর করে॥
বসিয়া বিরলে কাম আখণ্ডলে
সুদৃঢ় করিল যুক্তি।
তারক দুর্দ্ধর পাইলেক বর
করিয়া ব্রহ্মার ভক্তি॥২॥
বড়ই অসাধ্য কার নহে বধ্য
হরের জন্মিব পুত্র।
সেই তার অরি বলে ব্রহ্মা হরি
তারক বধের সূত্র॥
শিবের সমাধি তুমি ভাঙ্গ যদি
পার্ব্বতী করেন সেবা।
তাঁহারে দেখিলে শঙ্কর ভুলিলে
সত্বরে করিব বিভা॥৩॥
শুনিঞা কন্দর্প বলে করি দর্প
মন্মথ তাঁহার সংজ্ঞা।

শুন কহি মিত্র এ কোন্ বিচিত্র
পালিব তোমার আজ্ঞা ॥
বলে পুরন্দর তুমি নহ পর
তেঞি বেয়সিতে আসি।
লক্ষ্মী তব মাতা দক্ষের দুহিতা
এ পক্ষে আমার মাসী ॥৪॥
তুমি মাতৃবন্ধু ভাই গুণসিন্ধু
সুন্দর প্রাণের সখা।
কর এই কার্য্য রাখ দেবরাজ্য
পুণ্যের নাহিক লেখা ॥
পুলোমনন্দিনী ইন্দ্রের রমণী
ধরিল রতির হাতে।
তব বশ স্বামী যশ লহ তুমি
লৈয়া চল নিজ নাথে ॥৫॥
বসন্ত সহায় মলয়ের বায়
এইরূপে চল রথে।
ধ্বজায় মকর পতাকা চামর
সাজিল অম্বরপথে ॥
যাত্রা কর দেখি চিত্তে হৈয়া সুখী
আমরা যাইব বাসে।
বন্দিয়া শঙ্কর শিবের কিঙ্কর
রচে রামকৃষ্ণ দাসে ॥৬॥৫॥

কামের অভয়দান

গীত ॥

সকল দেবের জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী।
দেখিয়া ভুলিলা তিঁহো আপন কুমারী ॥
বিষ্ণু অসুরের ভার্য্যা দেখিয়া রূপসী।
সতীত্ব ভঞ্জন করি ভজিল তুলসী ॥১॥
ইন্দ্র, তুমি বুঝ নিজ মনে মনে।
কোন্ বা পুরুষ জাতি আছে মোর বাণে ॥ধ্রু॥
তোমার গোচর আছে আমার প্রতাপ।
অহল্যার হেতু পাইলে গৌতমের শাপ ॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র কৈল অশ্বমেধ পর্ব্ব।
গুরুপত্নী তাঁহার করিলা তিঁহো গর্ভ ॥২॥
মিত্র বরুণ দুঁহে দেখিয়া উর্ব্বশী।
টলিল দুঁহার চন্দ্র পুরিল কলসী ॥
যোগে মহাযোগী সেই ভোলা মহেশ্বর।
মোহিনীর রূপে কামে হৈলা অসম্বর ॥৩॥
কালে কালে আমি তাঁর ভাঙ্গিল ধেয়ান।
জগতে অজয় কেবা আমার সমান ॥
চিন্তা না করিহ তুমি যাহ নিজ বাস।
রামকৃষ্ণ রচে ইন্দ্র কামের সম্ভাষ ॥৪॥৬॥

রতির নিষেধ

পয়ার ॥

এতেক বলিয়া কাম চলে বীরদাপে।
পঞ্চ শর জুড়িয়া টঙ্কার দিল চাপে ॥
বসন্ত সারথি তাঁর রথের উপর।
কীর কোকিল সঙ্গে চলিলা ভ্রমর ॥
মলয় পবন চলে হৈয়া আগুদল।
বন উপবন পুষ্প বিকসে সকল ॥
অনুব্রজ্যা করি ইন্দ্র আল্যা গঙ্গাতটে।
ফিরিলেন ইন্দ্র শিবে দেখিয়া নিকটে ॥
কামদেব প্রবেশ করিল হিমালয়।
কথো দূরে রথ ছাড়ি শঙ্করের ভয় ॥
হিমালয়শৃঙ্গে প্রভু আছেন বিরলে।
গঙ্গার পুলিনে দেবদারু তরুমূলে ॥
রত্নের বেদিকা তাহে পাতি বাঘছাল।
যোগেতে আছেন শিব বসি চিরকাল ॥
রতি বলে প্রাণনাথ শুন নিবেদন।
হরের সম্মুখে যাইতে নাহি মানে মন ॥

এই কার্য্যে আইলে ইন্দ্রের অনুরোধে।
সর্ব্বনাশ হয় পাছে শঙ্করের ক্রোধে॥
দেখহ শিবের তনু স্ফটিকধবল।
সংসারের ছায়া তাহে দেখিলে নির্ম্মল॥
যোগেতে আছেন রুদ্র বসি পদ্মাসনে।
দৃষ্টি সঞ্চরে তাঁর তেজের কিরণে॥
সহস্র ফণায় ছত্র ধরেন বাসুকি।
অগ্নিশিখা বহে যেন জটাজূট দেখি॥
ললাটে চন্দ্রমা দেখি বিশদ উজ্জ্বল।
ধ্যানেতে নিমগ্ন দেখ লোচন সকল॥
পঞ্চ বর্ণেতে দেখ অই পঞ্চ মুখ।
অদ্ভুত শিবের মূর্ত্তি দেখিতে কৌতুক॥
সর্পের ভূষণ দেখ অঙ্গদ কুণ্ডল।
মেঘের বর্ণেতে অই গলায় গরল॥
উত্তান যুগল হস্ত চতুর্ভুজ রূপে।
আর দুই হস্তে দেখ অক্ষমালা জপে॥
দিগম্বর বেশ দেখ হইছে সমাধি।
এই ত সময়ে তুমি না হইয় বাদী॥
অন্য দেব সম তুমি না জানিহ শিবে।
বচন না শুন মাত্র মোরে দুঃখ দিবে॥
হাসিয়া কন্দর্প তাঁরে করিলা আশ্বাস।
দেখহ কৌতুক প্রিয়ে না করিহ ত্রাস॥

মদনভস্ম

হেনক্ষণে সময়ে গৌরী আসি গঙ্গাতীরে।
সঙ্গে সহচরীগণ উলিলেন নীরে॥
স্নান করিয়া সূর্য্যে দিলা অর্ঘ্যদান।
পূজিতে পার্থিব লিঙ্গ করিলেন স্থান॥
পঞ্চবর্ণে নানা পুষ্প রাখি পুষ্পপাত্রে।
দ্বাদশ তিলক গৌরী করিলেন গাত্রে॥
ঘৃত মধু শর্করা সহিতে ক্ষীর দধি।
স্নান করাইল লিঙ্গে আছে যেন বিধি॥
নৈবেদ্য দিলেন ফল তাম্বূল কর্পূর।
আম্র পনস নাগরঙ্গ বীজপুর॥
দিলেন অযত্নপক্ক কদলীর ফল।
ইক্ষু কসেরু দিলা আর পানিফল॥
পঞ্চ হরিতকী দিলা লিঙ্গের সমীপে।
ধূপ দীপ দিলা পূজা রচিল সংক্ষেপে॥
জপ সমর্পণ করি দিলা পুষ্পাঞ্জলি।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দিল হুলাহুলি॥
মুখবাদ্য করি কৈলা অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা বার তিন॥
বিসর্জ্জন দিয়া লিঙ্গে নগেন্দ্রকুমারী।
নিত্যকর্ম্ম করিবারে চলিলা সুন্দরী॥
উদ্যানে আইলা সঙ্গে যত সহচরী।
গৌরীর শ্রবণে দিল অশোকমঞ্জরী॥
উদ্যানে রহিলা যত সহচরীগণ।
একেশ্বর চলিলা যথায় ত্রিলোচন॥
বাপের আজ্ঞায় গিয়া হরের সমীপে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন গুপ্তরূপে॥
হেনক্ষণে সময়ে কাম বীর অহঙ্কারে।
টঙ্কার দিলেন চাপে ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
গৌরীর পশ্চাতে থাকি পূরিলা সন্ধান।
শিবের হৃদয়ে মারিলেন পঞ্চ বাণ॥
পুলকিত হইল শিবের কলেবর।
পুষ্পের সৌরভ যায় নাসিকা ভিতর॥
কর্ণপেয় হইল কোকিলের কলরব।
মলয় পবনে কম্পমান অবয়ব॥
ধ্যানভঙ্গ হৈল ক্রোধ জন্মিল অন্তর।
তিন চক্ষু মেলিয়া চাহিলা মহেশ্বর॥
বাম চক্ষে দৃষ্টি হৈল গৌরীর বদনে।
ললাটের চক্ষে হর চাহিলা মদনে॥
সেই চক্ষু হৈতে অগ্নি হৈলা বাহির।
পুড়িল নিমিষ মাত্র কামের শরীর॥

কন্দর্পের রূপ কি বর্ণিব একমুখে।
ভস্মরাশি হৈয়া পড়ে শিবের সম্মুখে॥
মহাজ্বালাকুল বহ্নি হৈলা নির্ব্বাণ।
তথা হৈতে মহাদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হাহাকার শব্দ হৈল গগনমণ্ডলে।
আছেন পার্ব্বতী সেই দেবদারুতলে॥
অন্তরিক্ষ হৈলা শঙ্কর যোগেশ্বর।
সেই হৈতে নাম তাঁর হৈলা স্মরহর॥
দেখিয়া পাইলা ভয় যতেক অমর।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে শিবের কিঙ্কর॥৭॥

রতিবিলাপ

দুঃখি বারাড়ি॥

রতি বড় রূপবতী বিজুলী খেলায় জুতি
পতির পতন দেখি ধায়।
ঘন ঘন অশ্রুপাত বুকে হানে করাঘাত
নাথ নাথ ডাকে উভরায়॥
অনাথ করিয়া মোরে যাও প্রভু কোথাকারে
আর না দেখিব চান্দমুখ।
কোথায় সহায় মধু কারে দিয়া যাহ বধূ
ইন্দ্র মোরে দিল এত দুঃখ॥১॥
প্রাণনাথ, সংহতি করিয়া লও দাসী।
কি হইল হায় হায় পুড়িলে পতঙ্গ প্রায়
কপোত পাণ্ডর ভস্মরাশি॥ধ্রু॥
বিলাইয়া রূপ গুণ লোটাইয়া পুনঃ পুনঃ
কান্দে রতি করিয়া বিলাপ।
ভস্মরাশি করি কোলে ধম্মিল্ল ধূসর ধূলে
শিখী যেন বিতপে কলাপ॥
প্রভু, না শুনিলে মোর কথা খাইয়া আমার মাথা
বাণ আসি মারিলে শঙ্করে।
ক্ষুদ্র পক্ষ খায় সর্প বাড়ে যেন তার দর্প
খাইলে গরুড় গিলিবারে॥
আমি, জানি শঙ্করের ক্রোধ না করিলা অনুরোধ
অল্প অপরাধে চতুর্ম্মুখে।
ঘোর মূর্ত্তি হৈয়া কোপে কালভৈরবের রূপে
মস্তক ছিণ্ডিলা বাম নখে॥
কোথা মধু ঋতুরাজ করহ মিত্রের কাজ
ব্যাজ মোরে না হয় উচিত।
বিধি বজ্র মাল্য মুণ্ডে প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ডে
তুমি কুণ্ড সাজাহ ত্বরিত॥
শুনিঞা কুসুমাকর কম্পিত অধরোপর
ঝরে লোহ নয়নকমলে।
বলিল যেমত আজ্ঞা তুমি পতিব্রতা প্রাজ্ঞা
প্রবেশিবে পতির আনলে॥
আমি সে চণ্ডাল সখা আর না পাইব দেখা
কোথা গেলা প্রাণের মদন।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে কান্দে তথা দুই জনে
আর নাহি যাইব নন্দন॥৮॥

গৌরীর অভিমান

পয়ার॥

অসার সংসার ভাই সার শিবনাম।
আলস্য ঘুচাইয়া মন ডাক রাম রাম।

ধুয়া॥ পয়ার॥

অগ্নিকুণ্ড সাজিয়া দিলেন ঋতুরাজ।
স্নান করি আল্য রতি না করিল ব্যাজ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার।
হেন কালে আকাশে হইল হাহাকার॥
বিরম বিরম রতি না কর সাহস।
এইরূপে থাক তুমি কথোক দিবস॥

তপস্যা করহ তুমি গিয়া বনবাসে।
পুনর্ব্বার পাবে স্বামী দ্বাপরের শেষে ॥
শুনিঞা আকাশবাণী হইল সুস্থির।
দেবতার আশ্বাসেতে রাখিলা শরীর ॥
তপস্যা করিতে গেলা সাগরের কূলে।
রহিলা বসন্ত সখা সেই হিমাচলে ॥
এই বিবরণ গৌরী দেখিয়া সাক্ষাতে।
লজ্জিত হইলা শঙ্করের উপেক্ষাতে ॥
মনে মনে ধিক্কার করিলা আপনারে।
অদৃশ্য হইলা প্রভু দেখিয়া আমারে ॥
প্রভুরে করিতে বশ না পারিল রূপে।
অঙ্গসঙ্গী তাঁহার হইব উগ্র তপে ॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে সত্বরগমনে।
আইলা যথায় সখীগণ পুষ্পবনে ॥
পদ্মাবতী বলে গৌরী আইলা কুশলে।
আমি জানি পোড়া গেলে তুমি দাবানলে ॥
পর্ব্বতশিখরে অগ্নি দেখিল উজ্জ্বল।
সেই হৈতে আমি সব কান্দিয়া বিকল ॥
মলিন বদন কেন দেখি মনস্বিনী।
ছলছল করে আঁখি মন্থরগামিনী ॥
প্রিয়সখী পদ্মাবতী অমলা বিমলা।
সুজয়া বিজয়া রম্ভা আর চন্দ্রকলা ॥
তা সভারে কহিল সকল বিবরণ।
সখী সঙ্গে আল্য দুর্গা আপন ভবন ॥
শয়নমন্দিরে গিয়া থাকিলা শয়নে।
জিজ্ঞাসা করিলা মেনা মধুর বচনে ॥
অন্ন পানি নাঞি খাও না চাহ নয়নে।
প্রকাশ করিয়া কহ কি তোমার মনে ॥
অনেক তপের ফলে পাল্য তোমা ঝি।
বাপ গিরিরাজ অভাব আছে কি ॥
কি কারণে মনে দুঃখ করহ পার্ব্বতি।
পুণ্যেতে পাইবে মা গো শিব হেন পতি ॥
জননী যতেক চাটু করে কোলে করি।
প্রত্যুত্তর নাহি দেই নগেন্দ্রকুমারী ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষে পড়ে লোহ।
দেখিয়া মেনার চিত্তে উপজিল মোহ ॥
মাএ ঝিয়ে কান্দেন করিয়া গলাগলি।
দাস দাসীগণ আইল আউদড়চুলি ॥
পদ্মাবতী কহে শুন সোমপাঁর সুতা।
কহিতে সাধ্বস বাধে পার্ব্বতীর কথা ॥
কন্দর্প করিলা শঙ্করের ধ্যানভঙ্গ।
ক্রোধে ভস্ম কৈল রুদ্র মদনের অঙ্গ ॥
পার্বতী পাইল রক্ষা পরমায়ুবলে।
আমি জানি কেবল গিরির পুণ্যফলে ॥
এতেক শুনিঞা মেনা অধিক ব্যাকুলি।
ডিম্বের ডাকেতে যেন ফুকরে কুরলী ॥
ধাইয়া আইলা যত পাড়ার পড়সী।
জরতী যুবতী বালা সবে মুক্তকেশী ॥
হেন কালে তথায়ে আইলা গিরিবর।
কহিল বৃত্তান্ত রাণী রাজার গোচর ॥
গিরি বলে গৌরি তুমি না কর রোদন।
হইব তোমার স্বামী দেব ত্রিলোচন ॥
সখী লক্ষ্য করি দুর্গা কহিলা জনকে।
আমা না পুড়িয়া অগ্নি পুড়িল দর্পকে ॥
পরপূর্বা হইয়া থাকিব কি কারণ।
তপস্যা করিব আজ্ঞা কর তপোধন ॥
বশ করিবারে যদি পারি ত্রিনয়ন।
তবে সে মন্দিরে আমি করিব গমন ॥
শুনিঞা বিবেকবাণী বালিকার মুখে।
গিরিরাজ ক্রন্দন করিলা মনোদুঃখে ॥

গৌরীর তপস্যায় পিতার অনুমতি

কহেন হেমন্ত ঋষি গদগদ ভাষা।
পূর্ব্বসৃষ্টি আছে মা গো তপস্যার বাসা ॥

সুরনদীকূলে আছে রত্নের মণ্ডপ।
পূর্ব্বে সরস্বতী তথা করিলেন তপ ॥
নানা জাতি পুষ্প আছে আছে নানা বৃক্ষ।
সেইখানে হরি তাঁরে হইলা প্রত্যক্ষ ॥
তপস্যা করিবে যদি হেন জ্ঞান চিত্তে।
সেইখানে জপ গিয়া কর মুনিবৃত্তে ॥
ফল মূল আছে তথা শাক সুকোমল।
অমৃত সমান তথা স্বর্ণদীর জল ॥
সহচরীগণ তোমার থাকিব সংহতি।
পরিচর্য্যা করিব প্রধান পদ্মাবতী ॥
দেবকন্যা মুনিকন্যা আসি সেই স্থলে।
জপ তপ নানা ব্রত করে গঙ্গাজলে ॥
যেইখানে মদনের ভস্ম হইল তনু।
তথা হইতে উত্তরেতে একশত ধনু ॥
দেখিব তোমারে গিয়া দিবসে দিবসে।
জননী তোমার যাইবেন দশে বিশে ॥

শ্রবণে শুনিল গৌরী বাপের উত্তর।
ঘরের বাহিরে দুর্গা আইলা সত্বর ॥
পিতারে প্রণাম কৈল হইয়া ভূমিষ্ঠ।
গিরি বলে সিদ্ধি হউক মনোভীষ্ট ॥
এ সব চরিত্র দেখি মেনকা যুবতী।
পতিরে গঞ্জিয়া কহে কর্কশ ভারতী ॥
ব্যর্থ বেদশাস্ত্র তুমি কৈলে অধ্যয়ন।
লোকেতে বলাও ব্যর্থ ব্রহ্মার নন্দন ॥
গিরিরাজ তোমারে করিল ব্যর্থ ধাতা।
বনে পাঠাইয়া দেহ বালিকা দুহিতা ॥
স্বামীরে ভর্ৎসিয়া পার্ব্বতীর ধরে গলা।
কোথাকারে যাও মা গো সর্ব্বমঙ্গলা ॥
পুরাণ সংগ্রহ কথা শুন সর্ব্বলোক।
শুনিলে শিবের গীত হরে দুঃখ শোক ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্তজনে দয়া তুমি কর ত্রিলোচন ॥৯॥

পালা সাঙ্গ

মেনকার নিষেধ

বিহাগড়া কেদার ॥

তনু তোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি ॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণি ॥
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকোঁ তোমা ॥ধ্রু॥
আধ অষ্ট বৎসর বএসে।
বনে যাবে কেমন সাহসে ॥
কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ॥২॥
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবাতে মানাতে পারে কে বা ॥
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিবে কি কারণে ॥৩॥
বয়স দেখিয়া দিব বরে।
বসাইব অদরিদ্র ঘরে ॥
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে।
অম্বিকা নিষেধ নাঞি মানে ॥৪॥১॥

গৌরীর সঙ্কল্প

সিন্ধুড়ারাগ ॥

জনক দুহিতা দিতে যারে কৈল ইচ্ছা।
সেই সে আমার স্বামী আর সব মিছা ॥

মদন আসিয়া শিবে মারিলেক বাণ।
মোরে ঘৃণা করি প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥১॥
আর না কান্দ জননি না কান্দ জননি।
জীবন করিল সদা শিবের নিছনি ॥ধ্রু॥
তপস্যায় বশ যদি না হয় ঈশান।
অনলে প্রবেশ করি তেজিব পরাণ ॥
এক বরে দেখাইয়া দিবে আর বরে।
এমত বিচার নাঞি দেবতার পুরে ॥২॥
কুলের কলঙ্ক হয় তোমার কথায়।
শিব বিনে আর যত ভাবনা বৃথায় ॥
মোর তপ ভঙ্গেতে তোমার লাভ কি।
ঘরে গিয়া দেখ মা গ আছে তুই ঝি ॥৩॥
সেই তুই ঝিয়ের বর ভাব এই কালে।
আমার ভাবনা হৈল যে ছিল কপালে ॥
গৌরীর তপস্যা রামকৃষ্ণ দাস গায়।
তপোবনে গেলা দুর্গা প্রবোধিয়া মায় ॥৪॥২॥

গৌরীর তপস্যা

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

মালঞ্চে গঙ্গার কূলে বিল্ব তরুর মূলে
চন্দ্রকান্ত শিলার মণ্ডপে।
সুবর্ণ কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
তথি দুর্গা বসিলেন জপে ॥
কৈল ব্রত সান্তপন অতিকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ
তিন চারি দিবস লংঘন।
গলিত বিল্বের পত্র সলিল গণ্ডুষ মাত্র
সপ্ত রাত্রি প্রভাতে পারণ ॥১॥
গৌরী তপ করে চিরকাল।
ধরিল তপস্বিবেশ জটা তাঁর হৈল কেশ
ভস্ম মাথে পরে বৃক্ষছাল ॥

এইরূপে পক্ষ মাস করে কন্যা উপবাস
মাসান্তে কেবল জলপান।
দ্বিতীয় বৎসর গেল তৃতীয় প্রবেশ হৈল
নিরাহারে ধরিলেন ধ্যান ॥
মাসে পক্ষে ধ্যান ভঙ্গ গঙ্গায় শোধিয়া অঙ্গ
দেবের তর্পণ পূজা জপ।
শীতকালে থাকে জলে বাহিরে বরষাকালে
সহে দেহে শীত বাতাতপ ॥২॥
নিশিযোগে উর্দ্ধপদে নিদাঘে অগ্নির মধ্যে
উর্দ্ধবাহু থাকেন দিবসে।
কি কহিব তাঁর ব্রত নানা মাসে নানামত
সখীগণ থাকে আশেপাশে ॥
যত মুনিকন্যা সখী তপ করে দেখাদেখি
সহোদরা আইলা দুই বালা।
অপর্ণা আপুনি গৌরা একপর্ণা সহোদরা
কনীয়সী এক পাটলা ॥৩॥
সখীবৃন্দ দেখি সঙ্গে উঠি দুরারোহ শৃঙ্গে
জপ করে বসিয়া বিরলে।
ধ্যান ধরি আনে মনে নাঞি দেখি পঞ্চাননে
পূর্ণ পুরশ্চরণের কালে ॥
সম্ভ্রমে মেলিল চক্ষু চাহিল সকল দিক্ষু
না দেখিল নিজ প্রাণনাথে।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে ভ্রমে কন্যা তপোবনে
প্রিয় সখী পদ্মাবতী সাথে ॥৪॥৩॥

ব্রাহ্মণবেশী শিব

ঘোষা ॥

ভাবহুঁ শঙ্কর সঙ্কটত্রাতা।
ভবভয়ভঞ্জন মঙ্গলদাতা ॥

পয়ার ॥

হেন কালে তপোবনে এক জটাধারী।
শুভ্র অঙ্গ সূত্র কাঁধে বেশ ব্রহ্মচারী ॥

তপস্যার [ফলে] জ্যোতির্ম্ময় কলেবর।
কুশের মেখলা কটি অজিন অম্বর ॥
করেতে রুদ্রাক্ষমালা অঙ্গুলেতে দর্ভ।
বেদবিশারদ ঋষি বড়ই প্রগল্‌ভ ॥
তাঁহা দেখি পার্ব্বতী আতিথ্য ব্যবহার।
সখী লক্ষ্য করিয়া করিল নমস্কার ॥
কুশের আসন দিল বিল্বতরুমূলে।
ভৃঙ্গার পূরিয়া দিল সুবাসিত জলে ॥
দূর্ব্বাক্ষত দিয়া দিল গন্ধ পুষ্প মালা।
মিষ্ট ফল মূল আনি যোগাইল ডালা ॥
ধূপ দীপ দিয়া সব সহচরী সাথে।
বিরলে থাকিয়া জিজ্ঞাসিল জোড়হাতে ॥
কোথা হৈতে আইলে মুনি যাবে কোন্ দেশ।
এই তপোবনে কেন করিলে প্রবেশ ॥
মুনি বলে ব্রহ্মলোকে আমার নিবাস।
ভ্রমিতে গঙ্গার তট হৈল অভিলাষ ॥
মরীচি প্রভৃতি যত আছে তপোধন।
ক্রমে ক্রমে সকল ভ্রমিল তপোবন ॥
এই তপোবনে আমি আল্যাঙ হরিষে।
কাহার আশ্রম ইহা না জানি বিশেষে ॥
অবস্থিতা কন্যা তুমি দেখি তপস্বিনী।
কোন্ বংশে কিবা নাম কাহার নন্দিনী ॥
তোমারে দেখিয়া মোর চিত্তে [বড়] ব্যথা।
বিলম্ব কেবল জিজ্ঞাসিতে এই কথা ॥
অনশন ব্রত কি করিব ফল মূলে।
পরিচয় দেও আমি যাই নিজ স্থলে ॥
পার্ব্বতীর ইঙ্গিত পাইয়া পদ্মাবতী।
বিনয়পূর্ব্বক বলে মধুর ভারতী ॥
যত সব মুনিকন্যা আসি এই স্থানে।
স্নান দান তপ করি বেদের বিধানে ॥
যার যেই মনস্কাম সেই তাহা সাধে।
উগ্র তপ করে গৌরী শঙ্কর আরাধে ॥
প্রথমে তপস্যা কৈল খাইয়া শুষ্ক পর্ণ।
তবে ত তপস্যা কৈল পান করি অর্ণ ॥
জল ত্যাগ করি তবে কৈল নিরাহার।
বাকল বসন গায় শিরে জটাভার ॥
নিদাঘ কালেতে অগ্নি জ্বালি চতুর্দ্দিকে।
উর্দ্ধপদ করি সূর্য্য দেখে অধোমুখে ॥
বরুণের গৃহে যবে অরুণের গতি।
তবে সেই ব্রতে মুক্ত হয়েন পার্ব্বতী ॥
বর্ষাকালে যত বৃষ্টি গৌরীর উপরে।
ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত সৌদামিনী স্ফুরে ॥
হৃদয়ে না করে ডর অন্ধকার নিশি।
অনুক্ষণ করে জপ পদ্মাসনে বসি ॥
শীতকালে আকণ্ঠ জলেতে করে তপ।
যাবৎ না হয় তীক্ষ্ণ সূর্য্যের আতপ ॥
হিমেতে না করে পীড়া হেমের শরীর।
তপস্যাতে নহে কৃশ সম্পূর্ণ গভীর ॥
হিমালয় গিরিরাজ তাহার নন্দিনী।
পার্ব্বতী ইহার নাম মেনকা জননী ॥
বাপের আজ্ঞায় আপনার মনোরথে।
শিব বিনে বর আর না দেখে জগতে ॥
তপস্যার বলে যদি না পায় মহেশে।
অগ্নিকুণ্ড করি তনু তেজিব বিশেষে ॥
অন্য বরের কথা না শুনে শ্রবণে।
গুরু জ্ঞাতি বয়স্যার নিষেধ না মানে ॥
কহিল সকল কথা শুন মুনিবর।
রামকৃষ্ণ দাস কহে শিবের মঙ্গল ॥ ৭ ॥

তপোভঙ্গের প্রলোভন

পয়ার ॥

পদ্মার বচন শুনি মনে মনে হাসে মুনি
তুমি দুর্গা বড়ই রূপসী।

তব চর্চ্চা ব্রহ্মলোকে শুনিঞা নারদমুখে
আশ্চর্য্য মানিল সপ্ত ঋষি ॥
তুমি অবলা বালা করে ধর জাপ্যমালা
দেখিতে বড়ই অসম্ভব্য।
জন্ম বটে ব্রহ্মবংশে সত্য নাহি কোন অংশে
উগ্র তপস্যায় কিবা লভ্য ॥১॥
উমা গো, এমন বয়সে তপস্বিনী।
পথিকের পোড়ে প্রাণ কেন জীয়ে হিমবান্
মাতা তোমার দারুণী ॥ ধ্রু ॥
নবীন যৌবন কালে উদ্বর্ত্তন পরিমলে
স্নান হয় সুবাসিত জলে।
বিচিত্র দুকূল পরি অঙ্গে আভরণ ধরি
মুখবাস কর্পূর তাম্বূলে ॥
ধম্মিল্ল কবরী বেণী কেশ বেশ তিন জানি
বালাকালে বেণী ভাল সাজে।
হেনঞি সময়ে জটা ভস্মের ত্রিপুণ্ড ফোঁটা
দেখিলে হৃদয়ে শেল বাজে ॥২॥
কনক মুকুর মুখে অলক তিলক লিখে
সিন্দূর কজ্জলে করে শোভা।
নাঞি হেন মাসী পিসী বুঝাইয়া হেমন্ত ঋষি
সুন্দর বরেতে দেহ বিভা ॥
কর্কশ বাকল বাসে কুচের অঙ্কুর নাশে
ফুটে কত সুকোমল দেহে।
রৌদ্র শিশির পালা বাত বরিষণ শিলা
কেমনে তোমার প্রাণে সহে ॥৩॥
তুমি গিরিরাজকন্যা রূপে গুণে শীলে ধন্যা
বন্যবৃত্তি তোমারে না সাজে।
পরিশ্রম করে বুধ পাইতে উত্তম পদ
তুমি দুঃখ পাও কিবা কাজে ॥
হরের বয়েসে কেবা আছে আর দেবী দেবা
হেন বৃদ্ধ দড়াইলে মনে।
রামকৃষ্ণ দাস কহে স্ত্রী তারে নাহি সহে
এক ভার্য্যা মৈল অভিমানে ॥৪ ॥৫ ॥

গৌরীর প্রতি উপদেশ

পয়ার ॥

ভাঙ্গি ভঙ্গি রঙ্গিয়া শিব নাচিয়া নাচিয়া
বুলে।
হাত পাঁচ ছয় দীঘল জটা সাপ কিলিকিলি
করে ॥ ধুয়া ॥

ক্রোধ না করিহ কন্যা তুমি বরনারী।
মন দিয়া কহি শুন বোল দুই চারি ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র ইন্দ্র অদিতিনন্দন।
কৃষ্ণের অগ্রজ তিঁহো সহস্রলোচন ॥
স্বর্গের রাজত্ব তাঁরে দিয়াছেন ব্রহ্মা।
পুরী ত অমরাবতী সমাজ সুধর্ম্মা ॥
অমৃতে ভোজন তাঁর বলে মহাবল।
যতেক দেবতা দেখ তাঁর করতল ॥
সূর্য্যের নন্দন যম শ্রাদ্ধের দেবতা।
ধর্ম্মরাজ বলি নাম থুইল বিধাতা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম চর্চ্চা করে পিতৃগণ প্রজা।
সংযমনী পুরীমধ্যে যম মহারাজা ॥
বরুণ জলের রাজা সুখা নামে পুরী।
যাদোগণ অনুচর ছত্রদণ্ডধারী ॥
বিশ্রবার পুত্র ধনপতি যক্ষরাজ।
অষ্ট মহানিধি লইয়া যাহার সমাজ ॥
অলকা পুরীর নাম পুষ্পক বিমান।
নিত্য ধন ধার যার মাগেন ঈশান ॥
অনন্ত নাগের রাজা রসাতল পুরী।
তাঁহার বৈভব আমি কি বর্ণিতে পারি ॥
নারায়ণমূর্ত্তি তিঁহো জগৎআধার।
যাঁহার প্রসাদে স্থিতি সকল সংসার ॥
যজ্ঞের দেবতা অগ্নি ব্রহ্মতেজোময়।
যাহাতে হুনিলে সুরগণ তৃপ্ত হয় ॥
এতেক দেবতা তোমার না বাসিল মনে।
নৈর্ঋত রাক্ষস জাতি ভাইবা কেমনে ॥

দিতির নন্দন বায়ু প্রাণের ঈশ্বর।
কশ্যপকুমার গ্রহরাজ দিবাকর॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র দেখ নক্ষত্রের পতি।
যার এক কলা শিরে ধরে পশুপতি॥
যাহার অমৃত পানে দেবতা অমর।
চাঁদের সমান কেবা সংসারে সুন্দর॥
যখনে চতুরানন বাঁটিল রাজত্ব।
তাহাতে জান্যাছি আমি শিবের মহত্ব॥
প্রেত ভূত পিশাচেতে তাঁর অধিকার।
ভুলিলা দেখিয়া তাঁর কোন্ ঠাকুরাল॥
ঘরগুণ বরগুণ না জানি বিশেষ।
কেমনে তোমার পিতা করিল আদেশ॥
বরিবে শঙ্কর বর বাপের আজ্ঞায়।
শিব হেন দীন নাঞি দেবতা সংজ্ঞায়॥
শুনিঞা মুনির কথা ক্রোধিত ভবানী।
কম্পিত অধরে বলে লোহিতলোচনী॥
শুন শুন পদ্মাবতী বিজয়া সুজয়া।
বুঝিতে না পারি এই ব্রাহ্মণের মায়া॥
অজিন অম্বর পরে জটা ধরে বৃথা।
ব্রহ্মলোকবাসীর সদৃশ নহে কথা॥
ভণ্ড তপস্বী এই বড়ুবেশ ধরি।
তপস্বীরা কিবা যায় যথা থাকে নারী॥
অতিথি দেখিয়া আমি করিল আদর।
বলিতে বলিতে বড়ু হইল প্রখর॥
শিবনিন্দা করে যত না শুনি শ্রবণে।
সবে মেলি কহ মুনি চল অন্য স্থানে॥
শিবনিন্দা করে যেই সে বড় নারকী।
যেই যেই শুনে তাহা সে হয় পাতকী॥
দেবনিন্দা গুরুনিন্দা সাধুনিন্দা পাপ।
কর্ণেতে শুনিলে হয় অন্তরে সন্তাপ॥
মুনি বলে কন্যা আমি যাই অন্য স্থান।
বোল দুই চারি বলি কর অবধান॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় হৈয়া মুদমন।
কহিব সংক্ষেপে শঙ্করের আচরণ॥ ৬॥

ছদ্মবেশীর শিবনিন্দা

রাগ॥

জনম না জানি শিবের জননী জনক।
জাতি গোত্র নাহি শিবের কেবল একক॥
শিরে ছত্র ধরে তাঁর সহস্রেক ফণা।
শুনিলে শিবের কথা হইবে বিমনা॥
কি গুণে বরিবে গৌরী বাতুল মহেশ।
কেমন কুমতি তোরে দিল উপদেশ॥
ধবল শরীর শিবের শিরে জটাজূট।
ধুতুরার ফুল শিবের মাথায় মুকুট॥
মস্তকে রহেন সদা গঙ্গা অবলা।
ললাটে উদয় করে চন্দ্রমার কলা॥
পঞ্চ বরণে শিবের পঞ্চ বদন।
পিঙ্গল লোহিত পীত এ তিন লোচন॥
কুণ্ডলী কুণ্ডল তাঁর কর্ণের ভূষণ।
গলে অস্থিমালা দোলে বড়ই দূষণ॥
কণ্ঠে কালকূট শিবের অঞ্জনের ছটা।
ভোজন গরল তাঁর ভুজঙ্গ যোগপাটা॥
নানা মূর্ত্তি ধরে হর যেন বহুরূপা।
ক্ষেণেক বার্দ্ধক শিব ক্ষেণে হয় যুবা॥
ক্ষেণে দশহস্ত হয় ক্ষেণে দুই চারি।
অর্দ্ধাঙ্গে পুরুষ শিব অর্দ্ধ অঙ্গে নারী॥
শ্মশানের ভস্ম শিবের কস্তুরী চন্দন।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরে হর না মিলে বসন॥
দিগম্বর হৈয়া নাচে নাহি বাসে লাজ।
লিঙ্গে পূজা লইয়া বলায় দেবরাজ॥
কাঁধে সিদ্ধ ঝুলি তাঁর নিত্য মাগে ভিক্ষা।
ইহাতে জানিহ গৌরি ধনের পরীক্ষা॥

ভূত প্রেত সঙ্গে শিব হইয়া একজুটি।
গাল বাজাইয়া নাচে করিয়া ভ্রূকুটি ॥
বাহন বলদ তাঁর অতি বিপরীত।
বিচারিয়া দেখ চিত্তে কি নহে অনীত ॥
কিরাতের হেন শিব পর্ব্বতে নিবাস।
শিবের কথায় যত হাস্য পরিহাস ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে দ্বিজের উত্তর।
শিবনিন্দা শুনি গৌরী ক্রোধিত অন্তর ॥৭॥

শিবমহিমা

অনাদি অনন্ত শিব জগতের পিতা।
কোন্ জনা হইব শিবের জন্মদাতা ॥
দেবের দেবতা শিব মহাদেব নাম।
তুমি কি জানিবে শিবের গুণগ্রাম ॥১॥
বড় শিব মৃত্যুঞ্জয় বড় শিব মৃত্যুঞ্জয়।
না কর শিবের নিন্দা না সহে হৃদয় ॥
উর্দ্ধমুখে যোগ ধ্যান পূর্ব্বমুখে জ্ঞান।
পশ্চিমেতে বেদপাঠ পুরাণ প্রমাণ ॥
বাম মুখে থাকেন শিব সঙ্গীত কৌতুকে।
সকল সংহারে শিব এই পঞ্চ মুখে ॥
তিন গুণ ধরে শিব তেঞি ত্রিলোচন।
হরের স্মরণে হয় পাপ বিমোচন ॥
নয়নে নিবসে রবি শশী বিভাবসু।
শিবের মহিমা যে না জানে সেই পশু ॥
জগৎ [আধার] ধরা বাসুকির শিরে।
বাসুকি বিশ্রাম করে শিবের শরীরে ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে উমার বচন।
ভুজঙ্গ ভূষণ শিবের এই সে কারণ ॥৪॥৮॥

ছদ্মবেশীর প্রত্যুত্তর

বারাড়ি রাগ ॥

তুমি কন্যা অল্পমতি ইচ্ছিলে শঙ্কর পতি
নাঞি রূপ গুণ কুল ধন।
অহর্নিশ সাধে যোগ নাহিক বিলাস ভোগ
স্ত্রীএ তাঁর কোন্ প্রয়োজন ॥
নাঞি তাঁর গ্রাম্য ধর্ম্ম না করে সংসারকর্ম্ম
না ধরে বচন কার শিক্ষা।
দেখিলে কামের রম্য নিমিষে করিল ভস্ম
কোপানলে নাঞি কার রক্ষা ॥১॥
উমা গ, ভুলিলে কেমন অভিলাষে।
তপেতে পাইলে দুঃখ না দেখিবে সুখমুখ
দরিদ্র স্বামীর গৃহবাসে ॥ধ্রু॥
তুমি ত সুন্দরী উমা রূপে রত্নাকরসমা
জটাজূট সমান শৈবল।
লাবণ্য তরঙ্গ তনু ভ্রূযুগ সারঙ্গ ধনু
নেত্রযুগ সফরী চঞ্চল ॥
বদন তোমার ইন্দু বচন অমৃতবিন্দু
মাণিক্য সদৃশ ওষ্ঠাধর।
দশন মুক্তার শ্রেণি কণ্ঠশোভা কম্বু জিনি
ক্রোধে তুমি বাড়ব আনল ॥২॥
কটাক্ষে নিবসে বিষ ধন্বন্তরি গুণে হাস
উচ্চৈঃশ্রবা সমান প্রমোদ।
পদ্মরাগ হস্ত পদ সুরা বয়ঃসন্ধি মদ
পারিজাত অঙ্গের আমোদ ॥
ঐরাবত সম গতি তোমা দেখি হৈমবতি
মুনিমন হয় ত অস্থির।
সমুদ্রের যত রত্ন বিধাতা করিয়া যত্ন
নির্ম্মাইল তোমার শরীর ॥৩॥
না কর যৌবন শেষ ঘুচাও তপস্বিবেশ
দুর্ল্লভ শিবেরে দেও ক্ষমা।

তপস্যার আছে ফল পাবে তুমি যোগ্য বর
ভাবি চিত্তে আপন উপমা ॥
পাষাণ তোমার পিতা অধিক নির্দ্দয় মাতা
তোমা কন্যা রাখি তপোবনে।
সাধিবেক কোন্ সিদ্ধি ঘরে নাঞি কিবা নিধি
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

গৌরীর ক্রোধ

শুনিয়া বটুর বাক্য চণ্ডিকার ক্রোধ।
উৎকট না বলে যজ্ঞসূত্র অনুরোধ ॥
শুন শুন সখি সব আমার বচন।
তপোবন ছাড়ি যদি না যায় ব্রাহ্মণ ॥
আমি সব যাই চল আপন ভবনে।
মহেশের নিন্দা নাঞি শুনিতে শ্রবণে ॥
নিষেধ না মানে বিপ্র বলে দুরাক্ষর।
জ্ঞান মাত্র নাঞি দ্বিজের প্রকৃতি মুখর ॥
এতেক বলিয়া দুর্গা উঠিতে সত্বরে।
বুকের বাকল খসে চরণ পিছলে ॥
পয়োধর অধর জঘনে হৈল দৃষ্টি।
আকাশে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি ॥
হরের হৃদয়ে হৈল কামের উৎপত্তি।
মনোভব হৈয়া কাম রহিলা সংপ্রতি ॥
কাম ভস্ম করি শিব সাধিলেন যোগ।
তাবৎ না ছিল স্ত্রী পুরুষ সংযোগ ॥
দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
সিদ্ধ সাধ্যগণ আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর ॥
নর নারায়ণ আর যত মৃগ পশু।
কার অঙ্গে না ফুটিল কুসুমের ইষু ॥
পক্ষী পতঙ্গ কীট স্থল জলচর।
নাগ সরীস্থপ কেবা ধরে কলেবর ॥
সেই কালে সভাকার জন্মিল আনন্দ।
সর্ব্বজীব ক্রীড়া করে হইয়া স্বচ্ছন্দ ॥
বসন্ত কামের সখা দেবতার কাজে।
আপনা জানাইল সেই তপোবন মাঝে ॥
নানা বর্ণে নানাজাতি কুসুম বরিষে।
তাহে ষট্‌পদপুঞ্জ গুঞ্জরে হরিষে ॥
গঙ্গার তরঙ্গ সঙ্গে করি আলিঙ্গন।
মন্দ মন্দ বহে তাহে মলয় পবন ॥
কোকিল কপোত কীর হরিত ভাস্বর।
নানা পক্ষিকলরব শুনিতে সুস্বর ॥
স্বর্ণদীকল্লোল আর সরঘার ধ্বনি।
পঞ্চশব্দি বাদ্য বাজে কর্ণরম্য শুনি ॥
কলাপী কপোত নাচে সারস সারসী।
জলে ক্রীড়া করে চাকাচাকী হাঁসাহাঁসী ॥
ইহা দেখি শিবের চঞ্চল [হৈল] মন।
সখীগণ সঙ্গে দুর্গা করিলা গমন ॥

শিবের সন্তোষ

পদ দুই চারি দুর্গা গেলেন বিমুখে।
নিজমূর্ত্তি ধরি শিব দাণ্ডাইল সম্মুখে ॥
বৃষধ্বজ বিমান রত্নের ষোল চাকা।
কনককলস চূড়ে উড়িছে পতাকা ॥
মণিময় স্তম্ভ সব কনকের চাল।
বজ্র বৈদূর্য্য হীরা নীলাতে মিশাল ॥
শ্বেত চামর নাবে মুকুতার ঝারা।
বিচিত্র পাটের থোপ প্রবালের মালা ॥
শিবের রথের শোভা কে বর্ণিতে পারে।
উদয় করিল যেন কত দিনকরে ॥
কোটি কোটি চাঁদ জিনি শিবের প্রকাশ।
দেখিয়া গৌরীর চিত্তে লাগিল তরাস ॥
জটায় জাহ্নবী যেন মালতীর মালা।
রত্নের মুকুট তায় সাজে চন্দ্রকলা ॥
তিন বর্ণে কমল বিকসে ত্রিলোচন।
খগপতি চঞ্চু যেন নাসিকা গঠন ॥

বদন সুন্দর যেন শারদের শশী।
হিঙ্গুলে হীরার পাঁতি হেন দেখি হাসি॥
বচন পীযূষ সম অধরে মিলায়।
মণিরত্ন ভূষণ ভূষিত সর্ব্বকায়॥
কণ্ঠেতে গরল যেন কস্তুরীর শোভা।
গলায় বাসুকি যেন মুক্তাহার আভা॥
চারি ভুজ সুবলিত করসরসিজে।
বরাভয় দান পিনাকযন্ত্র বাজে॥
পরিসর উর কটি জিনিঞা কেশরী।
নাভি গভীর তাহে ললিত ত্রিবলী॥
বিপুল নিতম্ব রম্ভাযুগল জঘন।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত দুর্গা করিলা তখন॥
শার্দ্দূল বিশেষ চর্ম্ম যেন চিত্রবাস।
চরণযুগল রাঙ্গা কমল বিকাশ॥
শিবের অদ্ভুত রূপ দেখিয়া পার্ব্বতী।
অন্তরে সন্তোষ মুখে করেন কাকুতি॥
শিব বলে উমা তোমার তপস্যার ফল।
পুষ্পবিভা করি এই উদ্যান ভিতর॥
তপের প্রভাবে তুমি জিনিলে শঙ্কর।
আজি হইতে হইলাঙ শুদ্ধ কিঙ্কর॥
গৌরী বলে শুন প্রভু ত্রিদশের নাথ।
অগ্নি সাক্ষী করি কন্যা দান করে তাত॥
মাতা মাতামহী আদি যত কুটুম্বিনী।
মঙ্গল আচার করে কুলক্রম জানি॥
পরদিনে কুশণ্ডিকা সাঙ্গ হয় যদি।
তবে দত্তা হয় কন্যা বিবাহের বিধি॥
সর্ব্বদেবময় তুমি তুমি সর্ব্বজ্ঞান।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ নহে তোমার বিধান॥
নারদ আসিয়া সম্ভাষিব গিরিরাজে।
অরুন্ধতী পাঠাইবে রমণীসমাজে॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রভু আছে যেন রীত।
সেইরূপে বিভা কর এই সে উচিত॥
হইতে তোমার দাসী চিত্তে চিরকাল।
এত দিনে কৃপা হৈল এই ঠাকুরাল॥
অপর্ণা ছলিয়া হর হৈলা অন্তর্ধান।
হরিয়া হরের মন দুর্গার প্রয়াণ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের অন্য নাঞি গতি।
ইহ পর দুই লোকে প্রভু পশুপতি॥১০॥

পার্ব্বতীর গৃহে প্রত্যাগমন

রাগ॥

অপর্ণা প্রফুল্লমুখী সঙ্গে লইয়া সব সখী
উপনীত জনক আশ্রমে।
মেনকা শুনিল কাণে আশ্চর্য্য মানিল মনে
বারি হৈল ধাইয়া সম্ভ্রমে॥
দেখিয়া কন্যার মুখ পাইল পরম সুখ
বাহু প্রসারিয়া কৈল কোলে।
নয়নে নিবসে জল অঙ্গেতে বুলাইয়া কর
লক্ষ লক্ষ চুম্বন কপোলে॥১॥
উমা গ, আজি সে প্রসন্ন মোরে বিধি।
দেখিয়া তোমার বক্ত্র পাসরি মৈনাক পুত্র
পাইল যেন হারাইল নিধি॥ধ্রু॥
মায়ের করুণা কথা শুনিঞা লাগিল ব্যথা
কহিল সকল বিবরণ।
তপে মনোরথ সিদ্ধি শুনিঞা সন্তোষ সাধ্বী
স্বামীরে করিল বিজ্ঞাপন॥
আনন্দে হেমন্ত ঋষি রত্নসিংহাসনে বসি
আস্ফোট করিল বাহুমূলে।
পুলকিত কলেবর জামাতা হইব হর
আজি মোর জীবন সফলে॥২॥
ইচ্ছাবরি হৈল শুভা শঙ্কর না করে বিভা
এই রব সর্ব্বলোকে বলে।

লাজে নাঞি মাথা তুলি ঘুচিল মনের কালি
কেবল গৌরীর তপোবলে ॥
মেনকা ডাকিয়া সখী ভাজিয়া বাঁটিল নখী
গন্ধ মুথা মেথী আমলকী।
ভৃঙ্গরাজ তিল গিলা গন্ধমাতৃ মনঃশিলা
রজনী রোচনা অঙ্গে মাখি ॥৩॥
মহানারায়ণ তৈল আনি অভ্যঙ্গিত কৈল
সঙ্গে লইয়া সহচরী আলি।
কর্পূর বাসিত বারি কনককলসে ভরি
দুর্গার মস্তকে তুলি ঢালি ॥
বন্য বেশ দূর করি পরাল্য পাটের শাড়ি
মলয়জ কুঙ্কুম কস্তুরী।
রামকৃষ্ণ দাস ভাষে কঙ্কতি বুলাইয়া কেশে
জাদ দিয়া বান্ধিল কবরী ॥৪॥ ১১॥

নারদের উপদেশ

পয়ার ॥

ললাটে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল।
নাসিকা বেশরে সাজে নাম্বে মুক্তাফল ॥
শ্রবণে কুণ্ডল কণ্ঠে শোভে গ্রৈবেয়ক।
হৃদয়ে হিরণ্যহার হীরার পদক ॥
কঙ্কণ বলয় ভুজে বিচিত্র কেয়ূর।
কটিতে কিঙ্কিণী পদে কনকনূপুর ॥
সখী সঙ্গে ভ্রমে কন্যা পুরীর ভিতরে।
হেন কালে আইলা নারদ মুনিবরে ॥
নারদ দেখিয়া দুর্গা গেলা অন্তঃপুরী।
মুনির সম্মুখে যেন পড়িল বিজুলী ॥
নারদের কথা শুনি আল্যা হিমবান্।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন বিদ্যমান ॥
নারদ বলেন ভায়া হৃষ্ট দেখি আজি।
হেন বুঝি এত দিনে হৈলা কৃতকার্য্য ॥

গিরিরাজ বলেন তোমার উপদেশে।
লোক হাসাইয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল শেষে ॥
নারদ হেমন্ত দুঁহে করি আলিঙ্গন।
কহিল যতেক দেবতার বিবরণ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ হইলা সাধক।
তুমি কৃপা কৈলে বধ হয় ত তারক ॥
শুভ দিন করিয়া পার্ব্বতী কর দান।
না কর বিলম্ব গিরি শুন সাবধান ॥
হেমন্তের সঙ্গে কথা কহিয়া নারদ।
ঢেঁকির পিঠেতে তুলি দিল দুই পদ ॥
নারদের বাহন ঢেঁকি অব্যাহত গতি।
অন্তঃপুরে গেলা যথা মেনকা যুবতী ॥
নারদ বলেন রাণি তুমি পুণ্যবতী।
গোত্র পবিত্র কৈল জন্মিয়া পার্ব্বতী ॥
অর্চ্চিবে জামাতা শিবে জীবনের শ্লাঘ্য।
হর গৌরী একত্র দেখিবে বড় ভাগ্য ॥
ব্যভার পাইবে রাণী বাঘের চামড়া।
অধিবাসের কালে পাবে চিরুণী ওকড়া ॥
পাইবে গোঠিয়া পাঁসু সিন্দুর বদল।
কৌটার বদলে পাবে ধুতুরার ফল ॥
পাইবে সর্পের তুমি অষ্ট অলঙ্কার।
ফটিক কুণ্ডল অস্থিমালা কণ্ঠমাল ॥
সঙ্গে আসিবেক ভূত দানব পিশাচ।
ঘর দ্বার না থাকিবেক তপোবনে গাছ ॥
এক শ্বশুরের শুনিঞাছ পূর্ব্বকথা।
মনুষ্যশরীর দক্ষ ছাগলের মাথা ॥
মহেশের ঠাঞি নাই গুরুর গৌরব।
পাত্র মিত্র যত তাঁর প্রমথ ভৈরব ॥
নারদ কৌতুক করে কাতর মেনকা।
মোর মাথা খাও সত্য কহিয় ছোটকা ॥
তোমার কথায় মোর কাঁপিল অন্তর।
গৌরীরে গলায় বান্ধি প্রবেশিব জল ॥

যথায় মৈনাক আছে সমুদ্র ভিতরে।
মাএ ঝিএ তথা গিয়া থাকিব বিরলে ॥
বর না দেখিলে মুঞি আপন নয়নে।
বিভা নাঞি দিব আমি অন্যের বচনে ॥

কৈলাসে নারদ

এই কথা সত্য করি নারদের গতি।
ইহা শুনি মনে মনে হাসেন পার্ব্বতী ॥
আইলা নারদ মুনি কৈলাসশিখরে।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিলা মহেশ্বরে ॥
কহিল সকল কথা আপন চাতুরি।
তোমা না দেখিলে বিভা না দেই শাশুড়ী ॥
একদিন যাবে গোঁসাঞি হিমের নগর।
ভস্মবিভূষিত তনু হইয়া জটাধর ॥
সিদ্ধঝুলি কান্ধে করি হবে বিরূপাক্ষ।
দেখিলে মুনির কন্যা করিবে কটাক্ষ ॥
বসিতে বলিলে প্রভু নাচিবে কৌতুকে।
পায়েতে ধরিবে তাল গালবাদ্য মুখে ॥
সিঙ্গা ডুম্বুর বাজাইয়া গাইবে উচ্চস্বরে।
যেমতে গৌরীর মা মেনকা ভোলে পড়ে ॥
দেখিতে ভ্রুকুটি নাট ছাড়ি নিজপুরী।
ধাইয়া আসিবে সব মুনির কুমারী ॥
দান দিতে চাহিলে না লবে অন্য দান।
কন্যাদান মাগিহ এই কহিল বিধান ॥
কদাচিত ক্রোধ যদি করে গিরিরাজ।
ধিকাধিক সহিবে না বাসিবে কিছু লাজ ॥
রামকৃষ্ণ দাস গান নারদের শিক্ষা।
পার্ব্বতীর তরে গিয়া মাগি আন ভিক্ষা ॥
এত দূরে রহিল আজি শিবের মঙ্গল।
ভক্ত নায়কে প্রভু করিবে কুশল ॥

পালা সাঙ্গ ॥

পুষ্পচয়নোপাখ্যান

শিবের পুষ্পোদ্যানে গৌরী

ভাই, শুন ইতিহাস কথা পার্ব্বতী লইয়া তথা
সঙ্গে তার মুনিকন্যাগণ।
উষঃকালে সনক্ষত্রে আসি নারায়ণক্ষেত্রে
গঙ্গাস্নান দেবতা তর্পণ ॥
দিবাকরে দিয়া অর্ঘ্য ভক্তিভাবে পুজি ভর্গ
অবশেষে জপ সমর্পণ।
উদ্যানে গঙ্গার তটে নানাবর্ণে পুষ্প ফুটে
দেখি দুর্গা হরষিত মন ॥১॥

কি আরে, চলে দুর্গা পুষ্প আহরণে।
মধ্যাহ্নে পুজিব হর তবে সে যাইব ঘর
তুষ্ট প্রভু ত্রিসন্ধি জপনে ॥ধ্রু॥
সখী সঙ্গে যুক্তি করি পুষ্প তুলি সাজি ভরি
করে লৈয়া কনক আকুষি।
ছাড়িয়া আপন পুর আইলা অনেক দূর
মহৌষধিবনে আসি বসি ॥
জ্যোতির্ম্ময় মহৌষধি তলেতে কাঞ্চন বেদি
বনে ভ্রমে ভয়ানক জন্তু।
সিংহ ব্যাঘ্র সর্প দেখি ডাকি বলে যত সখী
আগেতে উচিত নহে গন্তু ॥২॥

না শুনে কাহার কথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা
দেখি মরকতের প্রাকার।
তাহার ভিতর দেখি কুসুমিত সব শাখী
প্রবেশ হইতে নাহি দ্বার॥
সেই মালঞ্চের কাঁথি থুড়ি লাফে হৈমবতী
ডিঙ্গাইয়া পড়িল ভিতরে।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি মঞ্জীরের শব্দ শুনি
পক্ষিকুল সচকিত ডরে॥৩॥
সহজে কমলমুখী নিঃশ্বাসসৌরভ সাক্ষী
ভৃঙ্গ উড়ি পড়ে বারে বারে।
উরেতে লম্বিত বেণী দূরে হৈতে দেখি ফণী
ময়ূর ধাইল গিলিবারে॥
বাহু বিষলতা ভাতি দেখি রাজহংসপাঁতি
হরিষে ধাইল উর্দ্ধমুখে।
রামকৃষ্ণ দাস রচে অঙ্গুলি পল্লব নাচে
উৎপাত করিল আসি শুকে॥৪॥১॥

গৌরীর পুষ্পচয়ন

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে।
মজিল মহত্ত্ব মোর রাখালের হাতে॥ধুয়া॥

পয়ার॥

উদ্যান ভিতরে দুর্গা আইলা একেশ্বরী।
বাহিরে রহিল যত সখী সহচরী॥
যত পক্ষিগণ আসি পার্ব্বতীরে বেড়ে।
ভ্রমর যাইতে চাহে মালঞ্চ ভিতরে॥
আঁচল ফিরাইয়া দুর্গা নাড়েন আঁকুষি।
বিস্মিত হইলা বড় মালঞ্চেতে আসি।
সম্মুখেতে দেখিল মন্দার পারিজাত।
পুষ্প তুলিবারে গৌরী বাড়াইল হাত॥
শিবের সঙ্কোচে যত সব সুরবৃক্ষ।
পার্ব্বতী দেখিয়া তারা হৈল অন্তরীক্ষ॥
পুষ্প না পাইয়া উমা করে মনস্তাপ।
পারিজাত মন্দারে তখনি হৈল শাপ॥
শিবপূজা করিবারে আমার প্রয়াস।
আমা দেখি বৃক্ষ তুমি উঠিলে আকাশ॥
তেপালিতা কাঁটা মান্দারি জন্মিবে মরতে।
না লাগিবে দেবকার্য্যে বোন্দ হইবে ক্ষেতে॥
গন্ধ বাস না থাকিব না পরিব লোকে।
এতেক বলিতে গৌরী দেখিল অশোকে॥
অশোক কিংশুক চাঁপা আর নাগেশ্বর।
বকুল কাঞ্চন বক কদম্ব পাটল॥
কুটজ কনকচাঁপা ত্রাসিত অন্তরে।
নিকট করিয়া ডাল দিল অম্বিকারে॥
হরিষ হইলা এই সব ফুল তুলি।
সাজিতে আপুনি আসি পড়িল সিউলি॥
কৌতুকে অশোক বৃক্ষে দেবী দিলা বর।
অশোক হিংসায় শোক পায় মূঢ় নর॥
অশোকপল্লব চাহি যেই যেই ব্রতে।
সেই ব্রতে কাম্যসিদ্ধি হইব ত্বরিতে॥
এই বর দিয়া দেবী চলি গেলা আগে।
করবীর করুণ রঙ্গিল বাম ভাগে॥
সম্মুখে দেখিয়া জবা তুলিল সত্বর।
টগর দুর্গার সঙ্গে করিল উত্তর॥
তুমি হেমন্তের কন্যা আমি জানি তোমা।
এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীমা॥
মহৌষধি প্রস্থ হেমন্তের অধিকার।
না জান হরের বার্ত্তা ফুল লোট কার॥
শিবের আছুক দায় যদি শুনে নন্দি।
প্রমথের হাতে কন্যা বনে হইবে বন্দী॥
শুনিঞা কর্কশ বাণী ভবানীর ক্রোধ।
শিব হইতে ভিন্ন আমা বুঝিলে দুর্ব্বোধ॥

তোমা পুষ্পে পূজে যেই স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা।
স্ত্রীভ্রষ্ট হয় সেই পূজা যায় বৃথা॥
তোমার সুগন্ধি আসিবেক করবীরে।
তুমি শোভা পাবে ক্ষেত্রবটুকের শিরে॥
মল্লিকা মালতী যূথী কুন্দ বন্ধুজীব।
নেয়ালী তুলিল গৌরী অর্চ্চিবারে শিব॥
সেপতী মাধবী লতা লবঙ্গ কস্তুরী।
শতবর্ণ ভূমিচাঁপা তুলিল সুন্দরী॥
যেই যেই পুষ্প জানে দেবীর গৌরব।
তারে তারে দিলা দুর্গা অধিক সৌরভ॥
দমন মরুয়া জাতি গুলাল তুলসী।
জটাপুষ্প তুলিল ফুলের হৈল রাশি॥
হইল মধ্যাহ্নকাল শিরোপর ভানু।
পরিশ্রমে দুর্গার ঘামিল সব তনু॥
উদ্যান ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
কমল কুমুদ নানা বর্ণেতে উৎপল॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে সুধা সম নীর।
কনকে রচিত তার দেখি চারি তীর॥
স্নান করিবারে দেবী চলিলা সত্বরে।
ওকড়া আপাঙ্গ তার লাগল অম্বরে॥
বসন মার্জিতে উমা পরম চিন্তিত।
কনকধুতুরা তাঁরে বুঝাইল নীত॥
রাজকন্যা হৈয়া তুমি ভ্রম একাকিনী।
প্রমথ ভৈরব ভূত শিবের বাহিনী॥
নিষেধ করিল তোমা আপাঙ্গ ওকড়া।
জলেতে নাম্বিলে গৌরী হইব ঝগড়া॥
কারেহ শাপিলে তুমি কারে দেও বর।
না জান বিশেষ কিসে তুষ্ট মহেশ্বর॥
যত পুষ্প তুলিয়াছ সব হয় বৃথা।
যদি নাঞি দেও শিবে শ্রীফলের পাতা॥
সহস্রেক তোল যদি নীল উৎপল।
এক ধুতুরায় তার চতুর্গুণ ফল॥
ঘলঘসী দেও শিবে ওকড়া আপাঙ্গ।
স্থলজাত ফুলে তুমি পূজা কর সাঙ্গ॥
কাশ কুশ পুষ্প দেও আর শমীদল।
অর্কপুষ্প দেও দশ সুবর্ণের ফল॥
শ্বেতপদ্ম সম শ্বেত মন্দারের পুণ্য।
বিল্বপত্র সবার প্রধান অগ্রগণ্য॥
ধুতুরার বোলে দুর্গা না করিল রোষ।
বরদান কৈল তারে হইয়া সন্তোষ॥
কেবল ধুস্তুরে যে বা পূজে গঙ্গাধর।
একদিনে পায় কোটি গোদানের ফল॥
এক এক পুষ্পে পূজা করে নিরন্তর।
মোক্ষপদ পায় পূর্ণ হইলে বৎসর॥
বিল্বপত্র স্মৃতি হৈল ধুস্তুরের কথায়।
তুলিল অখণ্ড পত্র সহস্র সংখ্যায়॥
চারি বর্ণে ধুস্তু পুষ্প তুলি হরষিতে।
কেশ কীট বালুকা বাছিল ভালমতে॥
জলেতে উলিলা গৌরী করিবারে স্নান।
দশ বিশ পঙ্কজে ধরিয়া মারে টান॥
দেখিবারে পায় তাহা শিবের কিঙ্কর।
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস রচে বন্দিয়া শঙ্কর॥ ২॥

কৈলাসে সংবাদদান

সরোবর মধ্যে টঙ্গি তাহাতে রক্ষক ভৃঙ্গি
সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল।
সবে শিরে ধরে জটা কনক বর্ণেতে কটা
বিরূপাক্ষ বদন করাল॥
কড়মড় করে দাঁত কাঁকালে লাগ্যাছে আঁত
গজচর্ম্ম তাহে কটি বেড়া।
ধর মার করি ধায় রাক্ষসীর অভিপ্রায়
কেহ বান্ধিবারে আনে দড়া॥১॥

ভাই রে, কোপে চণ্ডী হইলা বিমনা।
গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়ে ঝড়ে যেন কলা পড়ে
মূর্চ্ছিত হইল যত সেনা॥
ভৃঙ্গি দূরে হৈতে চাহে পাছু হইয়া পাএ পাএ
ধাইয়া গেল কৈলাসশিখরে।
প্রভুরে নোঙাঞা মাথা কহিল সকল কথা
দৈত্য আইল মালঞ্চ ভিতরে॥
বুঝিতে দেবের শক্তি ধরিয়া অবলামূর্ত্তি
মায়া পাত্তি মালিনীর বেশে।
ডাল ভাঙ্গি ফুল তোলে অবশেষে ওলে জলে
পদ্মখণ্ড ভাঙ্গিল নিঃশেষে॥
শুন গোসাঞি ত্রিদশের নাথ।
কে বলে তাহারে বালা কর্ণেতে লাগিল তালা
হুহুঙ্কার যেন বজ্রাঘাত॥ধ্রু॥
লবেক দেবের রাজ্য বুঝিয়া করহ কার্য্য
হইল ভূত ভৈরব নিপাত।
ভস্ম বিভূষিত গায় পাণ্ডুয়া কুমড়া প্রায়
ভূমেতে পড়িল পাণ্ডুনাথ॥
তোমারে জানাইতে বার্ত্তা আমি ত আইলাঙ হেথা
কি বা আর হৈয়াছে প্রমাদ।
ত্রিপুরা জন্মিঞা পুনঃ বর পাইয়া আইল যেন
পূর্ব্বদুঃখ সাধিবারে বাদ॥
প্রভু হে, আমি নাঞি আসি বনভিতে।
নাহিক তোমার আজ্ঞা নাঞি জানি বর্ণ সংজ্ঞা
হিংসিতে সন্দেহ হইল চিত্তে॥ধ্রু॥
যোষিত বধিতে অস্ত্রে নাহি লিখে কোন শাস্ত্রে
তাহে নাঞি যুঝে অস্ত্রধারী।
দৈত্যের বিষম ছদ্ম জানে তব পাদপদ্ম
হৈয়া আইল অনবধ্য বৈরি॥
শুনি একাদশ রুদ্র বীরভদ্র হৈল ক্রুদ্ধ
ভৃঙ্গিরে করিয়া পরিহাস।
আজ্ঞা কর শূলপাণি কন্যা গিয়া ধর্যা আনি
মায়া তার করিব বিনাশ॥
শুনিয়া হাসেন কৃত্তিবাস।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে সকল জানিল মনে
কারে কিছু না কৈল প্রকাশ॥ধ্রু॥৩॥

শিবের আদেশ

প্রমথ ভৈরব চণ্ড কুষ্মাণ্ড বেতাল।
ভূত প্রেতগণ সঙ্গে যত ক্ষেত্রপাল॥
বটুক গুহ্যক লৈয়া নন্দি সেনাপতি।
ভৃঙ্গিরে করিয়া চর চল শীঘ্রগতি॥১॥
নন্দি, চল রে আপুনি চল রে আপুনি।
আমার মালঞ্চ লুটে কেমন মালিনী॥ধ্রু॥
দেবকন্যা মুনিকন্যা কিবা বিদ্যাধরী।
রাক্ষসী কিন্নরী কিবা আসুরী কিন্নরী॥
স্ত্রীজাতি নহে যদি মায়াবী পাষণ্ড।
নিশ্চয় জানিঞা সমুচিত দিহ দণ্ড॥২॥
তুমি সব যাইতে যদি থাকে সেই স্থলে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিবে শুনিবে কি বলে॥
তপস্বিনী দেখ যদি না হিংসিয় তুমি।
দূতমুখে বার্ত্তা দিহ যেন যাই আমি॥৩॥
আচ্ছাদিয়া রহিয় সভে পৃথিবী আকাশ।
পালাইতে যেন নাঞি পায় অবকাশ॥
ইহাতে জানিব নন্দি তোমার চাতুরী।
রামকৃষ্ণ দাস গায় ভাবি ত্রিপুরারি॥৪॥৪॥

শিব বল রে ভাই রাম বল॥
প্রভু বলে বীরভদ্র আর রুদ্রগণ।
আমার সঙ্গেতে যাবে জানিঞা কারণ॥
নন্দি সঙ্গে চল আর যত সেনাপতি।
বেড়িবে মালঞ্চবাড়ী গিয়া শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পাইয়া রণসিঙ্গায় নন্দি দিল ফুঁক।
ধাইল ভৈরবসেনা করি ঊর্দ্ধমুখ॥

পাণ্ডুনাথের ডাকে ধাইল অসিতাঙ্গ।
তালগাছ হেন তার হাতে লৌহডাঙ্গ॥
ভীষণ ভৈরব ধায় ডাকে মহাডাক।
দুই চক্ষু ঘুরে যেন কুমারের চাক॥
ক্রোধোন্মত্ত ধায় আর রুরু ভয়ঙ্কর।
কলাপী ভৈরব ধায় আর চণ্ডেশ্বর॥
সিংহমুখ অগ্নিমুখ ধাইল দুর্ম্মুখ।
ক্ষেত্রপালগণ সঙ্গে ধাইল হেতুক॥
অগ্নিজিহ্বা ত্রিপুর ঘুরায় ভীমনাথ।
উনপঞ্চাশত সঙ্গে ঘুরুনিয়া বাত॥
কাল করাল আইসে বিকট দশন।
অগ্নিবেতাল ধায় মূর্ত্তি হুতাশন॥
সিদ্ধপুত্র জ্ঞানপুত্র ধাইল বটুক।
সময়পুত্র সহজপুত্র আইল সমুখ॥
কর্ণেতে ওড়ের ফুল জটা অগ্নিশিখা।
লাফে লাফে আইসে সেনা নাঞি লেখাজোখা॥
উর্দ্ধপদ করি কেহ হাতে পথ চলে।
সিন্দুর ললাটে কার মুখে বহ্নি জ্বলে॥
ভস্মেতে পাণ্ডুর কেহ পরিয়া চামড়া।
কাঁকালে জড়িয়া লএ সর্প কুশ দড়া॥
শক্তি শূল কুঠার মুদ্গর কট্টারক।
খট্টাঙ্গ মুষল অসি করে ঝকঝক॥
শাল পেয়াল কেহ উপাড়িয়া লয়।
আকাশে অমরগণ কম্পমান ভয়॥
প্রভুরে প্রণাম করি চলে সেনাগণ।
মুহূর্ত্তেক রুদ্রসেনা গেল পুষ্পবন॥
সৈন্যের প্রাকার বেষ্টিত চারি দিগে।
তার মধ্যে পুষ্পবন পর্ব্বতের শৃঙ্গে॥
বেড়িল সকল সেনা সেই ত মালঞ্চ।
থরে থরে রহে গিয়া হৈয়া একসঞ্চ॥
নন্দি বলে যার দিগে মালিনী পালায়।
সেই সেনাপতি দিবেক মালিনীর দায়॥
বিক্রম তেজিয়া সভে চল চাপচুপে।
মালঞ্চ ভিতরে কন্যা আছে কি বা রূপে॥
আন ছলে গিয়া আমি দেখিব নিকটে।
বুঝিব চরিত্র তার রহিয়া দোপটে॥

গৌরীর রুদ্রকালীমূর্ত্তি ধারণ

হেন কালে হৈমবতী পূজিয়া শঙ্কর।
সূর্য্যের আতপে দুর্গা কুরলে কুন্তল॥
ছাইল শিবের সেনা পৃথিবী আকাশ।
পবন চলিতে তথা নাহি অবকাশ॥
নিঃশব্দে আইসে সেনা মেঘের আকার।
মধ্যাহ্ন কালেতে হৈল ঘোর অন্ধকার॥
মুখে অগ্নি জ্বলে যেন পড়িছে বিজুলী।
এতেক বলিয়া দেবী উরিল উত্তরী॥
মনেতে জানিল আইল রুদ্রঅনুচর।
একাকিনী দেখি প্যছে বলে দুরাক্ষর॥
অট্ট অট্ট হাসি দেবী দেই করতালি।
অবতীর্ণা হৈলা তথা কালী ভদ্রকালী॥
লহ লহ করে জিহ্বা দেখিতে তরাস।
সর্ব্ব সৈন্য করিবারে পারে একগ্রাস॥
বদন বিস্তার তাঁর উজ্জ্বল দশন।
নিমগ্ন লোহিত চক্ষু চাহন ভীষণ॥
মড়ার পৃষ্ঠেতে নাচে গলে মুণ্ডমালা।
বড় বড় দন্ত তাঁর যেন চাঁপাকলা॥
চামুণ্ডা প্রচণ্ডা উগ্রচণ্ডা চণ্ডবতী।
চণ্ডোগ্রা চণ্ডিকা উগ্রচণ্ডা অষ্টশক্তি॥
অতিচণ্ডিকার সঙ্গে চৌষট্টি যোগিনী।
উনকোটি কাত্যায়নী অসংখ্য ডাকিনী॥
তার মধ্যে পদ্মাসনে আছেন পার্ব্বতী।
দূরে হৈতে দেখে নন্দি যেন সত্যবতী॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী দক্ষের কুমারী।
সেইরূপ কন্যা দেখি দড়াইতে নারি॥

প্রমথ ভৈরব চণ্ড বটুক বেতাল।
যক্ষ রাক্ষস দৈত্য যত ক্ষেত্রপাল॥
অম্বরে থাকিহ সভে সম্বরিয়া ক্রোধ।
মাতৃগণ সঙ্গে নহে বিহিত বিরোধ॥
সেনা নিবারিতে নন্দি হইল বিমনা।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে নাহি একজনা॥
সেই কন্যা মাত্র দেখে সরোবরতটে।
শান্তমূর্ত্তি হইয়া নন্দি আইল নিকটে॥
কাহার কুমারী তুমি কি তোমার নাম।
শিবের মালঞ্চে কেন তোমার বিশ্রাম॥
কোন্ বা দেবতা কন্যা তোমার আরাধ্য।
শিব অপরাধে কোন ধর্ম্ম নহে সাধ্য॥
অখণ্ড মালঞ্চে পুষ্প তুলিবারে দোষ।
উচিত কহিতে মাতা না করিহ রোষ॥
রক্ষক মূর্চ্ছিত কৈলে কোন্ অপরাধে।
পরিচয় দেও কার্য্য নাঞি বিসম্বাদে॥
হাসিয়া উত্তর তারে করিলা ভবানী।
কর্ণরম্য শুনি যেন পিনাকের ধ্বনি॥
শুন দূত তোমার ঠাকুর দিগম্বর।
উগ্রমতি যত তাঁর সঙ্গে সহচর॥
দেবকার্য্যে রচে লোক পুষ্পের উদ্যান।
উপবন সরোবর করে প্রপা দান॥
দেউল জাঙ্গাল কূপ দেই ভাগ্যবান্।
লোক উপকারে তুষ্ট প্রভু ভগবান্॥
তোমার ঠাকুর হেন বুঝি মালাকার।
পুষ্পের বিক্রয় করি মেলান আহার॥
কি বা কাজে পুষ্প তুলি না জিজ্ঞাসে তত্ত্ব।
অবিচারে ধায় তেঞি রক্ষক উন্মত্ত॥
পুষ্পের কারণ করে অতিথের হিংসা।
অতিথ দেখিয়া না জিজ্ঞাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা॥
বান্ধিবার তরে আইসে হাথে লৈয়া পাশ।
আপনার দোষেতে আপুনি যায় নাশ॥
মূর্চ্ছিত হইল এই যত সব সিক্ষা।
জাগাইয়া লৈয়া যাও সভে যায় নিদ্রা॥
নাম বর্ণ জিজ্ঞাসায় নাঞি কোন লাভ।
নিবর্ত্তিয়া যাও তুমি পাইল সদ্ভাব॥
তোমার ঠাকুর যোগী ভোলা মহেশ্বর।
তাঁর তরে আমার তিলেক নাহি ডর॥
নন্দি বলে তোমার তবে সে জানি কথা।
ঠাকুর আসিতে যদি তুমি থাক এথা॥
দেবী বলেন আমি আছি এই পুষ্পবনে।
প্রভুরে জানাও গিয়া যত পার প্রাণে॥
নন্দি বলে অসিতাঙ্গ ভৃঙ্গি ভীমনাথ।
কপালী করাল কাল হৈয়া একসাথ॥
অগ্নি বেতাল চণ্ডেশ্বর সেনাপতি।
ভীষণ সহিতে শুন আমার যুকতি॥
তুমি সব সৈন্য লইয়া থাক ব্যপদেশে।
একেশ্বর আমি যাই পর্ব্বত কৈলাসে॥
পাণ্ডুনাথ পাণ্ডুনাথ বলি নন্দি ডাকে।
জাগিয়া উঠিল যত চণ্ড একে একে॥
পাণ্ডুনাথ বলে আমি নাহি পড়ি নিদ্রা।
এই কন্যা জানে ভাই ডাকিনীর বিদ্যা॥
নন্দি বলে আর কিছু না বল উৎকট।
কেহ নাহি যাইয় এই কন্যার নিকট॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে আছে রসকথা।
আমি জানাবারে যাই প্রভু আছে যথা॥৫॥

বচনিকা॥

ভাই রে, নন্দি গিয়া শিবের
সাক্ষাতে দুর্গার কেমত রূপ
বলিতেছেন অবধান করহ॥

গৌরীর রূপ

রাগ ॥

দেখিয়া কন্যার কেশ চমরী ছাড়িল দেশ
প্রবেশিল অরণ্য ভিতরে।
তাহাতে বিচিত্র বেণী দেখিয়া সঙ্কোচ ফণী
হস্ত পদ লুকাইল উদরে ॥
সিন্দূর তিলক ভালে যেন অবস্থিতা কালে
সীমন্তে না দেখি তার রেখা।
দেখিয়া উজ্জ্বল রঙ্গ অরুণের উরুভঙ্গ
উড়িতে নাহিক আখা পাখা ॥
অমরনাথ, মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
কুন্দল কনক কান্তি কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি
কি বর্ণিব সে বরবর্ণিনী ॥ধ্রু॥
ভ্রূযুগ কামান জনু অতনু লুকাইল ধনু
সম তাহে পাইয়া পরাভব।
নাসিকা গঠন দেখি লজ্জিত গরুড় পাখী
অভিমানে ভজিল মাধব ॥
নেত্র দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর
কুরঙ্গিণী শৃঙ্গ নাহি বহে।
সফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়া বুলে
কথো কাল দেশে নাহি রহে ॥
ওষ্ঠ অধরের ছবি উপমিতে নাহি ভুবি
মাণিক্য না দেই তেঞি দেখা।
বিম্বফল লজ্জা পাই না হইল চিরস্থাই
বিদ্রুম হরিল পত্র শাখা ॥
দেখিয়া দশন পংক্তি মুক্তা আশ্রাইল শুক্তি
দাড়িম ফাটিল অভিমানে।
উপমা না পাইয়া হীরা প্রবেশ করিল শিলা
কেহ নহে তাহার সমানে ॥
হাস্য দেখি সৌদামিনী আশ্রাইল কাদম্বিনী
কোকিল শুনিঞা তাঁর ভাষা।
লাজে কালি হৈল কায়া না করে ডিম্বের মায়া
দেশেতে না করে তেঞি বাসা ॥
কপোলদেশের দীপ্তি উপমিতে কার শক্তি
দর্পণ আপনা নিত্য মাঝে।
গিধিনী দেখিয়া শ্রুতি শ্মশানে করিল স্থিতি
লোকালয় নাহি রহে লাজে ॥
বদন মণ্ডল শোভা উপমিতে নিজ আভা
কলা কলা নিত্য বাড়ে শশী।
তুলনা না পাইয়া মুখে ক্ষীণ হয় মনোদুঃখে
পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র পৌর্ণমাসী ॥
কণ্ঠে রেখা দেখি কম্বু না লাগিল লবণাম্বু
প্রবেশিল সাগর সশঙ্কে।
না হৈল বাহুর তুল্য জানিয়া আপন মূল্য
মৃণাল লুকাইল গিয়া পঙ্কে ॥
সুন্দর যুগল পাণি রক্ত সরসিজ জিনি
অক্ষমালা তাহে ভৃঙ্গমালা।
বাল্য যৌবনের মধ্যে শরীরেতে বয়ঃসন্ধি
পতিকাম্যে তপ করে বালা ॥
দেখিয়া কন্যার মাঝা লজ্জিত মৃগের রাজা
লুকাইল পর্ব্বতগহ্বরে।
খর্ব্বপৃষ্ঠা সুনিতম্বা উরুযুগ রামরম্ভা
বড়শি বিন্দিয়া চালি চলে ॥
দেখিয়া চরণ যুগ স্থলপদ্ম অধোমুখ
অঙ্গের সৌরভে ভৃঙ্গ ভুলে।
উপমা না যায় রতি যেন দেখি সত্যবতী
আছে কন্যা সরোবরকূলে ॥
দেখিল স্বপ্নের হেন যতেক যোগিনীগণ
তার সঙ্গে সেই পুষ্পবনে।
ফিরিয়া চাহিতে একা নাহি আর কার দেখা
সন্দেহ হইল বড় মনে ॥
নাহি করে পরিচয় নাঞি হয় পরিণয়
অভিপ্রায় করিল নিশ্চয়ে।

দেবকন্যা মুনিকন্যা ইহা বিনে নয় অন্যা
রাক্ষসী মানুষী কভু নহে ॥
বিবাদ করিয়া মানা রাখিয়া সকল সেনা
আইলাঙ তোমা বিদ্যমানে।
শুনিয়া নন্দীর বাণী আনন্দিত শূলপাণি
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৬॥

গৌরীর অন্বেষণে শিব

ঘোষা ॥

বুড়ী বলে নাতিয়া না রে হের।
হাথে নিধি পাইয়া কেন ছাড় ॥

পয়ার ॥

নন্দি বলে সেই কন্যা দেবী আদ্যাশক্তি।
দরশন মাত্রে তাঁর জন্মে মাতৃভক্তি ॥
বেশ বিন্যাসে তনু পরম উজ্জ্বল।
রত্ন আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল ॥
বিচিত্র দুকুল কটি আটিয়া মেখলা।
উপরে ওঢ়নী রাঙ্গা পাটের পাছড়া ॥
সঙ্গীত উত্তরবাণী বড়ই মাধুরী।
স্তুতি নিন্দা করে কন্যা বচন চাতুরী ॥
হুঙ্কারে মূর্চ্ছিত যে বা হইয়াছিল আগে।
আজ্ঞামাত্রে উঠে যেন নিদ্রা হইতে জাগে ॥
কহিল কন্যার কথা বুঝিবে আপনি।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ তুমি প্রভু শূলপাণি ॥
এতেক বলিয়া নন্দি দাণ্ডাইল সম্মুখে।
বৃষধ্বজ রথে প্রভু চড়িলা কৌতুকে ॥
সারথি হইয়া নন্দি অন্তরীক্ষে গতি।
ক্ষণমাত্রে আইলা যথা আছেন পার্ব্বতী ॥
জ্যোতির্ম্ময় রথ দেবী দেখিয়া নিয়ড়ে।
দেখাদেখি লুকাইল ওড়পুষ্পঝাড়ে ॥
যে রূপ দেখিল হর তপস্যার কালে।
সেই রূপ দেখি প্রভু পড়িয়াছিলা ভোলে ॥
তাহা হইতে সহস্র গুণেতে হৈল শোভা।
প্রভু বলে গৌরীরে করিব আজি বিভা ॥
নন্দি বলে শুন প্রভু জগতের পিতা।
নিশ্চয় চিনিলে যদি হেমন্তদুহিতা ॥
দেশেরে বিদায় করি যতেক প্রমথ।
প্রাচীর বাহিরে আমি লইয়া যাই রথ ॥
কন্যার উদ্দেশে তুমি ভ্রম একেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করহ কি বা করেন উত্তর ॥
মনোনীত বচনে দিলেন অনুমতি।
রথ হৈতে মালঞ্চে উলিলা পশুপতি ॥
রথ লইয়া গেল নন্দি বাহির উদ্যান।
কৈলাসেরে রুদ্রসেনা করিল প্রয়াণ ॥
পদব্রজে মালঞ্চেতে ভ্রমেন শঙ্কর।
পার্ব্বতী আছেন ওড় পুষ্পের ভিতর ॥
গৌরী বলে পুষ্প আমি তোমার শরণ।
আজি যোগেশ্বরের চঞ্চল দেখি মন ॥
ওড় পুষ্প বলে মাতা না থাকিহ এথা।
প্রভু জিজ্ঞাসিলে না কহিব এই কথা ॥
তথা হইতে পার্ব্বতী চড়িলা আড়েওড়ে।
প্রবেশ করিল কুন্দ কুসুমের ঝাড়ে ॥
গৌরী না দেখিয়া হরে হইল বিস্ময়।
ওড়েরে জিজ্ঞাসা কৈল করিয়া বিনয় ॥
এখনে আইল গৌরী তোমার নিকট।
আমারে উদ্দেশ কহ না কর কপট ॥
পূর্ব্বে কাম দগ্ধ হইয়াছিল মোর ক্রোধে।
সময় পাইয়া ইবে সেই ধার শোধে ॥
গৌরীর বচনে কাম করিয়া আশ্রয়।
হানিল মোহন বাণ আমার হৃদয় ॥
গৌরী না দেখিলে মোর না রহে শরীর।
কহ কহ পুষ্প তুমি প্রাণ কর স্থির ॥

ওড় বলে প্রভু আমি গৌরী নাঞি চিনি।
শুনিঞা শাপিল তারে প্রভু শূলপাণি॥
আমার অর্জ্জিত পুষ্প ভাঁড়হ আমারে।
আমার দুঃখেতে দয়া না জন্মে তোমারে॥
জবেতে লুকাইল গৌরী তোমার জবা নাম।
তোমা পুষ্পে বিষ্ণু পূজে তারে বিধি বাম॥
ওড় পুষ্প বলে প্রভু জগতের স্বামী।
সর্ব্বত্র তোমার দৃষ্টি তুমি অন্তর্য্যামী॥
বৃক্ষযোনি করিয়া আপনি কৈলে সৃষ্টি।
জঙ্গম সমান নহে জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি॥
তুমি জিজ্ঞাসিলে তেঞি নিঃস্বরে উত্তর।
বৃক্ষের নাহিক শব্দ শুন মহেশ্বর॥
স্পর্শজ্ঞান মাত্র আছে শীত বাতাতপ।
অনেক অধর্ম্মে জন্ম হইয়াছে পাদপ॥
অকারণে শাপ দেও নাহি মোর দোষ।
কৃপা কর অধমেরে না করিহ রোষ॥
অনুগ্রহে পুনরপি করিল শাপান্ত।
চণ্ডিকার প্রিয় তুমি হইবে নিতান্ত॥
ডাকিনী যোগিনী যে বা সাধে বামপথ।
তোমা পুষ্পে সিদ্ধ হৈব তার মনোরথ॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বরে।
শুনিয়া সঙ্কোচ কুন্দ কাঁপিল অন্তরে॥
কুন্দ বলে দুর্গা তুমি চল কুঞ্জবনে।
প্রভু আইলে কেমনে লুকাবে এইখানে॥
শুনিঞা চলিলা দেবী মরালগামিনী।
বলয় কিঙ্কিণী নূপুরের শব্দ শুনি॥
দূরে থাকি তাহারে দেখিল ত্রিলোচন।
প্রভু বলে কোথা যাও চুরি করি মন॥
শঙ্কর আসিতে দুর্গা লুকাইল কুঞ্জে।
মনস্তাপ পাইয়া কুন্দেরে প্রভু গঞ্জে॥
গৌরী না দেখিয়া আমি বিরহে ব্যাকুল।
তাহারে লুকাইয়া রঙ্গ দেখ কুন্দ ফুল॥
কুন্দ পুষ্প দিয়া শিবলিঙ্গ যে বা পূজে।
অপুত্রক হয় সেই পূর্ব্বধর্ম্ম মজে॥
কুন্দ পুষ্প বলে প্রভু তুমি দয়াময়।
অবিচারে শাপ দেও বড় পাই ভয়॥
তুমি যারে লখিতে না পার পশুপতি।
কি করিতে পারে তারে স্থাবরের শক্তি॥
অকারণে অধমেরে কর অপরাগ।
ব্যর্থ জন্ম তার তুমি যারে কর ত্যাগ॥
কুন্দের কাকুতি শুনি হাসেন কৃত্তিবাস।
তোমা পুষ্প পরিব সমস্ত মাঘ মাস॥
পুত্র কাম্য করি কুন্দে যে পূজে শঙ্কর।
মাঘ মাসে পায় নর মনোনীত বর॥
অন্য মাসে কুন্দেতে পূজিলে হয় পাপ।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু দেবতার শাপ॥
এইরূপে একে একে তরু লতা দেখি।
জিজ্ঞাসা করিল প্রভু হৈয়া মনোদুঃখী॥
হেনই সময় রবি গেল অস্তাচল।
রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল॥ ৭॥

গৌরীর সন্ধানে শিব

রাগ॥ গীত॥

শিয়লী নেয়ালি যূথী মল্লিকা মালতী।
বকুল বন্ধুক বক কাঞ্চন সেপতি॥
চাপা নাগেশ্বর হের করহুঁ কাকুতি।
তুমি সব দেখিলে কি কন্যা রূপবতী॥
হের শুন বনস্পাত শুন বনস্পতি।
তুমি াক দেখিলে এথা যাইতে পার্ব্বতী॥ধ্রু॥
অশ্বত্থ কপিত্থ বট বিল্ব হরিতকী।
আম্র আম্রাতক জাম্বু জম্বির কণ্টকী॥
বদরী বাদাম দাম বঙ্গ আমলকী।
তুমি সব দেখিলে কি গৌরী চন্দ্রমুখী॥

দাখ দাড়িম তেন্দু তিন্তিড়ি তমাল।
কমলা করুণা কামরাঙ্গা কাঙবাল ॥
করঞ্জবৃক্ষ ডহুয়া মহুল মাতুলুঙ্গ।
কহ কহ তুমি সব না বঞ্চিহ রঙ্গ ॥
নবলি লাঙনি সাল সরল পেয়াল।
ক্ষীরবৃক্ষ খদির খর্জ্জুর তাড়ি তাল ॥
পুন্নাগ প্রিয়ঙ্গু পূগ লোহিতচন্দন।
কহ না কমলামুখী গেল কোন্ বন ॥
দেবদারু অগৌর গাম্ভারি গুড়ত্বক।
সপ্তপর্ণী শিরীষ সম্পাক ভল্লাতক ॥
কর্পূর কদলী কহু কত লব নাম।
কুরঙ্গনয়নী কোথা করিল বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণসার নীলরোঝ কুরঙ্গ সম্বর।
শশক শল্লকী ভল্ল ভুজঙ্গ বানর ॥
কাক কোকিল কীর কপোত ময়ূর।
কহ সুমধ্যমা রামা গেল কত দূর ॥
বন উপবন যত আর পশুপতি।
একে একে জিজ্ঞাসিলা হৈআ মনোদুঃখী
সরোবর শতপত্র শুন ষট্‌পদ।
কহিয়া গৌরীর কথা ঘুচাও বিপদ ॥
প্রবেশ করিল হর অশোক নিকুঞ্জে।
মাধবীলতাএ মত্ত মধুকর গুঞ্জে ॥
রামকৃষ্ণ কহে বহে মলয় সমীর।
অধিকে হরের চিত্ত হইল অস্থির ॥ ৮ ॥

গৌরীর সন্ধান লাভ

ঘোষা ॥

তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ।
দাণ্ডাইয়া বিকলী আর কত দেখ ॥

পয়ার ॥

প্রভুরে নিকটে দেখি পার্ব্বতীর ভয়।
অশোকবনেরে দুর্গা করেন বিনয় ॥
শুন শুন অশোক তোমারে কহি মর্ম্ম।
তুমি রক্ষা কর মোর অবস্থিতাধর্ম্ম ॥
তোমারে বেষ্টিত আছে মাধবীর লতা।
অন্ধকারময় কুঞ্জ অতি ঘন পাতা ॥
তোমার আশ্রয়ে যদি প্রভু করে বল।
শরীর দাহিব আমি জ্বালিয়া অনল ॥
আমারে রাখহ তুমি করি সঙ্গোপন।
প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত কর পঞ্চানন ॥
উপরে নিকুঞ্জলতা হেটে শতপর্ব্বী।
চাঠাচাঠি পাইয়া দূর্ব্বা হৈল মত্তগর্ব্বী ॥
দূর্ব্বা বলে কন্যা তুমি বড়ই চঞ্চলা।
বালিকা বয়সে ভাল জান স্ত্রীকলা ॥
দেখা দিয়া লুকাইয়া বুল ঝাড়ে ঝোপে।
জানিবে যদ্যপি ঠেক শঙ্করের কোপে ॥
ক্রোধেতে শাপিল দেবী কার শক্তি খণ্ডি।
তোমার পত্রেতে কেহ না পূজিব চণ্ডী ॥
শুনিঞা দুর্গার শাপ অশোকের ত্রাস।
অবিলম্বে কৈল তারে বচন প্রকাশ ॥
প্রভু আইলে পুনরপি তুমি দেহ দেখা।
অবস্থিতাধর্ম্ম মাতা পাইবেক রক্ষা ॥
প্রভু না করিব কভু বেদের লঙ্ঘন।
দেখা দিয়া তাঁহার সন্তোষ কর মন ॥
রবি শশী বিভাবসু নয়নে যাহার।
তার আগে কি করে কুঞ্জের অন্ধকার ॥
যাহারে সম্ভাষে পশু পক্ষী তরু লতা।
এহেন জনেরে মাতা লুকাইবে কোথা ॥
পৃথিবী আকাশ জল বায়ু আর তেজে।
এই পঞ্চ ভূতে সৃষ্টি চতুর্ম্মুখ সৃজে ॥

ভূতের ঈশ্বর প্রভু এই পঞ্চ ভূত।
সকল শিবের মূর্ত্তি সভে শিবদূত॥
শিবেরে লুকাইতে মা গ আছে কোন্ দেশ।
অকারণে প্রভুরে না দিহ আর ক্লেশ॥
অনেক তপের ফলে প্রভু কৈলে বশ।
হাথে পাইয়া দুঃখ দেও ইথে নাহি যশ॥
লজ্জিত হইল গৌরী অশোকের বোলে।
রহিলা নিকুঞ্জবনে অশোকের তলে॥
উপরে মাধবীলতা যেন চন্দ্রাতপ।
মন্দ মন্দ বায়ু বহে পুষ্পের সৌরভ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে ঝরে মকরন্দকণা।
পিক রব করে তাহে মদনে উন্মনা॥
মাধবীলতার প্রতি কহিল পার্ব্বতী।
বসন্তবল্লভা তুমি পুষ্প স্ত্রীজাতি॥
গুপ্ত অঙ্গে তোমাতে করিল সমর্পণ।
রাখিবে পরম যত্নে করি সঙ্গোপন॥
এই সত্য কর যেন না দেখে ভ্রমর।
ভাণ্ডিয় প্রভুরে তুমি না করিহ ডর॥
গায়ত্রী সাবিত্রী সন্ধ্যা লক্ষ্মী সরস্বতী।
রাখিবে আমার লজ্জা এই পঞ্চ সতী॥
মাধবীলতার পুষ্পে সভে কর ভর।
ভেটিব প্রভুরে হৈয়া খণ্ডকলেবর॥
এইরূপে নিকুঞ্জে আছেন হৈমবতী।
অশোকবিপিনে ভ্রমে দেব পশুপতি॥
চাহেন কাতরদৃষ্টে হইয়া হতাশ।
নিকুঞ্জকুটীরে দেখি বিদ্যুৎ প্রকাশ॥
পার্ব্বতী দেখিয়া প্রভু হৈল হরষিত।
নিকটে আসিতে দেবী নাঞি আচম্বিত॥
অশোক বৃক্ষেরে প্রভু করিল আশ্লেষ।
কহ কহ অহে বৃক্ষ গৌরীর উদ্দেশ॥
বৃক্ষ বলেন শুন গোসাঞি আমার বিনয়।
গৃহস্থের ধর্ম্মে কন্যা কর পরিণয়॥
গন্ধর্ব্ববিবাহ নহে তোমার বিধান।
দত্তা হয় কন্যা যদি গুরু করে দান॥
বাম অঙ্গে তোমার আছেন কাত্যায়নী।
আপনারে কেন গোসাঞি পাসর আপুনি॥
পুরুষাঙ্গ গুপ্ত যদি কর মহেশ্বর।
তবে সে ভেটিব দুর্গা মালঞ্চ ভিতর॥
দরশন পাইলে যদি না কর পরশ।
তবে রক্ষা পায় তার পিতৃকুলযশ॥
অশোকের সঙ্গে সত্য করি যোগেশ্বর।
রাখিল পুংস্ত্ব চাঁপা পুষ্পের ভিতর॥
পুরুষ চম্পক ফুল আর যত বধূ।
ভৃঙ্গ নাঞি বৈসে তায় নাহি থাকে মধু॥
পুরুষাঙ্গ গুপ্ত যদি কৈল মহেশ্বর।
তথাপি প্রত্যয় নাঞি গৌরীর অন্তর॥
অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি হৈলা যোগেশ্বর।
লুকাইয়া দেখেন দুর্গা সেই কলেবর॥
আপনার অর্দ্ধ অঙ্গ শিবের শরীরে।
শিবের অর্দ্ধ তনু দেবী দেখে আপনারে॥
অন্তরে কৌতুক বড় ভাগ্যের উদয়।
অদ্ভুত দেখিয়া চিত্তে হইলা বিস্ময়॥

হরগৌরীর মিলন

সত্বরে আইল গৌরী হরের সম্মুখে।
পুটাঞ্জলি হৈয়া স্তুতি করেন বিমুখে॥
তুমি যোগেশ্বর আদিদেব নিরঞ্জন।
অনুক্ষণ ভাবি চিত্তে তোমার চরণ॥
স্ত্রীস্বভাবেতে যত কৈল অপরাধ।
ক্ষমা করি নিজগুণে করহ প্রসাদ॥
হাসিয়া কহেন হর শুন হৈমবতি।
অর্দ্ধেক শরীর কেন পুরুষ আকৃতি॥
পুরুষের ডরে কন্যা বুল বনে টালে।
হেনক পুরুষ অঙ্গে ধ্যাজ এ কি কালে॥

শুনিয়া লজ্জিত বড় হইলা ভবানী।
নিজরূপ ধরিয়া দাণ্ডাল্য শূলপাণি ॥
আপন প্রকৃতিরূপ পাইলা মহামায়া।
জানিলা প্রভুর সঙ্গে ভেদ নাঞি কায়া ॥
দেখিয়া উমার মুখ মুগ্ধ শূলপাণি।
প্রভু বলে দুর্গা তুমি পাষাণনন্দিনী ॥
পরদুঃখে দ্রবে নাঞি তোমার হৃদয়।
এই ত মালঞ্চেতে তোমা করি পরিণয় ॥
গৌরী বলে প্রভু হেন না কর সাহস।
সত্যভঙ্গ করি মোরে না কর পরশ ॥
স্ত্রীত্ব নাহি দেহে প্রভু জানিল ধেয়ানে।
মাধবীলতায় শাপ হইল সেইখানে ॥
তুমি পুষ্প এত দুঃখ দেহ ত আমারে।
গৌরীরে লুকাইয়া রাখ নানা পরকারে ॥
তোমা পুষ্পে শিবলিঙ্গ পুজে যেই নর।
অঘোর নরকে থাকে সহস্র বৎসর ॥
পুনরপি পার্ব্বতীরে কহিল শঙ্কর।
দুই চিহ্ন রহে দুই পুষ্পের ভিতর ॥
লোকাচারভয়ে তুমি না করিলে ক্রীড়া।
এক বাক্য রাখ ইথে না করিহ ব্রীড়া ॥
এক পুষ্পে দুই চিহ্ন করহ সংযোগ।
কোন কালে নাহি শিবশক্তির বিয়োগ ॥
প্রভুর বচনে দেবী দিল অনুমতি।
বকপুষ্প ভিতরে রহিল শিবশক্তি ॥
এই ত কৌতুকে নিশি হইল অবশেষ।
বিদায় করিল দুর্গা হরিষ অশেষ ॥
প্রভাত সময় আইলা আপনার ঘর।
এথায় মেনকা রাণী কান্দিয়া ফাঁফর ॥
পদ্মাবতী আদি করি যত সহচরী।
সভে বলে পুষ্পবনে হারা হৈল গৌরী ॥
ভাল হৈল আইলে মাতা রাখিল বিধাতা।
আজি হৈতে বন যাও খাও মোর মাথা ॥
একপর্ণা আইল ধাইয়া একপাটলা।
দুই ভগিনী আসি ধরিলেক গলা ॥
এইখানে রহিল আজি শিবের মঙ্গল।
রামকৃষ্ণ দাস গায় বন্দিয়া শঙ্কর ॥ ৯ ॥

পালা। সাঙ্গ

শিবের বিবাহোদ্‌যোগ
হিমালয়গৃহে শিব

যথারাগ ॥

প্রভাতে চলিলা হর নারদের বোলে।
বিমান তেজিয়া প্রভু নগরেতে ওলে ॥
সঙ্গী সঙ্গে বসি দুর্গা তুলি খেলে মাছে।
প্রভুরে দেখিয়া গেলা জননীর কাছে ॥১॥
কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
পঞ্চ নাম গাইয়া নাচেন ত্রিপুরারি ॥ ধ্রু ॥
ডম্ফ ডমরু বাজে পিনাকের ধ্বনি।
নানা রঙ্গে বাজে সিঙ্গা সিংহনাদ শুনি ॥
গালবাদ্য তাল ধরে পায় গোড়তালি।
ঋষির নগরে হর পাতিল ধামালি ॥২॥
শুনিঞা হরের মুখে পঞ্চম সঙ্গীত।
পাষাণ দরবে তরুগণ পুলকিত ॥
আছুক মনুষ্যের কাজ মোহে মৃগ পাখী।
মাএর পশ্চাতে গৌরী চাহেন আড় আঁখি ॥৩॥
নগরে পড়িল সাড়া আইল এক সিদ্ধা।
গাইয়া বাজাইয়া নাচে জানে নানা বিদ্যা ॥

ধাইল অবলা বৃদ্ধ দেখিবারে নাট।
গিরির দুয়ারে হৈল অবলার হাট ॥৪॥
যে বা যত দান দেই ভাবের আবেশে।
নয়নে না দেখে কারে করে না পরশে ॥
দান নাঞি মাগে যোগী নাচে অঙ্গভঙ্গে।
উত্তরসাধক চেলা নাহি কেহ সঙ্গে ॥৫॥
প্রকাশ করিল হর গৌরী কার ঝি।
কন্যা দান কর মাতা আর দান কি ॥
বিকালুঁ তোমার ঘরে রামকৃষ্ণ সাক্ষী।
আজ্ঞা কর ঠাকুরাণি হাথপত্র লিখি ॥৬॥

মেনকার কন্যাদানে অস্বীকৃতি

১

রাগ ॥

শিরে জটা ধর তুমি উরে অক্ষমাল।
শ্রবণে কুণ্ডল পরিধান বাঘছাল ॥
বিভূতি চড়াইয়া গাও কৃষ্ণগুণগীত।
তবে কেন দেখি তোমার চিত্ত বিচলিত ॥
আই মা ল হের শুন কথার বন্ধান।
কড়ার ভিখারী যোগী মাগে কন্যাদান ॥
যোগধর্ম্ম লৈয়া কেন হৈলে দেশান্তরি।
মন বান্ধিতে নার যদি দেখিয়া সুন্দরী ॥
অবস্থিতা কন্যা পানে চাও পাপদৃষ্টে।
এমন জনেরে ধরা কেন ধর পৃষ্ঠে ॥
সই সাঙ্গাতিন সভে মেলি যোগীরে বুঝাও।
গৌরব রাখিয়া তুমি ভিক্ষা লইয়া যাও ॥
গিরিরাজ শুনিলে পাইবে অপমান।
ঝুলি কাঁথা চিরাবে হারাবে নাক কান ॥
হীরা নীলা হেম মণি মাণিক পরশ।
ভিক্ষা নাঞি লয় যোগী এ বড় সরস ॥
তণ্ডুল গোধূম্ ধান্য মাষ মুগ যব।
কিছুই না লয় মোরে বাড়া উপদ্রব ॥
পাট নেত তশর কশর মলমল।
আমরি পামরি ভোট সকলাৎ কম্বল ॥
না লয় মহিষ মেষ গোধনের পাল।
কাঁদেন মেনকা মোরে কি হইল জঞ্জাল ॥
তপোবন উপবন ভূমি নাঞি মাগে।
হেন কথা কহে যে শুনিতে ত্রাস লাগে ॥
ভালই আছিলুঁ উমা যখন ছাওয়াল।
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল ॥
কত দিনে বিভা হইবেক মোর মাথা খাইয়া।
অতিথ দেখিলে কত রাখিব লুকাইয়া ॥
বার বার বৎসরে হরের ভাঙ্গে ধ্যান।
প্রভুর মুখ চাহিতে বাছার উড়ে প্রাণ ॥
না জানি প্রসন্ন হর হয় কত কালে।
কি জানি লিখিল বিধি গৌরীর কপালে ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস গায় যোগীর প্রতিভা।
ঘরজামাঞি থাকি যদি কন্যা দেহ বিভা ॥২॥

শিবের বন্ধনদশা

ঘোষা ॥

কানাই গুণমণি।

কানাঞি হে, ছাওয়াল হইয়া ভাল জান রঙ্গ।
গোকুলে গোয়ালাকুলে রাখিলে কলঙ্ক ॥

পয়ার ॥

সনক্ষত্রে গেলা ঋষি করিবারে স্নান।
দেব পিতৃ তর্পণ আদিত্যে অর্ঘ্যদান ॥
জপ সন্ধ্যা সমাপিয়া আইল উদ্যানে।
পুষ্প তুলি শিষ্য সঙ্গে আইলা ভবনে ॥
বাড়ীর নিকটে গিয়া শুনি কলরব।
চিন্তাকুল হৈয়া চলে পবনের জব ॥

জিজ্ঞাসা করেন লোকে দেখিয়া নিয়ড় ।
লোক বলে আসিয়াছে পার্ব্বতীর বর ॥
খড়কী দুয়ার দিয়া গেলা অন্তঃপুরে ।
শুনিঞা মেনার কথা কোপে অগ্নি জ্বলে ।
মেনা বলে ক্রোধ কারে কর গিরিরাজ ।
আপনার দোষেতে আপনি পাও লাজ ॥
কন্যারে কয়ালো্যে তুমি শিব উপাসনা ।
ধরিয়া হরের মূর্ত্তি আইসে কত জনা ॥
যোগী হইয়া করে রাজকুমারীর আশ ।
কহে অসম্ভব কথা নাঞি করে ত্রাস ॥
অই দাণ্ডাইয়াছে বর হাথে করি থালা ।
কন্যাদান কর গিয়া বান্ধিয়া ছাণ্ডলা ॥
মা হইয়া আমি তারে কি দিব উত্তর ।
ভিখারী মাখিয়া ভস্ম বলায় শঙ্কর ॥
গালি মন্দ দিলে নাঞি করে অভিমান ।
খেদাড়িলে নাঞি যায় না ছাড়ে উঠান ॥
শুনিঞা মেনার কথা ক্রোধ চড়ে গায় ।
গবাক্ষের পথে গিরি উকি দিয়া চায় ॥
মনুষ্যের প্রায় দেখি শিবের শরীর ।
সভে মাত্র চিহ্ন দেখি ব্যাঘ্রচর্ম্ম চীর ॥
এক মুখ দুই হস্ত নহে ত্রিলোচন ।
এই রূপে কেন বা আসিব পঞ্চানন ॥
ভাঙ্গড় ভিক্ষুক বেটা দেখ এই সাক্ষী ।
কুসুমের পুষ্প হেন ঘুরে দুটা আঁখি ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শিব দেবের দেবতা ।
কত পুণ্যে পাবে রাণি শঙ্কর জামাতা ॥
শিব কেন আসিয়া মাগিব কন্যা দান ।
শূন্য ঘরে ভূতানিয়া করে ভূত নাম ॥
এতেক বলিয়া মুনি আসিয়া বাহিরে ।
তুলিল পাথর এক মারিতে যোগীরে ॥
স্তম্ভিত হইল হস্ত হাসে শূলপাণি ।
বিস্মিত হইয়া গিরি জিজ্ঞাসিল বাণী ॥
কোথার ভিক্ষুক তুঞি কেন মোর বাসে ।
শূন্য ঘরে স্ত্রী দেখি কর পরিহাসে ॥
শাস্তি নাঞি পাবে যদি পালাও সত্বর ।
হাসেন শঙ্কর তাঁরে না দেন উত্তর ॥
গিরি বলে এই বেটা জন্মের পাগল ।
ইহারে করিয়া দণ্ড নাঞি কিছু ফল ॥
হাতে পাএ দড়ি দিয়া বন্দী করি রাখি ।
খেয়াল ঘুচিলে কি বা বলে করে দেখি ॥
পাথর ফেলিয়া ঋষি আনিলেক দড়ি ।
হাতে পাএ জড়াইয়া বান্ধিলেক বেড়ি ॥
কিছুই না বলে প্রভু গৌরীর অনুরোধ ।
হাত পাও নাঞি নাড়ে নাহি করে ক্রোধ॥
যোগী বন্দী করিয়া থুইল পাটশালে ।
করিতে মধ্যাহ্নক্রিয়া গেলা গঙ্গাজলে ॥
স্নান আচমন সন্ধ্যা মন্ত্র তন্ত্র শ্রুতি ।
শিবের হেলনে জ্ঞান হইলা বিস্মৃতি ॥

গৌরীর দুঃখ

হেথায় পার্ব্বতী দেখি প্রভুর বন্ধন ।
বিরল বুঝিয়া তাঁরে কৈল সম্ভাষণ ॥
দেখিয়া বাপের কর্ম্ম লজ্জিত পার্ব্বতী ।
সঙ্কোচ পাইয়া চিত্তে করিলেন স্তুতি ॥
তুমি দেবদেব প্রভু নিত্য নিরঞ্জন ।
সৃজিতে পারহ আমা হেন কত জন ॥
আমার কারণ প্রভু পাও এত ক্লেশ ।
মোর অপরাধ ইথে নাহিক বিশেষ ॥
তপোবনে পূর্ব্বে আমি কৈল নিবেদন ।
গৃহস্থের ধর্ম্মে কর পাণির গ্রহণ ॥
পুনর্ব্বার মালঞ্চে কহিল যত কথা ।
তাহা না করিয়া প্রভু কেন আইলে হেথা॥
পর্ব্বতের রাজা বাপা রত্নের আকর ।
তুমি জ্ঞানময় সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥

ঘটক পাঠাইয়া দেও শশুরের সভা।
সম্বন্ধ করিয়া আগে পাছে কর বিভা॥
পুরস্ত্রীর সমাজে আসিব অরুন্ধতী।
বরযাত্রী আসিব বিরিঞ্চি শচীপতি॥
ত্রিবিধ লোকের ইথে হইব কৌতুক।
পাইবে আদর মান্য বরণ যৌতুক॥
যাচ্ঞা করিলে কে বা দেই কন্যাদান।
যাচ্ঞাতে প্রভু কভু নাহি রহে মান॥
তৃণ তুলা হইতে লঘু যাচক নিশ্চয়।
বায়ু না উড়ায় তারে প্রার্থনার ভয়॥
যাচ্ঞাবচন যার বদনে নিঃস্বরে।
কীর্ত্তি কান্তি হ্রী ধী শ্রী ছাড়ে তারে॥
ভুলিয়াছ গোসাঞি নারদপরিহাসে।
বর দেখা দেই কে বা ভিক্ষুকের বেশে॥
শাশুড়ী জামাঞে কথা আছে কোন্ দেশে।
কন্যাদান করে কে বা যাচক পুরুষে॥
এতেক শুনিয়া হাসি বলেন শঙ্কর।
চিন্তা না করিহ প্রিয়ে নাঞি কিছু ডর॥
দরশন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর তুমি।
তোমার রূপেতে মুগ্ধ হইয়াছি আমি॥
তোমার জনক নিত্য পূজা করে আমা।
ভক্ত জন জানিঞা করিলু আজি ক্ষমা॥
এত কথা হইল যদি পার্ব্বতী শঙ্করে।
বিদায় করিল গৌরী গেল নিজ ঘরে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
ভক্ত নায়কে প্রভু করিবে কুশল॥৩॥

শিবের ছলনা

ধানশি রাগ॥

ভিক্ষুক যোগীর ভ্রমে বান্ধিয়া আনন্দধামে
গঙ্গাগর্ভে গিয়া গিরিবর।
অর্ঘ্য পূর্ণ করি ছিপে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে
পঞ্চামৃতে পূজে হরিহর॥
জ্ঞানভ্রষ্ট হৈল মতি ধ্যানের নাহিক স্থিতি
কম্প তার জন্মিল শরীরে।
ছাড়িয়া গঙ্গার ঘাট আসিতে না দেখে বাট
চক্ষু তার ছাইল তিমিরে॥১॥
ভাই রে, ঘরে আইল পর্ব্বতের রাজা।
দেখিল যোগীর গায় সেই পুষ্প অভিখ্যায়
গঙ্গাজলে যত কৈল পূজা॥ধ্রু॥
জন্মিল ত্রিবিধ রিষ্টি ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি
উল্কাপাত নির্ঘাত গর্জ্জন।
মলিন দিবসনাথ ঘন বহে ঝঞ্ঝাবাত
দেখিয়া এ সব অলক্ষণ॥
চিন্তাকুল হিমবান্ মনে কৈল অনুমান
এই সিদ্ধা কোন মহাজন।
না জানি কেমন ছলে কোন্ বা দেবতা খেলে
করি ইহার বন্ধন মোচন॥২॥
নিকট হইয়া গিরি আলুয়াইতে গেল ডুরি
সকল হইয়াছে পুষ্পদাম।
দেখি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অন্তরে জন্মিল ভক্তি
ক্ষিতি লুটি কৈল প্রণাম॥
অন্তর্ধান হৈল হর উঠি চাহে গিরিবর
তপস্বী না দেখে পাটশালে।
যত ছিল আশেপাশে সভারে জিজ্ঞাসে শাসে
যোগী গেল কেহ নাহি ভালে॥৩॥
না বুঝি কাহার মায়া কোথা গেল অভ্রছায়া
জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য অনল।
আকাশে বরিষে ফুল বায়ু বহে অনুকূল
দশ দিক্ হইলা নির্ম্মল॥
তিন গুণে যুক্ত বারি ডাকে পক্ষ শুক শারী
স্থাবর জঙ্গম আনন্দিত।
সর্ব্বলোকে এই কহে তপস্বী মনুষ্য নহে
রামকৃষ্ণ রচিল সঙ্গীত॥৪॥৪॥

সপ্তর্ষি সম্ভাষণে

হেদর ভাঠ্যালি রাগ ॥

মিহির মণ্ডল আইলা শঙ্কর
যথা রথ সঙ্গে নন্দি।
মর্ম্ম যেই জানে যুক্তি তার সনে
যে জানে বিগ্রহ সন্ধি ॥
নন্দি বলে প্রভু বিভা নহে কভু
ঘটক না থাকে যথা।
কন্যার জনক না গুণে পাতক
কহে দিনে তিন কথা ॥১॥
শঙ্কর চলিলা অম্বরপথে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদনী যথা সুরধুনী
তথা উপস্থিত রথে ॥ধ্রু॥
দেখি সপ্ত ঋষি ব্রহ্মলোকবাসী
ধ্যানে সদাশিব ভজে।
তথা দিবা নিশি নাহি রবি শশী
উজ্জ্বল মুনির তেজে ॥
উর্দ্ধ দুই কর সভে জটাধর
কনক কৌপীন বাস।
বশিষ্ঠ সংহতি তথা অরুন্ধতী
না ছাড়ে পতির পাশ ॥২॥
মুনি দেখিয়া ত্রিদশনাথে।
করিয়া প্রণতি শ্রুতি মত স্তুতি
পুটাঞ্জলি দুই হাথে ॥ধ্রু॥
তুমি মহেশ্বর ভীম নাম ধর
গগনে তোমার মূর্ত্তি।
ভব নামে জল রুদ্রেতে অনল
সর্ব্ব নামে তুমি ক্ষিতি ॥
তুমি পশুপতি যজমান মূর্ত্তি
উগ্ররূপে সমীরণ।
মহাদেব নাম তুমি সুধাধাম
ঈশানরূপে তপন ॥৩॥

নাথ, সকল তোমার মায়া।
পুরুষ প্রকৃতি সংসারের স্থিতি
তুমি পতি তুমি জায়া ॥
কহ কি কারণ হৈল আগমন
সনাথ হইলাঙ সভে।
যাহা ভাবি মনে দেখিল নয়নে
তপস্যা সফল হবে ॥
কহে শূলপাণি সুধা সম বাণী
ভ্রমিতে আইলাঙ রঙ্গে।
দক্ষসুতা সতী জন্মিল সংপ্রতি
হিমালয় গিরিশৃঙ্গে ॥৪॥
মুনি, তপস্বিনী তিন বালা।
আপুনি অপর্ণা আর একপর্ণা
তৃতীয় একপাটলা ॥
মেনা তাঁর মাতা হিমালয় পিতা
তিন সুতা ঘরে যোগ্যা।
অসিত দেবল তুঁহাকার বর
পার্ব্বতী হরের ভোগ্যা ॥
জিজ্ঞাসিয়া সংজ্ঞা করিবে যাচ্ঞা
যাইবে ওষধি প্রস্থ।
তোমা সভা বিনে শোভে কোন্ জনে
যাহারে করি মধ্যস্থ ॥৫॥
মুনি, এই সব শুভ কাজে।
মঙ্গল বিধানে পতিব্রতা জনে
প্রায় প্রগল্ভতা সাজে ॥ধ্রু॥
দেবী অরুন্ধতী দেবপুরে সতী
যে দেখে বিবাহকালে।
তার নহে সতা হয় পতিব্রতা
নিজ ধর্ম্ম সেই পালে ॥
যাইবে আপুনি যথায় ভবানী
করিবে মঙ্গল কর্ম্ম।
থাকিবে তাবত বিবাহ যাবত
শিখাইবে কুলধর্ম্ম ॥৬॥

মুনি, শুনিঞা সন্তোষ চিত্তে।
রামকৃষ্ণ কহে চলে হিমালয়ে
বন্দিয়া নীললোহিতে ॥ধ্রু॥৫॥

শিবের পরিহাস

ঘোষা ॥

ভাই, বল হরি হরি।
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি ॥

পয়ার ॥

সপ্ত ঋষি সঙ্গে প্রভু করিয়া মন্ত্রণা।
চলিলা কৈলাসে হর হৈয়া হৃষ্টমনা ॥
বৃষধ্বজ রথ চলে পবনের গতি।
বাজায় বিজয়ঘণ্টা নন্দি সারথি ॥
সুবর্ণকলস সাজে রথের পঞ্চ চূড়ে।
ধবল চামর বানা নানা বর্ণে উড়ে ॥
প্রবেশ করিল প্রভু কৈলাসের পুরী।
মাঝেতে কনক ভিত্তি রত্নের চৌউরি ॥
তার মধ্যে মণিময় দিব্য বরাসন।
তাহাতে বসিলা আসি প্রভু পঞ্চানন ॥
পাদ প্রক্ষালন তাঁর করে মহাকাল।
নারদ শুনাইতে আইলা সঙ্গীত রসাল ॥
চামর ঢুলায় ভৃঙ্গি পরম কৌতুকে।
যতেক প্রমথগণ দাণ্ডায় সম্মুখে ॥
নারদ বলিল গোসাঞি ভেটিলে শাশুড়ী।
ভর যুবতী আছে কি বা আধ বুড়ী ॥
প্রভু বলে পাইল তোমার উপদেশ।
আর শাস্তি কর যদি থাকে অবশেষ ॥
নারদেরে কহিল সকল বিবরণ।
শুনিঞা নারদ তারে কহিল তখন ॥
মেনকারে প্রায় প্রভু কর‍্যাছিলে বল।
তেঞি ত তোমারে বান্ধিলেক হিমাচল ॥
সৃষ্টি নাশ কর গোসাঞি ঈষতেক কোপে।
তুমি কেন বন্ধন হইলে চুপেচাপে ॥
দেখিলে বুঝিয়া চিত্তে আপনার দোষ।
তেঞি অপমান কর কারে কর রোষ ॥
বচনচাতুরী করি হাস পরিহাসে।
নারদের সঙ্গে প্রভু আছেন কৈলাসে ॥

হিমালয়ের গৃহে সপ্তর্ষি

এথায় নক্ষত্রলোক ছাড়ি সপ্ত ঋষি।
লক্ষ যোজন আইলা যথা আছে শশী ॥
তথা হৈতে লক্ষ যোজন আর হেঠ।
দিবাকর সহিতে করিল আসি ভেট ॥
শুনিয়া সূর্য্যের মুখে সব বিবরণ।
হিমালয় পর্ব্বতে চলিলা মুনিগণ ॥
সপ্ত সূর্য্য হেন সপ্ত মুনির প্রকাশ।
ঊর্দ্ধমুখে গিরিবর চাহেন আকাশ ॥
গিরি বলে অদ্ভুত দেখিয়া পায় ভয়।
সপ্ত সূর্য্য এককালে করিল প্রলয় ॥
গিরিবর চিত্তে,এই করে বিমরিষ।
পর্ব্বত দেখিয়া মুনি হইল হরিষ ॥
স্থানে স্থানে শৃঙ্গ সব যেন চূড়া রথে।
সুমেরু বাহিয়া গঙ্গা আইলা সেই পথে ॥
পতাকার হেন শোভে গঙ্গার তরঙ্গ।
কুসুমিত উপবনে সুস্বর বিহঙ্গ ॥
পিক রব করে তাহে গুঞ্জে মধুকর।
ময়ূর সারস নৃত্য করে নিরন্তর ॥
চন্দনপাদপ বেড়ে লতা ভুজঙ্গম।
মহৌষধিবৃক্ষ জ্বলে অগ্নিশিখা সম ॥
স্থানে স্থানে চন্দ্রকান্ত শিলা পরিসর।
কনক রজতময় দেখি কোন স্থল ॥

মণিগণ জলে যেন দেখি দীপমালা।
নানা রত্ন দেখে মুনি হীরা নীলা পলা॥
ভক্ষ্য ভক্ষকে দেখি নাহি করে ডর।
সিংহের সহিতে ক্রীড়া করে করিবর॥
সহচর হৈয়া ভ্রমে তরক্ষু কুরঙ্গ।
শ্যেন পারাবত সঙ্গে মূষিক ভুজঙ্গ॥
সকল সাত্ত্বিক জন্তু দেখি হিমালয়।
প্রশংসা করিল ঋষি সন্তোষ হৃদয়॥
দেখিল নগর তার যেন ইন্দ্রপুরী।
মধ্যে রাজপথ লোক বৈসে দুই সারি॥
চন্দ্রকান্ত পাথরেতে প্রাচীর নির্ম্মাণ।
রত্নের গবাক্ষ সব দেখি স্থানে স্থান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল কনকের শালা।
অতিশয় উচ্চ সেই সপ্ত সপ্ত তলা॥
নানা ধাতুবিরচিত মন্দির সুন্দর।
স্ফটিকের স্তম্ভ সাজে পিণ্ডা পরিসর॥
বাঙ্গলা চউড়ি অট্টালিকা নবরত্ন।
নির্ম্মাইল বিশ্বকর্ম্মা হইয়া সযত্ন॥
নাটশাল পাটশাল আর সভাশালা।
সকল ঘরের চালে কনকের ঝারা॥
ত্রিশিখ পতাকা তায় বাজিছে ঘুঁঘুরু।
রত্নের বেদিকা তায় দেখি যত তরু॥
সরোবর কূপ নানারূপ জলাশয়।
কনকপঙ্কজ শঙ্খ মণি মুক্তাময়॥
রাজহংস চক্রবাক যত জলচর।
কলরব করে তাহে ঝঙ্কারে ভ্রমর॥
স্থানে স্থানে শুনে মুনি নির্ঝরের ধ্বনি।
অরণ্যে কিন্নর গায় নানা বাদ্য শুনি॥
মুনি সব আইলা সেই নগরের মাঝে।
অমরাবতীর হেন সেই পুরী সাজে॥
দ্বারে দ্বারে ধূপ দীপ বারিপূর্ণ ঘট।
হোমধূমগন্ধ মুনি পাইল নিকট॥
যজ্ঞশালা আইলা ঋষি শুনি বেদধ্বনি।
অগ্নি নমস্করি গিরি উঠিলা আপুনি॥
ব্রহ্মার কুমার সব অন্তরীক্ষ গতি।
অন্তরে সন্তোষ পাইয়া অপূর্ব্ব অতিথি॥
আগু বাড়াইয়া গিরি কৈল পুটাঞ্জলি।
সপ্ত ঋষি তার সঙ্গে কৈল কোলাকুলি॥
পুনর্ব্বার গিরিরাজ করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈল ঋষি হও পূর্ণকাম॥
যাগমণ্ডপে কৈল বসিবার স্থল।
সিংহাসনে বসাইয়া যোগাইল জল॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প দীপ।
গুগ্‌গুল অগুরু ধূপ রাখিল সমীপ॥
মধুপর্ক দিয়া গিরি দাণ্ডায় সম্মুখে।
বলিতে লাগিলা দুই হস্ত জুড়ি বুকে॥
গিরি বলে আজি আমি হইলাঙ পবিত্র।
বিনা মেঘে বৃষ্টি হৈল বড়ই বিচিত্র॥
বিনা পুষ্পে ফল যেন ফলে ভাগ্যবশে।
কৃতার্থ হইলাঙ তোমা সভার পরশে॥
ব্রহ্মার সদৃশ তুমি সভ প্রজাপতি।
সংহতি আইলা তাহে দেবী অরুন্ধতী॥
আজ্ঞা কর কি কারণে হৈল আগমন।
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন॥৬॥

সপ্তর্ষিগণের উপদেশ

রাগ॥

শুন হে পর্ব্বতরাজ শুনিঞা পাইলাঙ লাজ
আইল তোমার সম্ভাষণে।
মনদত্তা কৈলে সুতা কেন রাথ অবস্থিতা
দান কর বিধির বিধানে॥
পার্ব্বতীর উগ্র তপে পুরশ্চরণ জপে
বশ হৈল শশাঙ্কশেখর।

গৌরীগত হৈল চিত দরশনে হয়
মানা বেশে আইসেন ঈশ্বর ॥১॥
গিরি হে, পাছে কোন ঘটে অপরাধ।
ভুজঙ্গের সঙ্গে খেলা তেনঞি শিবের লীলা
না চিনিলে বড়ই প্রমাদ ॥
তোমার গৃহস্থ ধর্ম্ম শঙ্কর পরম ব্রহ্ম
কি বা কাজ তাঁর লোকাচারে।
নাঞি মোহ লোভ মদ ভদ্রাভদ্র পরিচ্ছদ
কুটুম্বিতা কি তার সংসারে ॥
নাঞি আদি মধ্য অন্ত নহে হর পরতন্ত্র
ইচ্ছাময় তাঁহার বৈভব।
ব্রহ্মার তপের ফলে নীললোহিত কালে
কে বা জানে তাহার উদ্ভব ॥২॥
না জান শিবের শুদ্ধি কর ব্রহ্মপুত্র বুদ্ধি
পরম পুরুষ পূর্ণযোগ।
যাহাএ বিভূতি ঋদ্ধি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি
কি বা আর চাহ সুখভোগ ॥
উমা জগতের কর্ত্রী কে বা তাঁর জনয়িত্রী
অবতীর্ণা তোমার আলয়ে।
মনে দূর অভিমান আপনারে পিতাজ্ঞান
কেবল তোমার ভাগ্যোদয়ে ॥৩॥
না করিহ কাল ব্যাজ বুঝিয়া করহ কাজ
অপর্ণা শঙ্করে কর দান।
কনিষ্ঠা ভগিনী দুই তার যোগ্য বর এই
অসিত দেবল বিদ্যমান ॥
উমা কন্যা তুমি দাতা জামাতা জগতপিতা
আমি সব যাহাতে যাচক।
রামকৃষ্ণ দাস কহে পাছে যেন দ্বিধা নহে
অপযশ না পায় ঘটক ॥৪॥৭॥

দেব-দেবীগণের হিমালয় যাত্রা

পয়ার ॥

বিবাহের দিন তথা কৈল সপ্ত ঋষি।
বর কন্যা দুই জনে শুদ্ধ রবি শশী ॥
গুরু শুক্র বলবন্ত বৈবাহিক তিথি।
করিল দ্বিপাদ লগ্ন বিচারিয়া পুথি ॥
প্রশস্ত নক্ষত্র বার বসন্ত সময়।
বৈশাখের শুক্ল পক্ষ সর্ব্ব শুভোদয় ॥
তৃতীয় দিবসে লগ্ন করিয়া নিশ্চয়।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠ রহিলা হিমালয় ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
ক্রতু বলে ছয় জনে আমরা চলহ ॥
হেমন্তের পূজা লৈয়া করি আশীর্ব্বাদ।
আলিঙ্গন দিল তারে করিয়া প্রসাদ ॥
হেন কালে পার্ব্বতী গাঁথিয়া পুষ্পমালা।
গণেন কমলপত্র করি আন ছলা ॥
গৌরীকে ডাকিয়া গিরি বলিল তখনে।
প্রণাম করহ সপ্ত ঋষির চরণে ॥
গিরি বলে এই দেখ ত্রিলোচনবধূ।
প্রশংসা করিল সভে বলি সাধু সাধু ॥
লজ্জিত হৈল জয়া জনকের বোলে।
অরুন্ধতী তাঁহারে ধরিয়া কৈল কোলে ॥
বিদায় করিয়া গেল মুনি ছয় জনে।
কৈলাসে আসিয়া সম্ভাষিলা পঞ্চাননে ॥
শুনিঞা সন্তোষ চিত্ত হৈল শূলপাণি।
ছয় ঋষি তাঁর ঠাঁই মাগিল মেলানি ॥
হর বলে এইরূপে যাহ ব্রহ্মলোকে।
সকল বৃত্তান্ত গিয়া কহ চতুর্ম্মুখে ॥
নারদ বৈকুণ্ঠে চলে নারায়ণ স্থানে।
কহিবে সকল কথা তাঁর বিদ্যমানে ॥

মুনি সব চলিলা বন্দিয়া মহেশ্বর।
মরীচি করিল গিয়া বিধির গোচর॥
ব্রহ্মা বলে দক্ষ তপ করে চিরকাল।
তপস্যা করেন ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল॥
ভবানী শঙ্করে যদি হইল সম্ভাষ।
এত দিনে পূরিল সভার অভিলাষ॥
কুমারের জন্ম হৈলে তারকের বধ।
এত দিনে নিজরাজ্য পাইল দিবিষদ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা চাহিতে সম্মুখে।
দেবরাজ যক্ষরাজ তুঁহাকারে দেখে॥
আদেশ করিল ব্রহ্মা শুন পুরন্দর।
দশ দিক্‌পাল নব গ্রহ অপসর॥
সস্ত্রীক হইয়া সভে চলহ কৈলাসে।
ঋষিগণ চল শঙ্করের অধিবাসে॥
হাহা হুহু সঙ্গে যত গন্ধর্ব্বসংপ্রদা।
উর্ব্বশী মেনকা যত নর্ত্তকীসংপ্রদা॥
কালি অধিবাস এথা করিয়া মহেশে।
যত দেবকন্যা যাবে হিমালয় দেশে॥
অরুন্ধতী আছেন তথাতে তিন রাত্রি।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাবেন সন্ধ্যা সাবিত্রী॥
করিবে মঙ্গল কর্ম্ম নিজ কুলাচারে।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা কেহ না থাকিবে ঘরে॥
হিমালয়ে করিবে গৌরীর অধিবাস।
নৃত্য গীত মহোৎসব করিয়া উল্লাস॥
আমি ত আনিব গিয়া দেব গদাধরে।
দেবতা তেত্রিশ কোটি ভৃত্য সহচরে॥
সবাহন পরিচ্ছদে হইয়া একত্রে।
কালি গিয়া অধিবাস করিব ত্রিনেত্রে॥
আজি নিজ পুরীতে চলহ মঘবান।
দূত দিয়া আনাও যতেক দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া সভে ব্রহ্মার চরণে।
বিদায় হইয়া গেলা যার যথা স্থানে॥

আত্মীয় নিমন্ত্রণ

এথা হিমালয় গিরি ডাকিল কিঙ্করে।
দূত পাঠাইয়া আনে চারি গিরিবরে॥
শ্বেতগিরি নীলগিরি সুপার্শ্ব বিপুলে।
কহিল সকল কথা বসি রম্য স্থলে॥
চারি জনে চারি দিক্‌ করি অঙ্গীকার।
দ্বীপ দ্বীপান্তর যাবে সমুদ্রের পার॥
আদেশ করিল রাজা চল শীঘ্রগতি।
দেবরূপী তুমি সভ ধর দেবমূর্ত্তি॥
জ্ঞাতি গোত্রে আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ।
কালি যেন পাই সভাকার দরশন॥
সুমেরু পর্ব্বতরাজে কহিবে বাখানি।
গৌরীর বিবাহ কাজে আসিবে আপুনি॥
মহেন্দ্র মলয় সহ্য আর শুচিমান্‌।
বিন্ধ্য পারিপাত্র ঋক্ষ পর্ব্বতপ্রধান॥
এই সপ্ত কুলাচলে করি নিমন্ত্রণ।
কেশব পর্ব্বতের নাম শুনহ গণন॥
শীতান্তর চক্রযুঞ্জ কুবরি মাল্যবান।
বৈরঙ্ক নামেতে গিরি পূর্ব্বদিকে স্থান॥
ত্রিকূট শিশির আর পতঙ্গ রুচক।
নিষদ সহিত পাঁচ দক্ষিণ শোভক॥
শিখিবাসা বৈদূর্য্য কপিল নামে গিরি।
গন্ধমাদন জারুধি পশ্চিমে অধিকারী॥
উত্তরে জানাবে শঙ্খকূট গিরিবরে।
ঋষভের স্থানে আছে হংস নাম ধরে॥
নাগ নামে পর্ব্বত পঞ্চমে কালিঞ্জর।
এই ত বিংশতি গিরি প্রধান কেসর॥
আর যত পর্ব্বত আছেন জম্বুদ্বীপে।
সভারে জানাঞা যাবে মৈনাক সমীপে॥
কহিবে তাঁহাকে তিন ভগিনীর বিভা।
তুমি না আইলে কিছু নাঞি পায় শোভা॥

ত্রিদেবের সভায় ইন্দ্রের নাহি ত্রাস।
তোমারে দেখিতে তোমার মায়ের হাব্যাষ॥
এতেক কহিয়া যাবে সমুদ্রের পার।
ইহা হইতে প্লক্ষদ্বীপ দ্বিগুণ বিস্তার॥
তাহাতে আছেন জ্ঞাতি গোমদ নারদ।
চন্দ্রগিরি সৌনক আর সুমনা পর্ব্বত॥
বৈভ্রাজক সঙ্গে এই সপ্ত বর্ষাচল।
তবে পার হবে ইক্ষুসমুদ্রের জল॥
প্লক্ষ হইতে শাল্মলির দ্বিগুণ বিস্তার।
সমুদ্র বেষ্টিত যেন বলয় আকার॥
কুমুদ উন্নদ আর বলাহক নাম।
দ্রোণ কঙ্ক মহিষ সপ্তমে ককুদ্বান॥
ইহা সভাকারে তুমি পাঠাইয়া সত্বরে।
কুশদ্বীপে যাবে সুরাসমুদ্রের পারে॥
শাল্মলি হইতে তার দ্বিগুণ বিস্তার।
একে একে নাম শুন জ্ঞাতি তথাকার॥
বিদ্রুম পর্ব্বত হেম শৈল দ্যুতিমান্।
কুশেশয় হরিগিরি আর পুষ্পবান॥
মন্দর পর্ব্বত এই সাত বর্ষাচল।
তার পার হৈতে ঘৃতসমুদ্রের জল॥
কুশদ্বীপ হইতে ক্রৌঞ্চ দ্বিগুণ বিস্তার।
সেই দ্বীপ আমার পৌত্রের অধিকার॥
ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মৈনাকনন্দন।
পৌত্র দেখিবারে হৈল মেনার যতন॥
আসিয়া পিসীর বিভা দেখিবে কৌতুকে।
সঙ্গতি আনিবে দেবাবৃত পুণ্ডরীকে॥
বামন অন্ধক আর দুন্দুভি পর্ব্বত।
রত্নশৈল আছে তথা দেবের বসত॥
এই সপ্ত বর্ষাচলে পাঠাইয়া ত্বরিতে।
দধিসমুদ্রের পার যাবে হরষিতে॥
ক্রৌঞ্চ দ্বীপ হইতে শাক দ্বিগুণ বিস্তার।
উদয় পর্ব্বত তথা আর জলাধার॥
অস্তাচল রৈবত শ্যাম নামে গিরি।
অম্ভোগিরি বর্ষাচল সপ্তমে কেশরী॥
দুগ্ধসমুদ্রের পার যাইবে পুষ্করে।
শাকদ্বীপ হইতে সে দ্বিগুণ পরিসরে॥
মানস পর্ব্বতে তথা করি নিমন্ত্রণ।
লোকালোক পর্ব্বতেরে কহিয় যতন॥
আর যত জ্ঞাতি গোত্র আছে ছোট বড়।
সভারে জানাবে তুমি করিয়া সুদৃঢ়॥
এতেক শুনিয়া দূত করিল বিদায়।
প্রণাম করিয়া সভে চতুর্দ্দিকে ধায়॥
দেবরূপ ধরি গেল পবনের বেগে।
যতেক পর্ব্বত জানাইল চতুর্দ্দিগে॥
মহিষ পর্ব্বত শুনি এই বিবরণ।
আসুর স্বভাব তার অসন্তোষ মন॥
কার্ত্তিকের শত্রু সেই হয় জাতিস্মর।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়া সেই উত্তরে সত্বর॥
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতেরে গিয়া করিল গোচর।
রামকৃষ্ণ দাস গায় বন্দিয়া শঙ্কর॥৮॥

ক্রৌঞ্চের বাধা

বচনিকা॥

মহিষ পর্ব্বত গিয়া পূর্ব্বকল্পের কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ॥

পঠমঞ্জরী রাগ॥

শুন ক্রৌঞ্চ গিরিরাজ কথারে কহিলে সাজ
হেন বুঝি যাবে জম্বুদ্বীপে।
আমি ত আইলাঙ এথা হিতার্থে কহিতে কথা
কহি যদি শুন গুপ্তরূপে॥
যুক্তি কৈল দিবিষদ তারক না হয় বধ
তেঞি বিভা করে পঞ্চানন।

কুমার লভিব জন্ম তোমারে ত কহি মর্ম্ম
নাম তার ক্রৌঞ্চদারণ ॥১॥
রাজা হে, বিপক্ষ তোমার ষড়ানন।
আমি জাতিস্মর জানি জানেন মার্কণ্ড মুনি
পূর্ব্বকল্পে তোমার নিধন ॥ধ্রু ॥
ছিলে হিমালয়পুত্র কল্পান্তে হইলে পৌত্র
পূর্ব্বদেহ আছে বিদ্যমান।
শ্বেত পর্ব্বতের কাছে জীবহীন দেহ আছে
শক্তিশেলে হৈয়া দুইখান ॥
যার সঙ্গে শত্রুভাব এই জন্মে সেই লাভ
কল্পে কল্পে কিছুমাত্র নড়ে।
আমি এক জানি শুদ্ধি যদি ধর মোর বুদ্ধি
তবে সে বিবাহে ধ্বংস পড়ে ॥২॥
পূর্ব্বে হিমালয় শৃঙ্গে হর দিগম্বর অঙ্গে
যোগে ছিলা দেবদারুতলে।
বাপের আদেশে গৌরী তারে হৈলা ইচ্ছাবরি
নিত্য পূজা করে গঙ্গাজলে ॥
কাম কৈল ধ্যান ভঙ্গ ভস্ম হৈল তার অঙ্গ
অন্তর্ধান হৈল শূলপাণি।
উপেক্ষা করিল পতি মনোদুঃখে হৈমবতী
তপস্যা করিল একাকিনী ॥৩॥
বশ যদি হৈলা হর দেখা হয় নিরন্তর
তপোবনে মালঞ্চ আলয়ে।
না জানি কি অপরাধে হেমন্ত হরেরে বান্ধে
জিজ্ঞাসিলে জানিবে নিশ্চয়ে ॥
কে বা হেন কন্যাকালে স্বতন্ত্রা হইয়া বুলে
কি বা আছে অবস্থিতা ধর্ম্ম।
এই কথা কহ দূতে তুমি না যাইয় ইথে
ভঙ্গ হয় তার এই কর্ম্ম ॥৪॥
উমা যদি পায় লাজ মরিতে নাহিক ব্যাজ
সহজে বড়ই অভিমানী।
পূর্ব্বে সত্যবতীরূপে প্রাণ দিল মনস্তাপে
দক্ষের যজ্ঞেতে আমি জানি।
কি বা পিতামহ পিতা কিসের বা কুটুম্বিতা
সভে চাহি আপনার শ্রী।
যদ্যপি আপনা রাখি তবে সে সংসার দেখি
কি বা করে পুত্র আর স্ত্রী ॥৫॥
আমি পূর্ব্বকলেবরে কেবল ব্রহ্মার বরে
জিনিলাও পুলোমজানাথে।
মহিষ আমার নাম বিধি যবে হৈল বাম
মৃত্যু হইল কুমারের হাতে ॥
সেই অস্থি মেদ মাংসে পর্ব্বত হইলাও শেষে
এই কল্পে পাইল জীবন্যাস।
তোমার আমার রিপু পুনর্ব্বার ধরে বপু
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥৬॥৯॥

নীলগিরির দৌত্য

ঘোষা ॥

মন রে, দড়াইয়া ভজ তুমি শম্ভু।
আর যত দেখ তার সলিলের বিম্বু ॥

পয়ার ॥

মহিষ পর্ব্বত বলে শুন মহাশয়।
দূত দিয়া এই বার্ত্তা পাঠাও নিশ্চয় ॥
হরিষ বিষাদ হৈল ক্রৌঞ্চের অন্তরে।
যাত্রাভঙ্গ কৈল গিরি মরণের ডরে ॥
ক্রৌঞ্চ বলে রাখিলাও তোমার যুগতি।
বিস্তারিয়া কহ কুমারের উৎপত্তি ॥
মহিষ পর্ব্বত বলে শুন নিবেদন।
মার্কণ্ডেয় স্থানে চল যাই দুই জন ॥
আমার কথাতে যদি না হয় প্রত্যয়।
চিরজীবী স্থানে সব পাবে পরিচয় ॥
ক্রৌঞ্চ বলে তুমি মোর পরম সুহৃদ।
তোমার কথায় মোর জন্মিল পিরীত ॥

কহ কহ শুনি সেই কুমারের জন্ম।
জন্মিঞা পূর্ব্বেতে তিঁহো কৈল কোন কর্ম্ম॥
মহিষবচনে দূতে ডাকিল সত্বর।
তোমারে সে বলি শুন নীলগিরিবর॥
কহিবে সম্বাদ পিতামহ মহাশয়ে।
জ্ঞাতি গোত্র কেহ কেহ কিম্বদন্তী কহে॥
তপস্যা করিলা গৌরী হৈয়া স্বতন্তরা।
আপুনি শিবের প্রতি হৈলা স্বয়ম্বরা॥
মালঞ্চে স্বামীর সঙ্গে করিলা বিহার॥
কি কারণে বিভা তাঁর দেহ পুনর্ব্বার॥
যেই দেবের উপাসনা সেই দেব বর।
দেবতার চরিত্র সকল স্বতন্তর॥
পুরুষ সম্ভাষে কন্যা হয় কামচিন্তা।
অবস্থিতা দোষেতে পাতকী হয় পিতা॥
অবস্থিতা কালে কন্যা পুরুষের প্রতি।
কটাক্ষে চাহিলে পিতা যায় অধোগতি॥
অবস্থিতা কালে যদি হয় রজস্বলা।
তার পিতৃলোক ভুঞ্জে নরকের জ্বালা॥
মনকন্তা কৈল কন্যা যখন শঙ্করে।
সেই কালে বিভা দিতে আছিল বিচারে॥
রাজমদে মত্ত হইয়া কর যত কাজ।
শুনিঞা তোমার নিন্দা পাই বড় লাজ॥
আমি না যাইব ইথে চিত্ত নাহি মানে।
অশুভ সকল দেখি নিষেধ গমনে॥
কহিবে প্রণাম মোর যত গুরুজনে।
রত্নশৈল লৈয়া যাহ রাজা বিদ্যমানে॥
রত্নশৈল পর্ব্বত আমার প্রতিনিধি।
কন্যা বিভাকালে দিহ যত চাহি নিধি॥
বিভা নিবড়িলে আছে কুশণ্ডিকা বিধি।
থাকিবে তথাতে তুমি যৌতুক অবধি॥
এতেক বলিয়া দূতে করিল বিদায়।
বসিল মহিষ লৈয়া আপন সভায়॥
মার্কণ্ড মুনির মুখে শুনিল মহিষে।
সেই সব কথা কহে বসিয়া হরিষে॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে সাঙ্গ হৈল পালা।
হরি হরি বল সভে না করিহ হেলা॥১০॥

পালা সাঙ্গ॥৯॥১০৫॥

কুমারের জন্ম ও মহিষবধোপাখ্যান

দেবসেনার মানরক্ষা

পঠমঞ্জরী রাগ॥

মার্কণ্ড বিষ্ণুর অংশে জন্মিলা ব্রহ্মার বংশে
সপ্ত কল্প তিঁহো চিরজীবী।
শুনিল তাঁহার স্থানে কহি শুন সাবধানে
হর গৌরী মাত্র দেবা দেবী॥
পুংলিঙ্গ যত প্রাণী সেই দেহে শূলপাণি
স্ত্রীলিঙ্গে মাত্র কাত্যায়নী।
গুণের প্রধান সত্ত্ব আর মহদাদি তত্ত্ব
শিবশক্তি জনক জননী॥১॥
শুন ক্রৌঞ্চ পুরাণ কাহিনী।
দেবতা অসুরে বাদ নিত্য যুদ্ধ বিসম্বাদ
ভঙ্গ দিল ইন্দ্রের বাহিনী॥ধ্রু॥
আমি রাজা কেশী মন্ত্রী যেন যন্ত্র আর যন্ত্রী
দুই জনে প্রীত ব্যবহারে।

পাইয়া ব্রহ্মার বর কারেহ না করি ভয়
ভোগ ভুক্তি দেব অধিকারে ॥
হেন কালে দাক্ষায়ণী সহোদরা দুই জনী
দেবসেনা দৈত্যসেনা নামে।
জনকের আজ্ঞা পাইয়া মানস পর্ব্বতে গিয়া
তপস্যা করয়ে পতিকামে ॥২॥
পৃথিবী ভ্রমিঞা কেশী মানস পর্ব্বতে আসি
দেখে কন্যা পরম সুন্দরী।
দৈত্যসেনা দেখি তারে বলবন্ত জানি ডরে
আপুনি হইলা ইচ্ছাবরী ॥
দৈত্যসেনা করি বিভা দেখিয়া রূপের শোভা
আইল দেবসেনার নিকটে।
ধরিবারে যায় বলে কন্যা পালাইয়া বুলে
বিধি তারে রাখিল সঙ্কটে ॥·॥
ইন্দ্র আইল আচম্বিতে বিমানেতে বজ্র হাতে
দেখি কন্যা ডাকে উচ্চস্বরে।
তুমি কে পুরুষবর আমার উদ্ধার কর
অবলা বলেতে দৈত্য হরে ॥
যদি যোগ্য হও তুমি তোমারে করিব স্বামী
নহে দান দিহ অন্য জনে।
যশ অর্জ্জ আমা রাখি অষ্ট লোকপাল সাক্ষী
পশিলাঙ তোমার শরণে ॥৪॥
কেশী তোলা দেই গোঁফে করেতে মুষল লোফে
ভাঙ্গিয়া লয় পর্ব্বতের চূড়া।
দৈত্য দুই অস্ত্র হানে পুরন্দর বজ্র বাণে
মুষল পর্ব্বত কৈল গুঁড়া ॥
ইন্দ্রের অস্ত্রের দাপে মানস পর্ব্বত কাঁপে
দেখি কেশী ভয় পাইল চিত্তে।
দেবসেনা করি ত্যাগ লইয়া আপন ভাগ
নিজস্থানে চলিল ত্বরিতে ॥৫॥
ধরিয়া কন্যার হাথে পুরন্দর তোলে রথে
সাধু সাধু বলে দক্ষসুতা।
জিজ্ঞাসিল দেবরাজ কহ না করিহ লাজ
কে বা তুমি কাহার দুহিতা ॥
তুমি কন্যা রূপরাশি পর্ব্বতে অরণ্যবাসী
দিবানিশি করহ তপস্যা।
রামকৃষ্ণ দাস গায় কেশী কারে লইয়া যায়
কে বা সেই তোমার বয়স্যা ॥৬॥৯॥

দেবসেনার পতি অন্বেষণ

ঘোষা ॥

ভাবিয়া ভবানীকান্ত ভবসিন্ধু তর।
ভরমে ভাসিয়া বুল ভেলা নাহি ধর ॥

পয়ার ॥

কন্যা বলে আমি দুঁহে দক্ষের নন্দিনী।
দেবসেনা দৈত্যসেনা দুই ত ভগিনী ॥
দেবতার সৈন্যে আমি দেবী শক্তিরূপা।
প্রজাপতি আজ্ঞা দিল দেখিয়া স্বরূপা ॥
মানস পর্ব্বতে তপ কর দুই জনে।
পাবে মনোনীত বর যার যেই মনে ॥
মানসে তপস্যা করি দুঁহে বনবাসী।
আচম্বিতে বিঘ্ন এতে করিলেক কেশী ॥
বীর্য্যবন্ত দেখি দৈত্যসেনা কৈল ইচ্ছা।
বলিষ্ঠের বশ নারী কভু নহে মিছা ॥
তব বাহুবলে আমি পাইল পরিত্রাণ।
উচিত যে হয় তাহা কর সম্বিধান ॥
ইন্দ্র বলে তুমি মোর হইলে মাতৃস্বসা।
আমারে বরিতে কন্যা না করিহ আশা ॥
মাতৃগোত্রে সপ্ত পুরুষে যার জন্ম।
সেই কন্যা বিভা কৈলে বড়ই অধর্ম্ম ॥
অদিতি আমার মাতা দক্ষের দুহিতা।
পিতামহ মরীচি কশ্যপ মোর পিতা ॥

দেবতার রাজা আমি সহস্রলোচন।
যোগ্য পতি শিব তুমি না কর শোচন॥
কন্যা বলে শৌর্য্য [আর] রূপেতে আগল।
হেন বরে আমা বিভা দেহ আখণ্ডল॥
তোমার সহায় করে দৈত্যের দমন।
নিশ্চয় আমার স্বামী হইব সেই জন॥
এতেক বলিয়া কন্যা আছে জোড় হাথে।
আকাশেতে প্রকাশ পাইল দিননাথে॥
উদয়পর্ব্বত ইন্দ্র একদৃষ্টে চাহে।
জল স্থল সকল আরক্ত বর্ণ তাহে॥
অমাবস্যা তিথি চন্দ্র আদিত্যমণ্ডলে।
পাবক প্রবেশ তাহে কৈল হেন কালে॥
তিন তেজে একত্র হইল জ্যোতির্ম্ময়।
ঈশানরূপেতে হইল রবির উদয়॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ইন্দ্র চিন্তিল অন্তরে।
এই ত সময়ে ব্রহ্মা আছেন পুষ্করে॥
তাঁর ঠাঞি গিয়া এই করি নিবেদন।
এই তেজে জন্মে যদি বীর একজন॥
সেনাপতি হয় সেই মোর অনুবল।
এই ত কন্যার হয় প্রতিজ্ঞা সফল॥
এতেক ভাবিয়া সেই কন্যা লৈয়া সঙ্গে।
ব্রহ্মারে প্রণাম ইন্দ্র করিল ষড়ঙ্গে॥
কহিল সকল কথা কন্যার প্রতিজ্ঞা।
অবিলম্বে বিধাতার হৈল এই আজ্ঞা॥
মনোরথ সিদ্ধ হউক চল মঘবান্।
ঈশ্বরের ঔরসে জন্মিব ষড়ানন॥
এই বর পাইয়া ইন্দ্র করিল প্রণতি।
কন্যা সঙ্গে করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি॥

কুমারের জন্ম

সপ্ত ঋষি যজ্ঞ করে শুনি বেদধ্বনি।
কার্য্য সিদ্ধ লক্ষণ মনেতে অনুমানি॥
আসিয়া মিলিলা ইন্দ্র সেই যজ্ঞসভা।
ঋষিপত্নীগণ দেখে বিদ্যুতের আভা॥
দেবতার কার্য্যহেতু প্রভু পশুপতি।
আদিত্যমণ্ডলে রুদ্র হৈলা অগ্নিমূর্ত্তি॥
আসিয়া মিশিলা যজ্ঞকুণ্ডের অনলে।
ঋষিপত্নী দেখিয়া অগ্নির মন টলে॥
ঋষিপত্নী সভের রূপের নাহি সীমা।
নির্ম্মাণ করিল যেন রত্নের প্রতিমা॥
অগ্নি মনে ভাবে ঋষিপত্নী পতিব্রতা।
ইহা সভা প্রতি আর্ত্তি বাড়াইব বৃথা॥
এতেক চিন্তিয়া অগ্নি গেলা চৈত্ররথে।
শিবারূপ ধরি স্বাহা গেলা সেই পথে॥
কুবেরের পুষ্পোদ্যান সেই চৈত্ররথ।
বসন্ত সহিতে তথা নিবসে মন্মথ॥
কামেতে পীড়িত অগ্নি দেখিলেন নারী।
জিজ্ঞাসা করিল কহ কে তুমি সুন্দরী॥
অঙ্গিরার ভার্য্যা আমি নাম মোর শিবা।
কি বলিব তোমারে অবেদ্য আছে কিবা॥
তোমার ইঙ্গিত বুঝি যতেক যাতর।
আগে আমি পাঠাইল তোমা বরাবর॥
অগ্নি বলে শুন শিবা এ বড় কৌতুক।
কেমত লক্ষণে আমা বুঝিলে কামুক॥
শিবা বলে পুরুষের চিত্ত স্ত্রী বুঝে।
উপেত্য হইয়া কোন্ নারী কারে ভজে॥
শিবার বচনে অগ্নি পাইলেন ব্রীড়া।
সেই ত কাননে দুঁহে কৈল রতিক্রীড়া॥
পুরুষ বুঝিতে নারে রমণীর মায়া।
পাবক চিনিতে না পারিল নিজ জায়া॥
অগ্নির দেহেতে রুদ্র স্বাহাতে ভবানী।
অগ্নি চিত্তে জানে ভজি ঋষির রমণী॥
রতি অবশেষে কন্যা শুক্র লৈয়া হাথে।
পক্ষী হৈয়া উড়ে সেই বনে চৈত্ররথে॥

শ্বেত নামে গিরিবরে গেল সেই দণ্ডে।
পেলিলেন শুক্র তথা কাঞ্চনের কুণ্ডে ॥
এইরূপে স্বাহা দেবী হইয়া ছয় মূর্ত্তি।
বারে বারে পতি সঙ্গে বঞ্চিল যুবতী ॥
ছয় বার শুক্র লৈয়া থুইলে পক্ষিরূপে।
পুনর্ব্বার যাইতে চাহে অগ্নির সমীপে ॥
অরুন্ধতীমূর্ত্তি স্বাহা নারিল ধরিতে।
নিজ স্থানে গেল দেবী লাজ পাইয়া চিত্তে ॥
বিলম্ব দেখিয়া অগ্নি হৈল অন্তর্ধান।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল ইন্দ্র গেলা নিজ স্থান ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥২॥

কুমারের শক্তিবর্ণন

কামোদ রাগ ॥

শুক্লা প্রতিপদে সে ছয় বুদ্বুদে
মিলিল একত্রে আসি।
কনক কুষ্মাণ্ড সদৃশ হৈল পিণ্ড
অগ্নি সম তেজোরাশি ॥
দ্বিতীয়া দিন মুণ্ড হইল ছয় তুণ্ড
দ্বাদশ শ্রবণ চক্ষু।
বাহু দুয়াদশ পাইল পরকাশ
একগ্রীব একবক্ষ ॥১॥
দেখিতে অদ্ভুত রূপ।
তৃতীয়া দিনে সব হইল অবয়ব
ছাড়িল কাঞ্চন কূপ ॥ধ্রু॥
চতুর্থী তিথি দিনে বসিলা পদ্মাসনে
কবচে আচ্ছাদিত তনু।
পঞ্চমী দিনে তাঁর হইল অলঙ্কার
বস্ত্র অস্ত্র শর ধনু ॥
শক্তি আচম্বিতে হইল তাঁর হাথে
ক্রৌঞ্চ গিরি দেখি দূরে।
হানিল শক্তিশেল তোমার প্রাণ গেল
বাজিল নির্ভর উরে ॥২॥
সেই ত ঘাএ শৈল দুইখান হৈল
এখন আছে সেই ঠাঁই।
এই সে কারণ ক্রৌঞ্চদারণ
নাম তাঁর সভে গাই ॥
শ্বেত গিরিবর শিখর উচ্চতর
দেখিয়া মারিল বাণে।
ভাঙ্গিল তার শৃঙ্গ হইল ক্ষত অঙ্গ
শ্বেত রক্ষা পায় প্রাণে ॥৩॥
ছাড়িল হুঙ্কার ধনুকে টঙ্কার
সঘন ডাকে বীরদাপে।
হইল উল্কাপাত ত্রিবিধ উৎপাত
পৃথিবী পর্ব্বত কাঁপে ॥
শুনিঞা তার ডাক পড়িল দুই নাগ
চিত্র ঐরাবত নামে।
জলন যার শ্বাস সে হইল নাগপাশ
ধরিল ডাহিন বামে ॥৪॥
তাম্রচূড় উড়ে নিকটে আসি পড়ে
তাহে ধরে বাম করে।
খড়্গ খেটক করয়ে ঝক ঝক
উল্কা আর করে ধরে ॥
দেবতা সিদ্ধি ঋষি যতেক বনবাসী
অগ্নিরে দেই পরিবাদ।
না দিল মনে ক্ষমা হরিয়া ঋষিরামা
পড়িল এত পরমাদ ॥৫॥
এই ত জনরবে ব্রহ্মঋষি সভে
বর্জ্জিল নিজ নিজ বধূ।
রহিলা অরুন্ধতী দেবপুরে সতী
জগতে বলে সাধু সাধু ॥

যতেক সুরগণ সিদ্ধ চারণ
আইলা ইন্দ্রের পাশে।
কহে বারে বার নাহিক নিস্তার
রামকৃষ্ণ দাস ভাষে ॥৬।৩॥

দেবসেনাপতিপদে কুমার

দেবতা সকল বলে শুন আখণ্ডল।
শ্বেতপর্ব্বতে(র) শৃঙ্গে জ্বলে কালানল ॥
যত জ্যোতির্গণ তার তেজের প্রকাশে।
নির্ব্বাণ হইল যেন নাহিক আকাশে ॥
কালমূর্ত্তি সেই শিশু ইথে নাহি আন।
আকাশে প্রলয় হইল হও সাবধান ॥
যুদ্ধে বিধাতারে সেই করিবেক নাশ।
দেখিয়া কুমারে ত্রিভুবন হৈল ত্রাস ॥
তোমার ইন্দ্রত্ব লইবেক এই ক্ষণে।
হেন যোদ্ধা নাহি দেখি তারে বলে জিনে ॥
শৈশবে মারিয়া তারে ঘুচাও অরিষ্ট।
বাড়িল বিপাক বড় মজিবেক সৃষ্ট ॥
এতেক শুনিঞা ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে।
দেবগণ সঙ্গে করি কুমারেরে বেড়ে ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র লৈয়া ধায় চারি পাশে।
দেবের চরিত্র দেখি শিশু মনে হাসে ॥
শিশুভাবে ষড়ানন তুলিলেন হাই।
প্রলয়কালের অগ্নি জন্মিল তথাই ॥
অগ্নিতে পোড়য়ে যত দেবতার সেনা।
অশ্ব গজ রথ ধ্বজ বিবিধ বাজনা ॥
বসন ভূষণ ছত্র পুড়িল চামর।
শূন্যেতে পতাকা পোড়ে করে ফর ফর ॥
ইন্দ্রকে ছাড়িয়া যত গ্রহ দিক্‌পাল।
শিশুর শরণ আসি পশিল তত কাল ॥
সকল দেবতা মেলি কৈল তাঁর পূজা।
সভে বলে হও তুমি দেবতার রাজা ॥
এতেক শুনিঞা ইন্দ্র হৈল লাজ ভয়।
মারিলেক বজ্র সেই শিশুর হৃদয় ॥
ভেদিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব বজ্র গেল বৃথা।
অঙ্গে ছিদ্র না হইল না লাগিল ব্যথা ॥
কুমারের তেজেতে জন্মিল এক বীর।
বিশাখ তাহার সংজ্ঞা দুর্জ্জয় শরীর ॥
ইন্দ্র সংহারিতে যায় করাল বদনে।
দেখিয়া কাতর ইন্দ্র পশিলা শরণে ॥
ঐরাবত হৈতে ওলে ছাড়িয়া সংগ্রাম।
কুমারের সম্মুখেতে করিল প্রণাম ॥
ইন্দ্র বলে ক্ষমা কর মোর অপরাধ।
দেবরাজ্যে রাজা হও যদি হয় সাধ ॥
তোমার বাহুর দর্পে থাকি আমি সুখে।
এতেক শুনিঞা স্কন্দ হাসে ছয় মুখে ॥
স্কন্দ বলে কহ দেখি কিবা রাজধর্ম্ম।
দেবতার রাজা হৈয়া করে কোন্ কর্ম্ম ॥
দেবগণ বলে শুন প্রভু ষড়ানন।
দেবতার রাজা করে ধর্ম্মের পালন ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গরু যথা ধর্ম্ম যাগ।
ইন্দ্র রক্ষা করে ইহা ভুঞ্জে যজ্ঞভাগ ॥
দৈত্য দানব দুষ্ট পিশাচ রাক্ষস।
সর্ব্ব দর্প হরে ইন্দ্র অসম সাহস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্র আছে দৃষ্টি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ বায়ু করে বৃষ্টি ॥
কহিল ইন্দ্রের কর্ম্ম শুন মহাশয়।
তুমি ইন্দ্র হইলে সভে থাকিব নির্ভয় ॥
কার্ত্তিক বলেন শুন সহস্রলোচন।
দেবরাজ আমি না হইব কদাচন ॥
তুমি রাজা হৈয়া রাজ্য কর আখণ্ডল।
বিপদে তোমার আমি হব অনুবল ॥
ইন্দ্র বলে মোর প্রতি যদি আছে দয়া।
সকল সংহার কর যত উগ্র মায়া ॥

সেনাপতি হও তুমি করি অভিষেক।
তবে সে আমার বল বাড়ে অতিরেক॥
সৌম্যরূপ হইলা তিঁহো ইন্দ্রের বচনে।
ত্রিবিধ উৎপাত দূর হৈল ততক্ষণে॥
বিশ্বামিত্র মুনি আসি কৈল জাতকর্ম।
বেদবিধি আছে যেন ব্রাহ্মণের ধর্ম॥
হেন কালে তথা আইলা আপুনি বিধাতা
অভিষেক করিয়া দিলেন পাটছাতা॥
কুবের আনিঞা দিল দিব্য সিংহাসন।
চামর ঢালিল তাঁরে সহস্রলোচন॥
আসিয়া শঙ্কর তাঁরে করিল প্রসাদ।
কণ্ঠমালা গলে দিয়া কৈল আশীর্ব্বাদ॥
বিশ্বকর্ম্মা দিল তাঁরে বিবিধ ভূষণ।
অগ্নিশুচি বস্ত্র তাঁরে দিল সুরগণ॥
নানা বাদ্য কোলাহলে পূরিল অম্বর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচে বিদ্যাধর॥
দেবসৈন্যগণ আসি কৈল প্রণিপাত।
এত দিনে আমি সব হইলাঙ সনাথ॥
মনে মনে জানে প্রভু আপন আত্মজ।
কৈলাসেরে হাসিয়া চলিলা বৃষধ্বজ॥
হেন কালে ইন্দ্রের স্মরণ হৈল কথা।
দেবসেনা মোর ঘরে আছে অবস্থিতা॥
সকল বৃত্তান্ত ইন্দ্র কহিল কুমারে।
তোমা বিনে সেই কন্যা অন্য নাহি বরে॥
শুনিয়া কার্ত্তিক তাঁরে দিল অনুমতি।
রথ পাঠাইয়া কন্যা আনে শীঘ্রগতি॥
অধিবাস দুঁহার করিলা বৃহস্পতি।
বেদের বিধানে বিভা করিল দম্পতি॥
হেনঞি সময়ে তথা ঋষির রমণী।
শিবা আদি করিয়া আইল ছয় জনী॥
রোদন করিয়া তারা দাণ্ডাইল সম্মুখে।
স্কন্দ জিজ্ঞাসিলা কান্দ কিবা মনোদুঃখে॥
শিবা বলে আমি সব তোমার জননী।
বর্জ্জিলেক স্বামী আমা করিয়া দূষণী॥
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া বুলি দেহ দিব্য স্থান।
তোমা পুত্র হইতে যেন বাড়এ সম্মান॥
ইন্দ্র সঙ্গে যুক্তি করি স্কন্দ মহাবল।
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা দিল মহাস্থল॥
নক্ষত্রলোকেতে তারা হইল কৃত্তিকা।
উদয় করিল যেন ছয় অগ্নিশিখা॥
স্বাহা আসি কুমারে করিল পরিচয়।
আমি সে তোমার মাতা কহিল নিশ্চয়॥
তোমা হইতে হই যেন স্বামীর সৌভাগ্যা।
আর বর নাহি চাহি কর এই আজ্ঞা॥
স্কন্দ বলে যত কাল প্রচারিব বেদ।
তোমা সঙ্গে পাবকের নাহিক বিচ্ছেদ॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বলিল কুমারে।
অনেক তোমার মাতা লোকব্যবহারে॥
দেবসেনাপতি নাঞি ছিল দেবপুরে।
তেঞি যে তোমার জন্ম দিল মহেশ্বরে॥
অগ্নিরূপ হৈল শিব স্বাহা হৈল উমা।
শিবশক্তি হইতে আমি জন্মাইল তোমা॥
সেনাপতি কৈল তোমা রক্ষিতে দেবতা।
কৈলাসেতে গিয়া তুমি দেখ পিতা মাতা॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থান।
অমরাবতীতে ইন্দ্র করিল প্রয়াণ॥
হৃষ্ট হইয়া ষড়ানন আইলা কৈলাসে।
শিবের মঙ্গল রচে রামকৃষ্ণ দাসে॥৪॥

ষষ্ঠীদেবীর কথা

আহিরী রাগ॥

চড়িয়া বিচিত্র রথে দেবসেনা করি সাথে
জনক জননী দরশনে।

জুড়িয়া যুগল হাত ক্ষিতিতলে প্রণিপাত
প্রভুর চরণ সন্নিধানে ॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ পার্ব্বতী পাইল সুখ
ক্ষীর তাঁর ক্ষরিল চুঁচুকে।
ছুটে ধারা ছয় রন্ধ্রে পিয়ে ছয় মুখচন্দ্রে
বল বুদ্ধি হইল অধিকে ॥১॥
বাছা রে, তুমি পুত্রে আমি বীরমাতা।
ইথে না করিহ দ্বিধা আমি শিবা স্বাহা স্বধা
ঈশ্বর তোমার জন্মদাতা ॥ধ্রু॥
জগতে যতেক জায়া তোমার সকল ছায়া
পশু পক্ষী দেবতা মানুষে।
যত দেখ স্ত্রী চিহ্ন আমাতে সে নহে ভিন্ন
প্রভু আছেন সকল পুরুষে ॥
শুনিঞা মায়ের কথা লাজে হেঁট কৈল মাথা
বিভা আমি করিল অজ্ঞানে।
ইবে সে জানিল মর্ম্ম না করিব গ্রাম্য ধর্ম্ম
প্রতিজ্ঞা করিল মনে মনে ॥২॥
বুঝিয়া স্বামীর মতি লাজে দেবসেনা সতী
প্রণাম করিয়া গুরুজনে।
আসি কন্যা ব্রহ্মলোকে অভিমানে মনোদুঃখে
ব্রহ্মারে করিল নিবেদনে ॥
বিভা মোরে দিলে বৃথা না জানিল সুত সুতা
স্বামী মোরে করিল বঞ্চনা।
আদর না কৈল শ্বশ্রূ কহিতে স্রবিল অশ্রু
দেখি ব্রহ্মার হইল করুণা ॥৩॥
বর তারে দিল ধাতা তুমি হও লোকমাতা
ষষ্ঠী তিথি তেঞি ষষ্ঠী নাম।
যে তোমার করে পূজা তারে তুমি দিবে প্রজা
কন্যা পুত্র যার যেই কাম ॥
মোর বাক্য নহে মিছা যদি চিত্তে কর ইচ্ছা
শিশু তুমি পাবে কাখে কোলে।
রামকৃষ্ণ দাস রচে সকল দেবতা অর্চ্চে
ষষ্ঠী নাম থুইয়া বটমূলে ॥৪॥৫॥

মহিষের পরাভব

ঘোষা ॥

রাজা বলে রামচন্দ্র গেল কত দূর।
রামের বিহনে মোর অন্ধকার পুর ॥

পয়ার ॥

ব্রহ্মা বলে মাতৃগণ যতেক দেবতা।
সভার প্রধান তুমি ষষ্ঠী লোকমাতা ॥
গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসর পরিপূর্ণে ॥
তবে মুক্ত হয় শিশু মাতৃগণঋণে ॥
করঞ্জা শীতলা যত হারিণী পূতনা।
শিশুর রক্ষিতা কেহ শিশুর যাতনা ॥
এই ষষ্ঠী দেবতার কত সব নাম।
সভাকারে পাবে যথা তোমার বিশ্রাম ॥
তোমা পূজা কৈলে তুষ্ট হয় মাতৃগণ।
এই বর পাইয়া ষষ্ঠী হরষিত মন ॥
কোলেতে বালক ষষ্ঠী পাইল আচম্বিতে।
মার্জ্জার বাহন দেবী পাইল চড়িতে ॥
দেবসেনা পূজ্যমান হৈল ষষ্ঠীরূপে।
মহিষের বধকথা শুনহ সংক্ষেপে ॥
একদিন শিবদুর্গা কৈলাসশিখরে।
বিজয় করিল ভদ্রবট দেখিবারে ॥
পার্ব্বতীর রথ বহে সহস্র কেশরী।
যোজন প্রমাণ রথ এ চারি চৌউরি ॥
রত্নময় রথ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
প্রকাশ পাইল কোটি সূর্য্যের সমান ॥
গৌরী সঙ্গে তাহাতে বসিলা পশুপতি।
বরাসনে বেড়িয়া বসিলা অষ্টশক্তি ॥

নন্দি মহাকাল ভৃঙ্গি পুষ্পদন্ত সঙ্গে।
সারথি হইলা ব্রহ্মা চড়াইয়া অঙ্গে॥
বৃষরূপে বিষ্ণু সেই রথের ধ্বজায়।
পঞ্চবর্ণে বানা উড়ে এ পঞ্চ চূড়ায়॥
স্তব্ধ কর্ণ কেশর করিয়া সিংহ ডাকে।
রণ রণ শব্দে যেন সংসার চমকে॥
চলিল প্রভুর রথ পবনের গতি।
আগু হৈয়া প্রণাম করিল ধনপতি॥
চড়িয়া পুষ্পক রথ সঙ্গে যক্ষসেনা।
কাড়া দড়মশা বাজে বিবিধ বাজনা॥
আগে চলে যক্ষরাজ হাথে করি গদা।
তার পাছে নাচে গায় গন্ধর্ব্ব সংপ্রদা॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে শূল মূর্ত্তিমান্।
বিজয় তাহার নাম পর্ব্বতপ্রমাণ॥
বাম পাশে পিনাক বেষ্টিত শেষনাগে।
আর নাম শুন যত অস্ত্র যায় আগে॥
খড়্গ খট্বাঙ্গ বজ্র অগ্নিবাণ টাঙ্গি।
নাগপাশ অঙ্কুশ প্রভুর অঙ্গসঙ্গী॥
শর সঙ্গে দশ অস্ত্র যায় সাথে সাথে।
এই দশ অস্ত্র প্রভু ধরে দশ হাথে॥
ষোলকলা পূর্ণ চন্দ্র ছত্র ধরে শিরে।
পবন বাতাস করে শুক্ল চামরে॥
প্রভুর পশ্চাতে ইন্দ্র আইল ঐরাবতে।
শুণ্ডেতে মুদ্গর বজ্র খেলে চারি দাঁতে॥
সহস্র লোচনে চাহে বসি গজস্কন্ধে।
বেষ্টিত হইয়া চলে বৃন্দারকবৃন্দে॥
দণ্ডি মহরি বাজে মৃদঙ্গ ঝর্ঝরা।
দুন্দুভি গভীর ভেরী সৈন্যে সেই ত্বরা॥
দক্ষিণে প্রণাম করে যাম্য দিক্‌পাল।
মহিষ বাহনে যম চিত্রগুপ্ত কাল॥
ব্যাধিগণ সেনা তার বড় ভয়ঙ্কর।
বাজায় কাহাল শিঙ্গা যমের কিঙ্কর॥
বামেতে বরুণ আইলা শিরে ছত্র সাজে।
শুক্ল পতাকা উড়ে মকরের ধ্বজে॥
দিব্য রথে চড়ি শিবে নোঙাইল মাথা।
দগড় সানাঞি কাঁসি শংখ বাজে তথা॥
অগ্নিদেবগণ আইলা বাহন ছাগল।
ব্রহ্মঋষিগণ সঙ্গে বাজাইয়া মঙ্গল॥
প্রেতগণ রথ বহে আইলা নৈর্ঋতি।
ঢাক ঢোল বাজাইয়া রাক্ষস সংহতি॥
নবগ্রহ বসুগণ ভৈরব প্রমথ।
প্রদক্ষিণ করি সভে চলে সেই রথ॥
দেবসেনাপতি পাছু আইসে ভদ্রবটে।
যত পারিষদগণ তাহার নিকটে॥
হেন কালে আমা সঙ্গে কুবেরের দেখা।
মোর সঙ্গে দৈত্যসেনা কত দিব লেখা॥
কুবেরের রথে আমি চূড়া ধরি রাখি।
মারিল কুবের গদা পাকাইয়া আঁখি॥
গদার প্রহারে মোর না জন্মিল ব্যথা।
যম আসি দণ্ড মাইল সেহ হইল বৃথা॥
বরুণের পাশ আমি ছিণ্ডি চট চট।
দেখিয়া দেবতা সভ ভাবিল শঙ্কট॥
প্রখর দানবসেনা করে নানা অস্ত্র।
পালাইল দেবসেনা পেলাইয়া বস্ত্র॥
হাথি হাঁকাইয়া ইন্দ্র আইল সম্মুখে।
হস্তীর দশন তাঁর না ফুটিল বুকে॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র যত দেবগণে।
ব্যর্থ অস্ত্র ধর সভে ব্যর্থ আইস রণে॥
অমৃত ভোজনে সভে হইয়াছ অমর।
অসুরের যুদ্ধে কর মরণের ডর॥
ধিক্ ধিক্ কলঙ্ক রাখিল দেবকুলে।
অসুরে বেড়িয়া সভে মার এই কালে।
শুনিঞা ফিরিল যত গ্রহ দিক্‌পাল।
নৈর্ঋত ধাইল কোপে লৈয়া করবাল॥

খড়্গ উঠাইয়া চোট দিল যত শক্তি।
মহিষের চর্ম্ম না ফাটিল এক রত্তি ॥
ধরিয়া হস্তীর দন্ত করি টানাটানি।
ক্রোধে বজ্র পেলিয়া মারিল সুরমণি ॥
বাজিল হৃদয়ে বজ্র না মৈল দানব।
বজ্র ব্যর্থ গেল ইন্দ্র পাইল পরাভব ॥
মহিষ পশিল গিয়া আপনার বলে।
সিংহনাদ করে কাঠি দেই ঢাক ঢোলে ॥
দেবসৈন্য দৈত্যসৈন্যে দুঁহে পরস্পর।
খণ্ড খণ্ড হৈল যুদ্ধে চতুরঙ্গ দল ॥
রক্ত মাংসে কর্দ্দম হইল রণস্থলী।
শ্মশানে আহার করে শকুনী শৃগালী ॥
মহিষ দেখিল শিবে আসিতে অম্বরে।
সহায় হইল কেশী আসিয়া সত্বরে ॥
কেশী দৈত্যসেনাপতি রাখিয়া সমরে।
মহিষ পর্ব্বত উপাড়িয়া লয় করে ॥
পেলিল পর্ব্বত গোটা শঙ্করের রথে।
হুঙ্কারে পর্ব্বত অস্ত্র ব্যর্থ কৈল পথে ॥
প্রভুর হুঙ্কার শুনি মহীধর কাঁপে।
মইল দানবসেনা পর্ব্বতের চাপে ॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত দেখিয়া দুরাশয়।
লাফ দিয়া চড়ে রথে মহিষ নির্ভয় ॥
দুই হাত দিয়া টানে রথের কলসে।
শিবের সম্মুখে আইল অসম সাহসে ॥
সেই কালে স্মৃতি প্রভু করিল কুমারে।
আইলা দেবসেনাপতি শক্তি ধরি করে ॥
রক্তবস্ত্র পতাকা ভূষণ জ্যোতির্ম্ময়।
কার্ত্তিক দেখিয়া মোর কাঁপিল হৃদয় ॥
শক্তিশেল মাইল বীর মহিষের বুকে।
বিদীর্ণ হইল দেহ রক্ত উঠে মুখে ॥
রথে হইতে ভূমিতে পড়িয়া প্রাণ ছাড়ে।
দ্বাদশ যোজন পথ দেহ তার যোড়ে ॥
লইয়া দৈত্যের সেনা পালাইলা কেশী।
প্রভুরে স্তবন করে যত দেবঋষি ॥
বিদায় হইলা সভে করি পুষ্পবৃষ্টি।
কৈলাসে আইলা প্রভু রক্ষা করি সৃষ্টি ॥
সেই ত পর্ব্বত হইল অস্থি মেদ মাংসে।
জীবাত্মা হইলাঙ আমি এ কল্প প্রবেশে ॥
সকল বৃত্তান্ত এই কহিল তোমারে।
কলঙ্ক শঙ্কায় যদি হৈমবতী মরে ॥
তবে কাম্য সিদ্ধ হয় না জন্মে কুমার।
তবে সে বিপত্তি নহে তোমার আমার ॥
এই সব কথা হৈল ক্রৌঞ্চ মহিষে।
নীলগিরি আইলা হেথা হিমালয় পাশে ॥
চারি দিগ হইতে আইলা দূত চারি জন।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন ॥৬॥

গৌরীর অপবাদ

করুণাশ্রী ॥

যত ছোট বড় গিরি সভে দেবমূর্ত্তি ধরি
আইলা হিমালয়ের আগারে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে গন্ধ মাল্য আভরণে
পূজিল অতিথ ব্যবহারে ॥
শুনি নীলগিরি মুখে ক্রৌঞ্চ না আইল দুঃখে
কিম্বদন্তী শুনি হৈল লজ্জা।
পাইয়া অন্তরে ব্যথা হিমালয় মনঃকথা
ভাবিয়া দিবসে কৈল শয্যা ॥১॥
ভাই রে, শুনিঞা হাসেন হৈমবতী।
কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্ঞাতি সভা
বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি ॥ধ্রু॥
মেনকার প্রাণ উড়ে পর্ব্বত মস্তক ক্রোড়ে
বুকে হানে কঙ্কণের ঘা।

ছোট বড় এই দেশে সভে ধন্য ধন্য ঘোষে
কে আজি তুলিল এই রা ॥
গৌরীকে করিয়া কোলে প্রবেশ করিমু জলে
বিভা নাহি ভাঙ্গই ছাওলা ।
বিশ্বকর্ম্মা কেন ঘরে মন্দির নির্ম্মাণ করে
কার তরে তোলে চতুঃশালা ॥২॥
ভবানি, কে তোরে কহিল হেন কথা ।
কার মুখে শুনি বাণী নিঃসরিল আমি শুনি
কার কন্ধে ফলে দুই মাথা ॥ধ্রু॥
উমা বলে শুন মাতা অনুতাপ কর বৃথা
ডাকাইয়া আন বিশ্বকর্ম্মা ।
সাজাহ জৌয়ের ঘর প্রবেশিব বৈশ্বানর
সাক্ষাতে বশিষ্ঠ যেন ব্রহ্মা ॥
আমার প্রতিজ্ঞা রাখ বসিয়া পরীক্ষা দেখ
নহে আমি তেজিব জীবন ।
বুঝিয়া দুর্গার মতি বিশ্বকর্ম্মা শীঘ্রগতি
করিল সকল আয়োজন ॥৩॥
দেখ ভাই, পার্ব্বতী করিল স্নান দান ।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করে প্রতিজ্ঞা বচন বলে
সভাখণ্ড শুনে সাধুজন ॥ধ্রু॥
যদি অন্য মাগি কারে মনে বাক্যে কলেবরে
দঢ় থাকি অবস্থিতা ধর্ম্মে ।
তবে তুমি আমা রক্ষ নহে এই তনু ভক্ষ
সাক্ষী তুমি শুভাশুভ কর্ম্মে ॥
উমা প্রবেশিল অগ্নি কান্দে তার দুই ভগ্নী
রূপ গুণ করিয়া বিলাপ ।
মেনকা ঝিএর ডাকে পুড়িয়া মরিতে চাহে
জলন্ত আগুনে দিয়া ঝাঁপ ॥৫॥
দেখ দেখ, রাণীরে রহায় অরুন্ধতী ।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গিরি ঊর্দ্ধমুখে ধায়
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষিতি ॥ধ্রু॥৭॥

গৌরীর অগ্নিপরীক্ষা

ঘোষা ॥

গৌরী গ ঝিএ জননী কি জীএ
তোমা না দেখিয়া ঘরে ।

পয়ার ॥

মোহেতে মূর্চ্ছিত যদি হৈল গিরিরাজ ।
বশিষ্ঠ বুঝাইয়া তাঁরে দিল মহালাজ ॥
মুখে জল দিয়া তাঁরে হাথে ধরি তুলি ।
তোমা হইতে এই হইল এতক্ষণে বলি ॥
দূতমুখে বার্ত্তা তুমি শুনিঞা বিরলে ।
ঘরেতে কপাট দিয়া শোও কার বোলে ॥
কেমতে জানিবে তুমি গৌরীর চরিত্র ।
জন্মিঞা তোমার গোত্র করিলা পবিত্র ॥
এই দেখ সেই অগ্নি হইল নির্ব্বাণ ।
পার্ব্বতীর মূর্ত্তি যেন সোণা দশবান ॥
বসন ভূষণ অঙ্গে সেই লোম কেশে ।
সেই রূপ দেখ পূর্ব্বে ছিল যেই বেশে ॥
আকাশে কুসুমবৃষ্টি করে সুরবধূ ।
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক বলে সাধু সাধু ॥
অরুন্ধতী তাঁহারে আনিল ধরি করে ।
নির্ম্মঞ্ছনা করিয়া প্রবেশ কৈল ঘরে ॥
লোকে বলে দেখিলাঙ গৌরীর পরীক্ষা ।
…লে হেন কার উপজে তিতিক্ষা ॥
ধন্য পুণ্যবতী মেনা ধরিল উদরে ।
রহিল ঘুষিতে যশ অমরনগরে ॥
বশিষ্ঠ বলিল আমি তারে দেই শাপ ।
হরিবে বিষাদ জন্মাইল যেই পাপ ॥
জন্মে জন্মে হইব সেই অসুর দুর্ম্মদ ।
স্বহস্তে পার্ব্বতী তারে করিবেন বধ ॥

বিন্ধ্য বলে শুন মুনি মোর অভিলাষ।
আমাতে পার্ব্বতী হর করিব বিলাস॥
মন্দর পর্ব্বত বলে জোড় হাথ করি।
আমাতে বেহার করিবেন হর গৌরী॥
গন্ধমাদন বলে মোর এই আশ।
মোর বনে শিব দুর্গা করিব নিবাস॥
পর্ব্বত সকল কৈল বশিষ্ঠে প্রণাম।
মুনি বলে সভাকার সিদ্ধ হউক কাম॥
গৌরীরে জিজ্ঞাসা করে সখী সহচরী।
কেমতে ভাণ্ডিলে তুমি বনে ত্রিপুরারি॥
মিথ্যা অপরাধ তোমা হৈল কোন দোষে।
অগ্নিতে প্রবেশ কৈলে কেমন সাহসে॥
গৌরী বলে সতী অগ্নে নাহি যায় পোড়া।
তার গায়ে অগ্নি যেন চন্দনের ছড়া॥
পূর্ণ কলসীতে হাথ না দিয়ে কুমারী।
মালীর মালঞ্চে পুষ্প না করহ চুরি॥
অখণ্ড ক্ষেত্রেতে কভু না ছিণ্ডিহ শস্য।
এই তিন কর্ম্মে হয় কলঙ্ক অবশ্য॥
বারুইয়ের বরজে কভু পান নাহি লুড়ি।
ত্রিস [? বিশ্] জাতি হইয়া কভু বন নাহি পুড়ি
কুষ্মাণ্ড কাটিতে নাহি হইয়া অবলা।
ভাদ্র মাসে চন্দ্র না দেখিহ চারি কলা॥
এই সব কর্ম্মে লোক হয় অপরাধ।
ফলিল আমায় [এই] তিন অপরাধ॥
পার্ব্বতী সখীর সঙ্গে খেলে পাশা সারি।
কৈলাস পর্ব্বতে দূত পাঠাইল গিরি॥

হিমালয়ের দূত

শতশৃঙ্গ মায়েতে পর্ব্বত পু[রাণ]।
কৈলাস পর্ব্বতে জানাইল আগুয়ান॥
মহাদেব বসিয়াছেন ব্যাঘ্রাসনে।
জোড় হাথ করি দূত কহে বিত্তমানে॥
কালি বিবাহের লগ্ন আজি অধিবাস।
কহিতে প্রকৃত কথা নাঞি কিছু ত্রাস॥
আপুনি আছহ ধ্যানে সাধ জ্ঞানযোগ।
তোমার বিভার প্রভু কে [করে] উদ্‌যোগ॥
স্ত্রী জাতি যত দেখ ঐশ্বর্য্যের বশ।
বরযাত্রী সঙ্গে নিবে যতেক ত্রিদশ॥
আগেতে পাঠাও আভরণ দিব্য বাস।
তবে সে কন্যার হইব অধিবাস॥
এই সব কথা দূত কহিয়া সত্বরে।
ঢেঁকিতে চড়িয়া নারদ আইলা অম্বরে॥
প্রভুরে করিল প্রদক্ষিণ প্রণিপাত।
নারদ বলেন শুন ত্রিদশের নাথ॥
ব্রহ্মা গিয়া আপুনি আনিলা নারায়ণে।
দিক্‌পাল নব গ্রহ আদি বসুগণে॥
তুষিত ভাস্বর বিশ্বেদেবা দেবীগণ।
গন্ধর্ব্ব গুহ্যক সিদ্ধ কিন্নর চারণ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ব্রহ্মার সংহতি।
কৈলাসে আইসেন সভে আনন্দিত মতি॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা।
যত দেবকন্যা আর যত দেবমাতা॥
যার যেই বাহন ভূষণ পরিচ্ছদে।
নিমন্ত্রিয়া আনিল সকল দিবিষদে॥
আগে আমি আইলাঙ করিতে বিজ্ঞাপন।
গঙ্গা অর্চ্চিবেন যত দেবপত্নীগণ॥
আগু বাড়াইয়া গিরি আনি অন্তঃপুরে।
প্রত্যক্ষে পূজিবে গন্ধ মাল্য অলঙ্কারে॥
সভা করি বসিবেন ব্রহ্মা নারায়ণ।
নন্দি মহাকাল ছুঁহে দিবেন আসন॥
পাত্ত যোগাইব ভৃঙ্গি অর্ঘ্য পুষ্পদন্ত।
রামকৃষ্ণ দাসের আনন্দে নাহি অন্ত॥

এত দূরে পালি গায়েন সাঙ্গ হৈল পালা।
হরি হরি বল সভে না করিহ হেলা॥
কৈলাসেতে রহিলেন সকল দেবগণ।
ভক্ত সেবকে কৃপা কর পঞ্চানন॥৮॥

পালা সাঙ্গ ॥১০॥১১৩॥

শিবের বিবাহ

অধিবাস॥

মঙ্গল গুজ্জরী॥

যতেক দেবগণ হইল [উ]দয়ন
বসিলা সভে সারি সারি।
ব্রহ্ম ঋষি মুনি করে বেদধ্বনি
মঙ্গল গায় সুরনারী॥
সুরভি সুরগাভী দুগ্ধ দধি হবি
শর্করা মধু দেই ধারে।
কুবের অনুচরে কনকঘটে ভরে
যোগায় লইয়া ভারে ভারে॥১॥
জয় জয় শিবের অভিষেককালে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বহ্নি বায়ু চন্দ্র
পঞ্চামৃত সভে ঢালে॥ধ্রু॥
কল্প তরুবর যোগায় ফুল ফল
যখনে যে চাহে বিধি।
অশ্বিনীকুমার যোগায়ে বারে বার
গুলিয়া সর্ব্বৌষধি॥
কস্তুরী কুঙ্কুম চন্দন চতুঃসম
অগুরুরস তার সঙ্গে।
কর্পূর কক্কোলে গোরোচনা গোলে
করয়ে মর্দ্দন অঙ্গে॥২॥
ভদ্রা ভাগীরথী বসু ভোগবতী
মন্দাকিনী আর সীতা।
গঙ্গা সাত মূর্ত্তি সঙ্গে সরস্বতী
যমুনা পদ্মাবতীসুতা॥
নর্ম্মদা কাবেরী গোমতী গোদাবরী
মূর্ত্তি ধরি বিদ্যমানে।
সুগন্ধি শীতল সলিল নির্ম্মল
ভৃঙ্গারে পুরিয়া আনে॥৩॥
স্নান কৈল হর মার্জ্জিল কলেবর
মঙ্গল বুধ দুই জনে।
উশনা পূষন বসন ভূষণ
পরায় হরষিত মনে॥
মস্তক উপর রত্ন টোপর
বিশ্বকর্ম্মা দিল আনি।
তিলক শশিকলা পারিজাতমালা
পরায়ে নারদ মুনি॥৪॥
পাদ প্রক্ষালন করয়ে বরুণ
কনকঝারি করি হাথে।
সপ্ত সিন্ধু হ্রদ যতেক মহানদ
মূর্ত্তিমান্ তাঁর সাথে॥
পাকশাসনি পাদুকা দিল আনি
চরণ মার্জ্জিল কেশে।
নল কুবর সিংহাসনবর
আনিঞা যোগায় পাশে॥৫॥
শমন শনৈশ্চর কন্ধে দিয়া কর
বসিলা আসি সদাশিব।
করিল অধিবাস মনেতে উল্লাস
দেবপুরোহিত জীব॥

করেতে প্রশিবদে   মঙ্গলহুতা বাদ্যে
আসিয়া ভৃগু হরষিতে।
বাজে বাদ্যভাণ্ড   পূরিল ব্রহ্মাণ্ড
রামকৃষ্ণ দাস বিরচিতে ॥৬।১॥

ভাই বড়ই আনন্দ ভাই বড়ই আনন্দ।
বসন্ত বরিষে ফুল ঝরে মকরন্দ ॥

পয়ার ॥

বার দিল পঞ্চানন রত্নবরাসনে।
বেড়িয়া দাণ্ডাল্য যত সুর মুনিগণে ॥
বাসুকি ধরিল ছত্র সহস্র ফণায়।
দক্ষ কশ্যপ দুঁহে চামর ঢুলায় ॥
হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্ব্বের রায়।
সমুখেতে নিজগণ সঙ্গে নাচে গায় ॥
শিবের বিবাহবেশ মোহে ত্রিভুবন।
রূপের উপমা দিতে নাহি অন্য জন ॥
তেজে আলো করে দেহে না সঞ্চরে আঁখি।
সর্ব্বলোক বলে চল নিকটেতে দেখি ॥
ব্রহ্মা আদি পিশাচান্ত যত দেবযোনি।
ঠেলাঠেলি পড়িল দেখিতে শূলপাণি ॥
অধ ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতে গগনে।
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পঞ্চাননে ॥
বেত্রহস্তে নৈর্ঋত ডাকেন পাশ পাশ।
নিজগণ সঙ্গে করে স্থল অবকাশ ॥
শতকুম্ভ নামে গিরি হেমন্তের দূত।
শিবের বৈভব সেই দেখিল অদ্ভুত ॥
ব্রহ্মারে আসিয়া সেই কৈল প্রণিপাত।
কহিল সকল কথা জুড়ি দুই হাথ ॥
ব্রহ্মা বলে শুনহ নারদ তপোধন।
হিমালয় স্থানে তুমি করহ গমন ॥
অধিবাস দ্রব্য লও করি পরিপাটি।
যেমতে গৌরীর মাতা না করে আখুটি ॥
কুবের ভাণ্ডারী হৈয়া চল সেই স্থানে।
সেই দ্রব্য দিবে তুমি যে চাহি যখনে ॥
চিন্তামণি রত্ন লও আপনার সঙ্গে।
যে চাহিবে তাহা পাবে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গে ॥
বিশ্বকর্ম্মা সঙ্গে লহ আপনার গণ।
আসন ভৃঙ্গার আর অঙ্গের ভূষণ ॥
যখন যে চাহি তাহা দিবে অকাতরে।
তিন জনে শীঘ্র যাও হেমন্তের ঘরে ॥
কৈলাস পর্ব্বত হয় হেমন্তের সখা।
মূর্ত্তিমান্ হৈয়া তিঁহো দিলা আসি দেখা ॥
তাহারে করিয়া আজ্ঞা চল শীঘ্রগতি।
নারদ কুবের বিশ্বকর্ম্মার সংহতি ॥
গঙ্গা সঙ্গে করি লও স্ত্রীলিঙ্গদেবতা।
চলহ ঔষধিপ্রস্থ অরুন্ধতী যথা ॥
গৌরীর বিবাহ সভে করিয়া উল্লাস।
গোধূলি সময়ে গিয়া কর অধিবাস ॥
পশ্চাত আসিব আমি লইয়া দেবসভা।
তুলা লগ্নে হয় যেন শঙ্করের বিভা ॥
ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া চলিল নারদ।
ঢেঁকির পিঠেতে তুলি দেই দুই পদ ॥
দোকাঠি বাজাইয়া চলে কাসিমলা কাটে।
কুবের পুষ্পক রথে মেলিল চৌহাটে ॥
ব্যাঘ্রের পিঠেতে আইল বীর মহাকাল।
বাম হস্তে খেটক দক্ষিণে করবাল ॥
কুবের নারদ দুঁহে কহে কাল কথা।
মুনি বলে বিলম্ব করহ তুমি এথা ॥
সম্বন্ধে জামাতা তুমি শঙ্করের সখা।
মেনকা রাণীরে তুমি না করিহ দেখা ॥
মোর ভাতৃজায়া রাণী মামার শাশুড়ী।
গন্ত ঢোল করি গিয়া আমি আগে বাড়ি ॥

কৌতুকে বঞ্চিবা তুমি না হৈয় পাষণ্ড।
রাণীর লাবণ্য বেশ করি লণ্ডভণ্ড ॥
এতেক বলিয়া মুনি ডাকে মহাকালে।
পিশাচ ভৈরব ভূত যত ক্ষেত্রপালে ॥
আদেশ করিল হর সাধ্য যেই কর্ম্ম।
আনিঞা যোগাও সিংহ শরভের চর্ম্ম ॥
চিতাশাদ্দূলের চর্ম্ম কর পাটপিট।
কেন্দুয়া বাঘের ছাল গুজরাট ছিট ॥
কৃষ্ণসারচর্ম্ম যেন পাটনেত শাড়ি।
মুনিপত্নীগণের দেখিব কাড়াকাড়ি ॥
শংখের কুণ্ডল লও ভরিয়া ধোকড়া।
কাকুই করিয়া দিব ধুতুরা ওকড়া ॥
বাছিয়া লাউয়ের খোল সাজাহ সাঁপুড়া।
আবীর করিয়া লও আলকুশীগুঁড়া ॥
নানা জাতি কাঁচি লও গাঁথি অস্থিমালা।
ব্যাঘ্র ভল্লুক ধরি পিঠে দেও ছালা ॥
নানাবর্ণ ভস্ম লও সিন্দুর কাজল।
গুবাক করিয়া লও হরিতকী ফল ॥
পানের বদলে লও আকন্দের পাতা।
দেখিয়া সন্তোষ হই মেনকার মাতা ॥
কৌটা করিয়া লও শ্রীফলের খোল।
বাঁটের সময়ে তাঁর দেখি গণ্ডগোল ॥
সাঁখুয়া চিতির শাঁখা কর জুড়ি জুড়ি।
আমার সঙ্গেতে চল হেমন্তের বাড়ি ॥
এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন।
হেমন্তের পাটশালে দিল দরশন ॥
দুয়ারী জানায় মুনি গেল অন্তঃপুরে।
দ্রব্য লইয়া মহাকাল রহিলা বাহিরে ॥
নারদ বলেন রাণি কি কর বসিয়া।
আইয়র বেভার আইল দেখ না আসিয়া ॥
আইয় শুইয় লইয়া রাণী যায় হরষিতে।
বাছিয়া বাছিয়া লও সভাকার চিত্তে ॥
নারদের বোলে রাণী দাণ্ডাইল নাছে।
একে একে সজ্জপত্র থুইল কাছে কাছে ॥
অস্থিমালা পুঞ্জ পুঞ্জ ভস্ম রাশি রাশি।
দেখিয়া মেনকা রাণী হাসে কাঠহাসি ॥
ওকড়া ধুতুরা দেখে আর হরিতকী।
চামড়া দেখিয়া রাণী বলে এ কি এ কি ॥
বোঝা বোঝা দেখে সভে আকন্দের পাত।
মনোদুঃখে নারীগণ নাকে দেই হাত ॥
গণ্ডারছালেতে সাজাইয়া বারকোশ।
শাঁখারি যোগায় শঙ্খ হইয়া সন্তোষ ॥
দেখিতে শাঁখার বাই জলে চিকি চিকি।
লোভেতে মুনির কন্যা ঘন পাড়ে উঁকি ॥
এক বামা বাছিয়া লইতে গেল শাঁখা।
ইলিমিলি করে সাপ হৈয়া আঁকাবাঁকা ॥
আই মা করিয়া কন্যা ভূমিতলে পড়ে।
বাঘ ভল্লুক দেখিয়া আইয় পালায় রড়ে ॥
লাঙ্গট উন্মত্ত ভূত ভয়ঙ্কর বেশ।
দানা সব লাফ দেই হৈয়া মুক্তকেশ ॥
অদ্ভুত বীভৎস রৌদ্র আর ভয়ঙ্কর।
চারি বেশ ধরে শঙ্করের অনুচর ॥
দেখি মুনিপত্নীগণ পালাএ তরাসে।
আলকুসিগুণ্ডা নারদ উড়ায় বাতাসে ॥
সর্বাঙ্গে জন্মিল কণ্ডু ব্যস্ত রামাগণ।
নারদে ভৎর্সিয়া রাণী করয়ে ক্রন্দন ॥
নারদ বলেন রাণি না কর বিষাদ।
বাঁট করিয়া লও দ্রব্য যার যেই সাধ ॥
আইয় শুইয়গণে যদি না কুলায় বাঁটে।
আর আনি দিব যদি ইথে নাহি আঁটে ॥
ব্রহ্মা মোরে আদেশ করিল বারেবার।
আগে লইয়া যাও আইয়গণের বেভার ॥
এই সব দ্রব্য পাইল বরের ভাণ্ডারে।
বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ মাত্র আছে তার ঘরে ॥

সকলি ভাজিল যত ছিল সম্ভাবনা ।
হরিষ হইয়া লও মা হও বিমনা ॥
রাণীরে মুনির ঢোল নাহি লাগে মিঠা ।
পোড়া ঘায়ে পড়ে যেন লবণের ছিটা ॥
মহাকাল মৈনাকে হইল গালাগালি ।
নাচেন নারদ ঋষি দিয়া হাততালি ॥
মাসী পিসী যা বলে মেনকা চক্ষু খা ।
উমা ঝিএর গলায় না দিলে কেন পা ॥
আপনা আপনি বড় বাজিল কন্দল ।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল ॥২॥

মেনকার আক্ষেপ

গৌরী রাগ ॥

মেনকা বলেন মা গ কি করিব আমি ।
সপ্ত ঋষিবচনে ভুলিল মোর স্বামী ॥
নারদের নাটকী সকল আমি জানি ।
হেটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি ॥১॥
মা গ দেখ অরুন্ধতী দেখ অরুন্ধতী ।
অধিবাসের সজ্জ লইয়া আসিছে বরিআতি ॥ ধ্রু॥
দেবের দেবতা শিব শুনি লোকমুখে ।
কে জানে কাঙ্গাল বর বঞ্চে এত দুঃখে ॥
কি ক্ষেণে হইল উমার বিভার প্রসঙ্গ ।
শ্বশুর শাশুড়ী নাহি স্বামী স্বত ভঙ্গ ॥২॥
রক্তপদ্ম ভ্রমেতে ভ্রমর যেন ভুলে ।
গন্ধবাস নাহি পায় শিমুলের ফুলে ॥
নারিকেল ফল দেখি শুয়ার উল্লাস ।
ভাঙ্গিয়া রহিল চঞ্চু না পূরিল আশ ॥৩॥
মরীচিকা দেখে যেন জলেতে তরঙ্গ ।
বৃথায় ধাইয়া বুলে তৃষিত কুরঙ্গ ॥
রত্নাকরে ঝাঁপ দিল রত্নের প্রত্যাশে ।
সাগর শুখাল্য মা গ কপালের দোষে ॥৪॥

কখন গৌরীর ভাল মন্ত্র দিল কাণে ।
কৃত্তিবাস জটাধর শুনিনু যেখানে ॥
সেই দিন হইতে মোর মন নাহি মানে ।
অবুধিনী বালা হিতবচন না শুনে ॥৫॥
ধরণী লোটাইয়া রাণী ধূলায় ধূসরে ।
শংখ কঙ্কণ ভাঙ্গে কান্দে উচ্চস্বরে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় হৈয়া মূদমন ।
অরুন্ধতী বলে তাঁরে প্রবোধবচন ॥৬॥৩॥

দেবীগণের আগমন

বচনিকা ॥

ভাই রে, নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন, অবধান করহ ॥

ধানসী ॥

আইলা শ্বেত পারাবতে বল্লকী পুস্তক হাতে
সরস্বতী শশাঙ্কধবলা ।
শ্বেত কুঞ্জরের স্কন্ধে তথি শ্বেত অরবিন্দে
পদ্মহস্তা আপুনি কমলা ॥
দেখ সভে একদৃষ্টে সাবিত্রী হংসের পৃষ্ঠে
বেষ্টিত হইয়া মাতৃগণে ।
অদিতি আইলা রঙ্গে যতেক সতিনী সঙ্গে
শচী আইলা বিমানগমনে ॥১॥
আইলা গঙ্গা মকরবাহিনী ।
মেনা মৌন অভিমানে সভে আইলা সেইখানে
যত দেব ঋষির রমণী ॥ ধ্রু ॥
না দিল আসন পাদ্য না দেখিল গীত বাদ্য
সভাকার মন হৈল ভঙ্গ ।
অরুন্ধতী বলে বাণী ঢোল নাঞি বুঝ রাণী
নারদ করিল এত রঙ্গ ॥

ধনপতি হেন কালে চড়িয়া চতুর্দ্দোলে
আইলা সেই হেমন্তের নাছে।
পুষ্পক ভাণ্ডার করি নানা ধন তাহে ভরি
উপস্থিত কৈল আনি কাছে ॥২॥
শুন অরুন্ধতী আর্য্যা আছে কুলাচার পর্য্যা
বেভার করিতে রামাগণে।
হৈয়া চিত্তে পরিতোষ দেখিয়া পুষ্পক কোষ
লও দ্রব্য যার যেই মনে ॥
ইথে না করিবে লজ্জা বসন ভূষণ শয্যা
নানা রত্ন আছে এই রথে।
কাঁঠি কৌটা বাটি বাটা মেনকা বিলায় বাঁটা
যার যেই আছে মনোরথে ॥৩॥
লও অধিবাস ডালা মহী গন্ধ ধান্য শিলা
ফল পুষ্প চামর দর্পণ।
সিন্দুর স্বস্তিক শঙ্খ রজনী রজত রুক্ম
গোরোচনা সিদ্ধার্থ অঞ্জন ॥
তাম্র দীপ দধি হবি সহস্রেক শতপর্ব্বি
বন্দনীয় বস্তু অধিবাসে।
সাজাও প্রশস্ত পাত্র বেলা আছে অল্প মাত্র
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাসে ॥৪॥

ঋষিগণের আনন্দোৎসব

ঘোষা ॥

শিবের আনন্দে ত্রিভুবন কুতূহলী।
জয় জয় মঙ্গল পড়িছে হুলাহুলী ॥

পয়ার ॥

এতেক বলিল যদি যক্ষের ঈশ্বর।
শুনিঞা মেনকা রাণী হরিষ অন্তর ॥
অরুন্ধতী আগে করি যত দেবীগণ।
চড়িয়া পুষ্পক রথে দেখে নানা ধন ॥
ইছিয়া বাছিয়া লয় বস্ত্র আভরণ।
মুকুট কুণ্ডল হার কেয়ূর কঙ্কণ ॥
সাঁপুড়া দর্পণ পিঁড়ি কাজলতা জাঁতি।
চাঁদোয়া পালঙ্ক তুলি কাঁচুলি কহতী ॥
আর যত দ্রব্য ধন বাছিল মেনকা।
গ্রন্থগৌরবভয়ে না করিল লেখা ॥
বেভার করিয়া যত উবরিল শেষ।
ভাণ্ডারে লইতে রাণী করিল আদেশ ॥
মণিভদ্র নামে যক্ষ কুবেরকিঙ্কর।
হাসিয়া রাণীরে কহে সঙ্কেত উত্তর ॥
ধনবন্ত জনেরে ধনেতে নাহি আঁটে।
শাশুড়ী হইয়া জামাতার ধন বাঁটে ॥
হিমালয়ের ধনে পৃথ্বী হইলা বসুমতী।
হেন জনের ভার্য্যা তুমি মেনকা যুবতি ॥
আপনার দ্রব্যে তুমি না কৈলে লৌকিক।
যথাযোগ্য লও আর না দিব অধিক ॥
লুটিতে উচিত নহে হরের ভাণ্ডার।
বিভা সাঙ্গ হইলে লইয় সকলি তোমার ॥
এতেক শুনিয়া রাণী হইলা লজ্জিত।
আইয় সুইয় লৈয়া সঙ্গে উঠিলা ত্বরিত ॥
আকাটি পুকুরী কৈল চারি কোণে কলা।
আসন তাহার মধ্যে রাখিলেন শিলা ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল দিয়া হুলাহুলী।
গন্ধদ্রব্যে পার্ব্বতীর উদ্বর্ত্তন করি ॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য পঞ্চরত্ন জলে।
পঞ্চ কষায়ের রস দিল কুতূহলে ॥
সর্ব্বতীর্থজলেতে গুলিয়া সর্ব্বৌষধি।
সহস্র ধারায় স্নান যেন আছে বিধি ॥
বেশ বনাইল পরাইয়া রক্তবাস।
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজুলী প্রকাশ ॥
ললাটে কনকপত্রী মণি মুক্তা ঝারা।
অলক তিলক দিল পুষ্পের মুণ্ড্যালা ॥

সর্বাঙ্গে সাজিল তাঁর যত্র আভরণে।
সর্বাঙ্গে সুন্দরী নাম হইল তখনে ॥
হেন কালে আইল সপ্ত ঋষি মুনিগণ।
দেবঋষি মহর্ষি যতেক তপোধন ॥
মরীচি পুলস্ত্য অত্রি পুলহ অঙ্গিরা।
প্রচেতা ক্রতু যে আইলা বশিষ্ঠ আছিলা ॥
সনৎকুমার সনক সনন্দ সনাতন।
ব্রহ্মার মানস পুত্র এই চারি জন ॥
আসুরি কপিল বোঢ়ু পঞ্চশিখ সঙ্গে।
বসিলা নারদ ভৃগু কনকপর্য্যঙ্কে ॥
দধীচি বাল্মীকি আর অগস্ত্য চ্যবন।
প্রচেতা হারীত বাচ্য শঙ্খ তপোধন ॥
পরাশর ব্যাস শুকদেব বিশ্বানর।
বিশ্বামিত্র বিশ্বশ্রবা বিভাণ্ড মুনিবর ॥
মৃকণ্ডু মার্কণ্ড আইলা মাণ্ডব্য লোমশ।
শাণ্ডিল্য মদ্গুল্য ভরদ্বাজ মহৌজস ॥
জহ্নু যে মুনি জরৎকারু শৌপায়ন।
গালব গৌতম গর্গ বৈশম্পায়ন ॥
জমদগ্নি জাবাল জনক ঋষ্যশৃঙ্গ।
বালখিল্য সৌভরি বসিলা শরভঙ্গ ॥
দুর্ব্বাসা কৌণ্ডিন্য উর্ব্ব সুমন্ত মেধস।
অসিত দেবল সাংখ্য যোগেতে সরস ॥
অষ্টাবক্র কুশিক সুতপা আলমান।
যাজ্ঞবল্ক্য সৌকালিন সুত সত্যবান ॥
সুরপুরোহিত জীব অঙ্গিরার বংশে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তিঁহো আইলা রাজহংসে ॥
দৈত্যপুরোহিত শুক্র আইলা মণ্ডুকে।
পার্ব্বতীর অধিবাস করেন কৌতুকে ॥
বসিলা হেমন্ত ঋষি লইয়া গন্ধডালা।
বাপের সম্মুখে অধোমুখী আছে বালা ॥
মুনি সব করেন প্রণব উচ্চারণ।
প্রথমে আরম্ভ কৈলা স্বস্তিবাচন ॥

পঞ্চ দেবতার পূজা করিল কলসে।
বেদমন্ত্রে যত দ্রব্য মস্তকে পরশে ॥
করেতে মঙ্গলসূত্র বান্ধে অরুন্ধতী।
ঋষিগণে প্রণাম করিলা হৈমবতী ॥
দক্ষিণান্ত কৈল গিরি শান্তি দিল গুরু।
হেন কালে তথাতে আইলা কল্পতরু ॥
মন্দার সন্তান আর পারিজাত মালা।
সভাতে আনিঞা দিল লক্ষ লক্ষ ডালা ॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া কস্তুরী কর্পূর।
দিলেন সভার অঙ্গে করিয়া প্রচুর ॥
শত শত ভাণ্ডার পূর্ণিত নানা দ্রব্যে।
শত সরোবর ভরে সুরভির গব্যে ॥
কামধেনু আছেন গিরির যজ্ঞশালে।
যেই দ্রব্য চায় তাহা পায় সেই কালে ॥
বাজে বাদ্য বীণা বেণু বেড়াজাল কাঁসি।
শঙ্খ সিংহনাদ ভৃঙ্গা করতাল বাঁশি ॥
রবাব পিণাক স্বরমণ্ডল কেঙ্গিরা।
ঘণ্টার টঙ্কার ঘন বাজায় মন্দিরা ॥
সপ্তস্বরা কবিলাস মধুর কেন্দারি।
মাদল মৃদঙ্গ পড়া দণ্ডি মহুরি ॥
তুম্বুরি কিন্নরী বাজে দগড় টমক।
দামা দড়মশা ডম্ফ ডমরু ধমক ॥
ভেরী ভূডুঙ্গ সানি বাজে কাড়কালি।
বিজি ঘোষ বিশাল ডিণ্ডিম একতালি ॥
ঢাক ঢোল ঢেমচায় হৈল গণ্ডগোল।
শুনিতে না পায় তথা কেহ কার বোল ॥
কোটি কোটি কাহলে ফুকরে চারি পাশে।
হইল তুমুল শব্দ পৃথিবী আকাশে ॥
রামগণ্ডি ভীমবিজয় শত শত কাড়া।
বাদ্যভাণ্ডতাণ্ডবে কর্ণেতে লাগে তালা ॥
অধিবাস হইল দুর্গা গেল অন্তঃপুরে।
অরুন্ধতী আগে যায় ধরি তাঁর করে ॥

হেন কালে দূত শতমুন্ড নামে গিরি।
কৈলাসের পথে হিমালয়ে নমস্করি॥
ত্রিদেবা করিল যাত্রা এই বার্ত্তা কহে।
হেন কালে ক্রৌঞ্চ গিরি মেলে পিতামহে॥
পিতামহীচরণে করিল প্রণিপাত।
জনক বন্দিয়া মাগি লৈল অপরাধ॥
হিমালয় শুনি ত্রিদেবার আগমন।
আগু বাড়াইয়া পাঠাইল চারি জন॥
নারদ মৈনাক ক্রৌঞ্চ আর মহাকাল।
আগু বাড়াইয়া ঘরে আনিতে তৎকাল॥
মুনিগণ গেল ছায়ামণ্ডপ ভিতরে।
হিরারি জিনারি মণি কৌটা তাহে জ্বলে॥
ছাইল মযূরপাখে চাঁদ থরে থর।
মুকুতার ঝারা নামে বিচিত্র চামর॥
হিঙ্গুলাগ্য স্তম্ভ সত করিল অর্পণ।
চারি পাশে বসাইল কনকদর্পণ॥
ছায়ামণ্ডপের আমি কি বর্ণিব শোভা।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র একত্র যেন সভা॥
ভিতরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ রত্নময়।
যাহার প্রকাশে অন্ধকার আলো হয়॥
চারি দিগে চতুঃশালা বসিলা সুধর্ম্মা।
শিল্পী জামাইতে নির্ম্মাইল বিশ্বকর্ম্মা।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
জল সহিবারে রাণী করিলা গমন॥ ৪॥

মেনকার জল সওয়া

মঙ্গল গুজ্জরী॥

আনিল মঙ্গল ঘড়া জলধারা দিয়া বেড়া
প্রদক্ষিণ কৈল সাত বার।
রম্ভাঞ্জলি পঞ্চমালা দিল দধি খদি কলা
তাম্বুল দুকূল অলঙ্কার॥
রাণীর মস্তকে ঝারা তুলিয়া দিলেন তারা
বান্ধিলেন তাহে মুক্তিমালা।
রেণুকা আছিলা তথা পরশুরামের মাতা
হাতে কৈল মঙ্গলের ডালা॥১॥
জয় জয় যায় মেনা জল সহিবারে।
আইয় সুইয় শতে শতে চলিলা নগরপথে
মঙ্গল গাইয়া উচ্চস্বরে॥ধ্রু॥
তারা পুরোহিত নারী করেতে কনকঝারি
দিয়া যায় চন্দনের ছড়া।
কল্যাণী বরিষে ফুল চামরে মর্জ্জিয়া ধূল
পথে পাতে পাটের পাছড়া॥
সই সাঙ্গাতিন কাছে মেনকা উর্ব্বশী নাচে
আগে পাছে বিবিধ বাজনা।
সহচরী মুখে মুখে রসের দেউটী হাতে
আইয় কত করিব গণনা॥
অরুন্ধতী লোপামুদ্রা সুমিত্রা সুভদ্রা ভদ্রা
সাবিত্রী শারদা সরস্বতী।
সুজয়া বিজয়া জয়া পদ্মাবতী পদ্মালয়া
পদ্মগন্ধা প্রিয়ম্বদা সতী॥
দুর্ল্লভা বল্লভা শুভা সুধামুখী শশিপ্রভা
স্বাহা স্বধা মেধা মধুমতী।
মদালসা মনোরমা মদনমঞ্জরী হেমা
হীরা হরিপ্রিয়া হারাবতী॥৩॥
আনন্দা সুনন্দা নন্দা নন্দিনী চন্দনগন্ধা
চন্দ্রাবতী খ্যাতি চন্দ্ররেখা।
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা চন্দ্রিকা চম্পকমালা
চিত্রচারু মতি চিত্ররেখা॥
শান্তি কান্তি ধৃতি ক্ষমা তুষ্টি পুষ্টি তিলোত্তমা
ছায়া সংজ্ঞা শচী সুলক্ষণা।
অমলা বিমলা বালা কলাবতী সুকুন্তলা
সন্তোষা সুবলা সুবদনা॥৪॥
অহল্যা অদিতি দিতি রোহিণী রেবতী রতি
রম্ভা রূপবতী রত্নমালা।

শীলা সুশীলা শীতা বিনতা কনকলতা
দীক্ষা শিক্ষা কালিন্দী কমলা ॥
কুন্দ শান্ত দময়ন্তী বসন্তমল্লিকা কুন্তী
উষা নিশা সন্ধ্যা সত্যবতী।
শ্রীমতী সুমতি শ্রদ্ধা রুক্মিণী মোহিনী মুগ্ধা
রাধা ভাগ্যবতী ভানুমতী ॥৫॥
মঙ্গলা পিঙ্গলা নীলা লীলাবতী রূপমালা
ললিতা লাবণ্য রতিরামা।
গঙ্গা গুণবতী গীতা গৌতমী সুনীতা হিতা
অমৃতা উত্তমা অনুপমা ॥
ইন্দুবতী ইন্দুমুখী ইন্দিরা সুন্দরী সখী
সুকোমলা শ্যামলা অঞ্জনা।
মাধবী মালতী মায়া মুক্তা মালাবতী দয়া
সুকেশী তুলসী সুলক্ষণা ॥৬॥
বুদ্ধি সাধ্বী শিবা শ্যামা সরূপ সম্পদ্ নামা
শতরূপা কালী যশস্বিনী।
সুধীরা শীতলা ধরা কর্পূরা কাঞ্চনী জীরা
রত্নগর্ভা প্রগল্ভা ভামিনী ॥
বিনোদিনী বিচক্ষণা বিভাবতী বরাঙ্গনা
বিলাসী বিশাখা বেদবতী।
জীবনী যৌবনী জিতা জয়ন্তী অপরাজিতা
আশা প্রেমবতী পুণ্যবতী ॥৭॥
দেবকন্যা পিতৃকন্যা শ্রুতিকন্যাগণ ধন্যা
মুনিপত্নী তারক অপ্সরা।
কি কহিব তার শোভা যেন বিদ্যুতের প্রভা
স্ত্রীসভায় সভে মনোহরা ॥
কঙ্কণ বলয়া শঙ্খ কিঙ্কিণী মঞ্জীর বঙ্ক
পরস্পর ভূষণ সিঞ্জিত।
গম্ভীর শঙ্খের ধ্বনি ঘণ্টার টঙ্কার শুনি
রামকৃষ্ণ দাস বিরচিত ॥৮॥৬॥

ঘোষা ॥
শিবের ভাবকে ভাই নাহি রোগ শোক।
বিভা দেখিবারে ধায় যত সুরলোক ॥
পয়ার ॥
বীভৎস আকার আই স যতেক রাক্ষসী।
দীর্ঘগলা দীর্ঘদন্তা দেখি ভয় বাসি ॥
মধ্যপুষ্টা স্থূলোদরী কেহ মুক্তকেশী।
সিংহিকা নিকষা শূর্পণখা কুম্ভনসী ॥
তাড়কা ত্রিজটা আইল পরি মুণ্ডমালা।
গর্ভঘাতী ঘোররূপা ভীষণ পিঙ্গলা ॥
জরা জরদ্গবা জাতহারিণী পূতনা।
নিশাচরী নিশাচর কে করে গণনা ॥
অধর্মের ভার্য্যা হিংসা কলির জননী।
অলক্ষ্মী তাহার সঙ্গে গর্দ্দভবাহিনী ॥
আইলা অলক্ষ্মী পাপপুরুষের জায়া।
রুক্ষ শিরোরুহ তার তৈলাভ্যঙ্গ কায়া ॥
মস্তকে গলায় তার মাকাড়ির মালা।
তিন পাএ নাচে দেবী হাথে ঝাঁটা কুলা ॥
দাসীগণ সঙ্গে যায় বাজাইয়া খোলা।
বরষি অঙ্গার তুষ সঙ্গী রজঃস্বলা ॥
অলক্ষ্মী দেখিআ হৈল মেনকার হাসি।
জিজ্ঞাসিল তুমি কোথাকার প্রতিবাসী ॥
অলক্ষ্মী বলেন আমি স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা।
অলঙ্ঘ্য ব্রহ্মার আজ্ঞা আইলাঙ এথা ॥
দেখিব শিবের বিভা মনে বড় সাধ।
বাহন চড়িয়া আমি দেখি আইয়জাত ॥
অরুন্ধতী বলে তুমি অপসর দূরে।
তোমার আসিতে বিধি নহে দেবপুরে ॥
শিব দুর্গা লক্ষ্মী নারায়ণ যেই ভজে।
তথা গেলে ভস্ম তুমি হবে তাঁর তেজে ॥
পাষণ্ড দুর্ম্মদ যেই গুরুপত্নী হরে।
থাকিবে সতত সেই পুরুষের ঘরে ॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর দেহেতে কর বাস।
দূরে হইতে দেখ যদি থাকে অভিলাষ॥
অলক্ষ্মীরে বিদায় করিয়া রামাগণ।
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলির অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাজলে।
নমস্কার কৈল ধূপ দীপ দিয়া কূলে॥
মালঞ্চে অশোকবৃক্ষে করি আলিঙ্গন।
পঞ্চামৃত অভিষেক কৈল ততক্ষণ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিল স্তুতিবাদে।
অশোকে বঞ্চিব গৌরী তোমার প্রসাদে॥
পানের বরজে রাণী আইল কুতূহলে।
অভিষেক করি পঞ্চ শস্য দিল মূলে॥
ধূপ দীপ দিয়া এই করিল কামনা।
বিলাসিনীপ্রিয় কে বা তোমার যোজনা॥
এই বর দিয়া তুমি হও অনুকূল।
গৌরী যেন হয় হরের মুখের তাম্বূল॥
এতেক বলিয়া রাণী গেল আঁসিহাটে।
রত্নাঞ্জলি দিল রাণী রাক্ষসীর পাটে॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা তাহার হাতে।
আশীর্ব্বাদ নিল কন্যা থাকিব আইয়াতে॥
আমিষ ভোজনে তাঁর যাইবেক কাল।
সিন্দুরে উজ্জ্বল তাঁর থাকিবেক ভাল॥
গোপীর মথনদণ্ড রাখি পঞ্চ গব্যে।
গোষ্ঠেতে করিল পূজা দিয়া নানা দ্রব্যে॥
আশীর্ব্বাদ করে তথা যতেক আভীরী।
দুধে পুতে জন্মে জন্মে বাড়িবেন গৌরী॥
রজকের পাটে রাণী পূজিল ধবলা।
রজকীরে বস্ত্র অলঙ্কার খই কলা॥
দিলেন তাম্বূল তারা বলে শুভবাণী।
অশৌচ মলিন কভু না হব ভবানী॥
রসের উত্তম রস পূজিল সৈন্ধব।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখি সমুদ্রসম্ভব॥
কীয়াতে মানসা করি মাগিল অভীষ্ট।
গৌরীর হস্তের দ্রব্য হইবেক মিষ্ট॥
মহৌষধি সর্ব্বৌষধি মুখ্য বনস্পতি।
সভাকার পূজা কৈল মেনকা যুবতি॥
উমার সৌভাগ্য হেতু লৈয়া মহৌষধি।
ছিটা ফোটা বড়ি কৈল যেন আছে বিধি॥
পুনর্ব্বার আইলা রাণী নগর ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিলা মুনির ঘরে ঘরে॥
কুটুম্বিনী সহিত করিয়া কুলাচার।
চৌহাটে করিল জাত গ্রামদেবতার॥
শঙ্খ ঘণ্টা নানা বাদ্য জয় হুলাহুলি।
পরস্পর আইয় সুইয় করে কোলাকুলি॥
পুষ্পের সৌরভ যক্ষকর্দ্দমের গন্ধ।
বিশেষে মলয় বায়ু বহে মন্দ মন্দ॥
মেনা বলে কাল যায় হাস পরিহাসে।
কর্ম্ম সমাপিয়া চল যাই নিজবাসে॥
মাথায় মঙ্গলঘট চলিল সুন্দরী।
দেবকন্যা মুনিকন্যা যত বিদ্যাধরী॥
দেখিতে কৌতুক যেন বরটার সভা।
কমলের বন যেন বদনের প্রভা॥
রত্নের মঞ্জরী বাজে কিঙ্কিণীর ধ্বনি।
বামার পঞ্চম স্বর মনোহর শুনি॥
জল সহিয়া নিবর্ত্তিলা সব দেবী।
হেন কালে আকাশেতে বাজিল দুন্দুভি॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
কন্যা সব দেখে শুনে আইসে দেবগণ॥

শিববিবাহে বরযাত্রী

মঙ্গল কামোদ রাগ॥

মেনারে বলে খ্যাতি আইল বরিআতি
গগনে অপরূপ জ্যুতি।

বিমানে ব্রহ্মা চড়ে শতেক হংস উড়ে
সঙ্গে যত প্রজাপতি ॥
তাহার পাছে বৃষ কৈলাস সদৃশ
রত্নসিংহাসন পীঠে।
তাহাতে সদাশিব রূপ কি বর্ণিব
দেখিব কি বা দুই দিঠে ॥১॥
দেখ লো দেখ ভরি আঁখি।
গৌরী ভাগ্যবতী মিলিল হেন পতি
উগ্র তপস্যার সাক্ষী ॥ ধ্রু ॥
বরণ ঢল ঢল শরীর নির্মল
কমল পদ পদ্মাসনে।
জঘন পীবর শ্রোণি পরিসর
কটিতে কেশরী জিনে ॥
বসন অগ্নিশুচি কাঞ্চীদাম রুচি
কে বলে দিগম্বর বরে।
কণ্ঠমাল মণি কে বলে নাগ ফণী
হৃদএ উচ্চ পরিসরে ॥ ২ ॥
আজানু লম্বিত বাহু সুবলিত
পরশু মৃগ দুই করে।
অপর দুই কর অভয় দান বর
কে বলে নৃকপাল ধরে ॥
এ বড় কৌতুক চৌদিগে সম্মুখ
কে জানে কতেক পাণি।
কে বলে পঞ্চ মুখ দেখিয়া পাই সুখ
এক মুখ হেন জানি ॥
ত্রিনেত্র কে বা বলে ললাটে মণি জ্বলে
যেন গ দীপের ছটা।
শরদ শশী অংশ মুকুট অবতংস
কোথা বা মস্তকে জটা ॥
নহে গ অহিছত্র বিচিত্র আতপত্র
সহস্র মণি পরশে।
কান্দএ বিনিএগ দেখ না ঘনাএগ
এখনে আসিব পাশে ॥৪॥
কে বা গ কারে চিনে সমূহ নারীগণে
দেখিব বর সন্নিকটে।
খড়কীর পথ দিয়া যাইব লুকাইয়া
ক্ষণেক থাক চৌহাটে ॥
গরুড় বাহন ডাহিনে নারায়ণ
শঙ্খ সুদর্শন গদা।
শারঙ্গ ধনু করে পীত বাস ধরে
মেঘেতে বিদ্যুৎলতা ॥৫॥
বামেতে সুরপতি মাতলি সারথি
উচ্চৈঃশ্রবা রথ বহে।
সহস্র লোচনে চাহে সকরুণে
ঘোড়া…কারণ রহে ॥
পশ্চাত রবি শশী নারদাদি ঋষি
গ্রহগণ দিক্‌পাল।
রামকৃষ্ণ দাস গায় প্রমথগণ ধায়
নন্দি ভৃঙ্গি মহাকাল ॥৮॥

পয়ার ॥

ভৃগুর রমণী খ্যাতি লক্ষ্মীর জননী।
দেবতার পরিচয় করেন আপুনি ॥
ছাগলের পালে বহে অনলের রথ।
পবনের রথে মৃগ উন পঞ্চাশত ॥
শমন বিমানে আইসে বহে ত মহিষে।
সিংহ নাড়া দিয়া আমা সভা পাছে হিংসে ॥
নৈঋর্তের রথ দেখ বহে প্রেত ভূতে।
ধ্বজায় মকর দেখ বরুণের রথে ॥
বুধের বিমান দেখ বহিছে হর্য্যক্ষ।
প্রমথ ভৈরব আইসে চড়িআ তরক্ষ ॥
রথের ধ্বজায় গৃধ্র অধোমুখ মণি।
মেঘের পৃষ্ঠেতে আইলা মঙ্গল আপুনি ॥
বিমানে বাসুকি শেষ সঙ্গে অষ্ট নাগ।
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে আইলা ছয় রাগ ॥

জয়ন্ত কুমার আইলা গজ মদকলে।
কুবেরের দুই পুত্র দেখ চতুর্দ্দোলে॥
সোমপা দেখহ মেনা তোমার জনক।
পিতৃগণ সঙ্গে আইসে চড়িয়া গণ্ডক॥
কুক্কুরে চড়িয়া আইসে যতেক পিশাচ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি আছে কাছে কাছ॥
চারি যুগ ছয় ঋতু দেখ মূর্ত্তিমান্।
চারি মেঘ প্রধান আইলা তড়িত্বান্॥
সভারে পশ্চাত কৈল বিষ্ণুর সুপর্ণ।
দেখিয়া ভৃগুর ভার্য্যা হইলা বিবর্ণ॥
জামাতা দেখিয়া খ্যাতি যায় গুড়ি গুড়ি।
নারদ ঠারিয়া কহে চিনহ শাশুড়ী॥
আইল শিবের রথ সহস্রেক চাকা।
চৌহাটে সখীর মাঝে বসিল মেনকা॥
নারদ কহেন শুন মামা শূলপাণি।
যতেক অনর্থ করে এই মাই আজনি॥
সোমপা নামেতে পিতৃদেবতার সুতা।
হিমালয়ের মহিষী গৌরীর এই মাতা॥
আড়ে ওড়ে থাকি এখন তোমারে নিহালে।
চাতুরী বুঝিব স্ত্রীআচারের কালে॥
এইরূপে ত্রিদেব আইল সিংহদ্বারে।
মেনকা খড়কি দিয়া গেল অন্তঃপুরে॥
ছায়ামণ্ডপেতে আছে কাঞ্চনবেদিকা।
তাহাতে মঙ্গলঘট রাখিল মেনকা॥
হিমালয় আস্তব্যস্তে আইল পাটশালে।
বিষ্ণুকে প্রণাম কৈল পড়ি ভূমিতলে॥
ব্রহ্মার সম্মুখে গিরি হৈলা দণ্ডবৎ।
মনেতে প্রণাম শিবে কৈল শতে শত॥
অগ্নি দক্ষ কশ্যপে কৈল নমস্কার।
আলিঙ্গন দিয়া ইন্দ্রে কৈল পুরস্কার॥
ছায়ামণ্ডপেতে সভে কৈল আগমন।
যারে যেন যোগ্য দিল রত্নবরাসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী মধুপর্ক দান।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়া বিত্তমান॥
পীত বস্ত্র অলঙ্কার দিল নারায়ণে।
ব্রহ্মারে পূজিল রক্তবস্ত্র আভরণে॥
সপ্ত ঋষি প্রজাপতি গ্রহ দিক্‌পাল।
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ রাক্ষস বেতাল॥
পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ কিন্নর চারণ।
প্রমথ ভৈরব দূত যত রৌদ্রগণ॥
মনে উল্লাসিত হইয়া পর্ব্বতের রাজা।
ব্রহ্মার সমান কৈল সভাকার পূজা॥
মধ্যে দুই সিংহাসন নারায়ণ ব্রহ্মা।
মণ্ডলী করিয়া সভা বসিলা সুধর্ম্মা॥
সম্মুখেতে বিশ্বকর্ম্মা কুবের ভাণ্ডারী।
তাহার পশ্চাৎ আছে যত আজ্ঞাকারী॥
এইরূপে হিমালয়ে হৈল দেবসভা।
ব্রহ্মা বলে শীঘ্র দেও পার্ব্বতীর বিভা॥
গিরি বলে তারা তুমি পুরোহিতদারা।
বর আনিবারে তুমি হও অগ্রসারা॥
নাম ধরি ধরি ডাক আছে যত চেটী।
সভাকার হাতে দেও রসের দেউটী॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দেও হুলাহুলি।
লোকেরে পেলিয়া মার শর্করা চাউলি॥

বিবাহসভায় শিব

পাইয়া গিরির আজ্ঞা যতেক অবলা।
প্রভুরে আনিঞা তারা রাখিল ছাওলা॥
ভৃগু আর নারদের কন্ধে দিয়া হাত।
ছাওলায়ে দাণ্ডাইল প্রভু বিশ্বনাথ॥
প্রমথে করিল শীঘ্র পাদ প্রক্ষালন।
মন্ত্র পাঠ করি হর চাপিলা আসন॥
পূর্ব্বমুখে বসিলা ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়।
আসনে উত্তরমুখে বৈসে হিমালয়॥

বসিলা দক্ষিণ মুখে গুরু স্বরাচার্য্য।
ব্রহ্মা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের কার্য্য॥
পঞ্চানন ত্রিলোচন চারু চতুর্ভুজে।
চন্দ্রশেখর বরে হিমালয় পূজে॥
দিলেন আসন পাদ্য বরণের কালে।
অর্ঘ্য দিয়া আচমন দিল গঙ্গাজলে॥
মধুপর্ক পূরি দিল কাঞ্চনের পাত্র।
পরশিয়া শঙ্কর লইল ঘ্রাণ মাত্র॥
পুনর্ব্বার আচমন কৈল মহেশ্বর।
গোঁ গোঁ শবদে তাহা লইল কিঙ্কর॥
ললাটে চন্দন দিয়া গলে দিল মালা।
বস্ত্র অলঙ্কার সঙ্গে যোগাইল ডালা॥
অগৌর গুগ্‌গুল দিয়া জ্বালিল ধূপতি।
এক দীপে জ্বালিলেক সহস্রেক বাতি॥
অর্চ্চিল প্রভুরে গিরি হরিষ অন্তরে।
মৈনাক প্রভুরে লৈয়া যায় অন্তঃপুরে॥
নন্দি যোগাইল নিঞা মণির পাদুকা।
গবাক্ষেতে চক্ষু দিয়া নেহালে মেনকা॥
নারদ কহিল শঙ্করের কাণে কাণে।
রৌদ্রমূর্ত্তি ধর গোঁসাঞি যেন সভে জানে॥
সাম্যমূর্ত্তি দেখি ঢোল করিবেক নারী।
রামকৃষ্ণ দাস রচে মুনির চাতুরী॥৯॥

এয়োগণের উপহাস

গীত॥

দোজবর‍্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
ঊর্দ্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট॥১॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ॥ধ্রু॥
ঘরিষ বার্দ্ধক বর বল কোন্ সুখে।
সুতলি জুখিবে রাণী কোন্ কোন্ মুখে॥
কত হাতে অঞ্জন পরাবে একদিঠে।
হাত বাড়াইআ পাবে যদি উঠ উঠে॥
সুরূপ কুরূপ হউক বৃদ্ধ কি বা যুবা।
অধিবাস হইয়াছে বিচার আছে কি বা॥
নারদের বয়েস বর যদি হয় খাট।
তবে সে স্ত্রীআচার করিতে পারি ঝাট॥৩॥
তিন রূপ তিন বার দেখিলাঙ আজি।
ভুলায় ভিক্ষুক যেন করে নানা বাজি॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় প্রভু অন্তর্য্যামী।
তারা বলে খাট হৈল গৌরীর
সোআমী॥৪॥১০॥

শিবের দিগম্বর বেশ

সুহই রাগ॥

মেনা সাজাইয়া ডালা বরণ করিতে গেলা
আইয় সুইয়গণের সহিতে।
জলঝারা দিয়া তিন বরে করে প্রদক্ষিণ
পাদ্য তাঁর দিল পঞ্চামৃতে॥
চতুরা হেমন্তবধূ আপুনি পিলেন মধু
মহৌষধি দিলেন ছিটা ফোটা।
দূর্ব্বাক্ষত দিল মাথে ললাটে চন্দন দিতে
কর্ণের কুণ্ডল ধরে ফটা॥১॥
দেখি রাণী পাইল তরাসে।
কজ্জল পরাত্যে ব্যগ্র পুড়িল অঙ্গুলী অগ্র
তৃতীয় লোচন আশ্রয়াশে॥ধ্রু॥
মেনা লাজে ভয়ে কাঁপে জ্বালায় অঙ্গুলী চাপে
রামাগণ বলে এ কি এ কি।
নারদ ঋষির ফন্দে ঈশার মূলের গন্ধে
বাঘছাল ছাড়িল বাসুকি॥

হর হইলা দিগম্বর মুনি বলে ধর ধর
মেনকা পালায় পাছে রঙ্গে।
আইল তথা শ্রীমন্নাথ বহে ঘুরুনিয়া বাত
বসন উড়িআ লোলে ঝড়ে ॥২॥
লাজ পাইয়া যত নারী প্রবেশিল অন্তঃপুরী
নাকে হাতে দাঁতে জিভ চাপে।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ বা গিরিরে নিন্দে
মেনকা মরিতে চাহে তাপে ॥
মেঘে অন্ধকার কৈল দেউটী নির্ব্বাণ হৈল
অরুন্ধতী কিছুই না জানে।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে বসিআ উমার সঙ্গে
বেশ বনাইল তিন জনে ॥৩॥
নবীনযৌবনী বালা যেন শশী ষোলকলা
বসাইতে লইআ যায় পাটে।
হেন কালে গণ্ডগোল কে বা শুনে কার বোল
কলরব হৈল যেন হাটে ॥
মেনা বলে কার বিভা কিসের বা কর শোভা
মাএ ঝিএ পিব হলাহল।
বরটি বাদিয়াপুত্র পার্ব্বতীর কর্ম্মসূত্র
রামকৃষ্ণ রচিল মঙ্গল ॥৪॥১১॥

শিবের ত্রৈলোক্যমোহন রূপ

আই আই আই আই কি লাজ কি লাজ গো
গৌরীর বর না কি এইটা ॥
বরের ঘর নাঞি দ্বার নাঞি আঁত নাঞি দাঁত নাঞি
আর নাঞি তার নাঞি দায়।
পরিছে বাঘছাল গলায় হাড়মাল
বিভূতি মাখ্যাছে গায় ॥

পয়ার ॥

শুনিঞা মায়ের কথা দুঃখিত পার্ব্বতী।
অরুন্ধতী সঙ্গে তথা করিয়া যুগতি ॥
নন্দিরে ডাকিতে পাঠাইল পদ্মাবতী।
নন্দি আসি প্রণাম করিল ততমাত ॥
অরুন্ধতী বলে নন্দি কহিবে ঈশ্বরে।
পঞ্চমুখ মুর্ত্তি পার্ব্বতী নাঞি বরে ॥
কুলবতী কন্যা কে বা দুই মুখ ভজে।
পঞ্চ মুখ দেখি দুর্গা নাঞি যায় লাজে ॥
একমুখ হও প্রভু দেব পঞ্চানন।
তবে সে সন্তোষ হয় পার্ব্বতীর মন ॥
এতেক শুনিঞা নন্দি করিল গমন।
জোড়হাতে প্রভুরে করিল নিবেদন ॥
নারদ দাণ্ডাইআ শুনে প্রভুর নিকটে।
হয় হয় বলি মুনি সায় দিয়া উঠে ॥
নারদ বলেন মামা পাইলে মোর কথা।
নানা বুদ্ধি সৃষ্টি করে পার্ব্বতীর মাতা ॥
কত রূপে লয় রাণী জামাইয়ের পরীক্ষা।
সেই রূপ ধর যাহে মাগ্যাছিলে ভিক্ষা ॥
শুনিঞা মুনির বাক্য হইল সৌম্যকায়।
একমুখ দুই চক্ষু চিতাভস্ম গায় ॥
পরিআ বাঘের ছাল পিনাক বাজায়।
যত মুনিকন্যাগণ উকি দিয়া চায় ॥
নন্দির আজ্ঞায় আইল অগ্নিবেতাল।
অন্ধকার আলো কৈল জ্বালিআ মশাল ॥
মেনা বলে বাদিয়া ঘুচি হইল বৈরাগী।
যত দেখ কিছু নহে দড় সেই যুগী ॥
এই ত সময়ে দুর্গা শ্বেত মাছিরূপে।
নিবেদন কৈল শঙ্করের কর্ণকূপে ॥
ত্রৈলোক্যমোহন রূপ প্রভু তুমি ধর।
নবীনযৌবন হৈয়া আমা বিভা কর ॥
ঈষৎ হাসিয়া হর উমার ইঙ্গিতে।
মদন নিন্দিয়া মূর্ত্তি ধরিল ত্বরিতে ॥
স্ফটিকধবল তনু করে ঢল ঢল।
রত্নের ভূষণে তনু হইল উজ্জ্বল ॥

অর্দ্ধচন্দ্র শোভা কৈল মুকুটের পর।
পুষ্পের সহিত সাজে মস্তের টোপর॥
পারিজাত সন্তান মন্দার নানা ফুলে।
পঞ্চবর্ণের বনমালা দোলে তার গলে॥
চিত্র বিচিত্র গাত্র কস্তুরী কুঙ্কুমে।
রক্তবস্ত্র পরিধান বিভার নিয়মে॥
নারদ বলে রাণী বুলে আমারে গঞ্জিআ।
এখন দেখুক বর দু চক্ষু মার্জ্জিআ॥
রূপ দেখি রামাগণ খায় মনকলা।
হেন বর কোথা ছিল আমা সভার বেলা॥
স্ত্রীআচার কৈল মেনা মনের কৌতুকে।
চতুর্দ্দোলে করি কন্যা আনিল সম্মুখে॥
মধ্যে চন্দ্র আচ্ছাদন দিআ সাত বার।
প্রদক্ষিণ করি কন্যা হৈল নমস্কার॥
পান ঘুরাইআ আনএ ঔষধের ডালা।
চারি চক্ষে চাহিআ বদন কৈল মালা॥
অন্তস্পট দূর করি আনিল ছামনি।
কন্যা বর একত্র করিল দুই পাণি॥
সাত বার ছামনি নাড়িল কন্যা বরে।
পুষ্পবৃষ্টি দেবকন্যা করিল অম্বরে॥
জয় জয় শব্দ হুলাহুলি চতুর্দ্দিকে।
ছামনি লইতে দ্বন্দ্ব নন্দি মৈনাকে॥
তবে দুই দল হৈয়া যত আইয়গণে।
পুষ্পগেঁড়ু দিল বর কন্যা দুই জনে॥
হারিল হরের গণ জিনিল ভবানী।
নন্দি বলে জয় কৈল প্রভু শূলপাণি॥
হেন কালে দূত পাঠাইল চক্রধর।
বলিল আসিঞা ভৃগু সঙ্কেত উত্তর॥
অবলার আলাপেতে হইলা নিমগ্ন।
সমাধান দিআ আইস বহিআ যায় লগ্ন॥
এইরূপে বেহার করিআ অন্তঃপুরে।
নারদের বাহুমূল ধরি নিজকরে॥
ছাওলায় আসিআ বসিলা মহেশ্বর।
বসিলা পশ্চিম মুখে হিমগিরিবর॥
কুশের বিষ্টর বরে দিলেন আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী মাল্য চন্দন॥
আপনারে শ্লাঘ্য গিরি মানিল অন্তর।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের কিঙ্কর॥ ১২॥

শিবের বিবাহ

ধানশী রাগ॥

আনন্দিত গিরিবর পুলকিত কলেবর
বসিলা করিতে কন্যাদান।
সভে বলে ধন্য ধন্য তোমার সমান অন্য
জগতে নাহিক পুণ্যবান্॥
বসাইআ বরাসনে মৈনাক ভগিনী আনে
রাখিলেন হরের সম্মুখে।
দীপ রত্ন মহৌষধি মলিন সকল জ্যোতি
তুঁহাকার বদনময়ূখে॥ ১॥
ভাই রে, কি কহিব হেমন্তের ভাগ্য।
তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল ত্রিপত্র তুলসীদল
আরম্ভ করিল মহাবাক্য॥ ধ্রু॥
হর পার্ব্বতীর পাণি ঘটের উপর আনি
দিল পঞ্চ হরিতকী ফল।
দুই হস্ত রাখি চিত্রে বেষ্টিত করিল সূত্রে
কন্যার হস্তেতে দিল জল॥
মুখচন্দ্রিকার লক্ষ্যে শুভদৃষ্টি চারি চক্ষে
বর কন্যা আচ্ছাদিআ বাসে।
দক্ষিণান্ত কৈল গিরি কন্যা সমর্পণ করি
বসাইল শিবের বাম পাশে॥২॥
তুভ্যং কন্যা ময়া দত্তা ভবান্যা ভবান্ হর্ত্তা
পরি গোত্রা প্রভূতা পার্ব্বতী।
এই বাক্যে পুনরুক্তি বলে গিরিচক্রবর্ত্তী
নিজ ধর্ম্ম পালিবে দম্পতি॥

শঙ্কর আপন হাথে সিন্দুর দিলেন সিঁথে
পরশিল কর কর্ণশোভা।
আচ্ছাদন দিল শিরে দেখি তথা কন্যা বরে
মোহিত হইল দেবসভা॥
একে একে বিত্তমান দিলেন ষোড়শ দান
হিমালয় আনন্দিতমতি।
অগ্নি ব্রহ্মা চক্রধরে পার্ব্বতী প্রণাম করে
প্রজাপতি সকলে প্রণতি॥৩॥

নিচোল আঁচল গ্রন্থি বান্ধিলেন বাচস্পতি
শিব দুর্গা গেলা যজ্ঞশালা।
অমর সমাজ মাঝে আনি দিল গিরিরাজে
তাম্বুল চন্দন আর মালা॥
বিভার কৌতুক রসে নানা ঢৌল পরিহাসে
রজনী হইল আসি শেষ।
রামকৃষ্ণ দাস রচে উর্ব্বশী সভায় নাচে
পাইআ সুরগণের আদেশ॥৪॥১৩॥

পালা সাঙ্গ॥১১॥১২৬॥

পুষ্পশয্যাগৃহের উপাখ্যান

শিবের কুশণ্ডিকা

গীত রাগ॥

গৌরীর বিবাহ দিআ গিরি সেই কালে।
দুই কন্যা বিভা দিল অসিত দেবলে॥
হেনঞি সমএ নিশি হইল প্রভাত।
তাম্রচূড়ধ্বনি শুনি পরভৃতনাদ॥১॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে হিমালয়।
যথায় হইল হরগৌরীর উদয়॥ধ্রু॥
প্রভাতে ভ্রমর গুঞ্জে বিকশে কমল।
পরিগণ গায় বসি বিভার মঙ্গল॥
কৃত্রিম পুকুরি করি আনি কন্যা বরে।
স্নান করাইল সভে গৌরী মহেশ্বরে॥২॥
কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সাঙ্গ কৈল সপ্ত ঋষি।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ দুঁহে ছিলা বসি॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিআ গিরি কৈল দক্ষিণান্ত।
হেন কালে বিদায় মাগিল লক্ষ্মীকান্ত॥৩॥
বিধাতা বলিল গিরি তুমি পুণ্যবন্ত।
যাহার অতিথ হইল আপুনি অনন্ত॥
জামাতা হইলা শিব কন্যা মহামায়া।
করেন মঙ্গল কর্ম্ম বশিষ্ঠের জায়া॥৪॥
ত্রিভুবনে কার নাঞি ঘটে হেন ভাগ্য।
তুমি ধন্য তুমি মান্য তুমি জীয় শ্লাঘ্য॥
আনিঞা পার্ব্বতী হরে বসাও আসনে।
ঘুচাও মঙ্গলসূত্র এই শুভ ক্ষণে॥৫॥
পাইআ ব্রহ্মার আজ্ঞা হিমালয় গিরি।
যজ্ঞশালা ছাড়িআ আইলা অন্তঃপুরী॥
কন্যা বরে মেনকা করিল নির্ম্মঞ্ছন।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন॥৬॥১॥

যৌতুক দান

ঘোষা॥

রাম নাম গাইতে মধুর।
স্মরণে মঙ্গল হয় পাপ যায় দূর॥

পয়ার॥

বসিলা আসিয়া শিব যথা যজ্ঞশালা।
বামেতে বসিলা দেবী সর্ব্বমঙ্গলা॥
যৌতুক দিলেন যত দেবাদেবীগণ।
যতেক পর্ব্বত আর যত তপোধন॥

হিমালয় দিলা শিবে ক্রীড়ার কারণ।
মন্দার পর্ব্বত আর গন্ধমাদন॥
সশস্তে দিলেন ভূমি চাষের গোধন।
দাস দাসী শত শত রজত কাঞ্চন॥
হীরা নীলা রত্ন দিলা মণি মহাধন।
সুবর্ণের রথ দিলা পক্ষাখ বাহন॥
বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত রত্নসিংহাসন।
দিব্য পুরী দিল তাঁরে বিচিত্র ভুবন॥
এতেক যৌতুক গিরি দিআ কন্যা বরে।
করিল বিস্তর স্তুতি দেব গদাধরে॥
কি আমি আসন দিব গরুড়আসনে।
কি ভূষণ দিব আমি কৌস্তুভভূষণে॥
লক্ষ্মীনাথে সন্তোষ করিব কোন্ ধনে।
নিশ্চয় বিকাহু মুঞি অতুল চরণে॥
এতেক বলিআ পূজা কৈল বিধিমতে।
গন্ধ চন্দন মাল্য দিল হরষিতে॥
করিল ব্রহ্মার পূজা বিষ্ণুর সমান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুঁহে আইলা যথায় ঈশান॥
বিদায় করিল চতুর্ম্মুখ বনমালী।
পরস্পর প্রণাম করিলা কোলাকোলি॥
তবে ত হেমন্ত ঋষি ব্রহ্মার সন্তোষে।
প্রচুর দক্ষিণা দিলা মনের মানসে॥
নব গ্রহ দিক্‌পাল যত দেবগণ।
সভারে অর্চ্চিয়া দিলা বসন ভূষণ॥
বিদায় হইলা সভে কত দিব লেখা।
রহিল কুবের মাত্র শঙ্করের সখা॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন দহন চারি জন।
দেবঋষি রহিলা নারদ তপোধন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
ভৈরব প্রমথ যত রুদ্র অনুচর॥
রহিলা শিবের সঙ্গে হেমন্তের বাসে।
নৃত্য গীত মহোৎসব হাস পরিহাসে॥

লোকাচারে রন্ধন করিল মেনা রাণী।
ক্ষীর ভোজন তথা কৈল শূলপাণি॥
কি কহিব ভোজনসজ্জের পরিপাটি।
কাঞ্চননির্ম্মিত থালা নানাজাতি বাটি॥
রত্নের পাদুকা পিঁড়ি পানপাত্র ঝারি।
অমৃতসদৃশ ভোজ্য সুবাসিত বারি॥
লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য এ চারি প্রকারে।
বন্ধুগণ সহিত ভুঞ্জিলা অন্তঃপুরে॥
নারদ করেন ঢৌল পার্ব্বতীর মাএ।
গোরস আনিঞা রাণী ঢালে তার গাএ॥
কনকডাবরে হর কৈল আচমন।
সভাশালে আসিআ বসিলা ততক্ষণ॥
কর্পূর তাম্বুল কিছু করিল ভক্ষণ।
অঙ্গেতে কুঙ্কুম চুয়া কস্তুরী চন্দন॥
নানাবর্ণে পুষ্পমালা অঙ্গে শোভা করে।
রথেতে চাপিলা দুঁহে ভ্রমিতে নগরে॥
চামর পতাকা উড়ে বাজে ক্ষুদ্র ঘাঁটি।
লম্বিত পাটের থোপ মুক্তা পলা কাঁটি॥
রথের সাজনী দেখি বাজনিঞা ধায়।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সালিবেন্থু গায়॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী রম্ভা মেনকা অপ্সরা।
অঙ্গভঙ্গে নাচিআ বাজায় সপ্তস্বরা॥
পাখাজ্ মৃদঙ্গ বীণা কার কার হাতে।
করতাল মন্দিরা বাজাইআ যায় পথে॥
হর্ম্ম্য অট্টালিকাতে যতেক পুরনারী।
গবাক্ষের পথে সভে দেখে হর গৌরী॥
কুসুম বরিষে সভে বলে ধন্য ধন্য।
হর বিনে গৌরীর সদৃশ নহে অন্য॥
যেন কন্যা তেন বর বিধির ঘটন।
দেখিলে জুড়ায় আঁখ পাপ বিমোচন॥
এইরূপে সর্ব্বলোক শঙ্করে প্রশংসে।
হাতেতে কঙ্কতী করি ধায় মুক্তকেশে॥

কেহ ধাইআ আইল করে ধরিআ মুকুর।
কেবল সীমন্ত মাত্র নাহিক সিন্দূর॥
কেহ বা কর্ণেতে পরে সীমন্তের টীকা।
পত্রাবলী মাঝে পরে কর্ণের কর্ণিকা॥
দিলেন উত্তর কাণে নাকের বেশর।
কনক বউলি নাকে না রহে সোঁশর॥
কেহ এক নয়নেতে পরিআ কজ্জল।
কেহ কেহ এক কাণে পরিল কুণ্ডল॥
পাএর মঞ্জীর কেহ করিল অঙ্গদ।
কেয়ূর বলয়া দিয়া সাজাইল পদ॥
হস্তের অঙ্গুলে দিল পাএর পাশুলি।
কটির কিঙ্কিণী কেহ গলে দেই তুলি॥
পিঠেতে বান্ধিল কেহ বুকের কাঁচুলি।
উন্মাদে প্রমদাগণ হইল আকুলি॥
স্বামীর বদনে কেহ দিয়াছে ক্রমুক।
পান দিতে না রহিল এ বড়ি কৌতুক॥
রন্ধনশালায় যে বা করএ রন্ধন।
মনের ভ্রমেতে নষ্ট করিল ব্যঞ্জন॥
কেহ উর্দ্ধমুখে ধায় পেলাইআ হাঁড়ি।
শাশুড়ী ননদী যায় হাতে করি বাড়ি॥
বহু নিবারিতে আইল দেখিলেক বরে।
নিবর্ত্তিআ যাত্যে কেহ নাঞি পায় ঘরে॥
বালক পেলিআ ঘরে চলিল কামিনী।
ভাদ্রের সরিৎ যেন সমুদ্রগামিনী॥
যে যার দনাঞি দেখে অন্যে মন্দ বলে।
দেখিলে শিবের শোভা আপুনি সে ভোলে॥
মোহিত রমণীগণ না সম্বরে বাস।
শিবের মঙ্গল রচে রামকৃষ্ণ দাস॥২॥

বর দর্শনে রমণীগণ

কামোদ রাগ॥

যতেক বর নারী দাণ্ডাইল সারি সারি
রাজপথে দুই পাশে।
কেহ বা কোন লক্ষ্যে চাহিআ চারি চক্ষে
মধুর মুচকি হাসে॥
মদনে ব্যাকুল বদনে তাম্বূল
নিতম্বে অম্বর খসে।
তুলিআ বাহুমূল সম্বরে কুন্তল
ফুল নাহি রহে কেশে॥১॥
মুগ্ধমতি সব রামা।
পড়এ টলি টলি কেহ বা রহে ভুলি
চিত্রের পুতলি সমা॥ধ্রু॥
হরিষে সোৎসুক প্রসরে চুচুক
ছিণ্ডিল কঞ্চুক দাম।
অলস আনন্দথু পুনঃ করে পথু
কামবাণে ছুটে ঘাম॥
কেহ বা বলে সই তোমারে শুন কই
প্রাণ ছটফট করে।
ত্রিবিধ লোকে ধায় আমরা তিন জায়
রহিতে নারিল ঘরে॥২॥
বলে কোন জনি শুন গো সাজাতিনি
আছিলুঁ স্বামীর তল্পে।
কান্ত নিদ্রা গেলে বালিশ দিআ কোলে
জাদু থুইল অল্পে অল্পে॥
পেলিআ মশহরি আসিতে ইচ্ছা করি
নন্দন আছে তাহে বাদী।
দেখিতে কন্যা বর সে হইল ফাঁপর
হুঁহেতে হইলাঙ সাথী॥৩॥
কহেন কোন রামা পুণ্যবতী উমা
বসিল স্বামীর সঙ্গে।

এমত ইচ্ছা করে পরশ করি হরে
চন্দন চুআ দিএ অঙ্গে ॥
লজ্জা পোড়াইআ যাইব গোড়াইআ
শঙ্কর না করিব ইচ্ছা ।
রামকৃষ্ণ গায় ফিরিব কোনোপায়
কি আর যাইব মিছা ॥৪॥৩॥

ঘোষা ॥

হোর দেখ সই এ ল কার বন্ধুআ জায় ।
জরতী যুবতি বালা উঁকি দিআ চায় ॥

পয়ার ॥

কোন ধনী বলে শুন গো সুন্দরি ।
কে বলে বার্দ্ধক বর কুরূপ ভিখারী ॥
মদনে নিন্দিয়া মূর্ত্তি বএসে যুবক ।
সে কেন দরিদ্র যার কুবের সেবক ॥
শিবের পুংস্ত্ব রহে সকল পুরুষে ।
ভবেরে ভজিলে কভু না হয় কলুষে ॥
আর নারী বলে না করিহ এই আশা ।
বদনে আনিতে সই নাঞি এই ভাষা ॥
হরেরে ভজিলে সত্য না যায় সতীত্ব ।
হর কেন হেন কর্ম্মে পাতিবেন চিত্ত ॥
পরমাত্মারূপে হর সকল শরীরে ।
সমস্ত রামার স্বামী শঙ্কর প্রকারে ॥
কোন রমণীর রূপ তাঁহারে আশ্চর্য্য ।
উন্মাদ বাণেতে সখি ধর তুমি ধৈর্য্য ॥
আর ধনী বলে মুঞি হইলুঁ উন্মনা ।
যে হইতে শুনিলুঁ হরের বিভার বাজনা ॥
কি ক্ষণে শম্ভুর সঙ্গে হৈল মোর দেখা ।
পক্ষ হৈয়া উড়ি যদি বিধি দেই পাখা ॥
ইহার উত্তর কহে আর কোন সতী ।
উচ্চাটন বাণ এই শুন গো যুবতি ॥
দুর্ল্লভ দ্রব্যের কভু নাঞি কর সাধ ।
আশা ভঙ্গ হয় আর ঘটে অপরাধ ॥
আর ধনী বলে হের শুন ল ষহিনী ।
কার ইচ্ছা নাঞি হইতে হরের রমণী ॥
অপর্ণার সমান হইব কার ভাগ্য ।
এই ভাল দূরে হৈতে চক্ষু কর শ্লাঘ্য ॥
আর কেহ কেহ কহে গদ গদ ভাষ ।
পুলকিত তনু উষ্ণ নাসিকার শ্বাস ॥
হস্ত পদ নাহি চলে অনিমেষে চাহে ।
চাপড় মারিআ কেহ ধরে গিআ তাহে ॥
ভেল ভেল চাহে কেহ নাঞি লাজ ভীত ।
স্তম্ভন বাণেতে তুমি হইআছ স্তম্ভিত ॥
আর কেহ বলে মোর গাএ আইল জ্বর ।
সঘন নিশ্বাস বহে কাঁপে থর থর ॥
এমন কে আছে মোরে রথে লৈআ তোলে ।
গৌরীরে ঠেলিয়া বসি শঙ্করের কোলে ॥
আর কোন কলাবতী তাহারে বুঝায় ।
তপন বাণেতে তাপ হৈল সর্ব্বগায় ॥
বর কোল দিলে তুমি হইবে শীতলী ।
সাগরে মরহ গিআ করিআ তুসালি ॥
আর কোন ধনী বলে পোড়ে মোর প্রাণ ।
অনুক্ষণঃহৃদএ শঙ্কর করি ধ্যান ॥
যেই হৈতে দেখিলুঁ স্ত্রীআচারের কালে ।
পাসরিল নহে আছে হৃদয়কমলে ॥
দেখিআ প্রভুর রূপ কোন কোন জনি ।
মদনে মোহিত হৈয়া পড়িল ধরণী ॥
সতিনী মিতিনী তার মুখে দেই জল ।
অম্বর সম্বরে তার দেখিয়া বিকল ॥
কোন কুটুম্বিনী বলে খাইলে তুমি লাজ ।
যুকি হৈআ আইস কেন বরটার মাঝ ॥
মোহন বাণেতে তুমি হইলে মোহিত ।
পঞ্চ বাণ সহিয়া রহে সেই সে যোষিত ॥

পুরুষ কাতর হয় মদনের বাণে।
কামিনী কামুক হয় কেহ নাহি জানে॥
তার মধ্যে আসি কহে কোন পতিব্রতা।
যাত্রা মহোৎসবে সই যাই যথা তথা॥
চক্ষের সাফল্য হয় দেখি নানা রূপ।
আপনার স্বামী দেখি কন্দর্পস্বরূপ॥
যেই শিবে দেখিআ ভুলিলা পঞ্চবাণে।
সেই শিব ঘরে গিআ দেখ বিদ্যমানে॥
তপস্যা করিলা গৌরী জন্ম জন্মান্তরে।
তেঞি এই রূপেতে পাইল মহেশ্বরে॥
তুমি যেন সাধিআছ পাবে তেন মূর্ত্তি।
কার ধন লইবে যদি নাঞি পূরে আর্ত্তি॥
এ জন্মে শিবের আশা করহ বৃথায়।
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলায়॥
বারাণসী প্রয়াগ মথুরা কাম্যবনে।
কামনা করিআ গিআ ভজ ত্রিলোচনে॥
কোন কল্পে কৃপা যদি করে ত্রিপুরারি।
ভাগ্যবশে হইবে শিবের অনুচরী॥
যত দূর বিজয় করিলা হর গৌরী।
তত দূরে দৃষ্টি করে যতেক নাগরী॥
কেহ কেহ গোড়াইআ যায় তরাতরি।
কেহ বা তাহারে রাখে করি ধরাধরি॥
এইরূপে মোহিআ যতেক পুরজন।
নিবর্ত্তিলা হর গৌরী সঙ্গে নিজগণ॥
হেনঞি সমএ রবি গেলা অস্তাচল।
কালরাত্রে একত্র না রাখি কন্যা বর॥
রথে হৈতে উঠি উমা গেলা অন্তঃপুরে।
শঙ্কর প্রবেশ কৈল শয়নমন্দিরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বাসুকি অনল মূর্ত্তিমান্।
কুবের নারদ বিশ্বকর্ম্মা পরমান॥
নন্দি মহাকাল ভৃঙ্গি যত পারিষদ।
হাহা হুহু বসিলা তুম্বুরু সভাসদ॥
নানা যন্ত্র নানা বাদ্য সঙ্গীত কৌতুকে।
কালরাত্রি মহেশ বঞ্চিল এই সুখে॥
প্রভাতে করিলা গিরি জ্ঞাতি নিমন্ত্রণ।
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন॥৪॥

ঋষিগণের নিমন্ত্রণরক্ষা

সুহই রাগ॥

পুরীর মধ্যেতে টুঙ্গি সঙ্গে গৌরী অর্দ্ধঅঙ্গী
সিংহাসনে বসিলা শঙ্কর।
পদ্মাবতী বিদ্যমান করেতে সাঁপুড়া পান
জয়া হাতে করিল চামর॥
বিজয়ার হাতে ঝারি বিমলা পাশার সারি
রচিয়া পাতিয়া দেই ছক।
কল্যাণী যোগায় গন্ধ আগুনা বাজায় যন্ত্র
যেন চন্দ্র সহিত তারক॥১॥
ভোজন করেন যত ঋষি।
পরিশেন অরুন্ধতী লোপামুদ্রা তারাবতী
কৌতুক দেখেন হর বসি॥ধ্রু॥
কেহ কেহ ব্রহ্মচারী সর্ব্বকাল ফলাহারী
রম্ভা নারিকেল ফলে প্রীত।
পনস রসাল বিল্ব কেহ পান করে তিল
কেহ কেহ পিএ পঞ্চামৃত॥
কসেরু কর্কটি ফল ছেনা শর্করা জল
ক্ষীর খণ্ড পিষ্টক পায়স।
ঘৃত অন্ন থালা থালা শাক সূপ ভাজা তলা
ঝালে ঝোলে দিল ছয় রস॥২॥
যতেক তপস্বী ঋষি জন্মাবধি বনবাসী
স্বাদ পাইল মিষ্টান্ন ভোজনে।
পাতে দিতে নাঞি থাকে আন আন করি ডাকে
আনাইতে না পারি ব্যঞ্জনে॥
বদনে ভরিল বড়া তাহে মরিচের গুঁড়া
গাল পোড়া যায় কার ঝালে।

পেলিয়া মুখের গ্রাস তুণ্ড মেলি ছাড়ে শ্বাস
জল জল ডাকে জিভ জ্বলে ॥৩॥
দাড়ি ঘনপ্রায় মুখে অঙ্গুলি অবশ নখে
কেহ মৌনব্রতী সর্ব্বকাল।
নিরাহার পক্ষ মাস অযাচিত এক গ্রাস
ঠারে কথা বড়ই জঞ্জাল ॥
পরিবেশনকারী যতেক মুনির নারী
হাসিআ সভেই খায় পাক।
রচে রামকৃষ্ণ দাস যার যেই অভিলাষ
জাতি গোত্র ভুঞ্জায় মৈনাক ॥৪॥৫॥

হরগৌরীর বাসরযাপন

পয়ার ॥

দেবঋষি মহর্ষি যতেক তপোধন।
যতেক পর্ব্বত আর যতেক ব্রাহ্মণ ॥
ইচ্ছাভোজন করাইল গিরিবর।
বসিআ দেখেন রঙ্গ উমা মহেশ্বর ॥
কারেহ দিলেন মুনি করঙ্ক কৌপীন।
কারেহ দিলেন ছত্র কম্বল অজিন ॥
রক্তবস্ত্র উত্তরী দিলেন কার পূজা।
শারি শুক পক্ষ দিল পর্ব্বতের রাজা ॥
কেহ রাজহংস লয় কোকিল ময়ূর।
কেহ বা নকুল মেষ নেপাল ইন্দুর ॥
কোন কোন তপস্বী লইল কৃষ্ণসার।
যেঁহ যাহা চাহে রাজা করে অঙ্গীকার ॥
গৃহস্থ আশ্রম যেই করে গৃহ দার।
তাহা সভাকারে দিল বস্ত্র অলঙ্কার ॥
করিল সমান পূজা যুব বৃদ্ধ শিশু।
দুগ্ধবতী ধেনু দিলা নানাজাতি পশু ॥
বিদায় করিলা গিরি যতেক অতিথে।
হরিধ্বনি করিআ চলিলা সভে পথে ॥
রুদ্র জয় শব্দ কেহ করে উচ্চস্বরে।
শঙ্খ সিঙ্গা বাজাইআ সিংহনাদ পুরে ॥
বিদায় লইআ তবে সপ্ত কুলাচল।
কেশর পর্ব্বত আদি কুটুম্ব সকল ॥
গৌরব করিআ রাজা দিল বহু দ্রব্য।
যৌতুকের চতুর্গুণ করিলা দাতব্য ॥
চলিলা কুটুম্ববর্গ হইআ সন্তোষ।
হেনঞি সময়ে তথা হইলা প্রদোষ ॥
বারটঙ্গি হইতে নাম্বিলা হৈমবতী।
পদ্মাবতী আর জয়া বিজয়া সংহতি ॥
পার্ব্বতী প্রবেশ কৈল মাএর মন্দিরে।
শয়নমন্দিরে প্রভু গেলা ধীরে ধীরে ॥
পূর্ব্বে সেই পুরী হিমালয় কৈল দান।
গঙ্গার পুলিনে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
চারি দিগে প্রাচীর পরশে নভস্তল।
চন্দ্রকান্ত শিলা সেই সহজে নির্ম্মল ॥
পাটশাল নাটশাল আর সভাশালা।
সমান মন্দির তাহে রচিল বাঙ্‌লা ॥
মরকতস্তম্ভ তথি সুবর্ণের চাল।
রত্নের কলসে বাণা উড়ে সর্ব্বকাল ॥
উচ্চ অট্টালিকা তাহে বিচিত্র চউরী।
নিভৃতে তথায় বসিবেন হরগৌরী ॥
ভাণ্ডার ভরিল তথা বহুমূল্য রত্নে।
বরাসন বিশাই নির্ম্মাণ কৈল যত্নে ॥
জলক্রীড়া হেতু সেই পুরীর ভিতর।
সুবর্ণে রচিত ঘাট দিব্য সরোবর ॥
নানাজাতি পুষ্প ফুটিআছে তার কূলে।
জলযন্ত্র মন্দির সাজিল মধ্যজলে ॥
ভ্রমিঞা দেখিল পুরী প্রভু কৃত্তিবাস।
অন্তরে সন্তোষ যেন দ্বিতীয় কৈলাস ॥
তবে মহেশ্বর আসি বসিলা খট্টায়।
পাটের পাছড়া কথুযার ছুলি তায় ॥

আশে পাশে বালিশ পাটের মশাঅরি।
বিচিত্র চাঁদোআ শোভা করে তদুপরি॥
সঙ্গেতে নারদ নন্দি যত পারিষদ।
দেখিয়া প্রশংসে সভে গিরির সম্পদ॥

গৌরীর প্রসাধন

এথাতে পার্ব্বতী লৈআ যতেক অবলা।
উদ্বর্ত্তন করি তাঁর দূর কৈল মলা॥
চন্দন কস্তুরী চুয়া মিশাইয়া কুঙ্কুমে।
মঙ্গল করিল অঙ্গে এই চতুঃসমে॥
গন্ধরাজ তৈল দিআ কৈল অভ্যঙ্গিত।
কলসে আনিলা জল কর্পূরবাসিত॥
নখী আমলকী মিথি মাখিয়া মস্তকে।
স্নান করাইল সভে পরম কৌতুকে॥
তুলিল কেশের জল গাঢ় নিষ্পীড়নে।
পিঠেতে পেলিআ কেশ মার্জ্জিল বসনে॥
দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ সুজাতি চাঁচর।
সূক্ষ্ম সুকোমল যেন কৃষ্ণ চামর॥
কনককঙ্কতি লৈআ আঁচড়ে চিকুর।
সম্মুখেতে পদ্মাবতী ধরিল মুকুর॥
আসনে বসাল্য যেন হেমের প্রতিমা।
কি বর্ণিব অপর্ণার লাবণ্য ভঙ্গিমা॥
বেশ বিন্যাস সভে করে মনোসুখে।
অন্ধকারে আলো করে পার্ব্বতীর মুখে॥
বেণী বিনাঞা পিঠে পেলিল তাঁহার।
মণি উগারিয়া যেন ফণী করে চার॥
শিরোমণি সীমন্তে নাসায় মুক্তাফল।
চাঁদের মণ্ডলে যেন শুক্র মঙ্গল॥
ললাটে চন্দনবিন্দু সিন্দুরতিলক।
বিজুলী সদৃশ পত্রাবলীর ঝলক॥
চক্ষে পরাইল তাঁর সোহাগ অঞ্জন।
শরদ পঙ্কজে যেন উড়িছে খঞ্জন॥
মন্দ মন্দ হাসি মুখে মনের সন্তোষে।
বন্ধুক বিকশে যেন কমলের কোষে॥
গৌরীর মুখের শোভা নানারূপ দেখি।
বিস্ময় ভাবিআ চিত্তে চাহে সব সখী॥
কর্ণেতে তাড়ঙ্ক দিল চক্র কলস।
গণ্ডে চিত্রকেল দিআ মৃগমদরস॥
কণ্ঠ ভূষণিআ পাত নানাজাতি হার।
কাঁচলি বান্ধিল বুকে লেপি ঘনসার॥
শঙ্খ কঙ্কণ মুদ্রা বলয় কেয়ূর।
কটিতে মেখলা কাঞ্চী চরণে নূপুর॥
ক্ষৌমবস্ত্র পরাইল নিচোল উত্তরী।
নবীনযৌবনী দুর্গা সহজে সুন্দরী॥
অলক্তে করিআ চিত্র চরণকমল।
দেখিআ হরিষ চিত্তে প্রমদা সকল॥
কন্যা সাজাইআ রাখি রাণীর সদনে।
চলিলা অবলাগণ হর সম্ভাষণে॥
রচিব পুষ্পের শয্যা করিব বিরল।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল॥৬॥

হরগৌরীর ফুলশয্যা

সাজাইয়া পার্ব্বতী যতেক রসবতী
চলিল নিজ ফুলপর্য্যা।
করেতে ফুলধনু সাজিল বর তনু
রচিতে কুসুমশয্যা॥
উর্ব্বশী ইন্দুমতী রম্ভা লীলাবতী
মেনকা মধুমতী বালা।
ঘৃতাচী বিদ্যাধরী যতেক অপ্সরী
রূপবতী শশিকলা॥১॥

আইলা হর বিত্তমানে।
শুন হে মহেশ্বর ছাড়হ বাসর ঘর
বিন্ধিব মহে ফুলবাণে॥
নন্দি নারদ যত পারিষদ
চলহ নিজ নিজ বাসা।
আজ্ঞা দিল আর্য্যা রচিব ফুলশয্যা
গৌরী খেলিবেন পাশা॥
না করিহ ডর বাহিরে আস্থ হর
চিত্তে না করিহ চিন্তা।
অবলা সকল যদি বা করে বল
উর্ব্বশী তোমার ভিতা॥২॥
তরুণী মুখে বাণী শুনিঞা শূলপাণি
আইলা প্রাঙ্গণ দেশে।
উর্ব্বশীর প্রভা বুঝিয়া দেবসভা
বিদায় করিল ঈশে॥
মণিতে ঝলমল মন্দির উজ্জ্বল
গগনে সাজে যেন তারা।
যোগিনী কুতুহলে বান্ধিল তার চালে
কদম্ব কুসুমের ঝারা॥৩॥
মল্লিকা যূথি জাতি শিরীষ সেপতি
সোঁজ সাজাইল সভে।
রঞ্জন করবীরে চম্পক শেখরে
যেখানে যে ফুল শোভে॥৪॥৭॥

পয়ার

নগনন্দিনী গ। সুরবন্দনী গ॥

পুষ্পশয্যা সাজাইল যতেক যোষিত।
আইলা মেনার ঠাঞি হৈয়া হরষিত॥
মেনা রাণী বলে শুন সই গ মেনকা।
শূন্য ঘরে বরেরে বসাইআ আইল একা॥
পার্ব্বতী লইআ সভে করহ গমন।
শঙ্করের চরণে করিবে সমর্পণ॥
অরুন্ধতী অনসূয়া তারা তিন জনে।
নীত বুঝাইল তাঁরে মধুর বচনে॥
শুন শুন হৈমবতি হিত উপদেশ।
তপস্যার ফলে পতি পাইলে মহেশ॥
কখন যুবক হর হয় ইচ্ছা সুখে।
কখন বার্দ্ধক বেশ দাড়ি গোঁফ মুখে॥
কখন সুন্দর হয় কখন কুরূপ।
সর্ব্বকাল স্বামীরে দেখিবে একরূপ॥
স্বামী বিনে রমণীর আর নাহি গতি।
যে করে পতির ভক্তি সেই ভাগ্যবতী॥
সর্ব্বকাল পালিবে স্বামীর যেই আজ্ঞা।
ভিক্ষুক দেখিয়া পাছে করহ অবজ্ঞা॥
শঙ্করের ধনেতে কুবের অধিকারী।
সেবকে সম্পদ্ দিআ আপুনি ভিখারী॥
কে বলিতে পারে উমা শিবের মহত্ব।
যাহার প্রসাদে শচীপতির রাজত্ব॥
বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় যদি হয় পতি।
কন্দর্প সমান দেখে সেই নারী সতী॥
কোপদৃষ্টে স্বামী যদি চাহে মনোদুঃখে।
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে॥
গুরুর গঞ্জনা নাঞি স্বতন্তর ঘর।
শাশুড়ী ননদ নাঞি শ্বশুর দেবর॥
সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল।
স্বামী ছাড়ি কোথাও না যাবে এক তিল॥
কার্য্যকালে দাসীর সমান পতিব্রতা।
ভোজন সমএ স্নেহ করে যেন মাতা॥
শয়নে বেশ্যার ভাব বিপত্ত্যে মন্ত্রিণী।
সুস্ত্রীর লক্ষণ এই শুন গো ভবানী॥
সকল গুণেতে তুমি বট গুণবতী।
... ...

চল চল উমা তুমি শয়নসদনে।
তারাবতী তোমারে করিব সমর্পণে॥
একেশ্বর ঘরে যদি পতি নিদ্রা যায়।
সখী লক্ষ্যে গিআ দাণ্ডাইবে পাশ তায়॥
অঙ্গেতে লেপিবে তাঁর অগুরু চন্দন।
চামর ব্যজন করি পাদ সম্বাহন॥
এইরূপে হরের করিয়া নিদ্রাভঙ্গ।
আসিয়া বসিবে সব সহচরী সঙ্গ॥
হরের নাহিক নিদ্রা কহিল নিশ্চয়ে।
শিক্ষাকথা কহি এই রাখিবে হৃদয়ে॥
আদর করিয়া করে ধরিব তোমার।
তবে পুষ্পশয্যায় করিবে আগুসার॥
বাম পাশে বসিবে নিচোল দিয়া অঙ্গে।
ঈষৎ হসিত মুখে চাহিবে অপাঙ্গে॥
শতেক সম্ভাষেতে কহিবে আধ ভাষা।
এককালে কদাচিত না পূরিবে আশা॥
এত শিক্ষা দিল যদি দেবী অরুন্ধতী।
শুনিঞা সন্তোষ চিত্তে হইলা পার্ব্বতী॥
পাকা পান কর্পূর লবঙ্গ রসবাস।
যমানিকা খদির ক্রমুক মুখবাস॥
সুবর্ণসংপুটে ভরি লয়ে সহচরী।
কর্পূর বাসিত জল ভৃঙ্গারেতে ভরি॥
ক্ষীর সিতা চাঁপাকলা তৈল পানিফল।
নারিকেল লড্ডুক নামেতে গঙ্গাজল॥
চতুঃসম কস্তোল করিআ মিশামিশি।
যক্ষকর্দ্দম গন্ধ তৈল ভরি শিশি॥
পথে ঝাটি দিয়া দিয়া চন্দনের ছড়া।
ফুল বিছাইয়া পাড়ে পাটের পাছড়া॥
চলিলা রমণীগণ পরম হরিষে।
গড়তালে তাহা আমি রচিব বিশেষে॥
রামকৃষ্ণ দাস গীত রচে কুতূহলে।
অম্বিকার অভিলাষ গাইব বিকালে॥

পালা সাঙ্গ॥ ১২॥ ১৩৭॥

বাসরোপাখ্যান

ফুলশয্যায় গৌরী

গড় তাল॥ কল্যাণ রাগ॥

যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেষ
চিত্র বসন ওড়নি।
কনক মুকুর বদন কাঁতি
বসন ভূষণ বিবিধ ভাতি
চলুনি বর বরটা পাঁতি
...গামিনী॥ ২॥

আজু রাজকুমারী গৌরী নব সমাগম শঙ্কিনী
চলি পদ দুই চারি যাএ
চমকি চাহে আই মাএ
ঝমরু ঝমরু নূপুর পাএ
রুনু ঝুনু কটিকিঙ্কিণী॥ ধ্রু॥
সাজিল গৌরী সখীসমাজ
ভবন মাঝ শশী বিরাজ
পথে অকারণ করহ ব্যাজ চরণে মন্দগামিনী
কেহ করে ধরি করএ অঙ্ক
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক
পতি প্রতি কেন বদন বঙ্ক
...রঙ্গিণী॥ ১॥

উর ধুকধুকি ঘন নিশ্বাস
সজল নয়ন করুণ ভাব
নিশি না যাইব প্রভুর পাশ
অপসর কর যামিনী ॥
নব বধূ মুখে মধুর বাণী
অরুন্ধতী আসি ধরিল পাণি
হরিষে বিবশ করহ জানি
ভয় না ভাবিহ ভামিনী ॥৩॥
কুঞ্চিত কবরী বদন পদ্ম
পাতিল গৌরী বালিকা ছদ্ম
নয়নে চাহেন শয়ন সদ্ম
সাধিয়া সকল সঙ্গিনী।
রামকৃষ্ণ রচিল গীত
জননী যতনে বুঝাএ নীত
স্বামীর সঙ্গে রচহ প্রীত
বালিকা নবরঙ্গিনী ॥ ৪ ॥

গৌরীর প্রবোধ

পয়ার ॥

ক্রোধ করি মেনা তাঁরে বলেন কর্কশ।
তোমা কন্যা হইতে হইল মোর অপযশ ॥
স্ত্রীজন্ম হইলে হয় তনু পরবশ।
পুরুষের নহে স্ত্রীর সমান সাহস ॥
পুরুষ হইতে স্ত্রীর কোমল আকার।
শাস্ত্রেতে লিখন আছে দ্বিগুণ আহার ॥
বুদ্ধে চতুর্গুণ ছয়গুণ ব্যবসায়।
কাম অষ্টগুণ দশগুণ ভরসায় ॥
অত্যন্ত বালিকা নহ হৈল কন্যাকাল।
ভ্রমরের ভয়ে কভু নাঞি ভাঙ্গে ডাল ॥
পর্ব্বত তোমার বাপ কি কহিব আর।
স্ত্রী হৈয়া সহি আমি পর্ব্বতের ভার ॥
স্বধা বলেন শুন গৌরী নাতিনী।
সপ্ত জন স্বামী মোর নাহিক সতিনী ॥
এতেক বুঝাই তবু নাঞি মান বোধ।
এক ভার্য্যা করি সাত পতির প্রবোধ ॥
এতেক শুনিঞা হাসি বলেন উর্ব্বশী।
এক রাত্রে আমি কত দেবেরে সম্ভাষি ॥
মারিষা বলেন শুন মোর স্বামী দশ।
একা বশ কৈল আমি দশ প্রচেতস ॥
বাউর রমণী শিবা বলেন হাসিয়া।
শয়ন মন্দিরে চল কি কর বসিয়া ॥
মোর স্বামী ধরে উনপঞ্চাশত মূর্ত্তি।
একা আমি পূরি সই সভাকার আর্ত্তি ॥
সংজ্ঞা বলেন মোর পতি তেজোময়।
সূর্য্যের নিকটে যাইতে মোর পায় ভয় ॥
আমার জনক তাঁরে কুন্দিলেক কুন্দে।
দম্পত্যে এখন থাকি বড়ই আনন্দে ॥
দ্বাদশ স্বামীর মাসে মাসে করি সেবা।
পুরুষ সম্ভাষে নারী মরিয়াছে কে বা ॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে যতেক বয়স্যা।
স্বামী লাগ এত কাল করিলে তপস্যা ॥
এখনে করহ ভয় যাইতে নিকটে।
জয়া বলে তোমারে প্রণাম করপুটে ॥
তারা আসি গৌরীর ধরিল দুই করে।
প্রবেশ হইলা শঙ্করের অন্তঃপুরে ॥
অরুন্ধতী অনসূয়া দুই ত ভগিনী।
রাণীর সঙ্গেতে নিবর্ত্তিলা তিন জনি ॥
খড়কী দুয়ার দিয়া আইলা অন্তঃপুরে।
গৌরী প্রবেশিলা তথা শয়নমন্দিরে ॥
পুষ্পের শয্যায় হর গৌরীর বিলম্বে।
শয়ন করিল ব্যাজ নিদ্রা অবলম্বে ॥
পূর্ব্বে শিক্ষা করাইলা দেবী অরুন্ধতী।
সেইরূপে স্বামীরে দেখিল হৈমবতী ॥

কস্তুরী চন্দন চুয়া মিশাইয়া কুঙ্কুমে।
বাহু বক্ষ ললাটে লেপিলা ক্রমে-ক্রমে॥
গলাএ দিলেন তাঁর মন্দারের মালা।
মহেশ্বর অধিক পাতেন নিদ্র ছলা॥
করেতে লইয়া উমা শিখণ্ড ব্যজন।
বাহু নাড়া দিতে বাজে বলয়া কঙ্কণ॥
সহচরীগণ হাসে শুনি খলখলি।
রশনা মঞ্জীর বাজে নাচে বাহু তুলি॥
কোকিল ময়ূর ডাকে করে নানা রঙ্গ।
তথাপি প্রভুর না হয় নিদ্রাভঙ্গ॥
পাখা পরিত্যাগ করি তারার বচনে।
বসিলা আসিয়া গৌরী পদ সম্বাহনে॥
কৌতুক বঞ্চিয়া প্রভু মেলিলেন আঁখি।
সখী মধ্যে লুকাইলা গৌরী চন্দ্রমুখী॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু চন্দ্রচূড়ামণি।
সম্মুখে দাণ্ডাল্য তারা ভৃগুর রমণী॥
চঞ্চল নয়নে প্রভু চাহে চারি পাশে।
উমারে লুকাইয়া সব সহচরী হাসে॥
হরেরে করেন ঢৌল যত দেবদারা।
কাতর লোচনে চাহ কি হইল হারা॥
প্রভু বলে নিদ্রা হৈতে চাহি চক্ষু মেলি।
মন্দিরের মধ্যে যেন পড়িল বিজুলী॥
তোমা সভাকার আমি পাইল চাতুরী।
ভেট দিতে আন রত্ন তাহা কর চুরি॥
তারা বলে হর তুমি চিন যাদ রত্ন।
আপুনি লইয়া যাহ করিয়া প্রযত্ন॥
তারার ইঙ্গিত বাক্যে দেব মহেশ্বর।
নব বধূ প্রতি বহু করিল আদর॥
করে ধরি আনি বসাইয়া বাম পাশে।
রোহিণী শশাঙ্ক যেন উদয় আকাশে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥২॥

গৌরীসম্ভাষণে শিব

গীত॥

আচ্ছাদন কর যদি শোভা।
তবে কুন্তলে পরিলে কেন গাভা॥
সম্মুখে না দেও যদি দেখা।
তবে বিফল তিলকালকলেখা॥১॥
সুধামুখি, বিমুখে বসিলে কার বোলে।
ঝাঁপি তনু রুচির নিচোলে॥ধ্রু॥
চাহ যদি নয়নের কোণে।
তবে অঞ্জনে রঞ্জিলে অকারণে॥
হাস যদি অধরে মুচকি।
তবে সুন্দর দন্তের কাজ কি॥২॥
পুছিলে না কহ যদি কথা।
তবে বদনে রসনা বহ বৃথা॥
শাম্বুলি কণ্টক কুচাঙ্কুরে।
শোভা করে তরলিত হারে॥৩॥
তাহে কেন রতন কঞ্চুকি।
অঙ্কুর ভাঙ্গিবে হেন লখি॥
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে।
উত্তর করেন আইয়গণে॥৪॥৩॥

প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা

বচনিকা॥

অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবদারা সকল শিবের তয়ে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ॥

প্রহেলিকা॥

যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥

নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি ॥১॥
হর, বুঝ প্রহেলিকা হর বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপাটলা বালিকা ॥ ধ্রু ॥
একরূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে।
চিনা পরিচয় নাঞি জন্মের বয়সে ॥
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে।
দেখাদেখি নাঞি মাত্র থাকে কাছে কাছে ॥২॥
তুমি বুঝহ হেঁয়ালি, তুমি বুঝহ হেঁয়ালি।
একপর্ণা বলে নহে দিব হাততালি ॥ধ্রু॥
ডিম্ব নাঞি ফুটে মাত্র বারিয়াছে পাখা।
ডিম্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা ॥
দেখিল অপূর্ব্ব ডিম্ব অনুক্ষণ উড়ে।
সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঞি নাঞি ছাড়ে ॥৩॥
বলেন ভৃগুর রমণী, বলেন ভৃগুর রমণী।
একটি ফলাইয়ে আমি এক মাস জিনি ॥ধ্রু॥
একত্রে বসতি করে দুই সহোদর।
মাথায় টোপর পরে নহে তারা বর ॥
রাজা নহে তভু না চাইতে পায় কর।
বল দেখি হর তার কোন্ দেশে ঘর ॥৪॥
ইহা বলেন অদিতি, ইহা বলেন অদিতি।
বুঝিতে নারিবে তুমি নামে পশুপতি ॥ধ্রু ॥
দ্বিজ নাম ধরে সেই নহে ত ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ থাকে অঙ্গে দিয়া আচ্ছাদন ॥
রসনা বাজায় নাঞি অন্য আভরণ।
পরশ করিলে তাহে চাহি আচমন ॥৫॥
তুমি ধুস্তুর বিভোলা, তুমি ধুস্তুর বিভোলা।
ক্ষেমা বলে হর তুমি পড় শ্রীকলা ॥ধ্রু॥
তারা বলে হারা হৈল চাহিয়া বুলি শীল।
দেশে না কিনিতে পাই পর্ব্বতে দুর্মিল ॥
বাপ হেন জনে যদি পাইয়া গতাই।
চাহিবার কালে তাহা কভু নাহি পাই ॥৬॥

যদি যাপার বলিতে, যদি না পার বলিতে।
তবে আজি না চাহিবে পার্ব্বতীর ভিতে ॥ধ্রু॥
অপূর্ব্ব জালিয়ার জাল না পরশে জল।
বৃক্ষের উপরে নাচে নহে ফুল ফল ॥
দেবতার প্রীত তাহে পাইতে দুরাপ।
রস মধ্যে ক্ষার নহে লবণের বাপ ॥৭॥
স্বাহার প্রহেলী, স্বাহার প্রহেলী।
উত্তর না দিয়া তুমি না করিবে কেলি ॥ধ্রু॥
কাল ধল দুই পক্ষ নহে কাক হাঁস।
আট হাজার লক্ষ পণ জড় কৈলে মাস ॥
পালিবে সে দুই পক্ষ কর অঙ্গীকার।
রোহিণী বলেন তবে করিবে বেহার ॥৮॥
হর জান প্রবল্লিকা, হর জান প্রবল্লিকা।
নহে পুষ্প দেহ যুক্তি মালতী মল্লিকা ॥ধ্রু॥

পয়ার ॥

একপাটলা একপর্ণা দুই জনী।
হিমালয়ের দুই কন্যা গৌরীর ভগিনী ॥
দক্ষের দুহিতা আর পঞ্চ সহোদরা।
দেবপুরোহিতের রমণী দেবী তারা ॥
খ্যাতি অদিতি ক্ষমা স্বাহা রোহিণী।
সতীর ভগিনী এই পঞ্চ দাক্ষায়ণী ॥
এই অষ্ট জনী দিলা অষ্ট প্রহেলিকা।
হাসিয়া বলেন দিতি দক্ষকুমারিকা ॥
কি আর বলিতে আছে তুমি উগ্রনামা।
কি গুণে করিবে বশ আপনার রামা ॥
ঋদ্ধি কুবেরের ভার্য্যা বলেন সাকুত।
তুমি ভূতনাথ তোমার অঙ্গে পঞ্চভূত ॥
ভূতের সহিত কিবা দেবতার কথা।
এত দিনে গৌরী তপ করিলেন বৃথা ॥
আইয়তি নিয়তি দুই সুমেরুদুহিতা।
পিতৃসখা হিমালয় পার্ব্বতীর পিতা ॥

শঙ্কর ভগিনীপতি গৌরীর সম্বন্ধে।
আয়তি কয়েন ঢৌল বচন প্রবন্ধে॥
আদি অন্ত নাহি তুমি বয়সেতে বৃদ্ধ।
নীলকণ্ঠ নাম তোমার শুনিল প্রসিদ্ধ॥
ময়ূর না জানে কভু নিধুবন রস।
তোমার সঙ্গেতে কিবা স্ত্রীকলার বশ॥
নিয়তি বলেন হর অম্বিকা অবলা।
যত দিন নাহি হয় বিলাসকুশলা॥
তাবৎ ঘনাঞা নাঞি বসিবে নিকটে।
শিমুলের কাঁটা আছে গাএ পাছে ফুটে॥
ফুল হৈয়া ফল হয় কোন কোন গাছে।
ফল হৈয়া ফুল হয় হেন গাছ আছে॥
কালিকা না জানে কভু ভৃঙ্গের গৌরব।
মকরন্দ নাহি থাকে না পায় সৌরভ॥
কুসুম বিকশে যদি কালের নিয়মে।
দুঁহার সন্তোষ হয় ভ্রমর সঙ্গমে॥
অকালেতে আর্ত্ত হইলে নাঞি পূরে আশ।
পূর্ণিমার কালে রাহু সুধাকরে গ্রাস॥
মেনার জননী স্বধা ঈষৎ হাসিয়া।
কহেন বরের তরে নিকটে বসিয়া॥
করমর্দ্দি নামে গাছ উপবনে থাকে।
করেতে মর্দ্দিলে হর তার ফল পাকে॥
এই করমর্দ্দ ফল অতি অপরূপ।
করেতে মর্দ্দিলে ফলে ধরে পাঁচ রূপ॥
এক গাছে পাঁচ ফল পাই যথাকাল।
করমর্দ্দ বদরী দাড়িম্ব বিল্ব তাল॥
কোন ফলে কি বা স্বাদ কার কত মূল্য।
কে বা কারে ধিকাধিক কে বা কার তুল্য॥
যে জান বলহ হর আপন বৈদগ্ধ্যে।
নহে বড় লজ্জা পাবে স্ত্রীগণের মধ্যে॥
হরেরে বেড়িয়া বৈসে যত কন্যাগণ।
কটাক্ষে নিরীক্ষণ করে চঞ্চল নয়ন॥
ঢল ঢল করে হরের শুভ্র কলেবর।
সলিলের ভ্রমে যেন সফরী ফাঁফর॥
চিত্রকণ্ঠী নাগকন্যা মৈনাকের নারী।
পরিহাসক্রমে বলে শুন ত্রিপুরারি॥
চৌষট্টি বিদ্যায় তুমি শুনি অধ্যাপক।
রমণীর মাঝে কেন হৈলে কোঁচবক॥
বুঝিল যোগাই তোমার চিত্তের চাতুরী।
সাত পাঁচ করে মন দেখি বর নারী॥

প্রহেলিকার উত্তর

এত প্রগল্‌ভতা যদি কৈল রামাগণ।
মন্দ মন্দ হাসি হর বলেন বচন॥
শুন চিত্রকণ্ঠি ভাল বলিলে বচন।
তোমার গর্হন বাক্য আমার চন্দন॥
সফরীচঞ্চল চক্ষু বহু তুমি সভে।
বক প্রায় মোর চিত্ত হৈয়া গেল লোভে॥
শুন একপাটলা তোমার প্রহেলিকা।
নাম কহিআ দিলে দিবে কুমুদকলিকা॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকারান্ত॥
সেই ত বৃক্ষের ফল শুন গ সুন্দরী।
শুনি কহি ইবে একপর্ণার হেয়ালি॥
দুই ভাই দেখাদেখি নাঞি যেই হেতু।
আড়াল করিয়া তার মধ্যে আছে সেতু॥
আজ্ঞা যদি করহ কাটিয়া ফেলি আলি।
দুই ভায়ে দেখাদেখি হয় আজি কালি॥
শুন গ ধাতার মাতা ভৃগুর রমণী।
রসে বড় রসিকা বয়সে কাত্যায়নী॥
তোমার ফলইয়ে বিদগ্ধের বুদ্ধি টুটে।
পাখ করিয়া আগে ডিম্ব নাঞি ফুটে॥
শুনিতে আশ্চর্য্য গ আদেশ যদি পাই।
শলাকার আগ দিয়া সে ডিম্ব ফুটাই॥

শুন কশ্যপের প্রিয়া আমার উত্তর।
রাজা নহে কর লএ সেই সে বর্বর॥
ইঙ্গিত করহ যদি ঘর আমি জানি।
করপ্রহার করিয়া ধরিয়া তারে আনি॥
ধর্ম্মপত্নী ক্ষমা তোমার ফলই বিচিত্র।
কোন শাস্ত্রে নাঞি শুনি দ্বিজ অপবিত্র॥
উপেক্ষা করিল সেই দ্বিজে দ্বিজরাজ।
হাসিতে রোহিণীকান্তে হব বড় লাজ॥
শুন তারাবতী তুমি বড়ই চতুরা।
গতাইলে না পাও শীল থুইলে হয় হারা॥
বৃত্তির কারক তুমি উলটিআ পড়।
পাইবে তাহার নাম কহিলাম দড়॥
যাহার হেঁয়ালি ছয় রস মধ্যে মিষ্ট।
কৈটভের জ্যেষ্ঠ ভাই মাসের কনিষ্ঠ॥
সতীর বহিনী শুন রোহিণী সুন্দরী।
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাঞি করি।
তোমার সাধনে আমি পালিব পক্ষিণী।
হেঁআলির প্রত্যুত্তর দিলা শূলপাণি॥
শুন ঋদ্ধি আয়তি নিয়তি তিন জনি।
কলিকা বিকশে শুনি ভ্রমরের ধ্বনি॥
কমল কোরক যেন রবির ময়ূখে।
জলের ভিতর হৈতে উঠে উর্দ্ধমুখে॥
শুন স্বধা আই তুমি বৈদগ্ধ্যে অধিকা।
সতী সহোদরা তুমি বড়ই রসিকা॥
জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চ ফলের কি মূল্য।
বিস্তার করিয়া তাহা কহিতে বাহুল্য॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত।
সেই তারে অমূল্য জথিতে যার প্রীত॥

শয্যাতোলনী

তারাবতী বলে হর দিলে ভাল প্রত্যুত্তর
সেই ভাল যারে যেই ভায়।
তব প্রীত বিষফলে পাবে তাহা যথাকালে
প্রায় গৌরী এড়াইল দায়॥
শিরসিজে ধম্মিল্ল উরসিয়ে এল বিম্ব
মনসিজ পূর্ণ যোল কলা।
নিতম্ব হইব গুরু উলট বারুণ উরু
সেই নারী বিলাসকুশলা॥ ১॥
মহাদেব, পার্ব্বতী পালিবে প্রাণসমা।
গৌরী তোমাগত চিত্ত প্রীত বাড়াইবে নিত্য
সময়ে হইব মনোরমা॥ ধ্রু॥
দম্পত্যেতে এইরূপে থাক সুখে কল্পে কল্পে
নারায়ণপ্রিয় যেন রমা।
থাক হাস পরিহাসে আমি সব যাই বাসে
শেষ হইয়া আইল ত্রিযামা॥
বাহিরে আইলা সভে দুয়ারে কপাট শোভে
কল্যাণী ঠেকায় দুই বাড়ে।
কেহ আসেপাশে থাকি গবাক্ষেতে দেই উকি
কেহ হাসে কপাটের আড়ে॥ ২॥
দুঁহেতে কুসুম তল্পে পরস্পর দুই রূপে
মোহিত হইলা কন্যা বরে।
শঙ্কর জগৎপিতা অম্বিকা জগন্মাতা
দুঁহেতে রহিলা বাসঘরে॥
নিশি হৈল অবশেষ প্রকাশিত পূর্ব্বদেশ
ভ্রমর গুঞ্জরে পুষ্পবনে।
কুক্কুট কোকিল ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
ক্রীড়া করে হরষিত মনে॥ ৩॥
বিবর্ণ হইল শশী যত দেবকন্যা আসি
হাসি হাসি কহেন ঈশানে।
পুষ্পশয্যা হইল বাসি কে আছে তোমার দাসী
বাসি শেজি তোলে বিনা দানে॥
এক এক পাট শাড়ি পঞ্চাশ কাহন কড়ি
যদি দিতে পার প্রতি জনে।

তবে আইর তোলে শয্যা নহে পারে বড় লজ্জা।
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে॥ ৪ ॥ ৫ ॥

হিমালয়ের নগরে উৎসব

পয়ার ॥

দুয়ার চাপিয়া বৈসে যতেক অবলা।
ভৃঙ্গী আসি প্রণাম করিলা হেন বেলা ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল আনিবারে যক্ষরাজে।
কুবের বুঝিয়া আইল আপনার সাজে ॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা যত আইয়গণে।
সুবর্ণের কড়ি দিলা কাহনে কাহনে ॥
যোষিত সকলে প্রভু করি পরিতোষ।
আইলা বাহিরে যথা রত্নপূর্ণ কোষ ॥
দাস দাসী আর যত শ্বশুরের গণ।
সভাকারে প্রসাদ দিলেন পঞ্চানন ॥
স্নান সন্ধ্যা সমাপিল গিয়া গঙ্গাজলে।
নারদে ডাকিয়া আনি কহিলা বিরলে ॥
ত্রিরাত্রি বঞ্চিল এথা শ্বশুর আলয়।
বহিতে চতুর্থ রাত্রি উচিত না হয় ॥
আমার সম্বাদ গিয়া কহ গিরিরাজে।
বিদায় করহ শীঘ্র বিফল বেআজে ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সত্বরে নারদ।
ঢেঁকির উপরে তুলি দিল দুই পদ ॥
আসি হিমালয় সঙ্গে করিলা সম্ভাষ।
মুনি বলে মহেশ্বর চলিব কৈলাস ॥
রথের উপরে তোল পার্ব্বতী সাজাইয়া।
কৌতুকেতে যাহ সভে গাইয়া বাজাইয়া ॥
হেনঞি সমগ্র তথা পুরীর ভিতরে।
স্ত্রীধর্ম্ম পার্ব্বতীর হইল লোকাচারে ॥
যতেক যোষিত সব পরিহরি ব্রীড়া।
আনন্দে মাতিআ সভে করে জলক্রীড়া ॥
ডাকিআ মঙ্গল গায় বাহু তুলি নাচে।
সেইরূপে আইলা সভে হেমন্তের কাছে ॥
নারদের মুণ্ডেতে ঢালিলা পঞ্চ গব্য।
মুনি বলে স্ত্রীজাতি বড়ই অভব্য ॥
বুঝিআ কার্য্যের গতি হিমালয় গিরি।
নারদের প্রতি কহে জোড় কর করি ॥
গিরি বলে বুঝাইআ কহিবে তুমি মুনি।
যাত্রা ভঙ্গ হয় যদি এই কথা শুনি ॥
আমা প্রতি কৃপা যদি আছে কৃত্তিবাস।
এই পুরীমধ্যেতে রহিবে এক মাস ॥
স্ত্রীধর্ম্ম হইলে হৈল আছে কুলাচার।
বর কন্যা লৈআ মহোৎসব পুনর্ব্বার ॥
কে মুঞি বরাক এক তুমি বিশ্বনাথ।
তোমা জামাতায় আমি হইলাঙ সনাথ ॥
এতেক শুনিঞা মুনি গিরির বিনয়।
করুণাসাগর ঋষি হইলা সদয় ॥
কহিলা প্রভুর স্থানে যতেক বিশেষ।
নারদের সাধনে রহিলা ব্যোমকেশ ॥
নন্দি মহাকাল প্রতি করিলা আহ্বান।
কৈলাসেরে তুমি সভ করহ প্রয়াণ ॥
প্রভুর আদেশে দুঁহে বন্দিআ মস্তকে।
নন্দি মহাকাল চলে প্রমথকটকে ॥
দেখিআ হেমন্ত ঋষি করিল সম্মান।
বস্ত্র অলঙ্কার রত্ন গন্ধমাল্য দান ॥
বিদায় হইআ সভে চলিলা কৈলাসে।
উমা মহেশ্বর রাখি হিমালয়বাসে ॥
এথা কুলাচার করে যতেক অবলা।
কাঁড়ঘরে বসাইল সর্ব্বমঙ্গলা ॥
তিন দিন তাঁহারে রাখিল সঙ্গোপনে।
দৃষ্টি নাঞি পড়ে যেন পুরুষ বদনে ॥
চতুর্থ দিবসে তাঁর কৈল উদ্বর্ত্তন।
হরিদ্রা পিঠালি আর কুঙ্কুম চন্দন ॥

স্নান করাইআ নব বস্ত্র পরাইল।
নূতন ভূষণ আনি অঙ্গে তাঁর দিল ॥
নূতন আসনে বসাইল মহেশ্বরে।
ভূষিত করিল তাঁরে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
রত্নের টোপর দিল আর গন্ধমালা।
পার্ব্বতীর মস্তকে বান্ধিলা মুণ্ডিআলা ॥
শঙ্করের বাম পাশে বসিলেন গৌরী।
ব্যালিশ বাজনা বাজে নাচে বিদ্যাধরী ॥
মঙ্গল গাএন যত ঋষির রমণী।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে শুনি হুলাহুলি ধ্বনি ॥
নির্ম্মঞ্ছন কৈল মেনা লৈআ মুনিগণ।
শয়নমন্দিরে দুঁহে করিলা গমন ॥
হর গৌরী রহিলা ওষধিপ্রস্থ পুরে।
সপ্ত ঋষি বিদায় হইলা এত দূরে ॥
ব্রহ্মার সদৃশ ভক্তি কৈল গিরিবর।
স্বামী সঙ্গে অরুন্ধতী চলিলা সত্বর ॥
মেনা আসি করিলা সভার ব্যবহার।
গন্ধ চন্দন পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার ॥
সন্তোষ হইআ সভে গেলা সত্যলোকে।
শ্বশুরমন্দিরে শিব আছেন কৌতুকে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
গায়নে বায়নে দয়া কর পঞ্চানন ॥৬॥

শিবের যোগসাধন

ষোড়শ দিনের শেষে প্রদোষে শয়ন বাসে
প্রবেশ হইলা মহেশ্বর।
মিলিলা নগেন্দ্রসুতা মণি আভরণ যুতা
রূপে আলো করে বাসঘর ॥
নব বধূ নিধুবনে প্রীতি বাড়ে দিনে দিনে
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে।
দম্পত্যে সন্তাষ কালে দুঁহাকার বক্ষস্থলে
হার মালা চন্দন না রহে ॥১॥

জয় জয় আত্মাশক্তি আদিপুরুষে।
বিচিত্র বিরলবাসা যোগেতে বাড়িল নিশা
আনন্দে আছিলা আদিরসে ॥ধ্রু॥
প্রত্যুষেতে স্নান সন্ধ্যা আসিয়া অলকানন্দা
নিবর্ত্তিলা নিজগণ সঙ্গে।
সেই অন্তঃপুরে আসি সুবর্ণ বেদীতে বসি
বিভূতি মাখিলা সব অঙ্গে ॥
পরিধান ব্যাঘ্রকৃত্তি পদ্মাসনে মৌন বৃত্তি
ধ্যান ধরি রহিলা ঈশান।
পার্ব্বতী দেখিয়া পতি হইলা সমান ব্রতী
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৈল পরিধান ॥২॥
ছাড়িল ভূষণ বাস মেখলা কুশের পাশ
বাকল উত্তরী আচ্ছাদন।
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত জোড় করি দুই হাত
দাণ্ডায়্যা থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥
নিত্য হয় দেবসভা করেন চরণ সেবা
নব গ্রহ দশ দিক্‌পাল।
স্তুতি করে যত মুনি শতরুদ্র বেদধ্বনি
ভূত প্রেত আছে সর্ব্বকাল ॥৩॥
শিবের তপের তেজে শোভা হৈল গিরিরাজে
জ্যোতির্ম্ময় যত ধাতু শিলা।
দীপ্তি করে মহৌষধি রত্ন পদ্মরাগ আদি
বিদুর মাণিক্য হীরা নীলা ॥
ছয় ঋতু হিমাচলে মূর্ত্তিমান্ সেই কালে
ফলে ফুলে বন সুশোভিত।
রামকৃষ্ণ দাস রচে শিখণ্ডী সারস নাচে
ভ্রমর কোকিল গায় গীত ॥৪॥৭॥

শিবনেত্রে অগ্নি উদ্গিরণ

পয়ার ॥

প্রথমে গাইব ইতিহাস পুরাবৃত্ত।
ভারতকথায় ইবে লভে দেহ চিত্ত ॥

এইরূপে শঙ্কর থাকেন দিবারাত্রি।
প্রভাতে করেন স্নান সন্ধ্যা গায়ত্রী ॥
ইন্দ্র আদি সুরগণ যত দেব ঋষি।
করেন হরের সেবা হিমালয়ে বসি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিলেন অনূপ।
ঘৃতের সহস্র দীপ গুগ্‌গুলের ধূপ ॥
পঞ্চামৃত, পূর্ণপাত্র রাখিয়া সম্মুখে।
পুষ্পাঞ্জলি তিন বার দিল পদ-নখে ॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া মুখবাদ্য।
বিদায় হইলা দেবগণ সিদ্ধ সাধ্য ॥
প্রাহ্ণকালে দেবসভা হয় তথা নিত্য।
বামেতে থাকেন গৌরী পতিগত চিত্ত ॥
মধ্যাহ্ন কালেতে শিবা করেন সেবন।
অপরাহ্নে ভূত প্রেত নিশাচরগণ ॥
প্রভাতে বালিকাবেশ হএন পার্ব্বতী।
মধ্যাহ্নে যুবতী সন্ধ্যাকালে তেজোৰতী ॥
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে দেবী কাত্যায়নী।
করেন স্বামীর সেবা সমস্ত যামিনী ॥
এক মুখ দুই চক্ষু শিবের শরীরে।
দুই হস্ত সুবলিত অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ॥
যোগপাটা বাসুকি সহস্র ফণা ছত্র।
উত্তরী সিংহের চর্ম্ম মালা বিল্বপত্র ॥
যে রূপ ধরিলা প্রভু বিবাহ দিবসে।
এক মাস হিমালএ ছিলা সেই বেশে ॥
বিংশতি দিবস গেল বিলাস কৌতুক।
অতঃপর তপেতে বসিলা পূর্ব্বমুখ ॥
নিত্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে হরের ধ্যান ভাঙ্গে।
কথা দুই চারি মাত্র পার্ব্বতীর সঙ্গে ॥
গৌরী আপনার জন্ম মানিলেন শ্লাঘ্য।
অহো তপ অহো রূপ আমার সৌভাগ্য ॥
মনেতে জানিলা আমি স্বামীর ভর্ত্তৃকা।
মায়াতে হইলা এক দিবস বালিকা ॥

দশম দিবসে গৌরী করি গঙ্গাস্নান।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে আইলা বিদ্যমান ॥
পূজা সমাপিআ গেল দেবতার রাজা।
হেন কালে পার্ব্বতী করেন নিত্যপূজা ॥
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা লিখিল পুরাণে।
আনিলা গঙ্গার জল কাঞ্চন ভাজনে ॥
সংস্কার করিআ মন্ত্রে পূর্ণ কৈল ছিপ।
পাদ্য অর্ঘ্য কুঙ্কুম চন্দন ধূপ দীপ ॥
গলে মালা দিলেন মন্দার পারিজাত।
চামর ব্যজন লৈআ করিলেন বাত ॥
সব্য অপসব্য শিবে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ।
সাবধানে সেবয়ে অম্বিকা প্রতিদিন ॥
সে দিবস তাঁহারে ছলিলা শূলপাণি।
দেখিয়া উলট নেত্র হাসেন ভবানী ॥
ধ্যানেতে নিমগ্ন প্রভু আছে দিব্য দৃষ্টে।
সোমসূত্র লঙ্ঘি গৌরী গেলা তাঁর পৃষ্ঠে ॥
পশ্চাতে দাণ্ডাইয়া দুর্গা চাহে চারি পাশে।
দুই চক্ষু চাপিআ ধরিলা পরিহাসে ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল হৈল ঘোর অন্ধকার।
নাঞি স্বাহা নাঞি স্বধা নাঞি বষট্‌কার।
নাঞি তপ নাঞি জপ নাঞি দান ব্রত।
চন্দ্র সূর্য্য নাঞি নষ্ট হৈল ধর্ম্মপথ ॥
প্রভু কাল অবয়ব গৌরী কালরাত্রি।
এই জন্মে হইলা গৌরী বড় প্রেমপাত্রী ॥
তেকারণে প্রভু না ধরিলা তাঁর হাত।
অন্য জন হইলে হইত ভস্মসাৎ ॥
অকালে প্রলয় হয় জানি কৃত্তিবাস।
তৃতীয় নয়ন শীঘ্র করিলা প্রকাশ ॥
দুই ভ্রূর মধ্যে নাসাদণ্ডের উপর।
কনককমলপত্র সম পরিসর ॥
শিখাবন্ত জ্বলে যেন দীপের কণিকা।
উড়িআ পড়িল এক তাহার কণিকা ॥

পূর্ব্বদিকে সেই অগ্নি বাড়ে কত দূরে।
বড় কোলাহল হইল হেমন্তের পুরে॥
এক কোশ প্রমাণ প্রভুর চারি পাশে।
অবকাশ আছে স্থল অগ্নি নাঞি আইসে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিল অগ্নি পুরিল পর্ব্বত।
মহাশব্দ হইল ধূম ব্যাপিল জগৎ॥
বন উপবন পোড়ে ক্রীড়ার উদ্যান।
ঠাসি ঠুসি শব্দ করি বিদরে পাষাণ॥
সিংহ ব্যাঘ্র গজ গণ্ডা কুরঙ্গ শশক।
ভুজঙ্গ ভল্লুক পোড়ে বারণ মুষিক॥
কেহ বা আসিআ লয় প্রভুর শরণ।
মোহিত হইআ রহে দেখি আচরণ॥
হংস সারস চক্রবাক কারণ্ডক।
কীর কোকিল কেকী আর কলবক॥
উড়িআ পড়িল আসি প্রভুর আশ্রয়।
দেখিআ পদারবিন্দ পাইল অভয়॥
মণি মহৌষধি হইল পুড়িআ অঙ্গার।
ক্ষণেকে সকল শোভা করিল সংহার॥
দেখিআ বড়ই ভয় পাইল পার্ব্বতী।
চক্ষু ছাড়ি দাণ্ডাইলা হৈআ মৌনব্রতী॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
সাজিল তৃতীয় চক্ষু কনকপিঙ্গল॥৮॥

অগ্নি নির্ব্বাণ

যোগে ছিলা যুগপতি বুঝিআ গৌরীর মতি
অন্তরেতে উপজিল হাস।
জটাজূট হৈল উভা অর্দ্ধচন্দ্র তাহে শোভা
পঞ্চ মুখ পাইল প্রকাশ॥
পূর্ব্ব মুখ দরশনে তাপ শান্তি বিমোচনে
উর্দ্ধমুখ কর্পূরধবল।
বামেতে বদন হংস যেন কনকের দংশ
মণিময় মুকুট উজ্জ্বল॥ ১॥

দেখ দেখ পঞ্চ বদন পঞ্চবর্ণে।
বেশ নহে সমতুল কোন বর্ণে কর্ণফুল
কুণ্ডলী কুণ্ডল কোন কর্ণে॥ ধ্রু॥
যেন বিকশিত জবা পশ্চিম মুখের শোভা
দক্ষিণে পয়োদ ভয়ঙ্কর।
কোন দিকে মুণ্ডমাল কোথাহ রত্নের হার
দিব্যমূর্ত্তি হইলা শঙ্কর॥
ভ্রমি গৌরী চারি দিগে দাণ্ডাইল বাম ভাগে
জোড়হাতে লজ্জায় লজ্জিত।
বাপের দুর্গতি দেখি মন দুঃখী মৌনমুখী
আছে যেন চিত্রের লিখিত॥২॥
মনঃখিন্ন দেখি জায়া জন্মিল প্রভুর দয়া
স্নেহদৃষ্টে কৈল নিরীক্ষণ।
হৈল গিরি পূর্ব্ব সম জ্বালা হৈল উপশম
নির্ব্বাণ পাইলা হুতাশন॥
সুধার শীকরপাতে মন্দ সমীরণ বাতে
জিয়ে যত মহৌষধি বন।
ভস্ম হৈতে উঠে বৃক্ষ হর্য্যক্ষ তরক্ষু ঋক্ষ
লক্ষ লক্ষ পক্ষ নাগগণ॥ ৩॥
রত্ন হৈল জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পোদ্যান জলাশয়
পূর্ব্বরূপ হইল সকল।
নগরে যতেক লোক খণ্ডিল সবার শোক
এ দিকে না আইল দাবানল॥
কেহ বলে আচম্বিতে হৈল অগ্নি চতুর্ভিতে
নির্ব্বাণ হইল বিনা বৃষ্টে।
রামকৃষ্ণ দাস কয় যথা জন্ম তথা ক্ষয়
শুভাশুভ শঙ্করের দৃষ্টে॥ ৪॥
পালা সাঙ্গ॥ ১৩॥ ১৪৩॥

পাশা খেলার উদ্যোগ

গীত উল্লাস ॥

চিরদিন হৈল হরগৌরীর সম্বাদ।
পরস্পর দরশন দুহার আহ্লাদ ॥
মধুর বাক্যেতে হর কৈল সম্বোধন।
আজি প্রিয়ে কেন দেখি বিরস বদন ॥১॥
দেখি হরের মহিমা দেখি হরের মহিমা।
কি কহিব অম্বিকার আনন্দের সীমা ॥ধ্রু॥
বাপের বিভূতি রক্ষা স্বামীর সৌভাগ্য।
হরিষে গদ্‌গদ গৌরী মুখে নাহি বাক্য ॥
ধরিয়া উমার কর প্রভু ধীরে ধীরে।
প্রবেশ হইলা হর শয়নমন্দিরে ॥ ২ ॥
নয় রাত্রি ছিলা হর তপস্বীর বেশে।
ধরিলা বিনোদ বেশ দশম দিবসে ॥
পঞ্চমুখ মূর্ত্তি দেখি পার্ব্বতীর লজ্জা।
বদন লুকায় উমা বসনে সুসজ্জা ॥ ৩ ॥
প্রভু বলে পণ করি খেল দেখি পাশা।
বিমুখে বসিয়া দেবী কহে খাঁড় ভাষা ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে ভারতকাহিনী।
অম্বিকার বাক্য যেন বল্লকীর ধ্বনি ॥৪॥১॥

হরনেত্ররহস্য

গৌরীর মধুর বাক্য পীযূষ সমান।
অষ্ট শ্রবণে তাহা প্রভু করে পান ॥
বদন লুকাইয়া গৌরী কহেন বিমুখে।
সব্য অপসব্যে হর চাহেন কৌতুকে ॥
আধ আধ বোল মাত্র শুনল শঙ্কর।
আধ বাক্য জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর ॥
উমা বলিলেন শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
তোমার চরিত্রে ভয় জন্মিল অন্তর ॥
তৃতীয় লোচন কেন পাইল প্রকাশ।
কি কারণে তাহে প্রভু জন্মিল হুতাশ ॥
ক্ষণমাত্র পোড়া গেল সশৈল কানন।
সংশয় বাসিল আমি বাপের জীবন ॥
ভস্ম বিনে কিছুই না ছিল গিরিপৃষ্ঠে।
বড়ই আশ্চর্য্য দেখিলাঙ এই দৃষ্টে ॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্বসম হইল সম্পদ।
নানা রত্ন মহৌষধি রাজপরিচ্ছদ ॥
ইহার কারণ প্রভু কহিবে আমারে।
বড়ই সন্দেহ মোর জন্মিল অন্তরে ॥
প্রভু বলে উমা তুমি বালিকা স্বভাবে।
মোর চক্ষু আচ্ছাদন কৈলে কোন লাভে ॥
পাইলে পার্ব্বতী ইবে নেত্রের পরীক্ষা।
আমি চক্ষু বুজিলে স্টির নাহি রক্ষা ॥
চন্দ্র সূর্য্য নষ্ট হৈল নাঞি দিবা নিশি।
অকালেতে কালরাত্রি হইল তামসী ॥
তেকারণে হইল এই তৃতীয় লোচন।
ললাটের দৃষ্টে উমা জন্মে হুতাশন ॥
দগ্ধ হৈল হিমালয় পূর্ব্ব অপরাধে।
অবশ্য অকার্য্য ঘটে ঐশ্বর্য্যের মদে ॥
অজ্ঞাত দোষের শাস্তি হৈল আচম্বিতে।
পুনর্ব্বার রক্ষা কৈল তোমার পিরীতে ॥
শুনিঞা প্রভুর বাক্য হাসেন ভবানী।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে করি জোড়পাণি ॥
কি কারণে ধর তুমি পঞ্চ বদন।
কিসের কারণ তোমার বলদ বাহন ॥
কুঞ্জর তুরঙ্গ সিংহ শার্দ্দূল শরভ।
গণ্ডার না চড়ি কেন চড়হ বৃষভ ॥

তিলোত্তমা সৃষ্টি

প্রভু বলে যদি প্রশ্ন করিলে নিতান্ত।
আগে কহি শুন পঞ্চ মুখের বৃত্তান্ত ॥

সত্যলোকে বসি আছিলো এককালে।
ধ্যান করি পদ্মাসনে আছি ব্যাঘ্রছালে॥
বেদধ্বনি করে ব্রহ্মা সপ্ত ঋষি সঙ্গে।
হেন কালে দুই দৈত্য আইলা মেরুশৃঙ্গে॥
তপস্যার বরেতে বাড়িল বড় প্রভা।
সুন্দরী চাহিয়া বুলে করিবারে বিভা॥
ইন্দ্র আসি গোচর করিল পিতামহে।
অমরাবতীতে দেবকন্যা নাঞি রহে॥
হরিয়া লইয়া আইসে দুই ত অসুরে।
কতো দিন রাখি পুনর্ব্বার করি দূরে॥
শরীরের মধ্যে যদি এক দোষ দেখে।
কন্যাবিঘ্ন করে মাত্র ঘরে নাঞি রাখে॥
তোমার সাক্ষাতে দুহে আইসে ত্বরায়।
দৈত্যের সংহার কর সৃজিয়া উপায়॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য চিন্তিত বিধাতা।
বিশ্বকর্ম্মার কাণে কহেন গুপ্তকথা॥
এক কন্যা সৃষ্টি কর বুঝি দেখ শীল।
সকলের উত্তম হইবে তিল তিল॥
বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি করে ব্রহ্মার আদেশে।
সুবর্ণের পুতুলি চামর দিল কেশে॥
চাঁদের কিরণ দিল বদনমণ্ডলে।
ওষ্ঠ অধর তার রচিল প্রবালে॥
নীলমণি আনিঞা দিলেন চক্ষুদান।
কুচযুগ কুন্দে ধরি করিল নির্ম্মাণ॥
হস্ত পদ নিতম্ব নির্ম্মাণ কৈল কটি।
দুকূলে মেখলা দিয়া বান্ধে মধ্যতটী॥
নানা অলঙ্কার দিল সিন্দুর কজ্জল।
গন্ধ মাল্য দিয়া তনু করিল উজ্জ্বল॥
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত হৈল পরমেষ্ঠী।
জীবন্যাস কৈল তার লৈয়া কুশমুষ্টি॥
প্রোক্ষণ করিল তারে কমণ্ডলুজলে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কন্যা উঠে মন্ত্রবলে॥
সম্মুখে দাণ্ডায় কন্যা রূপে অনুপমা।
বিরিঞ্চি বলেন শুন বাক্য তিলোত্তমা॥
স্নান কর গিয়া তুমি জাহ্নবীর জলে।
তোমারে দেখিয়া যেন দুই দৈত্য ভুলে॥
বিভা করিবারে যদি চাহে বলে ছলে।
এই বাক্য কহিয় তুমি আসিবে কুশলে॥
তোমা দুঁহাকার মধ্যে যেই বলবান।
সেই সে আমার পতি ইথে নাহি আন॥
এতেক শুনিঞা কথা চলিল ত্বরিত।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত॥ ২॥

পঞ্চ মুখের উদ্ভব

পঠমঞ্জরী॥

সেই কন্যা তিলোত্তমা প্রদক্ষিণ কৈল আমা
বসিয়াছিলাঙ আমি যোগে।
দেখিতে তাহার মূর্ত্তি বড়ই হইল আর্ত্তি
চারি মুখ হৈল চারি দিগে॥
এক মুখ ছিল পূর্ব্বে পঞ্চ মুখ এই পর্ব্বে
তৃতীয় লোচন তার ভালে।
শুন মৃগশাবকাক্ষি পুরন্দর ইথে সাক্ষী
সহস্রাক্ষ হৈল সেই কালে॥ ১॥
উমা গ, শুন পঞ্চ বদন বৃত্তান্ত।
বৈস ফিরাইয়া পৃষ্ঠ মোর দিগে দেহ দৃষ্ট
কথা কহি হইয়া একান্ত॥ ধ্রু॥
পূর্ব্বেতে ইন্দ্রত্ব সাজি (?) যত দেবগণ আসি
বিচার করেন ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জীবের সংহার হেতু সতত সেবেন মৃত্যু
দক্ষিণ মুখের এই কর্ম্ম॥
পশ্চিম মুখেতে জ্ঞান বেদবিদ্যা বর দান
উর্দ্ধমুখে থাকি আমি যোগে।
উত্তর দিগের মুখে তোমার সহিত সুখে
সৃষ্টি সৃজি উভয় সংযোগে॥২॥

এই দেখ পঞ্চানন রবি শশী হুতাশন
তিন চক্ষু লোকের রক্ষণে।
তুমি বিদ্যাশক্তি মায়া ধরহ অশেষ কায়া
আপনা পাসর ক্ষণে ক্ষণে ॥
অরুন্ধতী দিলা যুক্তি দেখিয়া তোমার ভক্তি
রহস্যে ছিলাঙ এক মুখে।
ইবে দশ হস্ত গাত্রে পঞ্চ বক্ত্র তিন নেত্রে
বিলাসে বঞ্চিব তুহে সুখে ॥৩॥
পরিত্যাগ করি ব্রীড়া নির্জ্জনে করিব ক্রীড়া
চল যাই পর্ব্বত কৈলাসে।
শ্বশুর মন্দিরে বাস হৈল দুর্গা এক মাস
কেবল তোমার অভিলাষে ॥ ৪ ॥

দৈত্যবধ

পয়ার ॥

নগনন্দিনী গ।
সুরবন্দনী গ ॥

শঙ্করের দিগে উমা চাহেন আড়আঁখি।
প্রকাশিল বচন বসনে মুখ ঢাকি ॥
তোমার শরীরে দেখি সকল দেবতা।
অগ্রেতে অশ্বের সভা লও যথা তথা ॥
কেমনে বিরলে তুমি করিবে বেহার।
কোন কুলবতী বা করিব অঙ্গীকার ॥
রহস্যের কথা যে সাধন কর বৃথা।
কহ শুনি সেই দুই অসুরের কথা ॥
প্রভু বলিলেন শুন হেমন্তের সুতা।
তিলোত্তমা সম নাঞি রূপেতে অদ্ভুতা ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কন্যা আসি গঙ্গাতটে।
বসনে ভূষণ বান্ধ রাখিলেন ঘাটে ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া নাম্বিলা গঙ্গাজলে।
দুই অসুরেতে দেখে থাকিয়া বিরলে ॥
মোহিত হইল দুঁহে দেখিয়া রূপসী।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী পাইয়া মনে হৈল হাসি ॥
দুই ভাইয়ে আসিয়া দাণ্ডাল্য সন্নিকটে।
আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা বসন পালটে ॥
অসুরে জিজ্ঞাসে কন্যা তুমি অবস্থিতা।
কোন্ জাতি কি বা নাম কে তোমার পিতা ॥
আমা দুঁহা হেন বর ভাগ্যবশে ঘটে।
কাহারে বরিবে তুমি কহ নিষ্কপটে ॥
কন্যা বলে আমি তপ করি পতিকামা।
বিশ্বকর্ম্মা পিতা মোর নাম তিলোত্তমা ॥
শূর সুন্দর দেখি তোমা দুই জনে।
কেমনে জানিব ইথে মণি কে বা গুণে ॥
দুঁহার মধ্যেতে যেই বিচারে বলিষ্ঠ।
সেই সে আমার স্বামী কহিল অভীষ্ট ॥
তরুণীর মুখে শুনি করুণ ভারতী।
অরুণ নয়নে চাহে সহোদর প্রতি ॥
সেই ত কন্যার দৃষ্টি পড়ে যার চক্ষে।
তাহারে ইঙ্গিত করে ঠারিয়া কটাক্ষে ॥
এক মাংস হেতু যেন বায়সে বায়সে।
মহিষী লাগিয়া যেন মহিষে মহিষে ॥
শার্দ্দূলে শার্দ্দূলে যেন লাগে জড়াজড়ি।
দুই জনে মেরুশৃঙ্গে যায় গড়াগড়ি ॥
দুই ভাইয়ে যুদ্ধ করে জয় অভিলাষে।
জ্যেষ্ঠ মারে মুষ্টি ঘাড়ে কনিষ্ঠের পাশে ॥
পাঁজর ভাঙ্গিল দৈত্য মারিবার বেলা।
কামড় মারিয়া ছিণ্ডে অনুজের গলা ॥
দুই জন এইরূপে পাইল বিনাশ।
আনন্দে দেবতাগণ করে স্বর্গবাস ॥
তিলোত্তমা সমান সুন্দরী নাঞি দেখি।
কহিল পূর্ব্বের কথা শুন চন্দ্রমুখি ॥
তিলোত্তমার প্রশংসা শুনিঞা বার বার।
আপন রূপেতে উমা করিলা ধিক্কার ॥

কোন্ গুণে বশ আমি করিব মহেশ।
শুদ্ধ দাসী জানিঞা করেন দয়ালেশ॥
এতেক চিন্তিয়া চিত্তে দেবী হৈমবতী।
পুটাঞ্জলি করিয়া কহেন পতি প্রতি॥

সুরভির সৃষ্টি

শুনিলাম প্রভু পঞ্চ মুখের মহত্ত্ব।
বলদ বাহন কেন কহ তারি তত্ত্ব॥
প্রভু বলে তোমার কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ।
কজ্জল তাহাতে যেন গরল সমান॥
বিষাইয়া বাণ মারি হিংসা আপদে।
অনুগত জনে পাইয়া কে বা কোথা বধে॥
কালকূট গরল করিল আমি পান।
যোগবলে তাহাতে ছিলাঙ সাবধান॥
তোমার বিষের শরে হইলাঙ অবশ।
সুস্থ নহে অন্তর কথাএ কি বা রস॥
এতেক বলিয়া প্রভু মৌন অবলম্বে।
ফিরিয়া চাহিলা উমা কথার বিলম্বে॥
মন্দ মন্দ হাসিতে বিকশে দন্তচ্ছদ।
প্রভু বলে পাইল এই গঞ্জলের গদ॥
শুন গ পার্ব্বতি এককালে সত্যলোকে।
হোমধেনু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলা কৌতুকে॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি আছে বিদ্যমান।
সভাকারে পিতামহ করিল আহ্বান॥
এই ত গাভীর নাম রাখিল সুরভি।
রত্নগর্ব্ভা ধেনু এই নিত্য দিব হবি॥
ইহার শরীরে সভে করহ নিবাস।
ভক্ষ্য দিল ইহারে বনের যত ঘাস॥
ঞিহার ক্ষীরেতে আমি ভরিব সমুদ্র।
ঞিহা হইতে জন্মিবেন একাদশ রুদ্র॥
এই ধেনু-হৈতে যত জন্মিব বৃষভ।
তাহার চাষেতে হৈব শস্যের উদ্ভব॥

এত যদি প্রজাপতি করিল প্রশংসা।
এক এক লোমে সভে করিলেন বাসা॥
অর্চ্চিলেন তাঁহারে যতেক দেবা দেবী।
মনে সম্মানিত হইল বিধাতার গাভী॥
পশ্চাৎ আইলা লক্ষ্মী ব্রহ্মার আদেশে।
মধুর বচনে রমা গাভীরে সম্ভাষে॥
লোমে লোমে আশ্রাইল দেবতা সকল।
আমার বসতিযোগ্য দেহ তুমি স্থল॥
বাড়িল গাভীর গর্ব্ব ব্রহ্মার আদরে।
কমলারে প্রত্যুত্তর দিলা অহঙ্কারে॥
সকল শরীর মোর ব্যাপিল দেবতা।
অপসর স্থল নাহি নিবসিবে কোথা॥
সময় বহিয়া গেল আসিয়াছ শেষে।
ভাল স্থান কোথা পাব থাক গুপ্তদেশে॥
লক্ষ্মী বলেন না লঙ্ঘিব বিধাতার আজ্ঞা।
আমারে দেখিয়া তুমি করিলে অবজ্ঞা॥
সর্ব্বথা থাকিব আমি তোমার গোময়ে।
পুচ্ছেতে থাকিব এই কহিল নিশ্চয়ে॥
এক বাক্য বলি ইথে না করিহ রোষ।
মুখেরে আইল তোমার গুহ্যের যে দোষ॥
গঙ্গার সমান তোমার গোময় পবিত্র।
রামকৃষ্ণ দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র॥০॥

শিবের বৃষবাহনের কারণ

ধানসী রাগ॥

শুন দুর্গা কথো কালে সেই সুরভির পালে
গোলোক বলিয়া হইল নাম।
ধাইল ধেনুর কাছে বৎসকুল উর্দ্ধপুচ্ছে
বৃষে বৃষে বিষম সংগ্রাম॥
দেখি সুরভির গোষ্ঠী হৃষ্ট হৈলা পরমেষ্ঠী
হাম্বা হাম্বা রব উৎকটে।

সেই বিরিঞ্চির বাসে আমিহ ছিলাঙ ন্যাসে
আল্যা গাভী আমার নিকটে ॥১॥
উমা গ, সুরভি ভুলিলা অহঙ্কারে।
পানাঞা পিয়ায় বাছা বাছুরে উচ্ছিষ্ট গাজা
অঙ্গে আসি লাগে বারে বারে ॥ধ্রু॥
পশুর মত্ততা দেখি পাকল করিয়া আঁখি
কোপদৃষ্টে কৈল নিরীক্ষণে।
জন্মে অগ্নি মহাজ্বাল পুড়িল গোধন পাল
নানা বর্ণ হৈল তত ক্ষণে ॥
ধূসর ধূমল পীত রক্ত পাণ্ডু সিতাসিত
ভস্ম রাশি রাশি স্থানে স্থানে।
গোধন দেখিয়া দগ্ধ মোহে পিতামহ মুগ্ধ
স্তুতি কৈল বেদের বিধানে ॥
তুমি ত অমরগুরু সভাকার কল্পতরু
কৃপা কর ক্ষমা দেও কোপে।
সোমদৃষ্টি দিল গোঠে ছাই হৈতে গাই উঠে
বাছারে পিয়ায় সেইরূপে ॥
প্রজাপতি হৈলা তুষ্ট দেখি বৎস হৃষ্ট পুষ্ট
আমারে করিল সমর্পণ।
এই বৃষ বিষ্ণুতেজা হইব রথের ধ্বজা
যথাকালে করিবে বাহন ॥৩॥
বিরিঞ্চির পরিতোষে সেই দিন হৈতে বৃষে
আরোহণ করি হৈমবতি।
ব্রহ্মা চড়ে হংসপক্ষে বৈকুণ্ঠ চড়েন তার্ক্ষ্যে
বৃষভ সভারে শীঘ্রগতি ॥
শুন গৌরি মহাদেই বাহন বৃত্তান্ত এই
বিদায় করহ পিতৃকুলে।
রামকৃষ্ণ দাস কহে রহিতে উচিত নহে
বিলম্বে কি ফল আর ফলে ॥৪॥৫॥

মেনকার খেদ

ঘোষা ॥

তোমা দেখিলে পরাণ যেন পাই।
দেখা দিতে কত ধন চাই ॥

পয়ার ॥

হর গৌরী এইরূপে শয়নমন্দিরে।
কত ক্ষণে পদ্মাবতী আল্য ধীরে ধীরে ॥
পাদ্য আচমন দিল সুবাসিত বারি।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া রচে পাশাসারি ॥
হস্তীর দন্তের পাটি সকলাদি ছক।
পক্ষ হৈল পার্ব্বতীর উত্তরসাধক ॥
পাশার ক্রীড়ায় তথা রহিলা দম্পতি।
এথা গিরিরাজ গৃহে আইলা সংপ্রতি ॥
মেনা বলে ভাল হৈল আইলে গিরিবর।
তোমার চিন্তায় মোর বিদরে অন্তর ॥
দ্বিতীয় প্রহরে বড় দেখিল আশ্চর্য্য।
সেই হৈতে আমার চিত্তের নাঞি ধৈর্য্য।
আচম্বিতে অন্ধকার হইল দিবসে।
পর্ব্বতে জন্মিল অগ্নি অম্বর পরশে ॥
কত ক্ষণে সেই অগ্নি হইল নির্ব্বাণ।
তোমা দরশনে ইবে স্থির হৈল প্রাণ ॥
শুনিঞা হাসিলা গিরি স্ত্রীর বচনে।
গুপ্ত কথা কহি প্রিয়ে শুন সাবধানে ॥
ধ্যানেতে বসিয়াছিলা দেব মহেশ্বর।
দিব্য দৃষ্টি দেখি দুর্গা কৌতুক অন্তর ॥
বালিকাপ্রকৃতি উমা মহিমা না জানে।
হস্ত দিয়া দুই চক্ষু কৈল আচ্ছাদনে ॥
হইল তৃতীয় চক্ষু জন্মিল দাহন।
দাহন হইল বন রজত কাঞ্চন ॥
প্রাণ অবশেষ মাত্র আছিল আমার।
যোগেতে ছাড়িল আমি পর্ব্বত আকার ॥

শরীর ধরিল যদি নাঞি তাহে সুখী।
সর্ব্বাঙ্গে জন্মিল জ্বালা অন্ধকার দেখি॥
বামদৃষ্টে সোমবৃষ্টি করিল ঈশান।
পূর্ব্বসম হৈল গিরি জুড়াইল প্রাণ॥
শুনিঞা স্বামীর বাক্য বড় পাইল ভয়।
আজি রক্ষা পাইলে কোন্ দিনে কি বা হয়॥
স্বামীর সাক্ষাতে কান্দে মেনকা যুবতি।
কালসর্প সঙ্গে মোর হইল বসতি॥
নিকট শিবেরে তুমি দিলে ঘর বাড়ি।
ঝিয়ের গুণেতে আজি হইতাও রাড়ি॥
সম্বন্ধের কালে মোরে কহিলা নারদ।
শিবের কোপেতে হৈল দক্ষের বিপদ॥
গুরু গৌরবিত হর গৌরব না জানে।
উলঙ্গ হইয়া নাচে শ্মশানে মশানে॥
আপুনি ভিক্ষুক বেশ ভূত প্রেত সঙ্গী।
অন্যের ঐশ্বর্য্য মজে ইবে বড় রঙ্গি॥
নারদ আমারে যত করিলেন গপ্য।
এখনে জানিল নারদের কথা সত্য॥
উগ্র নাম উগ্র মতি উগ্র সাহস।
উগ্র ঈশ্বর কে করিতে পারে বশ॥
তপস্যা করিয়া উমা হৈলা ইচ্ছাবরি।
যে ছিল তাঁহার কর্ম্মে কি করিতে পারি॥
কন্যা পুত্র কারে কে বা লৈয়া যায় স্বর্গ।
শরীর থাকিলে লোক সাধে চতুর্ব্বর্গ॥
সর্ব্বথা ছাড়িল আমি উমার মমতা।
বিদায় মাগিলে ঘরে না থুইয় জামাতা॥
ধন ধান্য দাস দাসী যত পার দিতে।
দুহিতা সাজাইয়া পাঠাবে ত্বরিতে॥
এতেক শুনিঞা গিরি করিলা নিষেধ।
হরিষ বাড়াও চিত্তে না করিহ খেদ॥
হরগৌরী নিরন্তর দেখিবে নিকটে।
ত্রিভুবনে হেন পুণ্য কোন্ জনে ঘটে॥
পাইল অজ্ঞাত অপরাধে এই ক্লেশ।
বিনে দোষে প্রভু কভু নাহি করে দ্বেষ॥
সৃষ্টি নাশ হয় মেনা যার কোপদৃষ্টে।
পুনর্ব্বার সেই সৃষ্টি সৃজে সুধাবৃষ্টে॥
হেন প্রভু প্রতি মেনা না হইয় বিমনা।
শিবে ভক্তি হয় এই করহ কামনা॥
পত্নী প্রবোধিয়া গিরি বৈসে বরাসনে।
গৃহকর্ম্মে আছে রাণী হরষিত মনে॥
হেন কালে পার্ব্বতী আইলা অন্তঃপুরে।
স্বামী সঙ্গে খেলি তাঁর সাধ নাঞি পুরে॥
পাতিল আসিয়া পাশা মাএর সদনে।
বসিলা খেলিতে রম্ভা হাস্যবদনে॥
বিত্তি বিন্দু বলিয়া সঘনে ডাকে রম্ভা।
দশ পেলি দ্বিগুণ করিলা তাহে অম্বা॥
খটখটি হাস্য পাশার ঠকঠকি॥
কঙ্কণের ঝনঝনি শুনি ডাকাডাকি॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
এখনে গাইব মাএ ঝিয়ের কোন্দল॥৬॥

গৌরীকে মেনকার ভৎর্সনা

বিভা হৈল এক মাস না জানিলে গৃহবাস
কোন্ গুণে হইবে গৃহিণী।
স্বামীরে না কাড় রা নাহিক ননদ জা
কেমতে বঞ্চিবে একাকিনী॥
না যাইতে নিজ দেশে হেথা তপস্বীর বেশে
ধরিল তোমার প্রাণপতি।
কিরূপে আনাবে যশ নাঞি জান কোন রস
না বুঝ স্বামীর মতিগতি॥১॥
ঝি এল, তোমারে আমার পরিহার।
হও ভিক্ষুকের রামা গরবে নাহিক সামা
দিনে খেলা খেল কত বার॥ধ্রু॥

কর্ম্ম কর নাহি জানি চর্ম্ম চিরি তপস্বিনী
গলায় রুদ্রাক্ষমালা কাঁঠি।
ভর্ত্তার বর্ত্তন ভিক্ষা তুমি শিখ এই শিক্ষা
কোন্ লাজে হাথে কর পাটি॥
মন্দির মার্জ্জন ঝাঁটি রন্ধন বাঢ়ন পাটি
কিছুই না জান এক আঁকে।
গৃহস্থ চরিত্র নাঞি পড়িলে এমত ঠাঞি
ভালই হইল এক পাকে॥২॥
থাক তথা রাত্রি দিবা না জান স্বামীর সেবা
অরুন্ধতী শিখাল্য তোমারে।
শয়নমন্দিরে গেলে দাণ্ডাইবে পদতলে
না যাইবে স্বামীর শিয়রে॥
বনিতার এই ধর্ম্ম স্বামীর পরিচর্য্যা কর্ম্ম
অঙ্গভা(র) চরণ মার্জ্জন।
আজ্ঞা যদি দেই নাথ তবে দিয়ে শিরে হাত
পরাইতে ভূষণ চন্দন॥৩॥
অধরের মধুপানে অধীন করিয়া জানে
আপন স্বামীবে কোন বমা।
ভ্রমর মধুর গন্ধে করঞ্জ কুসুম বন্দে
ক্ষণেক অন্তরে দেই ক্ষমা॥
ভক্তিভাবে পতি বশ উপজে করুণারস
সকল রসের সেই সার।
দুঁহে হও একচিত্ত তাহার সেবনে প্রীত
নহে বৃথা কর অহঙ্কার॥৪॥
শফরী অলপ জলে তড়ফর করি বুলে
তেন দেখি তোমার চরিত্র।
যাইবে যক্ষের পাড়া বলদ বন্ধক ভাঁড়া
কুবের আছেন মাত্র মিত্র॥
পাশার কলহ লক্ষ্যে আপনার মর্ম্মদুঃখে
কহে রাণী আন ছলে কথা।
উগ্রমতি তব পতি তুমি সে বালিকামতি
না জানি কি ঘটাও বিতথা॥৫॥

পার্ব্বতী ছাড়িল পাশা কহে গদগদ ভাষা
দুঃখ হৈল মায়ের বচনে।
করে আঁখি ছল ছল কমলপত্রের জল
কাঁপে বিম্ব অধর বদনে॥
যদি এথা থাকি কালি তুমি তবে দিহ গালি
আর আমা না করিহ কোলে।
রামকৃষ্ণ দাস রচে নিশি অবশেষ আছে
বিরক্ত না কর আর বোলে॥৬॥৭॥

গৌরীর দুঃখ

গীত॥

না বল না বল মা গ বচন পরুষ।
পৌরুষ নাহিক ইথে উপজে কলুষ॥
স্মরণ না হয় চিত্তে পরের বচন।
গুরুর গরিহাবাক্য নহে পাসরণ॥১॥
তুমি রাজার মহিষী তুমি রাজার মহিষী।
দরিদ্র দেখিয়া তুমি বাস বিষি বিষি॥ধ্রু॥
পঞ্চামৃত ভুঞ্জি কি বা থাকি উপবাসে।
দেখিতে না যাবে তুমি তখন কৈলাসে॥
ভিখারী ভিক্ষায় করে দারার ভরণ।
মাগিতে তোমার মা গ না আসিব ধন॥২॥
বাপার সাধনে প্রভু ছিলা এক মাস।
কুপোষ্য পুষিয়া তোমার হৈল ধন নাশ॥
সঙ্গে মাত্র আছে তাঁর জনা দশ লোক।
এই ব্যয়ে তোমার হইল ধনশোক॥৩॥
প্রভাবে সংহাররূপ প্রভু সর্ব্বভোগী।
সর্ব্বকাল পবন আহারী সিদ্ধ যোগী॥
ঞিহাঁর চিন্তায় তুমি এতেক চিন্তিত।
রামকৃষ্ণ দাস কহে না হয় উচিত॥৪॥৮॥

শয়নগৃহে পার্ব্বতী

ঘোষা ॥

ভাই বল হরি হরি।
অপার সংসার ভাই শিবনামে তরি ॥ধ্রু॥

পয়ার ॥

মায়ে ঝিয়ে এত যদি বাজিল কন্দল।
নিরস্ত করিল আসি পুরস্ত্রী সকল ॥
আয়তি নিয়তি ধাতা বিধাতার নারী।
অনসূয়া অরুন্ধতী কর্দ্দমকুমারী ॥
কুবেরের ভার্য্যা ঋদ্ধি বধূ রম্ভা মেধা।
আইলা মেনার মাতা নাম তাঁর স্বধা ॥
চন্দ্রের রোহিণী আইলা আদিত্যের ছায়া।
ধর্ম্মের রমণী আইলা ক্ষেমা আর দয়া ॥
রমণীর সভা হইল হেমন্তের বাসে।
গৌরী অশ্রুমুখী দেখি মেনকারে দোষে ॥
হর গৌরী ঘরে পূর্ব্ব তপস্যার ভাগ্য।
কদাচিৎ মুখে না আনিহ হেন বাক্য ॥
যেন বর তেন কন্যা নাহি কোন দোষ।
তোমার জামাতা দেখি পাই পরিতোষ ॥
সংসারে জন্মিলে কেহ নাহিক উদার।
নিজ কার্য্যে রত সভে যার যেই ভার ॥
দয়িত সহিত দুর্গা করিবেন ঘর।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শচী পুরন্দর ॥
কালি করিবেন যাত্রা আজি এত দূর।
পার্ব্বতীর তরে কেন বলিলে নিষ্ঠুর ॥
মেনার করুণা হৈল আয়তির বোলে।
ক্রন্দন জুড়িল রাণী উমা করি কোলে ॥
বদন পুঁছিল তাঁর নিচোল অঞ্চলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল কপোলমণ্ডলে ॥
বেশ বনাইতে আজ্ঞা দিল সখীগণে।
গোরোচনা কুঙ্কুম কেশের উদ্বর্ত্তনে ॥
স্নান করাইয়া পরাইল পাটশাড়ী।
মণিময় অলঙ্কার সোনার পাউড়ি ॥
সিন্দুর চন্দন চূয়া শোভে যথাস্থান।
চিত্রের পুতুলী যেন করিল নির্ম্মাণ ॥
দেখিয়া মায়ের হৈল অন্তরে সন্তোষ।
হেনঞি সময়ে তথা হইল প্রদোষ ॥
শয্যাগৃহে আছেন ঠাকুর পঞ্চানন।
পুষ্পদন্ত তুম্বুরু নারদ তপোধন ॥
সেবন করেন যার যেই নিযোজিত।
বীণাএ নারদ মুনি শুনাল সঙ্গীত ॥
তুম্বুরু পড়েন গদ্য পদ্য যত ছন্দ।
পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব যোগায় পুষ্প গন্ধ ॥
আনন্দে আছেন ভৃঙ্গি পাদসম্বাহনে।
দ্বারে কাল করাল আছেন দুই জনে ॥
হেন কালে উর্ব্বশী আইলা বিদ্যমান।
তাঁহারে দেখিয়া সভে করিল প্রয়াণ ॥
প্রণাম করিয়া হরে বলে বিদ্যাধরী।
আজি হইয়াছে গৌরী পরম সুন্দরী ॥
ভেটাইব আনিঞা থাকহ দণ্ড আধ।
আমারে ঈশ্বর তুমি কি দিবে প্রসাদ ॥
এতেক বলিল যদি স্বর্গের বেউশ্যা।
প্রভু বলে নিত্য তুমি হইবে ষোড়শ্যা ॥
এই বর পাইয়া আইলা রাজপুরী।
যথায় আছেন উমা নগেন্দ্রকুমারী ॥
কহিল আসিয়া তাঁরে প্রভুর সম্বাদ।
সত্বরে চলহ কেন কর রসবাদ ॥
আজি মহেশ্বর হইলা পঞ্চবদন।
কোন্ কোন্ মুখে উমা করিবে চুম্বন ॥
আমারে কহ গদ্য দেখিব কৌতুক।
আজি রাত্রে পার্ব্বতী ভেটিবে পঞ্চমুখ ॥

উমা তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হৈল পাত।
আজি কুচাঙ্কুরেতে পড়িব দশ হাত॥
বাহু বক্ষস্থল তাঁর দেখি চারি দিগে।
আলিঙ্গন পাইবে যাইবে যেই ভাগে॥
প্রকৃত কহিতে পাছে চিত্তে কর দুঃখ।
একজনে পাবে পঞ্চ পুরুষের সুখ॥
এই ত সাকূত বাক্য কহিল উর্ব্বশী।
উত্তর না দিল উমা রহিলেন হাসি॥
শীলা সুশীলা জয়া বিজয়া যুবতি।
আওলা বিমলা পদ্মাবতী ইন্দুমতী॥
অষ্ট সহচরী সঙ্গে শিবার প্রয়াণ।
রম্ভা কুবেরের স্বসা গেলা নিজস্থান॥
আয়তি নিয়তি গেলা আপন ভবন।
শয্যাগৃহে গেলা উমা হৈয়া মুদমন॥
লইয়া প্রভুর ত[র] নানা উপায়ন।
সঙ্গেতে চলিলা যত কিন্নরী গায়ন॥
উর্ব্বশী মেনকা মদালসা শশিমুখী।
ঘৃতাচী প্রভৃতি বিদ্যাধরীগণ সখী॥
চলিলা দুর্গার সঙ্গে হরষিত মন।
প্রভুর সাক্ষাতে আসি দিল দরশন॥
আইস আইস বলি হর করিল আদর।
দেখিয়া দুর্গার রূপ মোহিত অন্তর॥
বাম পাশে বসিলা বিমুখী চন্দ্রমুখী।
বিদায় হইলা বিদ্যাধরী যত সখী॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
শুন হর গৌরীর সরস সম্ভাষণ॥৯॥

শিবের গৌরী সম্ভাষণ

গীত॥

তুমি উমা পাষাণদুহিতা।
পরদুঃখে না হও দুঃখিতা॥
নিরিখসি নয়নের আধে।
বধসি অকৃত অপরাধে॥১॥
আগো সুধামুখি, সম্মুখে না কহ কেন কথা
তোমার পুরুষবধেরে নাহি ব্যথা॥ধ্রু॥
কুলিশকঠিন তব উর।
তাহে প্রমাণ পাইল কুচাঙ্কুর॥
তুমি রামা কুটিল প্রকৃতি।
আমি কেশেতে বুঝিল তব মতি॥২॥
অন্তরে আছয়ে অনুরাগ।
ধনি, তেঞি সে অধরে দেখি রাগ॥
বদরীকোমল তব দেহ।
হৃদয়ে নাহিক পতিস্নেহ॥৩॥
সম্ভাষা না কর যদি লাজে।
তবে তপস্যা ভাঙ্গিলে কি বা কাজে॥
রামকৃষ্ণ দাস রস গায়।
তোমারে এমত না জুয়ায়॥৪॥১০॥

কৈলাস যাত্রার অভিপ্রায়

সুহই রাগ॥

পার্ব্বতী বলেন প্রভু হেন নাহি দেখি কভু
বনিতা সম্ভাষ সভা মধ্যে।
ইথে নাঞি বাস লাজ উপরি ত সর্পরাজ
জটায় জাহ্নবী দেখি আছে॥
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন তিন নেত্রে তিন জন
এই ত পাঁচের দিব লেখা।
পাঁচ মুখ দশ পাণি আমি তোমা হেন জানি
পঞ্চ পুরুষ তুমি একা॥১॥
প্রভু হে, সঙ্কোচে শয়নবাসে আসি।
রমণীর যোগ্য নহি তোমারে নিশ্চয় কহি
সেবন করিব হৈয়া দাসী॥ধ্রু॥

বল্লভের অনুরূপ হয় বল্লভার রূপ
নায়ক নায়িকা তারে বলি।
তোমা পঞ্চমুখ দেখি আমি তন্বী একমুখী
তোমায় আমায় কি বা কেলি॥
অম্বিকা শিবের সঙ্গে এই ত প্রসঙ্গে রঙ্গে
বিভাবরী করিল প্রভাত।
বিরল তারক নভে কলিঙ্গ ভৃঙ্গের রবে
বাহিরে আইলা বিশ্বনাথ॥ ২॥
কহেন গৌরীর প্রতি শুন প্রিয়ে হৈমবতি
অম্বিকার ক্রীড়া এত দূরে।
হইল আরক্ত সন্ধ্যা রজনী করিলে বন্ধ্যা
বিজয় করহ অন্তঃপুরে॥
রজনীরে প্রণিপাত সত্বরে বন্দিয়া তাত
যাত্রা কর কৈলাসশিখরে।
চলহ আপন পুর সন্দেহ করিব দূর
তত্ত্বকথা কহিব তোমারে॥ ৩॥
পাইয়া বোলের সার সত্য করি তিন বার
গেলা গৌরী মাএর নিকটে।
পুষ্পদন্ত আর ভৃঙ্গি কাল করাল সঙ্গী
প্রভু আইলা বিষ্ণুপদীতটে॥
হেন কালে দেবঋষি প্রণাম করিল আসি
আদেশ করিলা ত্রিলোচন।
গিরিবরে বিজ্ঞাপন কর গিয়া তপোধন
রামকৃষ্ণ দাস সুরচন॥৪॥১১॥

মাতাপিতার বেদনা

পয়ার॥

প্রভু বলে শীঘ্রগতি চল দেবঋষি।
বিদায় করিয়া আস্ত গিরিরে সম্ভাষি॥
চলিলা নারদ মুনি আনন্দে মজিয়া।
উমাধব মাধব কেশব শিব গাইয়া॥
আসিয়া কহেন ঋষি হাসিয়া হাসিয়া।
কি বা কর গিরিরাজ দম্পত্যে বসিয়া॥
প্রস্থান করিয়া হর গেলা গঙ্গাতীরে।
স্নান সন্ধ্যা ক্রিয়া সাঙ্গ করিলেন নীরে॥
জানাইল তোমা দুঁহা প্রতি পুটাঞ্জলি।
কন্যা সাজাইয়া দেহ কৈলাসেরে চলি॥
শুনিঞা মুনির বাক্য কহে হিমালয়।
গৌরীর বিচ্ছেদে মুনি বিদরে হৃদয়॥
মেনা বলে নারদ কহিলে তুমি কি।
কিরূপে বঞ্চিব আমি পাঠাইয়া ঝি॥
গৌরী না দেখিলে মোর না রহে জীবন।
আর না শুনিব কাণে গৌরীর বচন॥
শয়ন করিব আমি কারে করি কোলে।
গরল ভক্ষিমু নহে প্রবেশিব জলে॥
কান্দেন গৌরীর মাতা করিয়া বিলাপ।
বিহ্বল হইয়া গিরি ডাকে বাপ বাপ॥
দেখিয়া নারদ ঋষি বুঝাইল হিত।
মায়া ত্যাগ করি কর শঙ্করের প্রীত॥
উমার বিলম্বে প্রভু রহিলেন পথে।
ব্যাজ না করিহ কন্যা তুল লৈয়া রথে॥

হরগৌরীর কৈলাসযাত্রা

তবে ত মেনকা রাণী মুনি উপদেশে।
গৌরীর লাবণ্য বেশ রচিল বিশেষে॥
সঙ্গতি চলিলা তাঁর যত সহচরী।
সমর্পিলা উমা সভাকার হাত ধরি॥
মেনকা প্রণতি করে নারদের আগে।
পার্ব্বতীর ভাল মন্দ তোমার সে লাগে॥
এতেক বলিয়া রথে চড়াইল সুতা।
বয়সে বালিকারূপ লাবণ্য অদ্ভুতা॥
পার্ব্বতী প্রণাম কৈল যত গুরুজনে।
মায়েরে করিল শান্ত প্রবোধবচনে॥

কন্যা উপজিল মা গ যায় পরঘরে।
হেন বুঝি তুমি আছ জনকমন্দিরে॥
মেনকার আনন্দ উমার পরিহাসে।
কুটুম্বিনীগণে অম্বা সম্ভাষে হরিষে॥
রাণীরে ধরিয়া রাখে যত নারীগণে।
নিবর্ত্তিয়া গেল রাণী আপন ভবনে॥
গঙ্গাতীর অবধি করিয়া অনুব্রজ্যা।
অমাত্য সহিত চলে পর্ব্বতের রাজা॥
বিবাহসময় যত করিছিলা দান।
তাহা শতগুণ করি দিলা বিদ্যমান॥
ব্রহ্মার সমান পূজা করিল নারদে।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল তাঁর পদে॥
ভৃঙ্গি পুষ্পদন্ত আদি যত অনুচর।
সভাকারে সমভাব কৈল গিরিবর॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য চন্দন বাহন।
প্রত্যক্ষে সভারে দিল হৈয়া মুদমন॥
করপুটে দাণ্ডাইলা প্রভুর গোচরে।
হরিষে গদ্‌গদ চিত্ত বাক্য নাহি ফুরে॥
বিরহ বিষাদে তাঁর হয় অশ্রুপাত।
এককালে দুই হৈল হরিষে বিষাদ॥
দেখিয়া বড়ই দয়া কৈল বিশ্বনাথ।
বলিতে লাগিলা তাঁর ধরি দুই হাথ॥
তুমি গুরুজন মান্য মোর প্রিয়তম।
সংসারেতে স্নেহপাত্র কে বা তব সম॥
চিত্তে না করিহ গিরি বিচ্ছেদের ভয়।
কল্পে কল্পে নিবসিব তোমার আশ্রয়॥
পুটাঞ্জলি করিয়া করিলা আলিঙ্গন।
কৈলাসেরে সদাশিব করিলা গমন॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল নব গ্রহ সঙ্গে।
আগু বাড়াইয়া আইলা হিমালয়শৃঙ্গে॥
ব্যালিশ বাদিত্র বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী।
গন্ধর্ব্ব সকল গায় নাচে বিদ্যাধরী॥

মহামহোৎসব হইল হরের বিজয়।
কৈলাসে প্রবেশ হইল প্রভু মৃত্যুঞ্জয়॥
দূরে হৈতে দেখি গৌরীশঙ্করের রথ।
উর্দ্ধমুখ করি ধায় যতেক প্রমথ॥
নন্দি মহাকাল অসিতাঙ্গ পাণ্ডুনাথে।
ভীষণ ভৈরব আইল ভূতসংঘ সাথে॥
আসে পাশে বেষ্টিত তেত্রিশ কোটি দেবা।
সম্মুখে প্রমথগণ করে উগ্র সেবা॥
চামর ঢুলায় কেশে পাকাইয়া দৃষ্ট।
পাছে হৈয়া যায় কেহ নাহি দেই পৃষ্ঠ॥
প্রমথের সেবাএ কৌতুকী কৃত্তিবাস।
দেখিয়া বীভৎসগণ অম্বিকার হাস॥
বাম পাশে প্রভুর আছেন হৈমবতী।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে ভাবি শিবশক্তি॥

শিবদুর্গার অভ্যর্থনা

শুনিঞা সঙ্কেত শিঙ্গা সপ্ত মূর্ত্তি ধরি গঙ্গা
আইল ঋষিপত্নীর সহিতে।
আইলা অলকা ছাড়ি যতেক যক্ষের নারী
গৌরীরে বসত বসাইতে॥
কুবেরের জায়া ঋদ্ধি করে দূর্ব্বাক্ষত দধি
দাণ্ডাইল বাহির দুয়ারে।
আরোপিল যুগে যুগ সফল কদলী পূগ
বনমালা তথি শোভা করে॥১॥
হরষিত যতেক অবলা।
করিবারে নির্ম্মঞ্ছন আনিল অনেক ধন
সাজাইল মঙ্গলের ডালা॥
দুই পাশে হেমঘট অশ্বথ পর্ক্কটি বট
আম্র উড়ুম্বরের পল্লবে।
পঞ্চ শস্তে রাখি তূর্ণ পঞ্চামৃতে রাখি পূর্ণ
চর্চিত করিল দধি যবে॥

আলিপনা দিয়া রম্ভা করিল মন্দির শোভা
নাম্বে মণি মুকুতার ঝারা।
উপরেতে চন্দ্রাতপ পর্য্যঙ্কে রচিত তল্প
ভদ্রাসনে সাজিল দুয়ারা ॥২॥
মরীচির জায়া কলা জ্বালিলেন দীপমালা
দ্বারদেশ প্রাচীর প্রাঙ্গণে।
সৌরভে গগন ব্যাপে অগোর গুগ্‌গুল ধূপে
পাজলা জ্বালিল স্থানে স্থানে ॥
তাল উপমিত উভে কনক দণ্ডেতে শোভে
বৈজয়ন্তী কলস চামর।
কৈলাস রজত গিরি কনক নির্ম্মিত পুরী
দ্বাদশ যোজন পরিসর ॥৩॥
দিয়া চন্দনের ছড়া পাতিল নেতের গেড়া
সিংহদ্বার হৈতে শ্রীঘরে।
ভুবনমোহন বেশে গোধূলি সময় দেশে
প্রবেশ হইলা কন্যা বরে ॥
অম্বরে অমরকুল বরিষে মন্দার ফুল
ত্রিজগতে জয় জয়কার।
নারীগণ কুতুহলী দেই ঘন হুলাহুলী
রামকৃষ্ণ দাস কহে সার ॥৪॥

দেবগণের আনন্দ

পয়ার ॥

সপ্ত মূর্ত্তি হৈয়া গঙ্গা ধরিল দুয়ার।
ঋদ্ধি রম্ভা মেধা হৈল সঙ্গতি তাঁহার ॥
সিংহদ্বারে আসিয়া প্রভুর রথ লাগে।
দ্বার ছাড়ি রামাগণ দাণ্ডাইল আগে ॥
দান মানে সভাকার করি পরিতোষ।
তারাবতী বলে হৈল সময় প্রদোষ ॥
রথে হৈতে উঠিয়া পাদুকা দেও পায়ে।
গৃহপ্রবেশের শুভ ক্ষণ বহিয়া যায়ে ॥
গুরুপত্নী তারার বচন সভে রাখে।
পূর্ণ কলস দিলা পার্ব্বতীর কাঁখে ॥
আগে আগে যান গঙ্গা দিয়া জলধারা।
পার্ব্বতীর করে ধরি লৈয়া যায় তারা ॥
কন্যা বর ভদ্রাসনে বসাইল একত্র।
শিরেতে ফিরায় লৈয়া রত্ন মণি ছত্র ॥
মাঙ্গল্য প্রশস্তপাত্র সম্মুখে থুইয়া।
নির্ম্মঞ্ছনা দুঁহারে করিল অনসূয়া ॥
রত্নমণ্ডপে বার দিলা হরগৌরী।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আইল পুলোমকুমারী ॥
সংপুটে প্রণাম করি দিলা পুষ্পাঞ্জলি।
মধুপূর্ণ পাত্র দিল হৈয়া কুতুহলী ॥
শিবের উৎসবে নাচে আনন্দে নারদ।
হাহা হুহু পুষ্পদন্ত নাচে চিত্ররথ ॥
নাচেন শিবের সখা হইয়া কৌতুকী।
স্ত্রীগণ হাসেন কুবেরের নাট দেখি ॥
তুন্দিল যক্ষের রাজা স্থূলস্থূল পেট।
দুই হস্ত তুলি নাচে মাথা করি হেঠ ॥
আনন্দে নাচেন ইন্দ্র দিয়া ঘুরপাক।
অবিলম্বে ফেরে যেন কুমারের চাক ॥
ঝলমল করে তাঁর সহস্র লোচন।
মেঘাগমে শিখী যেন ধরিল পেখম ॥
হরিষে নাচেন যম স্থূল একপাদ।
দূরে হৈতে শুনি তাঁর গোড়তালি শব্দ ॥
অঙ্গভঙ্গ করি তথা নাচেন বরুণ।
দেবতার নৃত্যে প্রভু হৈলা সকরুণ ॥
পূর্ণকাম হও সভে কৈল আশীর্ব্বাদ।
প্রণাম করিল সভে পাইয়া প্রসাদ ॥
নিজ স্থানে গেলা যদি দেবা দেবীগণ।
কৈলাসে রহিলা হর গৌরী দুই জন ॥
পারিষদগণ গেলা নিজ নিজ স্থলে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কথা কহেন বিরলে ॥

বিষ্ণুনামমাহাত্ম্য

পার্ব্বতী বলেন প্রভু কহ মোরে জ্ঞান।
পূর্ব্বে সত্য করিয়াছ দেহ এই দান॥
দেবের দেবতা তুমি ত্রিজগতে রাজা।
কহ তুমি কর কোন্ দেবতার পূজা॥
আদি অন্ত নাঞি তুমি পুরুষ স্বতন্ত্র।
পরতন্ত্র নহ তুমি জপ কোন্ মন্ত্র॥
ঈশ্বর কহেন শিবা কহি তত্ত্বকথা।
আমার আরাধ্য নারায়ণ শুদ্ধসত্তা॥
আপনার মূর্ত্ত্যন্তর আপুনি যে পূজি।
পরস্পর একভাব নাহি সজি নিজি॥
মৃত্যুঞ্জয়পদ পাইল নারায়ণ ভজি।
সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি সৃজি॥
আমার শরীরে নারায়ণের নিবাস।
আমা হৈতে নানা মূর্ত্তি পাইল প্রকাশ॥
বিষ্ণু লীলাবিগ্রহ ধরে নানা তনু।
আত্মারূপ আমি তাঁর প্রলয়েতে স্থাণু॥
ব্রহ্ম সনাতন তিঁহো স্পৃহা নাহি ভোগে।
শরীর ধরেন বশ হৈয়া ভক্তিযোগে॥
ভক্তি অনুরূপ তাঁর করি পূর্ণকাম।
এই দেহে বিশ্রাম করেন পরিণাম॥
বহু কল্প তপস্যা করিলা পদ্মালয়া।
তবে সে লক্ষ্মীর প্রতি করিলেন দয়া॥
লক্ষ্মীর বিলাস হেতু বৈকুণ্ঠধাম।
কল্পে কল্পে জপি তার গুণ কর্ম্ম নাম॥
বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু নামের ব্যুৎপত্তি।
কর্ম্ম হইতে হয় তাঁর নামের উৎপত্তি॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা পুরাণবচন।
যুগে যুগে তেঞি তাঁর নাম নারায়ণ॥
যেই নাম হৈতে মুক্ত হৈলা অজামিল।
বিষ্ণুনাম জপি সিদ্ধ হইলা কপিল॥
জন নামে অসুরের করিলা মর্দ্দন।
তেকারণে আর নাম হৈলা জনার্দ্দন॥
প্রহ্লাদ যে নাম জপ করিয়া হরিষে।
কৃত্যায় পাইল রক্ষা কালকূট বিষে॥
দেবের আবাস তেঞি বাসুদেব নাম।
সহস্র নামের তুল্য এক রামনাম॥
বাসুদেব জপি ধ্রুব পাইল দিব্য স্থান।
রামনামে হৈল বাল্মীকির পরিত্রাণ॥
স্মরণে হরেন পাপ তেঞি নাম হরি।
জপিলে পুণ্ডরীকাক্ষ ভবভয় তরি॥
গ্রহণে কাশীতে করে কোটি ধেনু দান।
তথাপিও নহে এক নামের সমান॥
গোবিন্দ গোবিন্দ শব্দ যেই জন রটে।
না যায় যমের দূত তাহার নিকটে॥
মুকুন্দ স্মরণে পাপ নাহি রহে ঘটে।
বামন স্মরণে লোক নিস্তরে সঙ্কটে॥
নরসিংহ স্মরণে না রহে কোন ভয়।
মাধব নামেতে লোক করে সর্ব্বজয়॥
কায় মন বাক্যে কিবা স্মরয়ে কপটে।
কৃষ্ণনামে দৈত্য দানবের বল টুটে॥
প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম যে করে স্মরণ।
সকল পাতকে মুক্ত হয় সেই জন॥
এই নাম সত্য সত্য ইথে নাহি আন।
নাম জপ কৈলে তুষ্ট প্রভু ভগবান॥
কহন না হয় গৌরি নামের মহিমা।
কোটি কল্পে দিতে নাঞি পারি তার সীমা॥
মুকুন্দ মাধব মধুসূদন মুরারি।
চারি মুখে ব্রহ্মা জপ করে নাম চারি॥
আমি পঞ্চ মুখে তাঁর লই পঞ্চ নাম।
দিবা রাত্রি নাঞি উমা জিহ্বার বিরাম॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে শিব শব্দ সত্য।
বিষ্ণুর মহত্ত্ব উমা কহিতে অকথ্য॥

বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম

শ্রীরাগ ॥

শুন দুর্গা কহি তত্ত্ব সেই হরি শুদ্ধ সত্ত্ব
কি কহিব তাঁহার মহিমা।
যদি কহি পঞ্চ মুখে প্রতি কল্পে যুগে যুগে
তবে নাহি দিতে পারি সীমা॥
মহাপ্রলয়ের কালে শয়ন করেন জলে
মহানারায়ণ অভিধান।
কেশবের নাভিপদ্ম বিধাতার জন্মসদ্ম
কল্পে কল্পে এই অনুষ্ঠান ॥১॥
উমা গ, সংসারের সার বিষ্ণুনামসেবা।
আমি অবতরি শেষে ব্রহ্মার ললাটদেশে
বিষ্ণু অংশে উপজে ত্রিদেবা ॥ধ্রু॥
আমি আছি [কায়] কায় কল্প দেখি ক্ষণপ্রায়
তিঁহো সে নিগুর্ণ নিরাকার।
মূর্ত্তি নহে চিরস্থাই কীর্ত্তি তাঁর আমি গাই
যুগে যুগে নানা অবতার॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ মহাক্রোড় একশৃঙ্গ
পৃথু ধন্বন্তরি তিন রাম।
বৌদ্ধ বামন কল্কী যত মূর্ত্তি তাঁর দেখি
সর্ব্বকাল সত্য তাঁর নাম ॥২॥
নরনারায়ণ যজ্ঞ মুনি দত্তাত্রেয়সংজ্ঞ
নারদ কপিল বেদব্যাস।
মার্কণ্ড তাঁহার তনু আর স্বায়ম্ভুব মনু
বহুরূপ প্রভু শ্রীনিবাস॥
দেবতার পতি জিষ্ণু আদিত্যগণেতে বিষ্ণু
নাগমধ্যে তিঁহো সে অনন্ত।
স্ত্রীলিঙ্গে মোহিনী নাম বেদের মধ্যেতে সাম
রূপের নাহিক তাঁর অন্ত ॥৩॥
চিত্তে তাহে ধরি ধ্যান গাই তাঁর গুণগান
পাদোদক ধরিলাঙ কেশে।
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজি সেই ভগবান্ ভজি
কালে কালে আছি এই বেশে॥
নানা অবতার ধরি আমারে ভজেন হরি
বিলাসে থাকেন সুখে ভোগে।
রামকৃষ্ণ দাস গায় এই বিশ্ব নাশ যায়
আমি যদি নাহি থাকি যোগে ॥৪॥

শিবের প্রেত-সাহচর্য্যের কারণ

পয়ার ॥

এই ত কথায় গৌরি না বুঝিহ ভ্রম।
আমি তাঁর পূজ্য তিঁহো আমার পরম॥
এতেক শুনিঞা চিত্তে হইল প্রত্যয়।
হরি হর একতনু ভিন্ন কভু নয়॥
তবে ত জিজ্ঞাসা তাঁরে করিলা পার্ব্বতী।
স্বর্গ থাকিতে কেন শ্মশানেতে স্থিতি॥
অস্থি চর্ম্ম কেশ ভস্মে পরিপূর্ণ চিতা।
আতায়ি বায়স শিবা ডাকে চতুর্ভিতা॥
কেমনে নিবাস তাহে কর পুতিগন্ধে।
সুমেরুশিখরে কেন না থাক আনন্দে॥
প্রভু বলেন এই কথা তোমারে অবেদ্য।
পৃথিবীর মধ্যেতে শ্মশান বড় মেধ্য॥
পঞ্চ ভূত যেই স্থলে পায় ত পঞ্চত্ব।
কি কহিব উমা সেই স্থানের মহত্ত্ব॥
শ্মশান বলিয়া না করিহ হতশ্রদ্ধা।
শ্মশানে করেন জপ বড় বড় সিদ্ধা॥
সাধক হইয়া যেই শ্মশান জাগায়।
অল্প পরিশ্রমে মনোভীষ্ট ফল পায়॥
শ্মশানের জপে লোক সাধে চতুর্বর্গ।
পিতৃবন তুল্য দুর্গা নহে কোন স্বর্গ॥
অমেধ্য সকল ধরা চিতা সর্ব্ব ঠাঞি।
অদগ্ধ মৃত্তিকা আমি কোথাহ না পাই॥

পৃথিবীতে জন্মে যত স্থাবর জঙ্গম।
সকল মৃত্তিকা হয় বিধির নিয়ম॥
শবের শরীরে অগ্নি লাগে যেই কালে।
তাহার যতেক পাপ প্রবেশে পাতালে॥
শরীরের তিন গতি ভস্ম বিষ্ঠা কৃমি।
তনু ভস্ম হৈলে জীব হয় স্বর্গগামী॥
সিদ্ধপীঠ পিতৃবন শুন হৈমবতি।
এই হেতু শ্মশানেতে আমার বসতি॥
যুদ্ধের কৌতুক দেখি যুঝে দুই বল।
সাহসী জনের আমি হই অনুবল॥
বেতাল ভৈরব ভূত যতেক প্রমথে।
মুণ্ডে মুণ্ডে গেঁড়ু খেলে দেখি বসি রথে॥
শ্মশানে মশানে উমা আমার নিবাস।
প্রভুর বচনে হৈল পার্ব্বতীর হাস॥
শ্মশান মশান প্রভু তোমার পবিত্র।
যত কিছু শুনি সব অদ্ভুত চরিত্র॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আছে অপ্সরী কিন্নর।
তবে কেন সঙ্গে ভূত পিশাচ কিন্নর॥
শুনিঞা গৌরীরে প্রত্যুত্তর দিলা হাসি।
কথার ছলায় তুমি পোহাইবে নিশি॥
এককালে ব্রহ্মা ব্রহ্মবালুকার তটে।
আবির্ভাব পাইল তাঁহার ললাটে॥
আমারে আদেশ বিধি কৈল পুত্রভাবে।
সৃষ্টি সৃজ মহাদেব শ্রুতি অনুভাবে॥
আমা না চিহ্নিল ব্রহ্মা নিজ অহঙ্কারে।
শুনিঞা জন্মিল ক্রোধ আমার অন্তরে॥
আমার নিঃশ্বাসে জন্ম অসুর ভৈরব।
ভূত প্রেত রাক্ষস অদ্ভুত অবয়ব॥
এক এক কন্ধে কার দশ বিশ মুণ্ড।
কারো কারো সিংহ ব্যাঘ্র কপি সম তুণ্ড॥
লোলজিহ্বা বিরূপাক্ষ বিকটদশন।
চর্ম্ম চিরি দিগম্বর আকৃতি ভীষণ॥

ব্রহ্মারে দেখিয়া চাহে করিবারে গ্রাস।
রৌদ্র গণ দেখিয়া ব্রহ্মার হৈল ত্রাস॥
বিরম বিরম রুদ্র সৃষ্ট নাহি কার্য্য।
এই গণ লইয়া তুমি কর নিজ রাজ্য॥
সেই দিন হৈতে ভূত প্রেত অনুচর।
অসুর রাক্ষস যত কেহ নহে পর॥
সকল আমার সৃষ্ট উত্তম অধম।
ভক্তিভাবে সব আমি দেখি এক সম॥
দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
সিদ্ধ সাধ্য পিশাচ গুহ্যক বিদ্যাধর॥
গন্ধর্ব্ব খেচর ভূত দেবের গণনা।
পশু পক্ষী মনুষ্যের পুরুষ অঙ্গনা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
সপ্ত পাতাল নাগলোকের বসতি॥
জলে যাদোগণ যে বা জ্ঞানবন্ত জীব।
পূজা ভক্তি নাঞি জানে ডাকে শিব শিব।
তাহার নিকটে আমি যাই তিন ডাকে।
আচম্বিতে রক্ষা তার হয় দুর্ব্বিপাকে॥
মহাদেব মহাদেব যেই করে স্মৃতি।
অন্তরীক্ষ যাই আমি তাহার সংহতি॥
সর্ব্বকাল বিষ্ণু দেবগণের সপক্ষ।
অমরত্ব পাইল সভে সোমরস ভক্ষ॥
তেকারণে দেবতার হয় অহঙ্কার।
নিষ্কণ্টক হৈলে সভে করে অবিচার॥
এই হেতু সৃষ্টি কৈল দেবের সপত্ন।
ভক্ত জনে রক্ষা করি হইয়া সযত্ন॥
কহিল তোমারে আমি আপন বৃত্তান্ত।
আমা প্রতি আজি সাজিয়াছে রতিকান্ত।
অন্য কথা দূর কর শুন হৈমবতি।
শত্রুহস্তে রক্ষা কর কহিল সংপ্রাত॥
রামকৃষ্ণ বিরচিত গীত শিবায়ন।
ভক্ত জনে রক্ষা কর প্রভু পঞ্চানন॥

গীত ॥

শুন প্রভু প্রাণেশ্বর জিজ্ঞাসিতে করি ডর
করে কেন সতত পিনাক।
দৃঢ় শব্দ রসে রঞ্জা সবেতে সংযুত সিঞ্জা (?)
বেঁধ দাহিকারে কর তাক (?) ॥
মৃগয়া না যাও বনে শত্রু নাহি ত্রিভুবনে
তিল এক নাহি কর ত্যাগ।
বেহার বিলাস কালে রাখ লৈয়া বাহুমূলে
কি লাগি এতেক অনুরাগ ॥১॥
অভয়ারে উত্তর করিলা এই ভব।
করি আমি ধর্ম্ম রক্ষা দুষ্টের দমন দীক্ষা
তেকারণে ধরি অজগর ॥ ধ্রু ॥
যুদ্ধ করি যথা তথা আমি বধ করি এথা
মরে যত দৈত্য দানব।
যাহা প্রতি শোষি বাণ না রহে তাহার প্রাণ
এই ধনু কাল অবয়ব ॥
মৃত্যু মূর্ত্তিমান্ শরে জীবের জীবন হরে
আয়ুঃ শেষ কর্ম্ম অনুসারে।
উপলক্ষ্য ধর্ম্মরাজ এই মাত্র তার কাজ
সুখ দুঃখ ভুঞ্জায় প্রকারে ॥২॥
অন্তরীক্ষে দেখি উর্দ্ধে জ্যোতিষচক্রের মধ্যে
কৈল ব্রহ্মা দুহিতাগমন।
ধরি মৃগব্যাধ তনু করেতে সশর ধনু
আমি করি ব্রহ্মার দমন ॥
এইরূপ মৃগী মৃগে আছে দুর্গা যুগে যুগে
সহযোগ না হয় বিচ্ছেদ।
নাহি পায় অবসর ব্রহ্মারে মারিতে শর
নিধুবনে বধিতে নিষেধ ॥
না করি ব্রহ্মার দ্রোহ খণ্ডাই অজ্ঞান মোহ
তেঞি রক্ষা পায় ব্রহ্মচর্য্য।
চাহিয়া প্রভুর আস্য পার্ব্বতীর হৈল হাস্য
কহ শুনি এ বড় আশ্চর্য্য ॥
গৌরী শঙ্করের পায়ে রামকৃষ্ণ দাস গায়ে
পণ্ডিত ক্ষেমিবে কাব্যদোষ।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিঞা পাইবে পরিতোষ ॥৪॥

শিবের পিনাক ও সর্প ধারণের কারণ

ঘোষা ॥

মোরে দয়া করহ দয়াল দিগম্বর।
শরণ লইতে তারে নাহি কর পর ॥

পয়ার ॥

হাস্যমুখে পার্ব্বতী করেন নিবেদন।
বিচলিত হৈল কেন বিধাতার মন ॥
বেদবক্তা প্রজাপতি জগতের পিতা।
গমন করিল কেন আপন দুহিতা ॥
পূর্ব্বকথা প্রভৃতিরে করিলা প্রকাশ।
ব্রহ্মা এককালে আরম্ভিল তত্ত্বন্যাস ॥
ধ্যান করি মনে এই করেন অভীষ্ট।
চক্ষু মেলি চাহিতে দেখেন সেই সৃষ্ট ॥
জন্মাল্য মানসপুত্র নয় প্রজাপতি।
অহঙ্কার চিত্তে হৈল আমি বড় যতি ॥
ভগ লিঙ্গ সংযোগে যে জন্মে জরায়ুজে।
তাহা সৃষ্ট করি আমি আপনার তেজে ॥
অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিলাঙ শিবে।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেখিলাঙ বাসুদেবে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসুদেব এই ত ত্রিদেবা।
ইথি মধ্যে দুঁহার আছেন স্ত্রীসেবা ॥
সংসারবৃক্ষের বীজ আমার ব্রহ্মণ্য।
জিতেন্দ্রিয় আমার সদৃশ নহে অন্য ॥
দিগম্বর পীতাম্বরের অঙ্গসঙ্গী বামা।
কাহা হৈতে রক্ষা কেহ নাহি চিনে আমা ॥

এতেক ভাবিতে চিত্তে হইল বাসনা।
জন্মাইব এক কন্যা চারুচন্দ্রাননা॥
মনেতে ভাবিতে কন্যা জন্মিল মানসী।
উপমা দিবারে নাঞি পরম রূপসী॥
ক্ষণেক বিলম্বে বালা হইল যুবতি।
দেখিয়া চঞ্চল হৈল বিধাতার মতি॥
সেই ব্রহ্মলোকে আমি যোগেতে নিবসি।
ঊর্দ্ধবাহু একপদে আছে সপ্ত ঋষি॥
ইঙ্গিতে বুঝিল কন্যা জনক কামুক।
সাধ্বসেতে চাহে আমা সভাকার মুখ॥
পদ্মাসন ছাড়ি ব্রহ্মা প্রসারিল পাণি।
না গণিল অপযশ না গণিল গ্লানি॥
নির্লজ্জ দেখিয়া বাপে সেই ত তরুণী।
ছাড়িয়া কামিনীরূপ হইল হরিণী॥
কাতরলোচনে চাহে ভয়ে লাজে দ্রুত।
মৃগরূপ ধরি ব্রহ্মা হৈল উপনীত॥
ক্রোধেতে আমার তথা হৈল মূর্ত্ত্যন্তর।
মৃগব্যাধরূপে আমি লৈল ধনু শর॥
শৃঙ্গারের কালে জীবে না করি প্রহার।
তেঞি রক্ষা পায় ব্রহ্মা না কৈল সংহার॥
দেখ বিদ্যমানে এই আছয়ে আকাশে।
মৃগশিরা নাম নক্ষত্র শিরোদেশে॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এই ধরিল পিনাক।
এথা হৈতে দেখি সপ্ত গর্ত্ত সপ্ত নাক॥
শুনিঞা এ সব কথা গৌরী চন্দ্রমুখী।
কহিতে লাগিলা কিছু হইয়া কৌতুকী॥
যেহেতু তোমার পঞ্চ মুখ তিন অক্ষ।
যে নিমিত্তে ভৃত্য হৈল ভূত প্রেত যক্ষ॥
শুনিলাঙ যে কারণে চড় তুমি উক্ষে।
পিনাকের কথা এই দেখিল প্রত্যক্ষে॥
তোমার দেহেতে দেখি ভূষণ ভুজঙ্গ।
ইচ্ছা কর কেমতে কামিনীপরিষঙ্গ॥

হীনযোনি কি হেতু হইল এই অঙ্গ।
শুনিব তোমার মুখে এই ত প্রসঙ্গ॥
পীযূষের কণা হেন ভবানীর বাণী।
শুনিঞা সন্তোষচিত্ত মুগ্ধ শূলপাণি॥
কহিতে লাগিলা হর ভূষণ বৃত্তান্ত।
বাসুকি আমার সঙ্গে থাকেন নিতান্ত॥
অঙ্গদ বলয়া আর কর্ণের কুণ্ডল।
হীনযোনি নহে সর্প ব্রহ্মার কুন্তল॥
এককালে কল্পমুখে সুমেরুশিখরে।
সৃষ্টের উদ্ভব হেতু ব্রহ্মা তপ করে॥
স্থাবর জঙ্গম নাঞি জলে একার্ণব।
প্রথমে জন্মিল যক্ষ রাক্ষস ভৈরব॥
স্নান করি পরমেষ্ঠী বান্ধিলেন শিখা।
হেন কালে ভয়ঙ্করগণ সঙ্গে দেখা॥
উপড়িল কেশ তার পেলিলেন জলে।
জীবন্যাস পাইয়া তারা তরঙ্গেতে চলে॥
অপসর্পে ঠাঞি ঠাঞি হৈল সর্প নাম।
নানাবর্ণ হৈল রক্ত পীত শ্বেত শ্যাম॥
সেই কালে আমি আছিলাঙ ব্রহ্মলোকে।
আভরণ করি সর্পে পরিল কৌতুকে॥
কর্ণেতে কুণ্ডল পরি জন্মিল আনন্দ।
কেয়ূর বলয়া আর কৈল কটিবন্ধ॥
হারা চুরি নাঞি যায় এই অলঙ্কার।
পবন ভোজন করে না লাগে আহার॥
পুরাতন নাঞি হয় কভু নাহি ভাঙ্গে।
বন্ধক না রাখে কেহ যাচক না মাগে॥
অপূর্ব্ব ভূষণ দুর্গা পরি আমি অঙ্গে।
তোমারে আগমকথা কহিল প্রসঙ্গে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
পুনর্ব্বার ভবানী করেন নিবেদন॥

প্রলয়ের কারণ

গীত ॥

শুন কহি কান্ত সকল সিদ্ধান্ত
কথায়ে কল্পিলে তুমি।
কহ মহাশয় কিরূপে প্রলয়
হয় তাহা শুনি আমি ॥
কে এই সংসার সৃজে বারে বার
সংহার করয়ে কে বা।
যত চরাচর কে ইথে অমর
থাকে কোন্ কোন্ দেবা ॥১॥
শঙ্কর শুনিঞা গৌরীর কথা।
কহেন ঈশান জানিঞা না জান
রজনী বহাও বৃথা ॥ধ্রু॥
যতেক সন্দেহ নাহি জানে কেহ
এককালে কর পৃচ্ছা।
কহি পঞ্চ মুখে তুমি শুন সুখে
যতেক তোমার ইচ্ছা ॥
বলেন ভবানী সুধা সম বাণী
প্রভু কর অবধান।
বক্তা পঞ্চাননে এ দুই শ্রবণে
কেমতে করিব পান ॥ ২ ॥
নাথ, না জানি তোমার ভক্তি।
কর কৃপালেশ ধরি তব বেশ
দেহ মোরে হেন শক্তি ॥ ধ্রু ॥
ভজি তব পদ না চাহি সম্পদ
জ্ঞান দেহ অবিলম্বে।
চন্দনের দ্রুম করে আত্মসম
দেখ অনুগত নিম্বে ॥
শঙ্কর হাসিয়া সম্বোধিয়া প্রিয়া
বসাইল উরুদেশে।
করহ আশ্লেষ হর স্মরক্লেশ
জ্ঞান শিখাইব শেষে ॥ ৩ ॥
গৌরি, ইহাতে না করি দুন।
যে কাণ কাটিআ মন্ত্র ভাণ্ডাইআ
তাহাকে না করে গুণ ॥ ধ্রু ॥
আর এক কালে সমুদ্রের জলে
কহিল আগমবিদ্যা।
নিদ্রায় ভবানী হইলে খণ্ডজ্ঞানী
মীননাথ হইল সিদ্ধা ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য করহ কৈবল্য
তবে সে কহিব জ্ঞান।
প্রলয়ের কথা হেমন্তদুহিতা
কহি শুন সাবধান ॥ ৪ ॥
গাএ রামকৃষ্ণ কবি।
কহে সব বেদ নাহি করি ভেদ
যেই দেব সেই দেবী ॥ ধ্রু ॥

প্রলয়-বিবরণ

পয়ার ॥

প্রভু বলে তুমি আদ্যাশক্তি কাত্যায়নী।
ব্রহ্মার তপস্যা হৈতে হৈলে দাক্ষায়ণী ॥
ভদ্রকালীরূপ তুমি হইলে এককালে।
দৈত্য দানব নাশ কৈলে বাহুবলে ॥
চামুণ্ডা প্রচণ্ডা তুমি হও বিশালাক্ষী।
এককালে হৈল খ্যাতি তোমার ইন্দ্রাক্ষী ॥
এককালে তুমি তেজোরাশিসমুদ্ভবা।
হইল সহস্র হস্ত বিদ্যুতের প্রভা ॥
এককালে তুমি হইয়াছিলে শাকম্ভরী।
পাপ রাক্ষসী রক্তদন্তিকা ভ্রামরী ॥
এককালে যোগমায়া নন্দের নন্দিনী।
বিন্ধ্যাচলে অষ্টভুজা পঞ্চাস্যবাহিনী ॥
যুগে যুগে নানা রূপ ধর হৈমবতি।
আপন চরিত্র যত হইলা বিস্মৃতি ॥

প্রতি মন্বন্তরে তুমি ছিলা কল্পে কল্পে।
শিশুনী হইলা ইবে শয়নের তল্পে ॥
অনিত্যের তুল্য এই নিত্য সংসার।
জন্ম মৃত্যু তুল্য স্থষ্টি উৎপত্তি সংহার ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবসে।
একো মন্বন্তরে একত্তরি যুগশেষে ॥
কোন মন্বন্তরে উমা উঠেন বাড়ব।
দাহন করিলে স্থষ্টি হয় একার্ণব ॥
কোন মন্বন্তরে নাম্বে পৃথিবী পাতাল।
অষ্ট কুলাচল পড়ে করি দোলমাল ॥
কোন মন্বন্তরে বায়ু উনপঞ্চাশত।
ঝড় বৃষ্টি করি ভাঙ্গে নগর পর্ব্বত ॥
সম্বর্ত্ত মেঘের শুনি নির্ঘাত গর্জ্জন।
গর্ত্তে নাগলোক মরে করি বিষোদ্বন ॥
কোন মন্বন্তরে দুর্গা হয় যুগক্ষয়।
শতেক বৎসর মর্ত্তে অনাবৃষ্টি হয় ॥
মরক দুর্ভিক্ষ হয় না উপজে শস্য।
পশু পক্ষী নাঞি রহে না জিয়ে মনুষ্য ॥
ত্রিভুবন নাশ যায় কোন মন্বন্তরে।
যে জন্মিঞা থাকএ মনুর অধিকারে ॥
সপ্ত সূর্য্য উদয় করেন এককালে।
সাগর শুখায় জল না রহে পাতালে ॥
ঔর্ব্ব অগ্নি আসিয়া দাহন করে স্থষ্টি।
ব্যোমকেশ আমি মেঘে করি স্থধাবৃষ্টি ॥
পুনর্ব্বার হয় যত স্থাবর জঙ্গম।
সংক্ষেপে কহিল মন্বন্তরের নিয়ম ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু থাকেন যতেক বৃদ্ধ ঋষি।
জ্যোতিশ্চক্রে থাকে গ্রহগণ রবি শশী ॥
থাকেন উলূক পক্ষ বায়স ভূশুণ্ড।
বৃক্ষেতে অক্ষয় বট মুনিতে মার্কণ্ড ॥
এইরূপে চৌদ্দ মন্বন্তর অবশেষ।
ব্রহ্মার দিবস যায় রজনী প্রবেশ ॥
নিদ্রায় কাতর ব্রহ্মা হয়েন প্রদোষে।
প্রলয় করিয়া তারে সর্ব্বলোক ঘোষে ॥
তৃতীয় লোচনে আমার উপজে অনল।
চরাচর দগ্ধ হয় যত জল স্থল ॥
সপ্ত স্বর্গ ভস্ম হয় সপ্ত পাতাল।
প্রজাপতি নষ্ট হয় গ্রহ দিক্‌পাল ॥
দিবাকর নিশাকর আর ধনঞ্জয়।
আমার লোচনে আসি করেন আশ্রয় ॥
আমার জটার জলে উপজে প্রবাহ।
জলেতে স্থমেরু ডুবে দূর হয় দাহ ॥
এই ব্রহ্মাণ্ডডিম্ব পরিপূর্ণ অন্ত।
বিষ্ণুর আলস্য হয় নাহি অবলম্ব ॥
যোগনিদ্রাবশ যদি হৈল ভগবান্।
শেষ নাগ দিয়া আমি হই অন্তর্ধান ॥
নাগের শয্যায় বিষ্ণু থাকেন শয়নে।
নাভিতে পঙ্কজ হয় ব্রহ্মার কারণে ॥
অজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মা পড়ে পদ্মকোশে।
মুক্ত হৈয়া চারি বেদ জলেতে প্রবেশে ॥
আমি কালরূপ শিবা তুমি কালরাত্রি।
আপনা না জান তুমি সভাকার ধাত্রী ॥
নয় শয় চৌরানই যুগ ব্রহ্মা জাগে।
সহস্রেক যুগ সংখ্যা সন্ধ্যা ছয় যুগে ॥
সহস্র যুগেতে হয় বিধাতার নিশা।
ইহার ভিতরে ছয় যুগ হয় উষা ॥
কালরাত্রি প্রভাত গোবিন্দ পুনর্ব্বার।
মৎস্যরূপ ধরি করেন বেদের উদ্ধার ॥
ব্রহ্মা স্থষ্টি স্থজেন পালক হৃষীকেশ।
কথো কাল থাকি আমি ধরি গুপ্ত বেশ ॥
বশ হইয়া ব্রহ্মার দেখি ভক্তিভাব।
নীললোহিতরূপে পাই আবির্ভাব ॥
শুন কহি ভবানি ব্রহ্মার আয়ুর্দ্দায়।
দুই সহস্র যুগে তার দিবা রাত্রি হয় ॥

তিন শয় ষাটি দিনে হয় সম্বৎসর।
জীয়েন ইহার এক শত অষ্টোত্তর ॥
তবে এক ব্রহ্মার শরীর হয় পাত।
সকল সংসার আমি করি ভস্মসাৎ ॥
সেই ভস্ম অঙ্গে এই মাখি সর্ব্বকাল।
সপ্ত স্বর্গ চূর্ণ করি সপ্ত পাতাল ॥
আমার শরীরে হরি করেন নিবাস।
জলে জল মিশে যেন হুতাশে হুতাশ ॥
ভ্রুকুটি করিয়া আমি নাচি চিরকাল।
গগনমণ্ডলে বিস্তারিয়া জটাজাল ॥
সঙ্কোচ পাইয়া ধরা হয় যেন দণ্ড।
শূন্যেতে ভাঙ্গিয়া আমি করি খণ্ড খণ্ড ॥
খণ্ড প্রলয়ে গৌরি থাকে ভূতগ্রাম।
মহাপ্রলয়েতে করে আমাতে বিশ্রাম ॥
রামকৃষ্ণ দাস কবি গাইল পয়ার।
ছয় কথা জিজ্ঞাসা করেন পুনর্ব্বার ॥

শিবের জটাধারণের কথা

পাহিড়া রাগ ॥

শুন শুন প্রাণনাথ বামন হইয়া হাথ
বাড়াএ ধরিতে যেন শশী।
তেমন তোমার ঠাঞি আমি ব্রহ্মজ্ঞান চাই
আজ্ঞা কর যদি হই দাসী ॥
উর্দ্ধমুখে যার জটা যেন অনলের ছটা
কখনো না দেখি অধোমুখে।
কহ প্রভু নহি পর নাম কেন গঙ্গাধর
শিরে জল বহ কোন্ সুখে ॥১॥
ভাই রে, শুন হর গৌরীর রহস্য।
হাসিয়া কহেন নিত্যা সত্য না করিহ মিথ্যা
আজি তত্ত্ব কহিবে অবশ্য ॥ধ্রু॥
হইয়া পরমেশ্বর ভিক্ষা কর ঘরে ঘর
তোমারে এমত নাহি সাজে।
লোকেরে দেখাও লিঙ্গ যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ
দিগম্বর হও কোন্ লাজে ॥
সকল শরীর শুভ্র গলা যেন শুভ্র অভ্র
উজ্জ্বল করিল তিন বর্ণে।
আমারে সদয় হও ইহার কারণ কহ
শুনি আমি আপনার কর্ণে ॥২॥
আছে মণি মুক্তা পলা নানা রত্ন হীরা নীলা
অস্থিমালা কেন ধর গলে।
কহ এই ছয় কথা ঘুচাও চিত্তের দ্বিধা
ক্রীড়া তবে করি কুতূহলে ॥
আমি যদি অর্দ্ধতনু তবে কেন হয় জনু
নানা তনু ধরি কল্পে কল্পে।
কিছুই নাহিক স্মৃতি শরীরে বহেন গতি
তুমি নিত্য আছ সেইরূপে ॥৩॥
স্বতন্ত্রা না হই আমি সর্ব্বকাল তুমি স্বামী
চিত্ত থাকে তোমার চরণে।
যদি কর অবধান হয় মোর পূর্ণ জ্ঞান
তবে সে সকল রহে মনে ॥
গৌরীর মুখারবিন্দে বিকশে বন্ধুক কুন্দে
মন্দ হাস্যে মকরন্দ ভাষা।
শুনিঞা সন্তোষ হর রামকৃষ্ণ মাগে বর
পূর্ণ কর অধমের আশা ॥৪॥

লিঙ্গপূজার কারণ

ঘোষা ॥ বারাড়ি ॥

আমি অনুরূপ কি তোমার।
তুমি দয়া করি কহ আপনার ॥

পয়ার ॥

জিজ্ঞাসা করিলে তুমি ছয় বিবরণ।
একে একে শুন দুর্গা করি বিজ্ঞাপন ॥
লোকমুখে শুন ভ্রমি আমি ভিক্ষাটনে।
অনশনে থাকি ভিক্ষা করি কি কারণে ॥
ভিক্ষুকরূপেতে লই ধর্ম্মের পরীক্ষা।
যুগে যুগে মাধব করেন ধর্ম্মরক্ষা ॥
দেবতা মনুষ্য নাগলোক ত্রিভুবনে।
বিটঙ্কবেশেতে ভ্রমি কেহ নাঞি জানে ॥
চারি বর্ণ থাকে যদি বেদের নিয়মে।
স্বধর্ম্ম পালন করে নিজ নিজাশ্রমে ॥
তবে জানি আছে সুদর্শনের প্রতাপ।
ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে দুর্গা পাই মনস্তাপ ॥
ধর্ম্ম হিংসা করে যেই জন্মে দুরাচার।
প্রকার বিশেষে তার করি প্রতিকার ॥
আনন্দে কখন দেবি হই দিগম্বর।
চিত্তে জানি আমা বিনে নাঞি অন্য পর ॥
যেই লিঙ্গ পূজিয়া বিধাতা সৃষ্টি সৃজে।
ইন্দ্র আদি সুরগণ যেই লিঙ্গ পূজে ॥
সেই লিঙ্গ গুপ্ত আর করিব কাহারে।
দিগম্বর হই দোষ নাহিক বিচারে ॥
গৌরী কহেন প্রভু নাঞি বাস লজ্জা।
দেবতার মধ্যে তোমার লিঙ্গে কেন পূজা ॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি কহিলা মহেশ।
শুনহ পুরাণকথা কহিতে অশেষ ॥
আর এককালে ব্রহ্মা কহিলা আমারে।
সৃষ্টি সৃজ মহাদেব বেদ অনুসারে ॥
তপস্যা করহ ব্রহ্মবালুকার তটে।
তপস্যার অন্তে আইস আমার নিকটে ॥
এতেক বলিয়া বিধি বসিলা ধেয়ানে।
বালুকা আইলাঙ আমি পবন গমনে ॥
যোগেতে সমাধি হৈল আছি চিরকাল।
ব্রহ্মা সৃজিলেন সৃষ্টি যত লোকপাল ॥
দেবতা মনুষ্য নাগ লোক ত্রিজগতে।
বৃত্তি বসতি সভে করে বেদমতে ॥
পশু পক্ষ স্থাবর জঙ্গম পূর্ব্বরূপে।
হইল সকল বিশ্ব কহিল সংক্ষেপে ॥
কত কাল গেলে ভাঙ্গে আমার সমাধি।
সত্যলোকে গেলাঙ যথায় ছিলা বিধি ॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা আমি করিল তখন।
সৃষ্টি সৃজ আমারে করিয়া নিমন্ত্রণ ॥
তোমারে উচিত নহে কহিতে প্রলাপ।
তুমি চিত্তে জান আমি শঙ্করের বাপ ॥
ব্রহ্মা বলে কাল তুমি গোঙাইলে তপে।
নিশ্চিন্তে বসিয়া আমি থাকিব কিরূপে ॥
বিধাতা বলিল এই বচন প্রবোধ।
ছিণ্ডিল পুংস্ব আমি উপজিল ক্রোধ ॥
সেই লিঙ্গ অগ্নির সমান জ্যোতির্ম্ময়।
ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড সব ব্রহ্মা পাইল ভয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ কম্পমান।
হেনঞি সময় আমি কৈল অন্তর্ধান ॥
একত্র হইল তথা যত সুরগণ।
দশ দিক্‌পাল সঙ্গে দেব নারায়ণ ॥
কালিকারে স্তুতি সভে করিলা সত্বর।
সাক্ষাৎ হইয়া কালী দিলা এই বর ॥
আমা হৈতে সুরগণ হয় যেই কার্য্য।
প্রকাশ করহ আমি করিব সাহায্য ॥
সেই কালে গৌরি তোমার নাম ভদ্রকালী।
দেখিয়া দেবতাগণ হৈল কুতূহলী ॥
শঙ্করের কোপে মাতা নাহি অব্যাহতি।
এই সে কারণে করি তোমারে প্রণতি ॥
এতেক শুনিঞা কালী গেলা অন্তরীক্ষে।
দ্বিতীয় প্রহরে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে ॥

সেই দিনে হৈল শিবশক্তি সহযোগ।
করিলা দেবতা ঋষি পূজার উদ্যোগ॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য কৈল অভিষেক।
দিলা ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য অতিরেক॥
সেই দিন হৈতে পূজা করিলেন বিধি।
ত্রিভুবনে লিঙ্গপূজা হয় অদ্যাবধি॥
উর্দ্ধজটা দেখিয়া বিস্ময় ভাব তুমি।
এই সংসারেতে উমা বিশ্বরূপ আমি॥
পদেতে পৃথিবী গো অম্বর এই জটে।
জটা উলটিলে এই ব্রহ্মাণ্ড উলটে॥
আর তত্ত্ব শুন হরিভক্তির বিশেষ।
ব্যোম হইল বিষ্ণুপদ আমি ব্যোমকেশ॥
এই ত প্রসঙ্গে নিশি হইল অবশেষ।
চলিল ভ্রমর উড়ি পদ্মিনী উদ্দেশ॥
কুমুদ মুদ্রিত হৈল বিকশে কমল।
মলিন হইল শশী নক্ষত্র বিরল॥
প্রভাতে চলিলা প্রভু পুষ্প আহরণে।
করেতে পুষ্পের সাজি চাপিয়া বিমানে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় লিঙ্গ উপাখ্যান।
ইহার প্রমাণ ভাই কালিকাপুরাণ॥

পালা সাঙ্গ॥

মনসার উপাখ্যান

পদ্মবনে শিব

পঠমঞ্জরী রাগ॥

পদ্মপুরাণের কথা মনসা শিবের সুতা
যেরূপে পাইলা আবির্ভাব।
গাই আমি সেই গীত ইথে সভে দেহ চিত
শ্রবণে হইব ধর্ম্মলাভ॥
নিশি উজাগরে হর স্মরশরে জর জর
প্রভাতে আইলা পদ্মাকরে।
বিকসিত সরসিজে ধূসর কুসুম রাজে
ভজে মধুকরী মধুকরে॥১॥
মহাদেব মোহিত হইলা পদ্মবনে।
দেখেন কমল ফুল প্রিয়ামুখ সমতুল
পার্ব্বতী স্মরণ হৈল মনে॥ধ্রু॥
কোন কোন পুষ্প দেখি যেন পার্ব্বতীর আঁখি
কেহ কর চরণ সমান।
কলিকা কুচের প্রায় হর হস্ত দিল তায়
হৃদয়ে জাগিল পাঁচবাণ॥
মহোৎপল কুশেশয় রক্তপদ্ম কুবলয়
যথি লাগে যাহার উপমা।
বুঝি বিচক্ষণ সভা পার্ব্বতীর যত শোভা
পাইলা পদ্মিনী মনোরমা॥২॥
চৌদিগে অনঙ্গরঙ্গ বিহঙ্গম যায় সঙ্গ
রাজহংস রথাঙ্গ সারসে।
উড়ে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে মনোহর ডাকে
দেখি হর হাসেন হরিষে॥
সহিয়া মদনবাণ স্মরণ করিলা জ্ঞান
যোগে মন করিল যোজনা।
পুলক হইল গাত্রে ঔরস কমলপাত্রে
নিপাত হইল এক কণা॥৩॥
যেন কাঞ্চনের দ্রব বিদ্যুৎ সমান জব
প্রবেশিল কমলের নালে।
ক্রমে ক্রমে গেল তল তলাতল রসাতল
মহাতল সপ্তম পাতালে॥

তথায়ে দক্ষের সুতা কদ্রু নামে নাগমাতা
ঋতুস্নান করে যেই জলে।
কৌমোদিকা সেই হ্রদ কবিচন্দ্র রচে পদ
পড়ে বিন্দু কমলের দলে ॥৪॥১॥

মনসার জন্ম

পয়ার ॥

ঢল ঢল করে বিন্দু যেন ইন্দুকলা।
করে করি গণ্ডুষ করিল দক্ষবালা ॥
পরশে পরম সুখ পাইল শরীরে।
সুধা বুদ্ধি করিয়া রাখিল অভ্যন্তরে ॥
মুহূর্ত্তেক বিলম্বে নিতম্ব হৈল গুরু।
না চলে চরণ যেন বারুণের তরু ॥
পরিপূর্ণ জঠর কঠোর ঘন শ্বাস।
আপন লক্ষণ দেখি অবলার ত্রাস ॥
কৌমোদিকা হ্রদে আমি পাইল পীযূষ।
এই অনুভবে তাহা করিল গণ্ডূষ ॥
নাগলোক মুখে বিষ নিবসে সতত।
জল স্থল পোড়ে যাহে কানন পর্ব্বত ॥
হেন বিষধরী আমি বিষের আকর।
সংসারে আমার বংশ যত বিষধর ॥
বিষের শক্ত্যেতে মোর নাহিক বিরল।
উদরে প্রবেশ যেন হৈল কালানল ॥
কৌমোদিকাতটে কন্যা ধূলায় ধূসরী।
দেখিয়া ব্যাকুল যত সখী সহচরী ॥
নর্ম্মদা বলেন শুন কদ্রু নাগমাতা।
উদগার করহ তুমি কেন পাও ব্যথা ॥
নর্ম্মদার বোলে কন্যা করিল উদগার।
নির্গত হইল যেন ভুজঙ্গ আকার ॥
হেন কালে ব্যোমযানে তুম্বুরু নারদ।
কৌতুকে ভ্রমিতে গেলা কৌমোদিকা হ্রদ ॥
নাগকন্যাগণ কহে সাত পাঁচ কথা।
কৌতুক দেখিতে মুনি উত্তরিল তথা ॥
কদ্রুর মুখেতে শুনি দুঃখের কাহিনী।
মুনি বলে শুন কহি কশ্যপের রাণি ॥
শিবের ঔরস কন্যা মৃণালবিবরে।
উপস্থিত হইল সপ্ত পাতাল ভিতরে ॥
মুহূর্ত্তেক তাহা তুমি ধরিলে উদরে।
তোমার সমান শক্তি কোন্ দেবী ধরে ॥
অন্য জন হইলে হইত ভস্মসাৎ।
জঠর ফাটিয়া তনু হইত নিপাত ॥
ভুজঙ্গমরূপ এই তেজ যায় দেখা।
অবয়ব নাহি যেন কাঞ্চনের রেখা ॥
তুমি সবে নির্ম্মাণ করহ অবয়ব।
সাঁচেতে বসাই যেন কাঞ্চনের দ্রব ॥
নাগকন্যাগণ নারদের উপদেশে।
নির্ম্মাণ করিল তনু মনের হরিষে ॥
স্ত্রীরূপে আবির্ভাব পাইল মনসা।
পরম সুন্দরী কন্যা বাসুকির স্বসা ॥
মহোৎসব কলরব হৈল নাগলোকে।
বাসুকি নিকটে মুনি আইলা কৌতুকে ॥
রাজসভা আসিয়া করিলা আশীর্ব্বাদ।
বিরলে বসিবে রাজা আছে যুক্তিবাদ ॥
অষ্ট মহাপাত্র মাত্র আর তুমি আমি।
অন্য ব্যক্তি যেন নাহি থাকে যুক্তিভূমি ॥
কুমুদ কুলীর আর কর্কোটক নামে।
উত্তরসাধক মন্ত্রী বসিলেন বামে ॥
শঙ্খ মহাশঙ্খ পদ্ম মহাপদ্ম নাগ।
দক্ষিণে তক্ষক সভাপতি মহাভাগ ॥
ধৃতরাষ্ট্র ধনঞ্জয় দুই দ্বারপাল।
শিরেতে বিচিত্র ফণা গলে মণিমাল ॥
কেবল কাঞ্চনময় সপ্তম পাতাল।
কাঞ্চনের ঘর দ্বার কাঞ্চনের চাল ॥

মণির প্রভায় তথা সর্ব্বত্র আলোক।
সঘন আনন্দময় নাহি রোগ শোক॥
কহিতে লাগিলা মুনি ভবিষ্যত্ কথা।
কলির প্রথমে বড় হইব বিতথা॥
ব্রহ্মশাপে পাণ্ডুবংশে পড়িব প্রমাদ।
পরীক্ষিত মরণে তক্ষকের অপবাদ॥
নাগসত্র যজ্ঞ করিবেক জন্মেজয়।
তাহাতে হইব পাতালের নাগক্ষয়॥
এই কালে চিন্তিল তাহার প্রতিকার।
অত্য জাত হৈল এক ভগিনী তোমার॥
শিবের ঔরসে জন্ম নাম ভুজঙ্গমা।
কমলসম্ভবা কন্যা রূপে অনুপমা॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ইথে না ভাবিহ লাজ।
ভগিনী আনিঞা ভূষা কর নাগরাজ॥
ইহার উদরে যেই জন্মিবে বালক।
সেই সে হইবে নাগবংশের পালক॥
ইন্দ্রের সহিতে যবে পড়িব তক্ষক।
তখন হইব সেই কুমার রক্ষক॥
মহাতপোধন হইব বিরিঞ্চির অংশ।
তাহাতেই নিস্তার পাইব নাগবংশ॥
আমার বচনে কন্যা আন নাগরাজা।
নাগের ঈশ্বরী করি কর তাঁর পূজা॥
নারদের বচনে হরিষ নাগরাজ।
আনাইল সেই কন্যা না করিল ব্যাজ॥
বাহন করিয়া তাঁরে দিল অজগর।
সর্পের ভূষণে সাজাইল কলেবর॥
শিবায়ন গীত রচে দাস কবিচন্দ্র।
বিমানে চলিলা মুনি বাজাইয়া যন্ত্র॥২॥

বাসুকির মনসাপূজা

মঙ্গল গুজ্জরী॥

বেষ্টিত অষ্ট নাগে নাগরাজা আগে
অর্চ্চিল আনন্দিত মনে।
ক্ষীর রম্ভা ফলে কমল উৎপলে
পূজিল পঞ্চমী দিনে॥
পদ্মা কুমারী জরতী বিষহরী
মনসা জাগুলী নামে।
হইলা পূজমানি দুই করে ফণী
ধরিলা দাহিন বামে॥১॥
জয় জয় হুলাহুলী।
বাজাএ মর্দ্দল রাগ মঙ্গল
নাগগণ কুতূহলী॥ধ্রু॥
পূজিয়া ভগিনী বাসুকি মনে গুণি
জানিঞা শিবের সুতা।
সঙ্গে চর দিয়া দিলেন পাঠাইয়া
বস্ত্র আভরণযুতা॥
সেই ত পদ্মবনে কন্যা পদ্মাসনে
ধ্যানে আছয়ে বসি।
নাগ উপদেশে জনক উদ্দেশে
জাগিয়া পোহায় নিশি॥২॥
হইল প্রভাত উদয় দিননাথ
বিকশে কমলের বন।
আইলা শঙ্কর ত্রিদশ ঈশ্বর
করিয়া রথ আরোহণ॥
পুষ্প তুলি হর চলিলা নিজ ঘর
পশ্চাৎ হইল বাধা।
তাত তাত ঘন করয়ে সম্বোধন
বচন শুনি যেন সুধা॥৩॥
ফিরিলা মহেশ্বর কমলে করি ভর
কুমারী ডাকে কর তুলি।

দেখিয়া অদ্ভুত নিকটে আসি দ্রুত
জিজ্ঞাসিলা কুতুহলী ॥
কন্যা কে তুমি কিরূপে বাপ আমি
কহিবে জন্মের কথা।
রামকৃষ্ণ গায় আছিলো কোথায়
কে আনি রাখিল এথা ॥৪॥৩॥

মনসা সহ শিব

পয়ার ॥

প্রভু চিত্তে কৈল এই পার্ব্বতীর মায়া।
আমা ছলিবারে গৌরী ধরে নানা কায়া ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা অসুর রাক্ষস।
মোরে ঢৌল করে হেন কাহার সাহস ॥
পার্ব্বতীর হেন রূপ বিপরীত ভাষা।
পিতা সম্বোধনে কেন করিব সম্ভাষা ॥
এতেক ভাবিতে চিত্তে প্রভু মহেশ্বর।
সম্মুখেতে দেখিল ডুণ্ডুভ অজগর ॥
প্রণাম করিয়া হরে কহেন ডুণ্ডুভ।
তোমা দরশনে প্রভু খণ্ডিল অশুভ ॥
চাকয়ার ক্রীড়ায় হইয়া কামবশ।
পূর্ব্বেতে কমলপত্রে রাখিল ঔরস ॥
তোমার তেজের কণা না পায় বিনাশ।
সপ্তম পাতালে গিয়া পাইল প্রকাশ ॥
ঢল ঢল করে যেন দ্বিতীয়ার ইন্দু।
নাগমাতা কদ্রু পান কৈল সেই বিন্দু ॥
মুহূর্ত্তেক ধরি গর্ত্ত হইলা ফাফর।
উগরিয়া পেলে কন্যা হইলা কাতর ॥
উপদেশকথা তথা কহিলা নারদ।
নির্ম্মাণ করিল তনু হৈল হস্ত পদ ॥
ভগিনী দেখিয়া তুষ্ট হইলা বাসুকি।
নাগহার দিল আর রত্নের কঞ্চুকী ॥
তব সুতা সম্বন্ধে আদর অতিরেক।
নাগের ঈশ্বরী করি কৈল অভিষেক ॥
পাঠাইয়া দিলা প্রভু তোমার গোচর।
রথ অজগর সঙ্গে আমি অনুচর ॥
পদ্মমুখী মনসা পদ্মের চিহ্ন করে।
পদ্মচিহ্ন চরণে আছেন পদ্মভরে ॥
ডুণ্ডুভের বচনে প্রভুর হৈল স্মৃতি।
কহিতে লাগিলা নিজ দুহিতার প্রতি ॥
তোমার জননী কদ্রু বিমাতা পার্ব্বতী।
প্রগল্‌ভা গিরির কন্যা মুখরা প্রকৃতি ॥
তোমারে লইয়া আমি যাই নিজালয়।
কন্যাবুদ্ধি না হইব দুর্গার প্রত্যয় ॥
কলঙ্ক গাইতে পার্ব্বতীর নাহি ব্যাজ।
আমি মনস্তাপ পাব তুমি পাবে লাজ ॥
হেন জন নাহি তারে করি সমর্পণ।
কেমতে হইব মাতা তোমার পালন ॥
জনকের বচনে কহেন জরৎকারু।
আমি ত হইব বাপা সুতা হৈতে সরু ॥
পানেরে পাতল আমি হইবারে পারি।
ভক্ষ্যের নাহিক চিন্তা পবন আহারি ॥
গুবাকের প্রায় আমি হইব বর্ত্তুল।
সাজিতে করিয়া লহ এই পদ্মফুল ॥
মনসার বাক্য শুনি প্রভু মহেশ্বর।
তুলিয়া রাখিলা পদ্ম সাজির ভিতর ॥
বিমানে গমন কৈল পর্ব্বত কৈলাস।
ডমরু বাজাইয়া গীত গান কৃত্তিবাস ॥
আনন্দে মন্দিরে গিয়া করিলা প্রবেশ।
পার্ব্বতী আসিয়া ভক্তি করিলা বিশেষ ॥
দিলেন আসন পাদ্য চামরের বাত।
অবশেষে নিবেদন জুড়ি দুই হাত ॥
হইল মধ্যাহ্নকাল প্রচণ্ড ভাস্কর।
স্বেদবিন্দু ভস্মেতে কর্দ্দম কলেবর ॥

সুবাসিত জলেতে করিয়া অভিষেক।
পরিশ্রম হরে সুখ পাইবে অনেক ॥
সুগন্ধি শীতল শুভ্র চন্দন কর্পূর।
আজ্ঞা পাই অঙ্গে লেপি করিয়া প্রচুর ॥
সহজে গৌরীর বাক্য পীযূষ মাধ্বীক।
শুনিতে প্রভুর আর্ত্তি বাঢ়এ অধিক ॥
হাসিয়া শঙ্কর তাঁরে দিলা প্রত্যুত্তর।
চন্দনের গুণ নহে ভস্মের সোসর ॥
তিমিত চন্দনে গৌরি পরিশ্রম হরে।
শুখাইলে চন্দন অঙ্গে রক্ত পান করে ॥
কর্পূরের উপকার তাম্বুলের সঙ্গে।
রক্ত জল করে যদি মাখি তাহা অঙ্গে ॥
ভস্মের সমান গুণ ধরে কোন্ দ্রব্য।
শরীরের ব্যাধি হরে ভস্ম বড় ভব্য ॥
শীতের সময় ভস্ম উষ্ণ পৌষ মাঘে।
শীতল স্বভাব জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নিদাঘে ॥
ভস্মের সমান নহে চন্দনের গন্ধ।
রামকৃষ্ণ দাস গায় পুরাণ প্রবন্ধ ॥ ৪ ॥

চণ্ডী ও মনসা

মহারাটি রাগ ॥

হর গৌরী এই বেশে আছেন কৈলাস দেশে
কথাক্রমে যায় দিবানিশি।
পার্ব্বতী মাগেন জ্ঞান শঙ্কর ধরিলা ধ্যান
কৌতুক বক্কেন দেবঋষি ॥
নারদ বলেন মাতা সঙ্গোপনে কহি কথা
হর হতাদর তোমা প্রতি।
তোমা না সংভাষা করি বসিলেন ধ্যান ধরি
ইবে অন্যমনা পশুপতি ॥১॥
মামী গ, লোকমুখে হেন যায় শুনা।
পদ্মিনী পাইলা হর তেঞি যান পদ্মাকর
ইবে এই শুনি ঘানাঘুনা ॥
আপুনি দেবের রাজা না জানি কাহার পূজা
করিয়া জপেন কোন্ মন্ত্র।
নাঞি মৃত্যু জরা জন্ম অক্ষয় অব্যয় তনু
হর বিনে সভে পরতন্ত্র ॥
তুমি কুলবতী জায়া না জান স্বামীর মায়া
জ্ঞান কেন দিবেন তোমারে।
পাইবে ইহার সাক্ষী সাজি তুমি খোঁজ দেখি
আছে কন্যা পদ্মের ভিতরে ॥২॥
তোমাগত নহে চিত্ত তোমারে ভুলাইয়া নিত্য
পদ্মবনে থাকেন কৌতুকে।
কহিবার নহে কথা মনে বড় পাই ব্যথা
সতা হৈলে শেল যেন বুকে ॥
কি বা আর চাপ চুপ যে শুনি কন্যার রূপ
উপমা নাহিক দেবগণে।
তেঞি হর হৈলা বশ সভে গাই অপযশ
ধেয়ানে দেখেন কন্যা মনে ॥৩॥
শুনি নারদের বাণী ক্রোধমতি কাত্যায়নী
বিচারেন কুসুমের সাজি।
রক্তোৎপল কুবলয় মহোৎপল কুশেশয়
নিরীক্ষণ কৈল পুষ্পরাজি ॥
কমল সহস্রদলে কন্যা মণি হেন জলে
কিঞ্জল্কের উপরে রূপসী।
রচে রামকৃষ্ণ কবি প্রত্যয় পাইয়া দেবী
সত্যবাদী হৈলা দেবঋষি ॥৪॥৫॥

চণ্ডীর ক্রোধ

ঘোষা ॥

রাম ওহে সুন্দর পদ্মনাভ।
শঙ্কর স্মরণে হয় সুখ মোক্ষ লাভ ॥

পয়ার ॥

পদ্মিনী দেখিয়া দুর্গা কমলের কোশে।
আরক্ত লোচনে চাহে গাত্র কাঁপে রোষে ॥
ধরিবারে যায় দুর্গা কন্যার কবরী।
অষ্ট নাগ তখন উঠিলা ফণা ধরি ॥
মৃণালের সূত্র হেন সূক্ষ্ম ছিলা তনু।
কুলা হেন ফণা ধরি উঠে এক ধনু ॥
পার্ব্বতী পাইলা করে হরের ত্রিশূল।
ত্রিশূলের শিখায় বিন্ধিল সেই ফুল ॥
বাজিল পদ্মার চক্ষে পাইল কদন।
বাপ বাপ বলি পদ্মা করিলা রোদন ॥
হর চক্ষু মেলিলেন হৈল ধ্যান ভঙ্গ।
নাটকী ভেজাইয়া দেবঋষি দেখে রঙ্গ ॥
শঙ্কর কহেন বাক্য শুন হে নারদ।
পার্ব্বতীর সহিত কাহার বদাবদ ॥
নারদ বলেন কন্যা সাজির ভিতরে।
দেখিয়া জন্মিল তাপ দুর্গার অন্তরে ॥
এই সে কারণ বড় বাজিল কন্দল।
পার্ব্বতীরে আপুনি শান্তহ মহেশ্বর ॥
শুনিঞা ঋষির বাক্য হাসিলা শঙ্কর।
স্ত্রীজাতি প্রতি প্রভু দিলা এই বর ॥
মানসী ঔরসী কন্যা জন্মে দেবপুরে।
হইব যৌবনচিহ্ন দ্বাদশ বৎসরে ॥
জন্ম মাত্র কেহ যেন না হয় যুবতি।
তরুণী দেখিয়া দুর্গা সবিস্ময় মতি ॥
প্রভু বলে শুন দুর্গা গিরিরাজসুতা।
পদ্মের ভিতরে কন্যা আমার দুহিতা ॥
ঘরে আনিবারে ভয় করিল তোমারে।
গুপ্তরূপে আছে কন্যা সাজির ভিতরে ॥
অকারণে ক্রোধ কেন কর হৈমবতি।
কন্যার পালন কর হৈয়া হৃষ্টমতি ॥
পার্ব্বতী কহেন প্রভু না কহ প্রলাপ।
কন্যা তোমার ধন্যা তুমি ধন্য বাপ ॥
পদ্মিনী পাইয়া তুমি পড়িয়াছ ভোলে।
প্রত্যয় না ছিল পাট পড়সীর বোলে ॥
এখনে দেখিল চক্ষে তেঞি পাতিআই।
বিড়ম্বনা কেন মোরে করহ গোসাঞি ॥
শুনিল তোমার মুখে ব্রহ্মার চরিত্র।
অন্যের কলঙ্ক কহ আপুনি পবিত্র ॥
এত দিনে ব্যক্ত হৈল তোমার তপস্যা।
সাজির ভিতরে কেন সুন্দরী ষোড়শ্যা ॥
দেবপুরে বিধাতার ঘোষে পরিবাদ।
দেখিয়া শুনিঞা হৈল শঙ্করের সাধ ॥
দুহিতা লইয়া ঘর কর শূলপাণি।
হাততালি দিয়া হরে হাসেন ভবানী ॥
শুনিঞা মনসা তবে করিলা উত্তর।
সতাই আমার তুমি বাপ মহেশ্বর ॥
মায়েরে অধিক স্নেহ করহ বিমাতা।
সতীনঝিয়েরে নাঞি তোমার মমতা ॥
অকারণে সতাই আমারে দেহ দুঃখ।
উদরে ধরিয়া না দেখিবে পুত্রমুখ ॥
পরের বালকে যে বা করে ছিন্ন ভিন্ন।
সেই রমণীর নাঞি অপত্যের চিহ্ন ॥
মিথ্যা পরিবাদ দেহ গিরির ঝিয়ারি।
বাপার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে পারি ॥
আদ্যোপান্ত জানেন নারদ মহামুনি।
তোমার বচনে আমি না হই দূষণী ॥
শঙ্কর বলেন দুর্গা তুমি স্বতন্তরা।
শাশুড়ী ননদ নাঞি প্রকৃতিমুখরা ॥
দিন কত ব্যাজ কর করি দেবসভা।
ব্রহ্মণ্য জানিঞা দিব ব্রাহ্মণীর বিভা ॥
দেবতার ঘরে কন্যা উপজে মানুষী।
আমার দুহিতা এই জন্মিল ঔরসী ॥

বাসুকির ভগিনী জননী নাগমাতা।
নাগের ভূষণ গায়ে নাগে ধরে ছাতা॥
না কহ কলঙ্ককথা না কর কন্দল।
আচমন করি দুর্গা আন গঙ্গাজল॥
হেনক্ষি সময়ে তথা দেবী অরুন্ধতী।
কলাবতী অনসূয়া তাহার সংহতি॥
ঋদ্ধি রম্ভা মেধা আইলা শুনি কলরব।
ঋষিপত্নীগণে দুর্গা করিলা গৌরব॥
ঋষিপত্নী সকল করিল সমঞ্জস।
মাএ ঝিএ ঘর দুর্গা কর দিন দশ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
ভক্ত সেবকে প্রভু করিবে কুশল॥ ৬॥

জরৎকারুর বিবাহের প্রস্তাব

পঠমঞ্জরী॥

আদেশ করিলা হর আনিতে কন্যার বর
নারদ ভ্রমেন নানা দেশে।
জরৎকারু সঙ্গে দেখা কোলাকুলি দুই সখা
প্রেমবশে হইলা আবেশে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর নয়নে নিবসে জল
স্মরণ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ চন্দ্রচূড়ামণি অজ
পরম পুরুষ পঞ্চানন॥১॥
সখা হে, তপস্যায় গোঙাইল কাল।
যদি হয় বংশনাশ পুন্নাম নরকে বাস
পরকালে বড়ই জঞ্জাল॥ধ্রু॥
গেলাঙ দক্ষিণ দেশে সংযমনী পরবেশে
দেখিলাম নরকের কূপে।
কহিতে আশ্চর্য্য কথা তব পিতামহ পিতা
নরকে পড়েন যেইরূপে॥
তুমি যেন হৈলা কৃশা কাল হৈয়া আছে মূষা
কাটিয়াছে মূলের ত্রিভাগ।
পুন্নাম কুণ্ডের কূলে পুরুষ সকল ঝুলে
ধরি সেই কুশপত্রআগ॥২॥
অন্ধকার নিরাশ্রয় দরশনে পায় ভয়
কলরবে সভে কম্পমান।
যম সম্ভাষণ থাকু শুনিতো সভার কাকু
আইলাঙ তোমা বিদ্যমান॥
দেহ তুমি এই ভিক্ষা ধরহ আমার শিক্ষা
কর দারপরিগ্রহ কর্ম্ম।
যদি আছে ধর্ম্মভয় যাবত সন্ততি হয়
দম্পত্যে আচর গ্রাম্য ধর্ম্ম॥৩॥
নারদের বাক্য শুনি হাসে জরৎকারু মুনি
ঢৌল কেন কর দেবঋষি।
জন্মাবধি ব্রহ্মচারী স্বপ্নেহ না ভজি নারী
প্রাণায়াম সাধি দিবানিশি॥
ভ্রমিল সকল তীর্থ সর্ব্বকাল নিষ্ঠাবৃত্ত
সত্যবাদী বলি লোক ঘোষে।
কবিচন্দ্র রচে পদ না জানি প্রাণীর বধ
পিতৃগণ মজে কোন্ দোষে॥৪॥৭॥

বিবাহে সম্মতিদান

ঘোষা॥

ভাই বল হরি হরি।
ভাই বল হরি হরি॥

পয়ার॥

জরৎকারু বলে শুন সখা দেবঋষি।
পরদ্রোহী নাহি করি জীব নাহি হিংসি॥
পরিহাসে হেন বাক্য না আনিহ তুণ্ডে।
মোর পিতৃলোক কেন নরকের কুণ্ডে॥

পুনর্ব্বার নারদ বলেন হাসি হাসি।
সংযমনী দেশে হৈতে আমি এই আসি ॥
প্রত্যয় না কর যদি দেখাই প্রত্যক্ষ।
ঢোল কেন করিব তোমার সনে সখ্য ॥
নারদের বাক্যে ছলছল করে আঁখি।
জরৎকারু বলে চল কুণ্ড কোথা দেখি ॥
দু'হেতে আইলা যথা পুন্নাম নরক।
উষ্ণ বায়ু অন্ধকার মহাভয়ানক ॥
কূপের নিকটে মুনি দেখিলেন কুশ।
কুশের আগেতে ঝুলে সত্তরি পুরুষ ॥
জিজ্ঞাসা করিল জরৎকারু পিতৃগণে।
কুশপত্রে তুমি সব ঝুল কি কারণে ॥
পিতৃগণ তাহারে কহিল এই ভাষা।
বংশেতে নাহিক পিণ্ড তর্পণের আশা ॥
আমার গোষ্ঠীতে এক আছে কুলাঙ্গার।
জরাতুর হৈল তার নাহি পুত্র দার ॥
ত্রিভাগ বয়স গেল আছে এক ভাগ।
কথো কালে তাহার হইব তনুত্যাগ ॥
এই ত কুশের মূল কাটিব মূষকে।
সেই দিন আমি সব পড়িব নরকে ॥
কালরূপ মূষা এই কুশরূপে বংশ।
কাটিয়াছে তিন ভাগ আছে এক অংশ ॥
এখন পামর যদি জন্মায় সন্ততি।
বংশরক্ষা হয় খণ্ডে এ সব দুর্গতি ॥
জরৎকারু বলে আমি সেই ত পাপিষ্ঠ।
আজ্ঞা কর তপোবনে পুত্র করি সৃষ্ট ॥
পিতৃগণ বলে তুমি হও কৃতদার।
পুত্র জন্মাইয়া কর পিতৃর উদ্ধার ॥
জরৎকারু বলে গোসাঞি এ বড় বিপাক।
বনের মধ্যেতে আমি দিব তিন ডাক ॥
ইহাতে যত্তপি কেহ করে অনুগ্রহ।
এক নামে কন্যা পাইলে করি পরিগ্রহ ॥
বৃদ্ধ বয়সে মোর নাহিক রূপ গুণ।
যোনিমার্গ নাঞি চিনি না জানি মিথুন ॥
বিবাহ করিব তোমা সভার আজ্ঞায়।
পুত্র জন্মাইব নাঞি করিব ব্যবায় ॥
মোর অনাজ্ঞায় জায়া যদি কর্ম্ম করে।
সেই ক্ষণে আর আমি না রহিব ঘরে ॥
এই তিন সত্য কৈল সভা বিদ্যমানে।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি আপনার স্থানে ॥
পিতৃগণ বলে পূর্ব্বে সাধিল নারদে।
প্রত্যয় না যাও তুমি তপস্যার মদে ॥
বিবাহ করিবে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
নারদের সহায় হইব পুত্র দার ॥
পিতৃলোক সঙ্গে এই করিয়া সম্ভাষা।
দু'হেতে চলিলা তবে যার যেই বাসা ॥
আইলা নারদ মুনি পর্ব্বত কৈলাসে।
কহিল সকল কথা প্রভু কৃত্তিবাসে ॥
শুনিঞা নারদমুখে বরের প্রতিজ্ঞা।
জরৎকারু বলি থুইল মনসার সংজ্ঞা ॥
নন্দি মহাকালেরে কহিয়া বিবরণ।
পাঠাইয়া দিল শীঘ্র সেই তপোবন ॥
দু'হেতে রহিলা বনে হইয়া নিস্তব্ধ।
হেন কালে জরৎকারু কৈল তিন শব্দ ॥
এক নামে কন্যা যদি আছে কারো ঘরে।
আমারে বিবাহ দেহ কহি বারে বারে ॥
এই বাক্য শুনি দেখা দিল মহাকাল।
নন্দি বলে তপোবনে চলহ তৎকাল ॥
যত দেবতার মধ্যে হর কল্পতরু।
শঙ্করের কন্যা আছে নাম জরৎকারু ॥
মহাকাল পাএ ধরে নন্দি ধরে হাতে।
অন্তরীক্ষে তপোবনে তুলিলেক রথে ॥
উচ্চস্বরে ডাকে মুনি গোবিন্দ গোপাল।
নিশ্চিন্তে আছিলু মুঞি কি হইল জঞ্জাল ॥

বর আনি রাখিল প্রভুর বিদ্যমান।
বর দেখিবারে দুর্গা করিলা প্রয়াণ॥
পাট শোণ হেন পাকিয়াছে গোঁপ দাড়ি।
বাতাসে দশন নড়ে চক্ষু পোড়া কড়ি॥
নখে পাক পড়িয়াছে অস্থি চর্ম্ম মাত্র।
নারদ বলেন মামি দেখ এই পাত্র॥
তোমার সঙ্গেতে পদ্মা করেন কন্দল।
বিধাতা দিলেন এই তার প্রতিফল॥
ব্রহ্মার সমান তেজ ধরে এই বুড়া।
তোমার বাপের মিত্র সম্বন্ধেতে খুড়া॥
মানিহ আমার গুণ গিরির ঝিয়ারি।
নাচেন নারদ ঋষি আঁখি ঠারাঠারি॥
শুভ ক্ষণে বরের করিল অধিবাস।
বাকল না ছাড়ে বুড়া নাহি পরে বাস॥
তৈল ক্ষুর নাহি মাথে না করে বপন।
এই বেশে কর মোরে কন্যা সমর্পণ॥
মনস্তাপে আমি যদি ছাড়িব নিঃশ্বাস।
নিমেষে করিব ভস্ম পর্ব্বত কৈলাস॥
বুড়ার বিক্রম শুনি সভাকার ত্রাস।
শিবের মঙ্গল গায় রামকৃষ্ণ দাস॥৮॥

মনসার বিবাহ

পাহিড়া রাগ॥

যতেক নারীগণ উল্লসিত মন
আইলা কৈলাস পুরী।
গায়ন কিন্নরী নর্ত্তকী বিদ্যাধরী
বাদ্য মুরজ মাধুরী॥
হরিষে ত্রিলোচন বসিয়া তপোধন
করিলা কন্যা সমর্পণে।
হইল কুশণ্ডিকা হরিষে চণ্ডিকা
ভুঞ্জাইলা সুরগণে॥১॥

মনেতে জরৎকারু জপে।
না কইলে ফুলশয্যা হরের হয় লজ্জা
কি করে শঙ্কর কোপে॥ধ্রু॥
বেষ্টিত অষ্ট নাগে সশঙ্কে মুনি জাগে
শয়নমন্দিরে বসি।
জাগএ কুকবাকু কলিঙ্গ ভৃঙ্গ পিকু
জানিল অবশেষ নিশি॥
প্রভাতে স্নান করি সঙ্গেতে বিষহরী
চাপিলা আসি বৃষযান।
হরিষে ত্রিপুরারি সিঝুয়া নামে গিরি
দিলেন বসতি স্থান॥২॥
প্রণতি করে তপোধন।
কহেন পশুপতি সৃজিয়া সন্ততি
উদ্ধার করহ পিতৃগণ॥ধ্রু॥
শুনিঞা বলে বৃদ্ধ যদি না হও ক্রুদ্ধ
তবে সে কহিবারে পারি।
বয়সে অতি জীর্ণ তপেতে তনু শীর্ণ
ভজিব কোন্ সুখে নারী॥
মনসা যেই দিনে আমার আজ্ঞা বিনে
করিব শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই ক্ষণে আমি ইহার নহি স্বামী
করিল গোচর ধর্ম্ম॥৩॥
বিদায় হইয়া হরে আসিয়া নিজ ঘরে
বঞ্চিলা তথা নিশীথিনী।
নাগগণ ডরে রজনী উজাগরে
দিবসে নিন্দাইল মুনি॥
মনসা মনের ভ্রমে।
সূর্য্য গেলা অস্ত চরণে দিয়া হস্ত
জাগাইল প্রিয়তমে॥ধ্রু॥
সন্ধ্যা হয় লোপ করিব মুনি কোপ
মনসা চঞ্চল মতি।

ভাবিলা মনে হিত হইল বিপরীত
কোপেতে কম্পিত পতি ॥
নিষেধ কৈল পূর্ব্বে মজিলে মদগর্ব্বে
স্মরণ না করিলে কথা।
প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ ছুঞিলে মোর অঙ্গ
আমি না রহিব এথা ॥৪॥
গীত গায় কবিচন্দ্র।
বেড়িল নাগগণ পলায় তপোধন
পড়িয়া জাঙ্গুলী মন্ত্র ॥ধ্রু॥১॥

আস্তিকের জন্ম

ঘোষা ॥
ভাই বল হরি হরি ॥
পয়ার ॥

পলায় জরৎকারু মুনি দিআ উভরড়।
নাগের মুখেতে বহে বিষ শ্বাস ঝড় ॥
বন শৈল পোড়া যায় ছাই হইয়া উড়ে।
বিষের অগ্নিতে জরৎকারু নাহি পোড়ে ॥
হাথে পায় জড়াইল বড় বড় নাগ।
মুনি বলে কন্যা আমি করিলাঙ ত্যাগ ॥
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিত।
বীণা বাজাইয়া গায় কৃষ্ণগুণগীত ॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে করিয়াছ সত্য।
জন্মাইয়া যাও মুনি এক পুমপত্য ॥
নারদের বাক্যেতে আইলা নিজালয়।
রোদন করেন পদ্মা কম্পমান ভয় ॥
মনসার নাভিপদ্মে বুলাইয়া কর।
অস্তি অস্তি বলিয়া দিলেন এই বর ॥
তোমার উদরে এই জন্মিব কুমার।
তপস্যায় তুল্যরূপ হইব ব্রহ্মার ॥
নাগসত্র যজ্ঞে তিঁহো করিবেন ভিক্ষা।
তক্ষক সহিত ইন্দ্র পাইবেন রক্ষা ॥
এই কথা কহিয়া পালায় তপোধন।
নারদ বলেন শুন আমার বচন ॥
যাবত প্রসব নাহি হয় বিষহরী।
তাবত রহিবে এই থাকিয়া চাতুরী ॥
জরৎকারু বলে দুঃখ না দেহ অধিক।
তিন রাত্রি গেলে পুত্র জন্মিব আস্তিক ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য বিধাতার সৃষ্ট।
তিন রাত্রি গেলে পুত্র হইল ভূমিষ্ঠ।
থুইল আস্তিক নাম করি সমস্কার।
পুন্নাম নরকে হইল পিতৃর উদ্ধার ॥
যেই ক্ষণে পুত্রমুখ দেখিলেন ঋষি।
সেই ক্ষণে পিতৃগণ হৈল স্বর্গবাসী ॥
নারদের সঙ্গে চলে জরৎকারু মুনি।
দেখিতে পুন্নাম কুণ্ড পুরী সংযমনী ॥
না দেখিল পিতৃগণ নরকের কূপে।
সন্তোষ হইয়া চিত্তে রামনাম জপে ॥
তপোবনে গেলা সেই জরৎকারু মুনি।
পর্ব্বতে রহিলা পদ্মা হরের নন্দিনী ॥
যেই জন শুনে ভণে মনসার কথা।
বিলেশয় হৈতে তার না হয় বিতথা ॥
বিষহরী প্রসন্না তাহারে অহর্নিশ।
জলে স্থলে তারে বল নাহি করে বিষ ॥
আস্তিকের জন্ম যেই ভক্তিভাবে শুনে।
অপুত্রের পুত্র হয় পুরাণের গুণে ॥
পুত্র কাম্যে যেই ভক্ত গায় এই পালা।
পুত্র কন্যা দেন তারে সেবকবৎসলা ॥
হর গৌরী কৈলাসেতে সরস সম্ভাষ।
শিবায়ন গীত রচে রামকৃষ্ণ দাস ॥১॥

পালা সাঙ্গ ॥

সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান

চণ্ডীর জিজ্ঞাসা

তোমার গলায় মণি মাণিক শোভক।
আমার গলায় গৌরি এই গ্রৈবেয়ক ॥
নানা বর্ণে সাজে যেন ময়ূরচন্দ্রক।
নীল শ্যামল আর নিবিড় মেচক ॥১॥
তুমি জিজ্ঞাসিলে ভাল তুমি জিজ্ঞাসিলে ভাল।
তিন কালে হৈল গলা তিন বর্ণে কাল ॥ধ্রু॥
মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি সমান নির্ম্মল।
ইন্দ্রের বজ্রের চিহ্ন পরম উজ্জ্বল ॥
তাহাতে বেষ্টিত যেন দলিত কজ্জল।
দিঠি না সঞ্চরে তাহে করে ঢলঢল ॥২॥
সমুদ্রমথনে আমি পিলাঙ গরল।
বিষ্ণুকে করিল কাল সেই হলাহল ॥
তার চারি পাশে যেন কুবলয়দল।
বিষ্ণুর হস্তের চিহ্ন অঙ্গুলী সকল ॥৩॥
তার মাঝে মাঝে এই দেখ তিন রেখা।
সূত্রেতে গাঁথিল রত্ন যেন যায় দেখা ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে শুন ল পতিব্রতা।
একে একে কহি আমি এই তিন কথা ॥৪॥১॥

শিবের নীলকণ্ঠ হইবার বিবরণ

পয়ার ॥

এককালে আমি বসিয়াছি ব্রহ্মলোকে।
পদ্মাসনে ধ্যান ধরি ব্রহ্মার সম্মুখে ॥
মূর্ত্তিমান্ চারি বেদ প্রণব সহিতে।
ব্রহ্মলোকে বাস সব আছে চতুর্ভিতে ॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আর সপ্ত ঋষি।
গ্রহগণ সঙ্গে স্তুতি করে রবি শশী ॥
দিক্‌পাল সব আছে জুড়ি দুই কর।
হেন কালে তথাতে আইল পুরন্দর ॥
আমার বৈভব দেখি ইন্দ্র পাইল লাজ।
শিবের সাক্ষাতে আমি কি বা দেবরাজ ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র তপোবলে পাইল পুষ্করে।
পরীক্ষা করিব আজি ভোলা মহেশ্বরে ॥
মহেশ থাকিতে মোর নাহি ঠাকুরালী।
কোন্ জন মোরে সম্ভাষিব রাজা বলি ॥
জ্ঞানভ্রষ্ট হৈল ইন্দ্র কৈল দুঃসাহস।
ঐশ্বর্য্য আশায়ে কে বা আগলে অপযশ ॥
তিলোত্তমা মেনকা উর্ব্বশী তথা নাচে।
লুকাইয়া ছিল ইন্দ্র গন্ধর্ব্বের কাছে ॥
মারিলেক বজ্র ইন্দ্র ছিল যত শক্তি।
আমার কণ্ঠেতে না ভেদিল এক রত্তি ॥
উফড়িয়া পড়ে গৌরি শক্রের কুলিশ।
দেখিয়া সঙ্কোচ ইন্দ্র চিত্তে বিমরিষ ॥
মহাশব্দ হৈল তথা জন্মিল অনল।
তালভঙ্গ হৈল পালাইল আখণ্ডল ॥
হেন কালে ব্রহ্মা আসি করিল স্তবন।
ক্ষম অপরাধ রক্ষা কর ত্রিলোচন ॥
ব্রহ্মার বচনে মোর হৈল ক্রোধশান্তি।
কণ্ঠেতে রহিল চিহ্ন ইন্দ্রনীলকান্তি ॥
শ্রীকণ্ঠ বলিয়া নাম থুইল প্রজাপতি।
সেই হৈতে কণ্ঠে হইল লক্ষ্মীর বসতি ॥
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র করিলে মহাপাপ।
তিন রাত্রি মধ্যে তোরে হৈব ব্রহ্মশাপ ॥
হরের বিভূতি দেখি ইন্দ্র কৈলি হিংসা।
কাঞ্চনের কান্তি দেখি কান্দে যেন সীসা ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা বসিলা ধেয়ানে।
সেই ব্রহ্মলোকে আমি আছি পদ্মাসনে ॥
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি শিষ্যগণ সঙ্গে।
পথেতে দেখিল ইন্দ্র আইসে মাতঙ্গে ॥

মুনি দেখি সহস্রাক্ষ কৈল নমস্কার।
মুনির হস্তেতে ছিল মন্দারের হার॥
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি হও পূর্ণকাম।
এতেক বলিয়া গলে দিল পুষ্পদাম॥
মুনি স্বর্গগঙ্গা গেলা ইন্দ্র আইসে ঘরে।
ঘুচাল্য গলার মালা আপনার করে॥
সেই মালা ইন্দ্র রাজা দিল ঐরাবতে।
ঐরাবত শুণ্ডে লৈয়া পেলিলেক পথে॥
পুনর্ব্বার সেই পথে মুনির প্রয়াণ।
মালা দেখি মুনি ক্রোধে হৈলা কম্পমান॥
অবজ্ঞা করিল ইন্দ্র মোর আশীর্ব্বাদে।
শ্রীভ্রষ্ট হইব ইন্দ্র এই অপরাধে॥
দুর্ব্বাসার শাপ দুর্গা না যায় খণ্ডন।
অত্রির কুমার সেই মহাতপোধন॥
দুর্ব্বাসা আমার অংশ জানে সর্ব্বজন।
আচম্বিতে হৈল স্বর্গে দেবাসুররণ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু আদি দৈত্য।
অসংখ্য জন্মিল তাহাসভার অপত্য॥
তপস্যার বলে তারা বড় বলবন্ত।
লইল ইন্দ্রের ঐরাবত চতুর্দ্দন্ত॥
যুদ্ধেতে হারিয়া পালাইল শচীপতি।
অসুরে লইল তার সকল বিভূতি॥
দেবপুষ্প লুকাইল নন্দনকাননে।
বৃহস্পতি পালাইয়া গেলা যথাস্থানে॥
অমরাবতীর ভোগ ভুঞ্জে দৈত্যগণ।
ইন্দ্র গিয়া ব্রহ্মলোকে কৈল নিবেদন॥
অকস্মাৎ দৈন্য মোর হৈল কি কারণে।
যুদ্ধে বল মাত্র নাঞি পায় দেবগণে॥
শুনিঞা ইন্দ্রের বাক্য হাসে চতুর্ম্মুখ।
ঈশ্বর হেলনে তুমি পাও এত দুঃখ॥

সমুদ্রমন্থনের উদ্যোগ

এতেক শুনিঞা ইন্দ্র পুজিল কুমারে।
শতরুদ্রী পাঠ স্তুতি নানা পরকারে॥
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পঞ্চানন।
তুমি তুষ্ট হইলে জয়ী হয় দেবগণ॥
তুমি আমি নারায়ণ এই তিন জনে।
গ্রহ দিক্‌পাল বসুগণ রুদ্রগণে॥
একত্র হইয়া চল ক্ষীরোদের কূলে।
মহৌষধি আনিঞা পেলাও সেই জলে॥
সমুদ্র মথন কর আনিঞা মন্দর।
মন্দর ধরিব কূর্ম্মরূপে চক্রধর॥
বাসুকি হইব দড়া শুন পশুপতি।
এক দিকে দেবগণ তোমার সংহতি॥
আর দিকে টানিবেক যত দৈত্যগণ।
সমুদ্রমথনে পাব অনেক রতন॥
অমৃত উঠাব তাহে দেবতার ভক্ষ্য।
সেই বলে ইন্দ্র তুমি জিনিবে বিপক্ষ॥
হইব লক্ষ্মীর জন্ম ক্ষীরোদসাগরে।
পুনর্ব্বার বিভূতি হইব দেবপুরে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা লৈয়া দেবগণে।
আইলা বৈকুণ্ঠপুরী নারায়ণ স্থানে॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সুরগণ।
করিল প্রভুর স্থানে দুঃখ নিবেদন॥
সমুদ্রমথনে হৈল সভার যতন।
দিক্‌পাল ক্ষেত্রপাল সবলবাহন॥
ত্রিদেবার সঙ্গে চলে যত গ্রহগণ।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় আইল যত দৈত্যগণ॥
দেবাসুরে চলিল মন্দর আনিবারে।
মন্দর পর্ব্বত কেহ চালিবারে নারে॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি অসংখ্য অসুর।
চালিতে না পারে গিরি দর্প হৈল চুর॥

হাসিয়া ত চক্রপাণি চড়িয়া গরুড়ে।
পর্ব্বত আনিঞা দিল সমুদ্রের কূলে ॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥২॥

সমুদ্রমন্থন

ব্রহ্মা বুঝাইল নীত দেবাসুরে হৈল প্রীত
রত্নের হইল বড় লোভ।
সম্বোধিয়া ভাই ভাই সভে করে ধাওয়াধাই
পরিশ্রমে নাহি জানে ক্ষোভ ॥
পেলাইল মহৌষধি ক্ষীরোদ হইল দধি
ব্রহ্মা ইথে বড়ই কৌতুকী।
মেদিনী হইল হাঁড়া মন্দর মন্থনদড়া
দড়া তাহে হইল বাসুকি ॥১॥
গৌরি গ, দেবাসুরে মথে রত্নাকর।
মন্দর পেলিল জলে সমুদ্র উথলে কূলে
পড়ে আসি হাঙ্গর মকর ॥ধ্রু॥
মন্দর পাতাল যায় উপায় না দেখি তায়
দেবতা বিষ্ণুর কৈল স্তুতি।
ভক্তজনবশ হরি পৃষ্ঠেতে বহিলা গিরি
হইলা তথা কচ্ছপমূরতি ॥
এথা চতুর্ভুজ রূপে ধরিতে চলিলা সর্পে
ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজনে।
দেবগণ ধর আগে নাগের মুখের দিগে
লেঞ্জে যেন ধরে দৈত্যগণে ॥২॥
বিষ্ণু বলেন বক্র উক্তি কে বুঝে তাঁহার যুক্তি
শুনি ক্রোধ জন্মিল অসুরে।
শরীরের মধ্যে তুচ্ছ আমরা না ধরি পুচ্ছ
কলি বাড়ে উত্তরে উত্তরে ॥
ব্রহ্মা বলে কেন দ্বন্দ্ব বিষ্ণু তুমি ধর কন্ধ
অসুর সম্মুখ যদি ইচ্ছে।
দেবগণ শুন বাণী ইথে নাহি হারি জিনি
পুরন্দর ধর গিয়া পুচ্ছে ॥৩॥
তুলিল অসুরসেনা যে দিগে নাগের ফণা
ধরে সভে বীরপরাক্রমে।
বাসুকির বিষশ্বাস দৈত্যগণ যায় নাশ
হীনবল হৈল পরিশ্রমে ॥
আমি সত্যবতী সঙ্গে বিমানে থাকিয়া রঙ্গে
দেখি গৌরি না নড়ে মন্দর।
শ্রান্ত দেখি যেই দল তার হই অনুবল
রামকৃষ্ণ রচিল মঙ্গল ॥৪॥৩॥

লক্ষ্মীর উদ্ভব

ঘোষা ॥

ভাই রে, মথনে রতন দিল দেখা।
দেবতা অসুরে করে লেখা ॥

পয়ার ॥

প্রথমে উঠিল গাভী নামেতে সুরভি।
কোন বাঁটে ক্ষীর তার কোন বাঁটে হবি ॥
মনোরথ বাছা তার ডাকে হাম্বা হাম্বা।
যজ্ঞের কারণে ধেনু লইলেন ব্রহ্মা ॥
তবে ত উঠিল চক্র নিল চক্রপাণি।
শঙ্খ শারঙ্গ আর কৌস্তুভ মণি ॥
কৌস্তুভের সঙ্গে উঠে অষ্ট মহানিধি।
কুবেরের ঠাঞি তাহা সমর্পিল বিধি ॥
উঠিল আমার ভাগে চান্দের মণ্ডল।
অষ্টমী তিথির সোম অর্দ্ধেক উজ্জ্বল ॥
ব্রহ্মা আনি দিল তাহা আমার মুকুটে।
ইন্দ্রের মথনে গৌরি অশ্ব গজ উঠে ॥
ঐরাবত অষ্ট গজ সঙ্গেতে করিণী।
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া ধন ইন্দু কুন্দ জিনি ॥

অসুর রাক্ষস যক্ষ করে কাণাকাণি।
হেন কালে তাদভার উঠিল বারুণী॥
পঞ্চ বৃক্ষ মথনে উঠিল একবার।
কল্পবৃক্ষ পারিজাত সন্তান মন্দার॥
হরিচন্দনের নামে মরতে তুলসী।
দেবপুষ্প দেখিয়া বিধির হৈল হাসি॥
কল্পবৃক্ষ রাখি ব্রহ্মা আপনার স্থানে।
হরিরে দিলেন হরিচন্দন সন্তানে॥
মন্দার মহেশে দিল ইন্দ্রে পারিজাত।
ইহা দেখি দৈত্যগণ হইল বিষাদ॥
পুষ্পের সৌরভে নাহি রহে জরা মৃত্যু।
নিত্য নবস্বয় শচী শক্র সেই হেতু॥
পুনর্ব্বার মথেন সিন্ধু পীযূষ উদ্দেশে।
উঠিলেন মহালক্ষ্মী কমলের কোশে॥
করেতে কমল তাঁর জাতি কমলিনী।
সমুদ্রের মাঝে যেন দেখি সৌদামিনী॥
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে উঠে অনেক অপ্সরা।
পূর্ণচন্দ্র বেড়িয়া শোভিছে যেন তারা॥
দেখিয়া লক্ষ্মীর রূপ দৈত্য দানব।
ধাইল রাক্ষস যক্ষ পিশাচ ভৈরব॥
মথন ছাড়িয়া সভে আইলা দেখিবারে।
উর্দ্ধহস্তে ডাকি ব্রহ্মা বলে সভাকারে॥
এই দেবী পদ্মালয়া সর্ব্বলোকমাতা।
তাঁহারে বরিবে যেই সভাকার পিতা॥
আপন ইচ্ছায় দেবী হৈব স্বয়ম্বরা।
একত্র হইল তথা যথা দেবদারা॥
ব্রহ্মার বচন সভে শুনি সারোদ্ধার।
দেবগণ গেলা সভে সমুদ্রের পার॥
যার যেই নিয়োজিত ধরে সেই স্থানে।
বিধি বিষ্ণু আমি তিনে আছি ত বিমানে॥
দিগ্‌গজে করিল কমলার অভিষেক।
সকল তীর্থের জল ওষধি অনেক॥
কলসে করিয়া ঢালে রমার মস্তকে।
দেবীগণ হুলাহুলি দিলেন কৌতুকে॥
জয় জয় শব্দ হৈল এ তিন ভুবনে।
সাজিল সিন্ধুর তট পুষ্পবরিষণে॥
সরস্বতী আনি তারে দিলা দিব্য হার।
বরুণ বসন বিশ্বকর্ম্মা অলঙ্কার॥
ক্ষীরোদ আইলা তথা হৈয়া মূর্ত্তিমান্।
অম্লান পঙ্কজমালা দিলা বিদ্যমান॥
সস্ত্রীক দেবতা সব হৈয়া পুটাঞ্জলি।
স্তুতি করে দেবরাজ দৈত্যরাজ বলি॥
দেবতার অধিকার লইল বিপক্ষে।
ইন্দ্রের দৈন্যতা দেখি চাহিলা কটাক্ষে॥
দৃষ্টিপাতে কৃতার্থ করিলা সভাকারে।
সম্পত্যরূপেতে গেলা দেবতার ঘরে॥
শিবের কণ্ঠেতে লক্ষ্মী কান্তিরূপে বৈসে।
নারীরূপে ভজিলেন পরম পুরুষে॥
শুন শুন পার্ব্বতি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর।
শম্ভু স্বয়ম্ভুর মধ্যে দেব গদাধর॥
ক্ষীরোদ দিলেন পীত বস্ত্র অলঙ্কার।
রামকৃষ্ণ রচে লক্ষ্মী কৈলা অভিসার॥৩॥

দেবগণের আনন্দ

কামোদ রাগ॥

চলুনি কমলা রূপে চন্দ্রকলা
চরণে মঞ্জীর বাজে।
চারু নিতম্বিনী চঞ্চল কিঙ্কিণী
চিত্রিত চির বিরাজে॥
যেনক ডম্বরু আগে পাছে গুরু
মেখলা বন্ধন মাঝে।
পীন ঘন উচ্চ মনোহর কুচ
কাঞ্চন কঞ্চুকী সাজে॥১॥

হাসি সুধামুখী বালা।
প্রদক্ষিণে ফিরি পুটাঞ্জলি করি
মাধবে দিলেন মালা ॥ধ্রু॥
বলয় কঙ্কণ শঙ্খ সুশোভন
অঙ্গদ বাহুমৃণালে।
কণ্ঠে আর উরে শোভে থরে থরে
মণি মুকুতার মালে ॥
শ্রীমুখ মণ্ডল বেশরে উজ্জ্বল
কজ্জল লোচনশোভা।
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঢল ঢল
উদিত অরুণ আভা ॥২॥
চূড়ামণি জ্বলে পত্রাবলী ভালে
সুন্দর সিন্দুর ছবি।
হরিপ্রিয়া রমা দৃষ্টে দিল ক্ষমা
উপমিতে নাঞি ভুবি ॥
খোঁপা বান্ধি কেশে আচ্ছাদন বেশে
দিলেন চিত্র উত্তরী।
বিষ্ণু ধরি করে দিলা স্থল তাঁরে
উরে প্রবেশিলা শ্রী ॥৩॥
লক্ষ্মীনাথ নাম পাইলা গুণধাম
হর্ষ দেবাদেবীগণে।
করতাল কাঁসি বীণা বেণু বাঁশি
দুন্দুভি বাজে সঘনে ॥
মৃদঙ্গ পড়াশানি শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি
সেই মহামহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ গায় দৈত্যগণ চায়
অন্তরে বিষাদ ভাবে ॥৪॥৭॥

অমৃত উৎপত্তি

ঘোষা ॥

ভাই, কি ভাব ভাবক।
অন্তরে বুঝিয়া ভাব হরি হরাত্মক ॥

পয়ার ॥

ক্ষীরোদমথন কথা শুনহ পার্ব্বতি।
সতীরূপে ছিলে তুমি আমার সংহতি ॥
পুনর্ব্বার টানাটানি করে দেবাসুরে।
মন্দর পর্ব্বত কমঠের পিঠে ঘুরে ॥
লক্ষ যোজন গিরি পুরাণ প্রমাণ।
কচ্ছপের পিঠে যেন ঝাঙার সমান ॥
সমুদ্রের কল্লোলে কাণে লাগে তালা।
বাসুকির শরীরে জন্মিল বড় জ্বালা ॥
উঠিলেন ধন্বন্তরি শরীর প্রকাণ্ড।
চতুর্ভুজরূপে হস্তে অমৃতের ভাণ্ড ॥
শ্যাম কলেবর পীত বস্ত্র পরিধান।
বিষ্ণু অংশে দেখি তাঁরে বিষ্ণুর সমান ॥
যত দৈত্যগণ আইলা মথন ছাড়িয়া।
অমৃতের পাত্র আজি লইমু কাড়িয়া ॥
হ্লাদ অনুহ্লাদ বিরোচন বলি বাণ।
রাহু সম্বর ময় দানব প্রধান ॥
কালনেমি নমুচি কুজম্ভ আর জম্ভে।
রক্তবীজ মহিষ নিকুম্ভ আর কুম্ভে ॥
একত্র হইয়া সভে কহিল যুগতি।
অমৃতের সঙ্গে এই বিষ্ণুর মূরতি ॥
আমা সভা বঞ্চিতে বিধাতা মহে বক্র।
যত সব দেখি এই বিষ্ণুর কুচক্র ॥
বীর হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু।
সিংহ শূকররূপে বিষ্ণু তার রিপু ॥
হেন বিষ্ণু সঙ্গে আজি হৈল দরশন।
পিতৃবৈরি সাধি যদি সভে কর মন ॥
অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সভে ধাইল সত্বরে।
হংসেতে চড়িয়া ব্রহ্মা নিষেধে অসুরে ॥
অকারণে কেন যুদ্ধ কিবা হুড়াহুড়ি।
এক বস্তু পাইলে বাঁটিতে হয় দেরি ॥

পুনর্ব্বার মথ রত্ন হউক একত্রে।
আমি ভাগ করিব বুঝিয়া দিব পাত্রে॥
ব্রহ্মার বচনে হয় অসুরে প্রত্যয়।
সমুদ্র মথিতে চলে সানন্দহৃদয়॥
অত্যন্ত মথনে দুর্গা উপজিল বিষ।
প্রলয়ের কালে যেন অগ্নির সদৃশ॥
মেঘের বর্ণেতে বিষ হইল উদয়।
দেবতা অসুরে বড় হইল বিস্ময়॥
যত জলজন্তু সব হইল ছারখার।
সমুদ্রের মাঝে হৈল ঘোর অন্ধকার॥
নিকটে আছিলা বিষ্ণু কমললোচন।
আছিল বিষ্ণুর বর্ণ সমান কাঞ্চন॥
বিষের তেজেতে তাঁর হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হইল সুপর্ণ॥

শিবের বিষপান

বিষ্ণুর বৈবর্ণ্য দেখি দেবতা চিন্তিত।
গেলেন ব্রহ্মার ঠাঞি মনে পাইয়া ভীত॥
ব্রহ্মা বলে না দেখি বিষের প্রতিকার।
এই বিষে করিবেক সৃষ্টির সংহার॥
বৃহস্পতি বলে আমি জানি সেই কালে।
অত্যন্ত লোভেতে কাল না যায় কুশলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র গ্রহ দিক্‌পাল।
যতেক অসুর যক্ষ রাক্ষস বেতাল॥
ঊর্দ্ধবাহু করি ডাকে ত্রাহি মৃত্যুঞ্জয়।
রক্ষা কর অকালেতে হইল প্রলয়॥
করিল বিস্তর স্তুতি বিধি বেদমতে।
দেবতা তেত্রিশ কোটি আছে প্রণিপাতে॥
এতেক দেখিয়া দেবাসুরের দুর্গতি।
সত্যবতী স্থানে আমি লৈয়া অনুমতি॥
সেই কালকূট বিষ পর্ব্বত আকার।
পিলাঙ সংহারমুখে দিয়া হুহুঙ্কার॥
এই সে কারণে এক মুখ মেঘনীল।
কণ্ঠ নীলবর্ণ হৈল গরলের শীল॥
দেবতা অসুর সভে করি সমবায়।
সুরভির দুগ্ধে স্নান করাইল আমায়॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ।
দীপ দিয়া মধুপর্ক পূজা নানারূপ॥
বিষ পান করি আমি কৈল আচমন।
সেই জল পান কৈল যত নাগগণ॥
ভুজঙ্গ বৃশ্চিক ভৃঙ্গ কীট পিপীলিকা।
সেই জল পিল আসি মূষক গোধিকা॥
যেই যেই বৃক্ষে তার লাগিয়াছে ছিটা।
সেই সেই বৃক্ষের বিশাল হৈল কাঁটা॥
যেই যেই বৃক্ষের মূলেতে পাইল জল।
বিষবৃক্ষ হৈল সেই কেহ বিষফল॥
কারো ক্ষীরে বিষ হইল কারো হইল ছালে।
আলকুশি বিছাটি জন্মিল সেই কালে॥
রাখিল গলায় বিষ না কৈল সংহার।
কল্পান্তে করিব কালকূটের উদ্গার॥
শোভারূপে আছে বিষ নাহি হ্রাস বৃদ্ধি।
সেই হইতে নীলকণ্ঠ নামের প্রসিদ্ধি॥
জলদগ্নি হেন বিষ হইল নির্বাণ।
দেবতা অসুর সভে পাইল পরিত্রাণ॥
ইন্দ্রের নটিনী হৈল যত অপ্সরা।
নিত্য নববয় তারা নাহি হয় জরা॥
ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিবারে গেলা ব্রহ্মলোকে।
অন্তর্ধান হৈল বিষ্ণু কেহ নাহি দেখে॥
নিজগণ সঙ্গে আমি আইলাঙ কৈলাসে।
দেবতা অসুরে যুদ্ধ পৃথিবী আকাশে॥
ইন্দ্র দিতে নাহি চাহে অমৃতের ভাগ।
দৈত্য দানব তারা নাহি ছাড়ে রাগ॥
যত জাতি আছে তারা কশ্যপের বংশ।
মথনের ধনে আছে সভাকার অংশ।

বাক্য প্রতিবাক্যে হৈল বড় কলরব।
মোহিনীরূপেতে তথা আইলা মাধব॥
হৈলা বরবর্ণনী রূপের নাহি সীমা।
হাস্য কটাক্ষ কিবা লাবণ্য ভঙ্গিমা॥
অমর অসুর সভে হইল মোহিত।
মদনে পীড়িত হৈল সভাকার চিত্ত॥
রামকৃষ্ণ রচে হরগৌরীর সম্বাদ।
পার্ব্বতী কহেন কহ কি হইল পশ্চাৎ॥৫॥

মোহিনীর রূপ

শুন ল মনোরমা রূপেতে অনুপমা
কে তুমি কাহার নারী।
আমরা মানি তোমা কন্দলে দেহ সীমা
অমৃত ভাগ কর সারি॥
যতেক দিবিষদ দনুজ দিতিসুত
যক্ষ বিদ্যাধর নাগ।
সুপর্ণ ভুজঙ্গম করিল পরিশ্রম
রাক্ষস চাহে ইথি ভাগ॥১॥
মোহিনী করে লয় সুধা।
বলেন হাসি হাসি তোমরা ভুঞ্জ বসি
যাহার যত আছে ক্ষুধা॥ধ্রু॥
শুনিঞা দিল সায় করিয়া সমবায়
বসিলা দেবাসুরপাঁতি।
কলসী করি কক্ষে চাহনি কটাক্ষে
চলনি তাহে নানা ভাতি॥
চরণ অরবিন্দে নখেতে মণি নিন্দে
দেখিতে জুড়ায় আঁখি।
এ রামরম্ভা উরু নিতম্ব বিম্ব গুরু
পেখন ধরে যেন শিখী॥২॥
দুর্ব্বল কটিতট তাহাতে সুধাঘট
করেতে কাঞ্চনথালা।
পীবর কুচযুগ করয়ে ডগমগ
তরল মুকুতার মালা॥
করেতে করিদন্ত পহুছি বাজুবন্দ
অঙ্গদ অঙ্গুলি শোভে।
বরণ চামীকর বদন হিমকর
চকোর উড়ে তথি লোভে॥৩॥
তাড়ঙ্ক শ্রুতিমূলে রতন নাকফুলে
সচল অপাঙ্গরেখা।
সীমন্তমণিটীকা কুঙ্কুম কস্তুরিকা
অলক তিলক রেখা॥
কুটিল সুকুন্তলে লোটন পিঠে দোলে
বসন রক্তবর্ণ গায়।
শ্রীরামকৃষ্ণ কহে হরিষে পরিষয়ে
বাহুমূল দরশায়॥৪॥৬॥

সুধা বিতরণ

ঘোষা॥

ভাই, হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
চাহিতে পিছলে দুই আঁখি॥

পয়ার॥

রুণুঝুনু রশনা নূপুর ঝনঝনি।
কঙ্কণ ঝঙ্কার কত উড়িছে ওড়নি॥
ঈষৎ হাসিয়া চাহে নয়নের কোণে।
ভোজনিঞা সকল কাতর কামবাণে॥
প্রথমে দেবতা সব করিল গণ্ডূষ।
পরষিলা তাসভারে সকল পীযূষ॥
দেখিয়া কার্য্যের গতি রাহু দুষ্টমতি।
দেবতার পংক্তে আসি বৈসে শীঘ্রগতি॥
করিল অমৃত পান অমরের সঙ্গে।
চন্দ্র সূর্য্য মোহিনীরে কহিল ভ্রূভঙ্গে॥

সেই কাঞ্চনের থালা ফিরাইয়া করে।
কাটিল তাহার মুণ্ড তবু নাহি মরে॥
সিংহিকাতনয় সেই পিতা বিপ্রচিতি।
কাতর হইয়া মোহিনীরে কৈল স্তুতি॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দিলা তারে বর।
দুই গ্রহ হইল নব গ্রহের ভিতর॥
রাহু কেতু হইয়া দুহে রহিলা আকাশে।
কুহূ পূর্ণিমায় রবি শশীরে গরাসে॥
বঞ্চিত হইল তথা অসুর রাক্ষস।
অমর অমৃত পানে হইল ত্রিদশ॥
মোহিনীরূপেতে হরি হৈলা অন্তর্ধান।
গরুড়ে চড়িয়া চতুর্ভুজ বিদ্যমান॥
ডাকিয়া কহিল প্রভু যত দেবাসুরে।
সমুদ্র মথন সাঙ্গ হৈল এত দূরে॥
সমুদ্রের জলে দেখ আছেন বাড়ব।
কর্ণে হস্ত দিলে শুনি যার কলরব॥
অধিক মথনে অগ্নি পুড়িবেক দেশ।
সমুদ্রে নাহিক রত্ন হইল নিঃশেষ॥
এতেক বলিয়া প্রভু চড়িলা গরুড়ে।
মন্দর পর্ব্বতে লৈয়া পক্ষিরাজ উড়ে॥
আপনার স্থানেতে রহিলা গিরিবর।
বাসুকি পাতাল গেলা স্বর্গে পুরন্দর॥

শিবের মোহ

এই সব কথা আমি শুনি দূতমুখে।
বিষ্ণু সম্ভাবিতে আমি গেলাঙ কৌতুকে॥
দাক্ষায়ণী বলেন বড শুনিল অদ্ভুত।
শ্রীরূপ ধরিলা হরি দেখির প্রস্তুত॥
কহিল সতীর কথা দেব নারায়ণে।
হাসিয়া কহেন বিষ্ণু ক্ষমা দেহ মনে॥
মোহিনী দেখিলে হর হারাইবে জ্ঞান।
কামে বশ হইব ভাঙ্গিব যোগ ধ্যান॥
সতীর সম্মুখে তুমি প্যারে বড় লাজ।
দম্পত্যে কৈলাস যাহ না করিহ ব্যাজ॥
পুনর্ব্বার যত্ন আমি কৈল নানামতে।
হইলা মোহিনীরূপ আমার সাক্ষাতে॥
দেখিল মোহিনীরূপ বড়ই আশ্চর্য্য।
চঞ্চল হৈল চিত্ত না রহিল ধৈর্য্য॥
সত্যবতী মুগ্ধ হৈলা দেখিয়া নিকটে।
চিত্রের পুতলী যেন লিখিয়াছে পটে॥
ধাইয়া ধরিতে যাই দেখিয়া কামিনী।
পলাইয়া বুলে কন্যা মরালগামিনী॥
বসন উড়িল বায় আলুয়াইল কেশ।
উপবনে মোহিনী করিল পরবেশ॥
পবনের বেগে আমি ধরিল আঁচলে।
পিঠা পিঠা ধাইতে আমার চন্দ্র টলে॥
যেই যেই স্থলে পড়ে আমার ঔরস।
মৃত্তিকা কাঞ্চন হৈল পাথর পরশ॥
শর্করা আছিল যত আর কুচা শিলা।
চারি জাতি হীরা হৈল পঞ্চজাতি নীলা॥
জলেতে পড়িয়া রত্ন হৈল নানারূপ।
স্থানে স্থানে রহিল হৈয়া সব কূপ॥
হাসিয়া ফিরিল বিষ্ণু দেখি মোর আর্ত্তি।
পুরুষশরীর হৈলা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি॥
মুখ পানে চাহিতে আমার হৈল লাজ।
মনে মনে ভাবি আমি করিল কি কাজ॥
দাক্ষায়ণীর সহিত আমি আইলাঙ ঘরে।
মথনের কথা সাঙ্গ হৈল এত দূরে॥
কমলার জন্মকথা যেই শুনে ভণে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী তার থাকেন ভবনে॥
বিষের সংহারকথা যে শুনে হরিষে।
কোন কালে গরল তাহারে নাহি হিংসে॥
অমৃতের জন্ম যেই শুনে ভক্তিভাবে।
আয়ুবৃদ্ধি হয় তার ধর্ম্ম তারে লভে॥

গাভী অশ্ব গজ পুষ্প চন্দ্র শঙ্খ মণি।
ধনুক অমৃতকন্যা ভিষজ বারুণী ॥
বিষের সহিত রত্ন হইল ত্রয়োদশ।
অসুরে ঘটিল এক দ্বাদশ ত্রিদশ ॥
চতুর্ভুজরূপে কৃষ্ণ দেবতার সঙ্গে।
কচ্ছপরূপেতে আছে সিন্ধুর তরঙ্গে ॥
বাসুকিরূপেতে আছে এথা ধন্বন্তরি।
পঞ্চমে মোহিনীরূপ হইলা শ্রীহরি ॥
শুনিঞা শম্ভুর কথা হাসেন ভবানী।
ভুলিল অসুর যেন তত্ত্ব নাহি জানি ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া তুমি ভুলিলে কিমতে।
পুরুষ হইয়া যাহ পুরুষ ধরিতে ॥
বিষ্ণু ক্ষমা করিল তোমার অপরাধ।
তুমি হৈলে অন্যে বড় করিতে প্রমাদ ॥
প্রভু বলে শুন গৌরি দেখিলাও রমা।
দেখিলাও উর্ব্বশী মেনকা তিলোত্তমা ॥
নানারূপ কল্পে কল্পে দেখিলাও তোমা।
কোন নারী নহে সেই মোহিনীর সমা ॥
কে জানে বিষ্ণুর মায়া শুন গ পার্ব্বতি।
আমি ভুলিলাও অন্য কি কহিব ইতি ॥
এইরূপে হর গৌরী হাস পরিহাসে।
কহেন রহস্য কথা বসিয়া কৈলাসে ॥
পার্ব্বতী বলেন শুন প্রভু দিগম্বর।
সভে বলে একই শরীর হরি হর ॥
বিষ্ণু তোমা পূজিয়া পাইল সুদর্শন।
বিষ্ণুভজনায় তুমি থাক অনুক্ষণ ॥
যোগেশ্বর হৈলে তুমি বিষ্ণুনাম জপি।
বিষ্ণু কেন আমারে দিলেন গলাটিপি ॥
শুনিতে এ সব কথা বড় অভিলাষ।
দয়া যদি থাকে মোরে করিবে প্রকাশ ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥৭॥

যজ্ঞভঙ্গ

শুন গৌরি এক কালে   পুষ্কর তীর্থের কূলে
তপস্যা করিল সুরগণ।
সেই ব্রহ্মসরোবরে   অগ্নি উদ্ধারিয়া জলে
করিল যজ্ঞের আয়োজন ॥
মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞেশ্বর   শঙ্খ চক্র গদাধর
আচার্য্য হইলা বৃহস্পতি।
আপনি পঙ্কজজন্মা   সদস্য হইল ব্রহ্মা
হোতা হইলা দক্ষ প্রজাপতি ॥১॥
গৌরি গ, বিষ্ণু মোরে নাহি দিল অংশ।
না পাইয়া যজ্ঞভাগ   সেই ক্ষণে মহাযাগ
ক্রোধ করি কৈল আমি ধ্বংস ॥ধ্রু॥
দেবের মঙ্গল কাজে   কেবল আপন তেজে
জন্মাইল নন্দি মহাবীর।
জ্যোতির্ম্ময় মহাকায়   আরক্ত লোচনে চায়
নন্দি আমি অভেদ শরীর ॥
নিঃশ্বাসে জন্মিল সেনা   অস্ত্র শস্ত্র নানা বাণা
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর।
সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ   বিকট দশন নখ
কপিমুখ জন্মিল বিস্তর ॥২॥
ঋক্ষমুখ লক্ষ লক্ষ   কারো কারো এক চক্ষু
বিডালাক্ষ বায়সবদন।
জম্বুক উল্লুকমুখ   পাটা হেন কারো বুক
নাটাচক্ষা হিরণ্যলোচন ॥
কারো মুখে অগ্নি জ্বলে   কেহ লাফে লাফে চলে
বজ্রপাত সমান গর্জ্জন।
কেহ মুণ্ডী কেহ জটী   কেহ পরে চর্ম্মধটি
কটিসূত্র কারো দ্বিবসন ॥৩॥
কেহ পরে মুণ্ডমালা   উটের সমান গলা
ভস্মেতে পাণ্ডুর কলেবর।
তালগাছ হেন জাঙ্ঘ   করেতে লোহার ডাঙ্গ
কেহ ধরে মুষল মুদ্গর ॥

কারো কারো দীর্ঘ নাক চক্ষু কুমারের চাক
ডাক ছাড়ে ঢাকে যেন বাড়ি।
কেহ কেহ ত্রিলোচন দিগম্বর কোন জন
তাম্রবর্ণে গোঁফ আর দাড়ি ॥৪॥
কেহ খাট কেহ ঢাঙ্গা কেহ কাল কেহ রাঙ্গা
ধূম্রবর্ণ কেহ বা পিঙ্গল।
কেহ যেন হাতি কড়া কেহ বা শুখায় মড়া
অদ্ভুত বীভৎস যত দল ॥
মহী করে তোলপাড় বরিষে অঙ্গার হাড়
মায়ামেঘে হইল তথা ঝড়।
অগ্নি দেবতার তুণ্ড নির্ব্বাণ হইল কুণ্ড
সুরগণ উঠি দিল রড় ॥৫॥
কেহ ঘৃত মধু পিয়ে কেহ বা দীগল জিহে
লিহে ক্ষীর শর্করা পায়স।
যজ্ঞপশু কেহ হানে মহামত্ত রক্তপানে
রুদ্রসেনা অসমসাহস ॥
যজ্ঞ মাধবের অঙ্গ বিদ্যমানে যজ্ঞভঙ্গ
দেখি ক্রোধ বাড়িল তাহার।
ভণে রামকৃষ্ণ দাস পঙ্কজন্মে পুরি শ্বাস
সারঙ্গেতে দিলেন টঙ্কার ॥৬॥৮॥

শিব ও বিষ্ণুর যুদ্ধ

ঘোষা ॥

রাম বল রে ভাই শিব বল।
অকারণে কেন ভাই মিছা যায় কাল ॥

পয়ার ॥

আকর্ণ পুরিয়া শর শারঙ্গ ধনুকে।
ক্রোধ করি আইলা বিষ্ণু আমার সমুখে ॥
আমা মারিবারে বিষ্ণু করিল সাহস।
জন্মিল আমার ক্রোধ হইলাঙ অবশ ॥
আকর্ণ পুরিল আমি অজগব ধনু।
লঘুহস্তে বিন্ধিলাঙ মাধবের তনু ॥
বিষ্ণু মহাযোগী শরে না পাইল পীড়া।
আমারে মারিল বাণ রণে পাইয়া ক্রীড়া ॥
বজ্রেতে না ভেদে যেন মন্দরশিখর।
তেন আমি না জানিল অচ্যুতের শর ॥
কোপে দুই করে হরি গলা চাপি ধরে।
পিনাক রাখিয়া আমি ধরিল তাঁহারে ॥
হেন কালে নন্দি আসি কৈল ছাড়াছাড়ি।
বিষ্ণুর মস্তকে পাইল পিনাকের বাড়ি ॥
প্রলয়কালের যেন নির্ঘাত গর্জ্জন।
হেন শব্দ কৈল হা হা করে সর্ব্বজন ॥
অচ্যুত অনন্ত অজ অব্যয় শরীর।
তেঞি সেই প্রহারেতে আছিল সুস্থির ॥
ছাড়িল আমার গ্রীব চিত্তে হইল ক্ষমা।
দেবগণ স্তুতি কৈল বুঝাইল রমা ॥
যজ্ঞভাগ দিল মোরে করি কোলাকুলি।
স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি হইল জয় হুলাহুলি ॥
স্তুতি কৈল আমারে সকল দেবগণ।
নীলকণ্ঠ বলি নাম থুইল তখন ॥
বিষ্ণুর প্রহার গৌরি মোরে হৈল শোভা।
চারি পাশ দেখি যেন কুবলয় আভা ॥
নীলকণ্ঠ নাম গৌরি হৈল দুই বার।
শ্রীকণ্ঠ নাম হইল ইন্দ্রের প্রহার ॥
অনুক্ষণ আমার কণ্ঠেতে হরিনাম।
এই সে কারণে শ্রী করিল বিশ্রাম ॥
ইন্দ্রনীল মেঘনীল আর ইন্দীবর।
বজ্রচিহ্ন বিষচিহ্ন কেশবের কর ॥
কহিল তোমারে তিন বর্ণের কারণ।
মথনে হইল অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণ ॥
চন্দ্রশেখর নাম হৈল সেই কালে।
তেঞি সে উদয় করে উষা মোর ভালে ॥

কহেন পূর্ব্বের কথা প্রভু বিশ্বনাথ।
জিজ্ঞাসেন পার্ব্বতী জুড়িয়া দুই হাত॥

অস্থিমালা ধারণের কারণ

গলায় তোমার কেন দেখি অস্থিমালা।
তোমারে না বাসে কেন মণি মুক্তা পলা॥
প্রভু বলে তোমারে কহিল আমি মর্ম্ম।
বসন আমার সিংহ শার্দ্দূলের চর্ম্ম॥
যেন বস্ত্র পরিচ্ছদ তেন অলঙ্কার।
গলায় পরিল তেঞি অস্থিময় হার॥
অম্বিকা বলেন প্রভু না কর কপট।
কহ গুপ্তকথা মোরে করি অকপট॥
এড়াইতে না পারিল উমার আখুটি।
কহেন আগমকথা ঠাকুর ধূর্জ্জটি॥
কল্পে কল্পে দুর্গা তুমি হও দাক্ষায়ণী।
কর্হ শরীর ত্যাগ হইয়া অভিমানী॥
তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে না পারি।
জন্মে জন্মে তোমার একেক অস্থি ধরি॥
আর দেখ গলে লাম্বে কপালের মালা।
ব্রহ্মাণ্ড সংহারি মহাপ্রলয়ের বেলা॥
ব্রহ্মার কপাল গাঁথি পরি কল্পে কল্পে।
এক দুই করিতে বাড়িল অল্পে অল্পে॥
তোমার অস্থির মালা যেন মুক্তাহার।
ব্রহ্মার কপালমালা যেন কণ্ঠমাল॥
কহিল তোমারে আমি অতি গুপ্তকথা।
সত্য পালিবে না কহিবে যথা তথা॥
গৌরী শঙ্করের কথা কৈলাসের শৃঙ্গে।
মন্দ সমীরণ বহে গঙ্গার তরঙ্গে॥
ইন্দ্রের বজ্রের কথা আছয়ে ভারতে।
সমুদ্রমথন সর্ব্ব পুরাণ সম্মতে॥
মোহিনীর উপাখ্যান আছে ভাগবতে।
পুষ্করের যুদ্ধকথা হরিবংশমতে॥
ভক্তিভাবে যেই জন এই পালা শুনে।
পুষ্কর প্রসঙ্গে পাপ হয় বিমোচনে॥
পুষ্কর পুষ্কর স্মৃতি করে তিন বার।
সেই ফল পায় সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিবার॥
পুষ্করে দুষ্কর তপ দুষ্কর তর্পণ।
জ্ঞানবন্ত জনে করে পুষ্কর স্মরণ॥
এই গীতে না কর পণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষ।
শুনহ পুরাণকথা গীত উপলক্ষ্য॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
সভাসদ্‌গণে প্রভু করিবে কুশল॥৯॥

পালা সাঙ্গ॥

বলি রাজার উপাখ্যান

পঞ্চভূতাত্মক শিব

গীত॥

গিরিরাজকন্যারে কহেন কৃত্তিবাস।
ভূতের ঈশ্বর আমি ভূতের আবাস॥
কল্পমূলে আমা হৈতে সভার প্রকাশ।
জ্যোতি জল সমীরণ পৃথিবী আকাশ॥১॥
যেন মালতীর মাল যেন মালতীর মাল।
আমার জটায় জল আছে সর্ব্বকাল॥ধ্রু॥
পঞ্চ মহাভূতের মৃত্তিকা এক ভূত।
ভস্মরূপে মোর দেহে দেখহ প্রস্তুত॥
ললাটে গরল আছে নিঃশ্বাসে পবন।
জ্যোতিরূপ দেখ গৌরি এ তিন লোচন॥২॥
চণ্ডাংশু হিমাংশু আর তৃতীয় কৃশানু।
প্রলয়েতে থাকি আমি তেঞি নাম স্থাণু॥

এই বিশ্ব ব্যাপিল আমার অষ্ট তনু।
বিশ্বরক্ষা হেতু ধরি অজগব ধনু ॥৩॥
এই বিশ্ব আছে দুর্গা আমার শরীরে।
বীজরূপে আছি আমি বিশ্বের ভিতরে ॥
বীজ হইতে ওষধি যতেক আর শাখী।
সভার ফলের মধ্যে সেই বীজ দেখি ॥৪॥
বীজেতে বৃক্ষের সাঁচ থাকে সূক্ষ্মরূপে।
অঙ্কুর হইলে ডাল পল্লব বেয়াপে ॥
এইরূপে পঞ্চ ভূত আমার শরীরে।
ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী আমি ভিতরে বাহিরে ॥৫॥
ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে জল আছে দশগুণে।
অনল অনিল আছে সেই ত প্রমাণে ॥
ভস্মরূপে ধরিয়াছি সকল ব্রহ্মাণ্ড।
রামকৃষ্ণ দাস গায় জলে ভাসে ভাণ্ড ॥৬॥১॥

সৃষ্টিকথন

পয়ার ॥

ভবরূপে জল আমি সভার আধার।
তাহাতে আধারশক্তি নামত তোমার ॥
হর গৌরী বিচ্ছেদ নাহি কোন কালে।
কল্পান্তে ভাসেন নারায়ণ সেই জলে ॥
তাঁর নাভিপদ্মেতে জন্মেন পরমেষ্ঠী।
রজোগুণে পুনর্ব্বার ব্রহ্মা সৃজে সৃষ্টি ॥
হেন নারায়ণ যদি থাকিলা শয়নে।
বুঝ দেখি তাঁরে জল ধরে কার গুণে ॥
ভবরূপ ধরি আমি হইয়া সলিল।
রুদ্র অনল উগ্ররূপেতে অনিল ॥
সর্ব্বরূপ ক্ষিতি আমি ভীমরূপে শূন্য।
সর্ব্বস্থানে আমি আমা বিনে নহে অন্য ॥
মহাদেবমূর্ত্তিতে আমি সুধাকর।
ঈশানমূর্ত্তিতে আমি আপুনি ভাস্কর ॥
পশুপতিমূর্ত্তি এই লোকে যাহা যজে।
এই অষ্ট মূর্ত্তি আমার আমাতেই সাজে ॥
কহিল তোমারে এই কথার প্রসঙ্গে।
পর নাহি ধরি গৌরি আপনার অঙ্গে ॥
সর্ব্বকাল সেই জল আমার জটায়।
গঙ্গা নাম হৈল তার ব্রহ্মাণ্ডকটায় ॥
এককালে বিষ্ণুপদে ব্যাপিল অম্বর।
ভেদিল ব্রহ্মাণ্ডকটা হরির নখর ॥
মহাশব্দ করি জল ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশে।
সেই জল গঙ্গা আমি ধরিলাঙ কেশে ॥
পার্ব্বতী কহেন প্রভু কহ বিবরণ।
বিষ্ণুপদে ব্যাপ্ত কেন হইল গগন ॥

বিষ্ণুর বরদান

প্রভু বলে কশ্যপের রমণী অদিতি।
তাহার জঠরে যত দেবের উৎপত্তি ॥
আর ভার্য্যা দিতি নামে দৈত্যের জননী।
তার পুত্রসকলে বধিলা চক্রপাণি ॥
হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রধান প্রহ্লাদ।
হ্লাদ অনুহ্লাদ আর চতুর্থ সংহ্লাদ ॥
প্রহ্লাদের প্রধান পুত্র নাম বিরোচন।
বলি নামে হৈল বিরোচনের নন্দন ॥
ভৃগু মুনি জ্ঞান দিলা বলি মহাশয়ে।
তপস্যা করিল বলি ভৃগুর আশ্রয়ে ॥
সাক্ষাতে পাইয়া ব্রহ্মা দিলা তাঁরে বর।
দিব্য রথ পাইল আর হইল অমর ॥
এই বলদর্পে বলি জিনে ত্রিভুবন।
লইতে অমরাবতী হৈল তার মন ॥
ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য তার পুরোহিত।
এই যুক্তি দিল তারে বেদের বিহিত ॥
শত অশ্বমেধ যদি কর দৈত্যবর।
এই শরীরে তুমি হবে পুরন্দর ॥

রাজা বলে যুদ্ধেতে জিনিঞা লই স্বর্গ।
পশ্চাৎ সাধিব আমি পুণ্য চতুর্বর্গ॥
যেই হৈতে না দিল ইন্দ্র অমৃতের ভাগ।
সেই হইতে তাহার অন্তরে আছে রাগ॥
যত দৈত্যগণ লৈয়া চতুরঙ্গ দলে।
সেই দিব্য রথে চড়ি স্বর্গপথে চলে॥
বেঢ়িল অমরাবতী শুনে সুরপতি।
যুঝিতে নিষেধ তারে কৈল বৃহস্পতি॥
ব্রহ্মতেজ পাইল বলি তপস্যার ফলে।
পুনর্ব্বার দৈত্য মাথা তোলে এত কালে॥
ছাড়হ অমরাবতী শুন শচীকান্ত।
বনে গিয়া ভগবানে ভজহ একান্ত॥
জননী জনক তোমার অদিতি কশ্যপ।
দুই জনে কতো দিন করিবেন তপ॥
তবে বিষ্ণু হইবেন আপুনি বামন।
তবে সে হইব এই বলির দমন॥
এতেক শুনিঞা স্বর্গে যত দেবগণ।
দৈত্যগণে রাজ্য দিয়া প্রবেশিল বন॥
কশ্যপ অদিতি দুই জনে নিরাহারে।
ভজিল অনেক কাল প্রভু চক্রধরে॥
প্রসন্ন হইলা প্রভু তপস্যার বশে।
সাক্ষাৎ হইলা শ্যাম চতুর্ভুজ বেশে॥
পুত্রদুঃখে দুই জন হইলা কাতর।
তুমি পুত্র হইবে এই মাগিলেন বর॥
এবমস্তু বলি বিষ্ণু হৈলা অন্তর্ধান।
এথা স্বর্গে রাজা হইলা বলি পুণ্যবান্॥
শত অশ্বমেধ রাজা করিল আরম্ভ।
অশ্ব রক্ষা করে বাণ জম্ভ কুজম্ভ॥
রাহু সম্বর ময় দানব প্রধান।
কালনেমি প্রভৃতি যতেক বলবান্॥
ভ্রমিঞা আইসে অশ্ব কেহ নাহি রাখে।
হাথি ঘোড়া রথ সেনা সঙ্গে লাখে লাখে॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিলা রাজা নর্ম্মদার কূলে।
উনশত অশ্বমেধ করিলা কুশলে॥
বলিসম দাতা গৌরি নাহি দৈত্যবংশে।
দানের প্রসঙ্গে লোক বলিরে প্রশংসে॥
অনেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ।
যেই যাহা মাগে তাহা দেই সেই দান॥
বিংশতি সহস্র মুনি সেই যজ্ঞে বৃত।
বরণসামগ্রী শুন পুরাণসম্মত॥
বস্ত্র অলঙ্কারে রথ কাঞ্চনের ধ্বজ।
সহস্রেক ধেনু এক এক অশ্ব গজ॥
রত্ন কাঞ্চন স্বর্ণ শতেক শকট।
কাঞ্চনের থালা কাঁসা কাঞ্চনের ঘট॥
দাসী দাস শত শত ভূষিয়া ভূষণে।
দিলেন প্রথম দিনে একেক ব্রাহ্মণে॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিনে দান দিল বিধিমতে।
গ্রন্থগৌরবভয়ে না পারি লিখিতে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত জনে কৃপা তুমি কর পঞ্চানন॥১॥

বামনরূপী বিষ্ণু

পঠমঞ্জরি রাগ॥

কশ্যপ অদিতি বনে গর্ভ হৈল হেন জানে
যথাকালে হইল প্রসব।
চতুর্ভুজরূপে হরি হৈলা তথা অবতরি
কশ্যপে করিলা বহু স্তব॥
শ্যামল দেহের কান্তি দরশনে নাহি শান্তি
ইন্দ্রনীল সমান নির্ম্মল।
পরিধান পীত বাস সৌদামিনী পরকাশ
জলধর সমান শীতল॥১॥
হরি হরি, জয় জয় ধ্বনি ত্রিজগতে।
আনন্দিত সুরগণ কুসুম বরিষে ঘন
হুলাহুলি শুনি আচম্বিতে॥ধ্রু॥

অঙ্গে মালা অলঙ্কার মুকুট কুণ্ডল হার
রত্নের অঙ্গদ বাহুমূলে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস লক্ষ্মীর সদ্ম
কৌস্তুভ উজ্জ্বল বক্ষস্থলে॥
বলয় অঙ্গুরী করে বৈজয়ন্তী মালা গলে
কটিতে কিঙ্কিণী ভাল সাজে।
মঞ্জীর কটক বঙ্ক ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ অঙ্ক
শোভা করে তাঁর সরসিজে॥২॥
আছে প্রভু সিংহাসনে আইলা ব্রহ্মা সেইখানে
সঙ্গে তার যত ব্রহ্মঋষি।
আল্যা তথা পুরন্দর বিদ্যাধরী বিদ্যাধর
যত দিক্‌পাল রবি শশী॥
চতুর্মুখ করে স্তুতি তোমা বিনে নাহি গতি
শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
না জানিঞা দিল বর বাঢ়িল দৈত্যের বল
তুমি তার করিবে দমন॥৩॥
যতেক দেবতাকুল তুমি যে সভার মূল
আমি সব যেন পত্র শাখা।
তুমি ত পরম ব্রহ্ম নাহি মৃত্যু জরা জন্ম
কর্ম্মের করিব কে বা লেখা॥
শুনিঞা ব্রহ্মার কথা হাসিতে হাসিতে তথা
হৈলা হরি বামন আকৃতি।
রামকৃষ্ণ দাস রচে উর্দ্ধবাহু করি নাচে
অনুজ উৎসবে শচীপতি॥৪॥৩॥

বলির যজ্ঞে বামনের আগমন

পয়ার॥

বৃহস্পতি করিলা তাঁহার জাতকর্ম্ম।
বেদের বিধান যেন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥
উপেন্দ্র করিয়া কৈল নামকরণ।
বামন আকার দেখি উপাধি বামন॥
দেখিতে দেখিতে শিশু হৈল পৌগণ্ড।
জীব ব্রহ্মসূত্র দিলা চন্দ্র দিলা দণ্ড॥
কশ্যপ মেখলা দিলা পৃথিবী অজিন।
ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিলা অদিতি কৌপীন॥
আকাশরূপেতে আমি ছত্র দিনু তাঁরে।
সরস্বতী অক্ষমালা দিলা তাঁর করে॥
সপ্ত ঋষি কুশমুষ্টি দিলা কুশাঙ্গুরী।
পাত্রিকা দিলেন তাঁরে ধনের অধিকারী॥
অম্বিকারূপেতে গৌরি ভিক্ষা দিলে তুমি।
দাক্ষায়ণী সহিত তথায় আছিলাঙ আমি॥
দেখিল বিষ্ণুর মূর্ত্তি মায়ামাণবক।
নিজগুণ দিয়া কৈল ত্রিগুণ আত্মক॥
ব্রহ্মা নিজ তেজ দিল কহিল তোমারে।
পূর্ণ ব্রহ্মময় বিষ্ণু সেই ত শরীরে॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল নবগ্রহগণ।
জোড়হাথে বামনে করেন স্তবন॥
হাসিয়া বলিলা প্রভু না করিহ ত্রাস।
অচিরাৎ তোমরা পাইবে স্বর্গবাস॥
পূর্ব্বে প্রহ্লাদ সঙ্গে আমি কৈল সত্য।
বধ না করিব আমি তোমার অপত্য॥
প্রহ্লাদের পুত্র বলি বড় পুণ্যবান্।
তার ঠাঁঞি ভিক্ষা কৈলে পাব এই দান॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বরে।
নর্ম্মদার কূলে বলি যথা যজ্ঞ করে॥
পথেতে দেখিল যত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
শকটে ভরিয়া সবে লৈয়া যায় ধন॥
পালে পালে ধেনু সব হাম্বা রব করে।
হস্তী অশ্ব উট কেহ চিনিতে না পারে॥
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পথে বড়ই কুন্দল।
ব্যাপিল ব্রাহ্মণ সব পৃথিবীমণ্ডল॥
যার ভাগ্যে যার ঘরে যায় যত পশু।
চালাইয়া লইতে পারে সেই তার পশু॥

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে এই দেখেন কৌতুক।
বলির দানেতে খণ্ডে দরিদ্রের দুঃখ ॥
দক্ষিণা পাইলা যত মহাঋষিগণ।
ঘরেরে বহিয়া দিল তাসভার ধন ॥
অশ্ব গজ গোধন শকট আর রথ।
চলিয়া যাইতে কেহ নাহি পায় পথ ॥
সৈন্য রক্ষক দিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে।
বাড়ীতে রাখিয়া আইসে সেনা চতুরঙ্গে ॥
উপেন্দ্র আইলা গৌরি নর্ম্মদার তীরে।
হইল সভার দৃষ্ট বামন শরীরে ॥
কি বা ছোট কি বা বড় পুরুষ যোষিত।
যে দেখে বামনরূপ সে হয় মোহিত ॥
হেনক্রি সময়ে শুক্র রাজ বিদ্যমানে।
কহিল দেবের যুক্তি বসি সঙ্গোপনে ॥
ছলিব তোমারে বিষ্ণু জিষ্ণুর অনুজ।
সাবধান হও সভে দৈত্য দনুজ ॥
এই কথা কহিতে বামন আইলা সভা।
কোটি চাঁদ জিনি তাঁর শরীরের শোভা ॥
বামন দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যুত্থান।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন বিদ্যমান ॥
প্রণতি করিয়া বসাইল সন্নিকটে।
বামন কেমন কথা কহেন কপটে ॥
পৃথিবীতে যতেক ব্রাহ্মণ পাইল ভিক্ষা।
যত দ্রব্য লৈয়া যায় নাহি তার সংখ্যা ॥
পিতামহ তোমার হরির পারিষদ।
সনক সনন্দ যেন তুম্বুরু নারদ ॥
ধ্রুব বিশ্বক্সেন ভৃগু বৈষ্ণব গণনা।
ততোধিক প্রহ্লাদের করেন মাননা ॥
নরসিংহরূপে বিষ্ণু দৈত্যরাজ বধে।
নিমিত্তক বৈষ্ণব হিংসার অপরাধে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তি সভে পাইল ভয়ে।
ব্রহ্মারে ভূষিলেন তোমার পিতামহে ॥
তবে নরসিংহ যদি দেখিল প্রহ্লাদ।
অন্তর্ধান হৈলা তবে করিয়া প্রসাদ ॥
এ সকল কথা শুনি বৃদ্ধলোকমুখে।
তোমার প্রতিষ্ঠাশক্তি দেখিলাঙ চক্ষে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
বটু বলে শুন রাজা মোর নিবেদন ॥ ৪ ॥

ভূমিদানের ফল

শুন বলি মহাশয় তব পিতৃ পিতামহ
সাধিতে নারিল যেই ধর্ম্ম।
তুমি তপস্যার তেজে রাজা হৈলা দেবরাজ্যে
বংশের অসাধ্য এই কর্ম্ম ॥
অমরাবতীর হেতু আরম্ভিলে শত ক্রতু
দানে শূন্য করিলে ভাণ্ডার।
রাখিলে বড়ই যশ বিরিঞ্চি করিয়া বশ
পাইলে ইন্দ্রের অধিকার ॥১॥
রাজা হে, তপস্যা করিতে দেহ স্থান।
সার্ব্বভৌম রাজা তুমি সকল তোমার ভূমি
ত্রিপাদ পৃথিবী দেহ দান ॥ ধ্রু ॥
করে লোক নানারূপে দীর্ঘী সরোবর কূপে
দেউল জাঙ্গাল প্রপা দান।
আসন বসন তত্ত্ব সুবর্ণ রজত রত্ন
নহে ভূমিদানের সমান ॥
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ পূর্ণার পশুর ছেদ
যুদ্ধে কত জীব হয় বধ।
তোমারে কহিল মর্ম্ম অহিংসা পরম ধর্ম্ম
ভূমিদান হয় মুক্তিপদ ॥২॥
রাজা, যেই ধর্ম্মে হয় মুক্তি সেই কর্ম্মে দেহ মতি
অকারণে বিষয় প্রয়াস।
ব্রহ্ম ইন্দ্র দিক্‌পাল সময়ে সংহারে কাল
যথাকালে সভার বিনাশ ॥

মনুষ্যের সম্বৎসরে দিবারাত্রি দেবপুরে
সংখ্যা কর পুরাণ প্রমাণে।
মনুষ্যের তিন শয় ষাটি সম্বৎসরে হয়
একই বৎসর দেবমানে ॥৩॥
দ্বাদশ সহস্র অব্দে দেবতার যুগ শব্দে
চারি যুগ যায় মর্ত্ত্যলোকে।
মনুষ্যের তেতাল্লিশ লক্ষেতে সহস্র বিশ
বৎসর প্রমাণ হয় আঁকে ॥
দেবের সহস্র যুগে ব্রহ্মার দিবস একে
মর্ত্ত্যে চৌদ্দ মন্বন্তর হয়।
ব্রহ্মরাত্রি তত কাল যুগ সহস্রেক আর
ত্রিজগতে হয় ত প্রলয় ॥৪॥
দিনে সৃষ্টি পরকাশে রাত্রি হৈলে কালে নাশে
ব্রহ্মা প্রজা সৃজেন সতত।
এই রীতে দিবারাত্রি চিন্তাকুল প্রজাপতি
পরমায়ু অষ্টোত্তর শত ॥
এক ব্রহ্মা বসি দেখে সহস্রাক্ষ লাখে লাখে
জন্মে মরে নাহি পরিমাণ।
হেন ব্রহ্মা পায় নাশ কালব্যালে করে গ্রাস
কালরূপী সেই ভগবান্ ॥৫॥
ধর্ম্মের চরণ হরে হরি চারি বর্ণ ধরে
সকলি কালের প্রাদুর্ভাব।
বিষ্ণুর যতেক মূর্ত্তি কালবশে অবস্থিতি
কালে প্রাদুর্ভাব তিরোভাব ॥
যুবা জরা করে কালে কালে বৃক্ষ ফুলে ফলে
কালক্রমে পূরে অভিলাষ।
বামনবদনে বাণী শুনি মুগ্ধ দৈত্যপতি
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥৬॥

বামনের প্রার্থনা

ঘোষা ॥

রাম বল রে ভাই কৃষ্ণ বল মুখে।
অবশ্য যাইব কাল সুখে আর দুঃখে ॥

পয়ার ॥

বামন বলেন শুন দৈত্যচূড়ামণি।
কোন পুণ্য কর রাজা কাল নাহি জিনি ॥
অব্যক্ত পুরুষ কাল ব্যক্ত তিন গুণ।
উৎপত্তি প্রলয় কালে করে পুনঃ পুনঃ ॥
এত যদি রাজারে কহিল ব্রহ্মচারী।
আসনে বসিয়া শুক্র করে ঠারাঠারি ॥
নিভৃতে কহিল যুক্তি দৈত্যের শ্রবণে।
দান নাহি দিহ রাজা এই ত ব্রাহ্মণে ॥
ব্রাহ্মণশরীর নহে এই বিষ্ণুমায়া।
নয়নে নিমিষ নাঞি দেহে নাঞি ছায়া ॥
ইন্দ্র সনে মন্ত্রণা করিয়া সুরাচার্য্য।
তোমারে ছলিয়া বিষ্ণু দেবে দিব রাজ্য ॥
বহুকাল বনে তপ করিল অদিতি।
বিষ্ণুর সাহায্যে রাজ্য পাব সুরপতি ॥
বলি বলে তুমি গুরু কহিয় স্বরূপে।
নিশ্চয় আইলা বিষ্ণু যদি এইরূপে ॥
দেখিল কৃষ্ণের মূর্ত্তি ব্রহ্মার আরাধ্য।
এই ত শরীরে আর সাধিব কোন্ সাধ্য ॥
দেখিতে বড়ুর মূর্ত্তি বড়ই কৌতুক।
যেই চাহে তাহা দিব না হব বিমুখ ॥
দাতার অগ্রণী বলি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
কেন কালি দিব গুরু হেন শুভ্র যশে ॥
এতেক বলিয়া শুক্রে দিলেন প্রবোধ।
আজ্ঞাভঙ্গে ভার্গবের উপজিল ক্রোধ ॥

মৌন করি রহে শুক্র দেখিয়া অবজ্ঞা।
ব্রাহ্মণের তরে রাজা জিজ্ঞাসেন সংজ্ঞা ॥
কোন্ দেশে বৈস বিপ্র কি তোমার নাম।
দান যদি চাহ লহ এক শত গ্রাম ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ লহ কাঞ্চনের রাশি।
এক শত ভৃত্য লহ সহস্রেক দাসী ॥
দুগ্ধবতী ধেনু লহ মহিষ দোহাল।
সংহতি রক্ষক দিব চরাইতে পাল ॥
কুলশীলা দেখি কন্যা কর পরিণয়।
বস্ত্র অলঙ্কার লহ যত চাহি ব্যয় ॥
অল্প বয়সে কহ পুরাতন কথা।
তোমারে দেখিয়া বটু বড় লাগে ব্যথা ॥
বটু বলে মহারাজা আমি ব্রহ্মচারী।
বামন আকার দেখি হাসে যত নারী ॥
কে বা কন্যা দিবে মোরে কে করিবে ইচ্ছা।
কিসের কারণে লোকে হাসাইব মিছা ॥
গৃহস্থ আশ্রমে যদি নাহি পুত্র দার।
গ্রাম ভূমি ঐশ্বর্য্যেতে কি কার্য্য তাহার ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বটে দান পরিগ্রহ।
কথো কথো দান ইথে লইতে দুরূহ ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ যে বা লয় তিল ধেনু।
সে বিপ্র না ধরে পুনর্ব্বার নরতনু ॥
যে লএ বিপুল দান রূপবতী ভার্য্যা।
কাঞ্চনের তুলা লোহা বিলক্ষণ শয্যা ॥
রৌরব নরকে থাকে অনেক বৎসর।
ভোগান্তে জন্মিয়া হয় গ্রাম্য শূকর ॥
বৃদ্ধ মাতা পিতা আছেন অরণ্য ভিতর।
পরিচর্য্যা করিবারে আছে সহোদর ॥
তনু অনুরূপ নাম বামন আমার।
যে দেশে বসতি সে তোমার অধিকার ॥
এ শরীরে ক্ষম নহে সংসারের কর্ম্মে।
তেকারণে মন দিল ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে ॥
পিতা যজ্ঞসূত্র দিলা মাতা দিলা ভিক্ষা।
বুঝিতে আল্যাও তোমার দানের পরীক্ষা ॥
ভূমিদান পরিগ্রহে কিছু নাহি দোষ।
যজমান দিতে চাহে হইয়া সন্তোষ ॥
ভূস্বামী ইথে তুমি শুন মহীপাল।
তপস্যা করিব দাণ্ডাইয়া সর্ব্বকাল ॥
একপদে গুরু মোর থাকিব ধেয়ানে।
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি এই সে কারণে ॥
আপনার পায়ে ভূমি লইব মাপিয়া।
দুই পায়ে উর্দ্ধমুখে থাকি দাণ্ডাইয়া ॥
সত্যবাদী রাজা তুমি কৈলে অঙ্গীকার।
যদি ইচ্ছা হয় দেহ যাব নিজাগার ॥
পুণ্যকর্ম্মে মহারাজা অনেক পাষণ্ড।
কেহ গুপ্তে নিষেধএ কেহ বা উদ্দণ্ড ॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে জাত্যের স্বভাব।
ব্রাহ্মণে দেখিতে নারে ব্রাহ্মণের লাভ ॥৫॥

প্রার্থনা পূরণ

পঠমঞ্জরি রাগ ॥

শুন হে ব্রাহ্মণ বটু প্রকৃতি কহিতে কটু
ইথে তুমি না ভাবিহ রোষ।
মাগিলে ত্রিপাদ ভূমি অন্যথা না করি আমি
করিব তোমার পরিতোষ ॥
যতেক তপস্বী ঋষি অরণ্যেতে তীর্থবাসী
জন্মাইল যত ফল ফুল।
কে বা আমি রাজস্থানে সে ভূমি পাইয়াছে দানে
তুমি কেন এতেক ব্যাকুল ॥১॥
বটু হে, বুঝিতে না পারি তব মতি।
মোরে না করিহ ছদ্ম কোথায় তোমার সদ্ম
কেন হেন খর্ব্বর আকৃতি ॥ধ্রু॥

বর্ণে ইন্দ্রনীলমণি বদন চন্দ্রমা জিনি
বচনেতে পীযূষ মিশান।
প্রসন্ন যুগল নেত্র যেন দুই শতপত্র
পরিসর হৃদয় বিশাল॥
কর চরণের পর্ব্ব দেখিতে বড়ই খর্ব্ব
রক্তপদ্ম সমান প্রমদ।
ইহার ত্রিপাদ দানে কি বা পুণ্য যজমানে
তুমি কি বা সাধিবে সম্পদ॥২॥
লহ তুমি ভূমিদান সশস্যে সহস্রমান
তাহার দক্ষিণা লহ গ্রাম।
ইথে যে উৎপত্তি হয় যাগকালে কর ব্যয়
তপোবনে করহ বিশ্রাম॥
বটু, বড় হাস্যাস্পদ কথা বলি হেন মহাদাতা
দান দিল তিন পাদ ভূমি।
আপনার কথা বুঝ সমুদ্রে শম্বুক খোঁজ
মজালো আমার যশ তুমি॥৩॥
গৃহস্থ আশ্রম লহ দান কর পরিগ্রহ
চিহ্নিত হইবে অল্প লাভে।
না বুঝি তোমার মত পাইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত
ভস্ম কর চূর্ণের অভাবে॥
সিংহাসন ছত্র দণ্ড সপ্তদ্বীপা নব খণ্ড
পর্ব্বত কানন নদ নদী।
সকল পৃথিবী দিব দাসত্ব মাগিয়া লব
অকপটে দান চাহ যদি॥৪॥
বটু, তুমি কি ভাণ্ডাবে আমা
আমি চিনিয়াছি তোমা
নিজ কর্ম্মে করহ প্রকাশ।
যে নহে স্বভাবখল তাহারে না করি ছল
সত্ত্বগুণে যাহার বিশ্বাস॥
পাইয়া তোমা হেন পাত্র অল্প দান দিব মাত্র
এই সে অন্তরে মোর দুঃখ।
বাজ্যপদ যত অর্থ সকলি হইল ব্যর্থ
লোকে মোরে বলিবেক মূর্খ॥৫॥
বৈণ্য পৃথু মহীপাল না রহিলা চিরকাল
পৃথিবী না গেলা কারো সাথে।
সেই সে পণ্ডিত শিষ্ট পুণ্য কর্ম্ম যার ইষ্ট
দান দেই ব্রাহ্মণের হাতে॥
তেঞি বলি পুনঃ পুন অধমের বাক্য শুন
আপনা বঞ্চিত হেন বাসি।
রামকৃষ্ণ দাস কয় বলি বাক্যপাত্র লয়
জল তিল ত্রিপত্র তুলসী॥৬॥

বামন দর্শনে দৈত্যগণ

ঘোষা॥

বাম[নি] হে সুন্দর নাবে হর॥

পয়ার॥

হেনকালে সময়ে তথা আইলা প্রহ্লাদ।
দেখিতে বামন বটু সভাকার সাধ॥
হ্লাদ অনুহ্লাদ আর আইল সংহ্লাদ।
ধাইল কুমারগণ শুনিঞা সম্বাদ॥
প্রহ্লাদের পুত্রেতে প্রধান বিরোচন।
জম্ভ কুজম্ভ আইলা হরষিত মন॥
সংহ্লাদের তনয় আইলা আয়ুষ্মান্।
আইলা বাস্কল বীর বড় বলবান্॥
হ্লাদের তনয় আইলা বাতাপী ইল্বল।
অনুহ্লাদের পুত্র আইলা মহিষ বাস্কল॥
বলির শতেক পুত্র বাণ তার জ্যেষ্ঠ।
আমা ভক্ত বাণ বীর দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ॥
হিরণ্যাক্ষের পুত্র আইল ভূতসন্তাপন।
ঝর্ঝর শকুনি আইলা পবনগমন॥
কালনাভ মহাবাহু আদি যত বীর।
অসংখ্য দৈত্যের বংশ দুর্জ্জয় শরীর॥

দিতির আত্মজ দৈত্য দনুজ দানব।
দ্বিশিরা ত্রিশিরা শঙ্কু শিবা বৃষপর্ব্ব ॥
বিপ্রচিত্তি তারক সম্বর একচক্র।
স্বর্ভানু পুলোম যার কন্যা লইল শক্র ॥
আইল প্রলম্ব কেশী বল কালনেমি।
ময় দানব আইলা সেই যজ্ঞভূমি ॥
দিতির দুহিতা তার নাম ত সিংহিকা।
বিপ্রচিত্তি বিভা কৈল পুরাণেতে লেখা ॥
তাহার তনয় বজ্র নমুচি বাতাপি।
ইম্বল নরক আর রাহু গ্রহরূপী ॥
এক নামে আছে বহু দৈত্য দানব।
বলির যজ্ঞেতে অধিষ্ঠাতা এই সব ॥
দৈত্য দানবের কত করিব গণনা।
লিখিলাঙ সংক্ষেপে প্রধান কথো সেনা ॥
বসন ভূষণ গন্ধ ধরে দিব্য মালা।
সভাশালা ছাড়িয়া আইলা যজ্ঞশালা ॥
কশ্যপের ভার্য্যা দিতি দৈত্যের জননী।
দনু কালা স্বসা আইলা এ চারি সতিনী ॥
পরস্পর প্রীত আছে সভে সহোদরা।
বহু ঝিএ বেষ্টিত সবে হৈল সালঙ্কারা ॥
যতেক দানব শুন দনুর নন্দন।
কালার তনয় যত কালকেয়গণ ॥
স্বসার অপত্য দুর্গা যতেক রাক্ষস।
এই সব বান্ধব বলির সভে বশ ॥
অন্তঃপুর হইতে যত আইল নারীগণ।
পিতামহ সহিত যতেক গুরুজন ॥
বামন দেখিতে সবে হৈল উপস্থিত।
তা সবারে দেখি রাজা হইলা স্বকিত ॥
বটু বলে মহারাজা শাস্ত্রের বিধান।
বিলম্বেতে স্নান জপ অবিলম্বে দান ॥
দান দিতে না করিহ সাত পাঁচ মনে।
কাতরের দান নাহি লয় সুব্রাহ্মণে ॥
রাজা কুশহস্ত হৈয়া কৈল আচমন।
পূর্ব্বমুখে কুশাসনে বৈসে বৈরোচন ॥
উত্তর মুখেতে তথা বসিলা বামন।
দেখি দৈত্যপুরোহিত ছাড়িলা আসন ॥
আবাল যুবক বৃদ্ধ অসুর অসুরী।
সেই যাগভূমিতে যতেক নরনারী ॥
বটুরে দেখিতে বড় হৈল ঠেলাঠেলি।
যার দৃষ্টে পড়ে রূপে সেই রহে ভুলি ॥
সবে মাত্র শুক্রাচার্য্য না চাহে সে ভিতে।
নিষেধ করিল সবে শুক্রের ইঙ্গিতে ॥
বলি বলে শুন পিতামহ মহাশয়।
আশা দিয়া না দিলে প্রচুর পাপ হয় ॥
স্বীকার করিল আমি এই ত ব্রাহ্মণে।
সর্ব্বথা ইহাতে দ্বিধা না জন্মাবে মনে ॥
এতেক শুনিঞা সবে করিলা গমন।
সভাশালা ভিতরে বসিলা সর্ব্বজন ॥
অন্তঃপুরে গেলা পূর্ব্বপিতামহীগণ।
মাতা মাতৃঃস্বসা গেলা আপন ভবন ॥
পুনর্ব্বার শুক্র কহে রাজ বিদ্যমানে।
শিবায়ন গীত রামকৃষ্ণ দাস ভণে ॥৭॥

শুক্রের ক্রোধ

শুক্রাচার্য্য বলি রাজাকে কহিতেছেন
অবধান করহ ॥

শুন বলি দৈত্যরাজ বুঝিয়া না কর কাজ
হিতবাক্য লঙ্ঘিলে আমার।
শরণ পশিল জিষ্ণু সদয় হইলা বিষ্ণু
দেবে রাজ্য দিব পুনর্ব্বার ॥
ছন্ন হৈল তোর মতি যাবে তুমি অধোগতি
না শুনিলে আমার মন্ত্রণা।

দেবতার প্রিয় হরি দৈত্য দানবের বৈরি
জ্ঞাতি গোত্রে ভুঞ্জাবে যন্ত্রণা ॥১॥
রাজা হে, এবে তুমি হও সাবধান।
কর তুমি রাজ্য রক্ষা ব্রাহ্মণে না দিহ ভিক্ষা
যে তোমারে মাগে ভূমিদান ॥ধ্রু॥
বলি বলে শুন গুরু তুমি মোর কল্পতরু
অকারণে দেহ অভিশাপ।
তুমি ত রচিবে বাক্য গৃহীতা পুণ্ডরীকাক্ষ
আমি দাতা এ বড় দুরাপ ॥
নানা কর্ম্ম করে সভে হেন পুণ্য কবে লভে
বিষ্ণু কারে করেন প্রার্থনা।
করি কৃষ্ণের প্রীত যদি হয় বিপরীত
হয় হৌক কি তার শোচনা ॥২॥
গুরু হে, তুমি ইথে না কর নিষেধ।
জীবন সফল অদ্য বিষ্ণুপদে দিব পাদ্য
অদ্য সাঙ্গ হৈল অশ্বমেধ ॥ধ্রু॥
শুক্র চলে সভা ছাড়ি নৃপতি চরণে পড়ি
নানাবিধি কৈল কাকুর্ব্বাদ।
রাজা যজ্ঞশালে বৃত ভার্গব চলিলা দ্রুত
যথায় প্রহ্লাদ অনুহ্লাদ ॥
গুরু দেখি সন্নিকটে সব দৈত্যগণ উঠে
মধ্যে বসাইল সিংহাসনে।
পুরোহিত হৈয়া দুঃখী প্রত্যক্ষে করিয়া সাক্ষী
কহিল সকল বিবরণে ॥৩॥
শুনি মৌন করিলা প্রহ্লাদ।
অনুহ্লাদ জলে কোপে দশনে অধর চাপে
বিষ্ণু সঙ্গে করিতে বিবাদ ॥ধ্রু॥
সংহ্লাদ সম্বর জম্ভ রাহু করে বীরদম্ভ
দৈত্যপুরে পড়িল ঘোষণা।
সাজ সাজ করি ডাকে ঘন কাঠি দেই ঢাকে
কাড়া সিঙ্গা বিরোধ বাজনা ॥
যজ্ঞশালে বলি ভূপ দেখিয়া বামনরূপ
মোহিত হইয়া আছে চিত্তে।
রাজা যারে দেখে কাছে বারে বারে দূত পাঁচে
পুরোহিত মানাঞা আনিতে ॥৪॥
ভাই রে, দেখিয়া এ সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলির আগে দাণ্ডাইয়া বিদায় মাগে
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন ॥ধ্রু॥

বলির দান গ্রহণ

ঘোষা ॥

তুমি হরি বল মন।
অপার সংসারে ভাই রাম বড় ধন ॥

পয়ার ॥

ব্রাহ্মণে বসায় রাজা করিয়া বিনয়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বাক্যপাত্র লয় ॥
মহাবাক্যে উৎসর্গিয়া ত্রিপাদ মেদিনী।
ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিলা নৃপমণি ॥
স্বস্তি করি বামন করিলা বেদধ্বনি।
লইলা প্রভুর দান প্রভু চক্রপাণি ॥
বলির সমান কে বা আছে পুণ্যবান্।
যার ঠাঞি যাচক আপনি ভগবান্ ॥
নৃপতি ঋত্বিক্ সঙ্গে আচার্য্য সদস্য।
দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস মনুষ্য ॥
সেই সভাখণ্ডে যত ছিলা পুণ্যবান্।
দেখিল বামনতনু হৈল বর্দ্ধমান ॥
উঠিয়া দাণ্ডায় সেই অদ্ভুত বামন।
নিমিষে নিমিষে বাড়ে যোজন যোজন ॥
ব্রহ্মাণ্ডকটায় জটা পৃথিবী চরণ।
ব্যাপিল তাহার দেহ সকল গগন ॥

ত্রিগুণ আত্মক বিষ্ণু নাম ত্রিবিক্রম।
দেখি দৈত্যপতি বড় পাইল সংভ্রম॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ব্যাপিল এক পায়।
স্থাবর জঙ্গম যত দেখি তাঁর গায়॥
সপ্ত পাতাল তাঁর দেখি পদতলে।
নাগলোক আদি আছে যার যেই স্থলে॥
নখেতে দেখিল তাঁর পর্ব্বত সকল।
জঘনে দেখিল তাঁর অষ্ট কুলাচল॥
লিঙ্গরূপে তাঁহার যতেক প্রজাপতি।
যাহা হৈতে হয় যত সৃষ্টির উৎপতি॥
নাভিতে দেখিল নভ উদরেতে সিন্ধু।
হৃদয়ে দেখেন মনরূপে আছে ইন্দু॥
বক্ষস্থলে ধর্ম্ম তাঁর পৃষ্ঠেতে অধর্ম্ম।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু তিনেতে পূর্ণব্রহ্ম॥
নাড়ীরূপে শরীরেতে দেখে নদ নদী।
লোমকূপে দেখে বৃক্ষ যতেক ওষধি॥
হস্তেতে আছেন ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল।
ছায়ারূপে তাঁহার নিকটে মৃত্যু কাল॥
লক্ষ্মী বাম হৃদয়ে চরণে সরস্বতী।
ওষ্ঠাধরে চারি বেদ গায়ত্রী সংহতি॥
মুখেতে তাঁহার অগ্নি রসনা বরুণ।
চক্ষে সূর্য্য দেখি তার অঙ্গেতে অরুণ॥
দিবস রজনী তাঁর উন্মেষ নিমেষে।
আকাশ মস্তকরূপে মেঘ তার কেশে॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি তাঁহার শরীরে।
পশু পক্ষ পন্নগ কিন্নর আর নরে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
সকল সংসার করে বৃত্তির বসতি॥
এইরূপে উপেন্দ্র দেখিল দৈত্যপতি।
দ্বিতীয় চরণ তাঁর যায় উদ্ধগতি॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিল নাহিক অবকাশ।
দেখিয়া দৈত্যের চিত্তে জন্মিল তরাস॥

হস্তে শত সূর্য্য সম চক্র সুদর্শন।
উজ্জ্বল নন্দক খড়্গ শত্রুবিদ্রাবণ॥
গদা কৌমোদকী আর করে পাঞ্চজন্য।
শঙ্খের শব্দেতে বৈরি হরিল চৈতন্য॥
গুণে পূর্ণ শারঙ্গেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্র শূল দণ্ড পাশ মুদ্গর কুঠার॥
সম্মুখে বিনতাসুত তার্ক্ষ্য পক্ষরাজ।
এইরূপে ত্রিবিক্রম পাইল বিরাজ॥
যত দৈত্যগণের পূর্ব্বেতে লইল নাম।
ধাইল সকল সেনা করিতে সংগ্রাম॥
নানা অস্ত্র প্রহার করিল নারায়ণে।
দৈত্যগণ সঙ্গে যুঝে পারিষদগণে॥
নন্দ সুনন্দ বিশ্বক্‌সেন খড়্গেশ্বর।
চারি জন সঙ্গে হৈল বড়ই সমর॥
ডাক দিয়া বলে বলি করি উর্দ্ধবাহু।
বিরম বিরম বলে বাক্য শুন রাহু॥
যত সেনাপতি রণে করহ নিষেধ।
অকারণে আর কেন বাড়াইবে খেদ॥
রাহু বলে ভাল তুমি দেখ্যাছিলে হাস্য।
ছদ্ম করি হরি তোমার লইল সর্ব্বস্ব॥
বলিরে বান্ধিলা বিষ্ণু বরুণের পাশে।
হাহাকার হৈল যত রমণী পুরুষে॥
তিন পাদ ভূমি তুমি করিলে উৎসর্গ।
এক পদে মহী দেখ আর পদে স্বর্গ॥
তৃতীয় চরণ আমি রাখিব কোথায়।
বলি বলে রাখ এই আমার মাথায়॥
তৃতীয় চরণ তাঁর নাম্বিল তখন।
বলির মস্তকে সেই হইল ভূষণ॥
প্রভু বলে বলি তুমি চলহ সুতলে।
ইন্দ্র হইবে তুমি ভবিষ্যত কালে॥
পাতালের নাগলোক না হিংসিব তোমা।
মহাসত্ত্ব তুমি দানে বশ কৈলে আমা॥

বলি বলে তবে আমি যাইব পাতালে।
এই পদ নিত্য যদি পাই পূজাকালে॥
প্রসন্ন হইলা প্রভু প্রণতবৎসল।
থাকিয় তোমার দ্বারে দিল এই বর॥
মন্ত্রহীন কর্ম্ম যত অদক্ষিণা যাগ।
অবিধি যতেক কর্ম সে তোমার ভাগ॥
অনাস্থায় করে যত পূজা বলি হোম।
সেই পুণ্যে পাতালে পাইবে তুমি সোম॥
এই বর পাইয়া চলিলা দৈত্যপতি।
স্ত্রী পুত্র বান্ধবে যত সৈন্য সেনাপতি॥
চতুরঙ্গ বলে বলি প্রবেশে পাতাল।
রহিল আমার প্রিয় বাণ মহাবল॥
কহিল তোমারে গৌরি পূর্ব্বের কথন।
সেই কালে বিষ্ণুপদে ব্যাপিল গগন॥
বিষ্ণুপদে নখেতে ব্রহ্মাণ্ডকটা ভেদে।
মহাশব্দ করি গঙ্গা আল্যা বিষ্ণুপদে॥
সত্যলোকে ব্রহ্মপুরী মহাজ্যোতির্ম্ময়।
বিষ্ণুপদ দেখি ব্রহ্মা ভক্তি অতিশয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল বিস্তর স্তবন।
সেই জল হৈল গঙ্গা ব্রহ্মার চরণ॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা ত্রিবিক্রমত্রিচরণ।
নিজ স্থান পাইল যতেক দেবগণ॥
কবিচন্দ্র রচে গীত শিবের মঙ্গল।
শুনহ পুরাণকথা সর্ব্বতীর্থফল॥

গঙ্গার বিবরণ

গীত॥

শুন গ গিরিসুতা গঙ্গার কহি কথা
ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে বারি।
বিষ্ণুপদ নখে ধাইল অধোমুখে
সঘন ঝঙ্কার করি॥
বামেতে বিষ্ণুপদী ত্রদন্তি ইতি নদী
দেখিয়া বিস্মিত বিধি।
প্রলয় এই পানি হইল অসময়
হয় না লয়ে যদি॥১॥
গৌরি, বুঝিয়া দেবতার গতি।
শুনহ সবিশেষ আমি সে ব্যোমকেশ
ধরিল গঙ্গা বেগবতী॥ধ্রু॥
শতেক সংবৎসর ব্রহ্মাণ্ড নির্ঝর
সঘন ঝরে সেই পথে।
বিধির বিদ্যমানে বসিয়া পদ্মাসনে
ধরিল সেই জল মাথে॥
তাহার এক বিন্দু পরশ করি ইন্দু
পড়িল সুমেরুশৃঙ্গে।
সেই সে সুরধুনী বলাএ মন্দাকিনী
চারি ধারা চারি দিগে॥২॥
বঙ্কু ভদ্রা সীতা অলকানন্দা তথা
আইল যথা হিমালয়।
ভেদিয়া গহ্বর গেলেন রসাতল
তোমারে কহি সুনিশ্চয়॥
ধরিল জটাজালে গঙ্গা সেই কালে
তেঞি সে নাম গঙ্গাধর।
প্রলয় এই সৃষ্টি দাহন করি বৃষ্টি
করিব সেই গঙ্গাজল॥৩॥
এখন দেখি যেন শিশিরবিন্দু হীন
আছএ এই জটাজুটে।
বাড়িলে এই অন্ত পুরিব এই ভিত
তবে বাড়ে আর টুটে॥
যে দেখ সংসারে সে মোর কলেবরে
দর্পণ ধরি দেখ সাক্ষী।
যে ধরে মুকুর সে তার ভিতর
রামকৃষ্ণ এই লক্ষি॥৪॥১০॥
পালা সাঙ্গ॥

অগস্ত্য ও সগর রাজার উপাখ্যান

সূর্য্যপথ রোধ

অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী তথা ছিল তীর্থবাসী
অগস্ত্য নামেতে তপোধন।
শিবে তার দৃঢ় ভক্তি হইল অসম শক্তি
সংহারিতে পারে ত্রিভুবন ॥
অগস্ত্যের তপোবলে বর শাপ দুই ফলে
শিষ্য তার হৈল বিন্ধ্য গিরি।
গুরুর বরেতে বাড়ে সকল গগন জোড়ে
সুমেরু সঙ্গেতে বাদ করি ॥
উন্না প, বিন্ধ্য বাচে নিজ মনোরথে।
লক্ষ যোজন উচ্চে সহস্র শিখর শোভে
দিবাকর রাখে সেই পথে ॥ধ্রু॥
বলে বিন্ধ্য মহীধর শুন হের বিভাকর
সুমেরু করহ প্রদক্ষিণ।
তোমাব সারথি খোঁড়া আমার উপরে ঘোড়া
চালাইয়া যাও প্রতিদিন ॥
যাইতে না পাবে আজি ফিরাহ রথের বাজী
বিবাদে বিবাদ পাছে ফলে।
বামে গিয়া পথ কর আমা প্রদক্ষিণ কর
তবে তুমি যাহ অস্তাচলে ॥২॥
সূর্য্য বলে এই পথে আসি যাই নিতে নিতে
এত কাল তুমি ছিলে কোথা।
বল্মীক সদৃশ শৃঙ্গে সমতা সুমেরু সঙ্গে
লোকেরে হাসাও তুমি বৃথা ॥
সূর্য্য বিন্ধ্যে বদাবদ আল্যা যত দিবিষদ
দিবসেতে হইল ত্রিযামা।
অষ্ট কুলাচল মধ্যে প্রধান করিল বিন্ধ্যে
তথাচ নহিল তার ক্ষমা ॥৩॥
কশ্যপ মাগিল ভিক্ষা কর বিন্ধ্য সৃষ্টি রক্ষা
খাট হও আমার বচনে।
অন্ধকার হৈল দিনে কেহ কারে নাহি চিনে
পথ দেও সহস্রকিরণে ॥
না শুনে কাহার ভাষা সভে গেলা নিজ বাসা
পথে রবি রহিলা গগনে।
দৈবে যদি বাচে খর্ব্ব তার বড় মদগর্ব্ব
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৪॥১॥

বিন্ধ্যের দমন

পয়ার ॥

বারাণসী আইলা কশ্যপ প্রজাপতি।
সকল দেবতা সঙ্গে শক্র বৃহস্পতি ॥
প্রবেশ করিলা আসি অগস্ত্য আশ্রমে।
দেবগণ দেখি মুনি উঠিলা সম্ভ্রমে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া জিজ্ঞাসিলা কার্য্যকথা।
দেবগণ বলে দেখ বড়ই বিতথা ॥
রাত্রি দিবা নাহি জানি না চলে ভাস্কর।
ব্যাপিল বিন্ধ্যের শৃঙ্গে সকল অম্বর ॥
তোমা বিনে প্রতিকার করে কোন্ জন।
আপুনি বুঝিয়া কর বিন্ধ্যের দমন ॥
দেবতার বাক্যে মুনি কৈল অঙ্গীকার।
বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ স্মরে তিন বার ॥
এত কালে কাশী মোরে করিল উপেক্ষা।
পাপিষ্ঠ পর্ব্বতে আমি কেন দিল শিক্ষা ॥
পুলকিত কলেবর ঘন অশ্রুপাত।
বারাণসী ছাড়িলা বন্দিয়া বিশ্বনাথ ॥
শ্রবণা নক্ষত্র গুরুবার ত্রয়োদশী।
দক্ষিণ দেশেতে যাত্রা কৈল মহাঋষি ॥
দেব ঋষিগণ গেলা যার যেই স্থান।
অগস্ত্য আইলা বিন্ধ্যাচল বিদ্যমান ॥
গুরু দেখি দৃঢ় ভক্তি হৈল কুলাচলে।
সহস্র শিখর সঙ্গে পড়ে ভূমিতলে ॥

দণ্ডবৎ হইয়া ধরে মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি বাক্য সকরুণে॥
অষ্ট কুলাচলের প্রধান হৈলে তুমি।
যাবৎ দক্ষিণ হইতে নাহি আসি আমি॥
তাবৎ থাকিবে গিরিবর এইরূপে।
আজ্ঞাভঙ্গ কৈলে নাশ যাবে ব্রহ্মশাপে॥
এতেক বলিয়া গেলা দক্ষিণ সাগরে।
পুনর্ব্বার না আইলা বারাণসী পুরে॥
অগস্ত্যের যাত্রা এই ঘোষে বৃদ্ধ বাল।
সেইরূপে বিন্ধ্য গিরি আছে চিরকাল॥
মুক্ত হইল গগন সূর্য্যের হইল পথ।
মেরু প্রদক্ষিণ করি চলে তার রথ॥

বৃত্রবধ

এই অবসরে বৃত্র নামেতে অসুর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর হরিষ প্রচুর॥
অনাউষা জননী কশ্যপ তার পিতা।
দক্ষের দৌহিত্র সেই শুন তার কথা॥
বিষ্ণুচক্রে নাহি মরে ইন্দ্রের কুলিশে।
যমদণ্ডে নাহি মরে বরুণের পাশে॥
পর্ব্বত সমান দেহ বাঢ়ায় নিমিষে।
দেখিয়া দেবতাগণ পলাএ তরাসে॥
সুমেরুশিখরে ইন্দ্র গেলা শীঘ্রগতি।
নারায়ণ সহিত যথায় প্রজাপতি॥
কহিল বৃত্রের হিংসা বাক্য সকরুণে।
অশ্রুপাত হয় তার সহস্র লোচনে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহারে দিলেন এই যুক্তি।
বৃত্রকে ভেদিতে নারে বজ্রের শকতি॥
দধীচি নামেতে মুনি মহাতপোধন।
তার স্থানে প্রার্থনা করহ দেবগণ॥
মস্তকের অস্থি যদি মুনি করে দান।
বিশ্বকর্ম্মা করে তাহে কুলিশ নির্ম্মাণ॥
তবে বধ হয় বৃত্র শুন পুরন্দর।
অন্য অস্ত্রে নাহি বিন্ধে তার কলেবর॥
ইন্দ্র বলে যদ্যপি কহিলে উপদেশ।
এই কার্য্যে চলহ আপুনি হৃষীকেশ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু কৈলে নাশ।
বলিরে লইলে তুমি রসাতলবাস॥
বৃত্র বধ করিয়া রাখহ দেবগণে।
দধীচি দিবেক দান আর কোন জনে॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল করিয়া সংহতি।
দধীচির আশ্রমে আইলা লক্ষ্মীপতি॥
সরস্বতীতটে মুনি ধরিয়া ধেয়ান।
জ্যোতির্ম্ময় তনু পিতামহের সমান॥
প্রণাম করিল তাঁরে যতেক অমর।
মুনি বলে বর মাগ না করিহ ডর॥
কহিল সকল কথা মুনি বিদ্যমান।
অস্থি দান কৈল মুনি বিসর্জ্জিল প্রাণ॥
দাতার অগ্রণী মুনি উদার চরিত্র।
যাহার প্রসাদে গৌরি হইত পবিত্র॥
মুনির অস্থিতে যদি জন্মিল কুলিশ।
দেখিয়া ত শচীপতি পরম হরিষ॥
বিষ্ণু পুরন্দরে দিল আপনার বল।
নিজ নিজ তেজ দিল দেবতা সকল॥
তবে ইন্দ্র যুদ্ধ কৈল বৃত্রের সহিতে।
কালকেয়গণ তার থাকে চতুর্ভিতে॥
মারিল অমোঘ অস্ত্র দেব আখণ্ডল।
নির্ঘাত গর্জ্জনে কাঁপে পৃথিবীমণ্ডল॥
বজ্র আসি বাজিল বৃত্রের মাঝ বুকে।
মহাশব্দ করিয়া পড়িল অধোমুখে॥
ইন্দ্রের উপরে হৈল পুষ্প বরিষণ।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন॥২॥

অগস্ত্যের সমুদ্রপান

বৃত্র বধ হৈল রণে দেখি কালকেয়গণে
সমুদ্রেতে করিল প্রবেশ।
থাকে তপস্যার বলে পীড়া নাহি করে জলে
সমুদ্রে রচিল নিজ দেশ॥
রাত্রি হৈলে ভ্রমি ক্ষিতি লক্ষ লক্ষ সেনাপতি
ধর্ম্ম হিংসা করে মহীতলে।
স্বাহা স্বধা বষট্‌কার জপ যজ্ঞ নাহি আর
ব্রাহ্মণে পাইলে আড়ে গিলে॥১॥
উমা গ, ব্রহ্মা সব জানিল ধেয়ানে।
সৃষ্টির দুর্গতি দেখি দেবগণ হৈয়া দুঃখী
গোহারি করিল নারায়ণে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে মন্ত্রণা করিয়া মনে
দেবগণে করিল প্রকাশ।
অগস্ত্যের কর স্তুতি পিবেক সরিৎপতি
কালকেয় করহ বিনাশ॥
এই বাক্যে পুরন্দর বন্দিয়া ত পীতাম্বর
দেবগণ হইয়া সংহতি।
আসি অগস্ত্যের স্থানে পুটাঞ্জলি বিদ্যমানে
অশেষ প্রকারে কৈল স্তুতি॥২॥
সিন্ধু যদি কর পান তবে হয় পরিত্রাণ
ব্রাহ্মণ জাতির কর রক্ষা।
স্থাপ তুমি ধর্ম্মপদ কালকেয় করি বধ
সভে মেলি মাগি এই ভিক্ষা॥
শুনি বাক্য দেবতার কৈল মুনি অঙ্গীকার
আইলা সমুদ্র সন্নিকটে।
অমর অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব পন্নগ পক্ষ
কৌতুকে আইলা সিন্ধুতটে॥৩॥
অগস্ত্য আমার বরে সমুদ্র লইয়া করে
গণ্ডূষ করিয়া কৈল পান।
নির্জ্জল হইল সিন্ধু কালকেয় জাতি বন্ধু
সঙ্গে করি আল্য বিদ্যমান॥

বেড়িল আসিয়া ইন্দ্রে বাড়ব বরুণ চন্দ্রে
আচ্ছাদিল সহস্রকিরণ।
দিনে হৈল অন্ধকার ডাকে দানা মার মার
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন॥৪॥৩॥

দেবগণের প্রার্থনা

পয়ার॥

দৈত্যের বিক্রম দেখি যত দেবগণ।
অস্ত্র শস্ত্র লইয়া করিল মহারণ॥
ইন্দ্রের কুলিশে কার ভেদিলেক মর্ম্ম।
চন্দ্রের হিমের বৃষ্টে গলে অস্থি চর্ম্ম॥
ধনুক ধরিয়া সূর্য্য বিন্ধে তীক্ষ্ণ শরে।
বড় বড় সেনাপতি যমদণ্ডে মরে॥
কুবেরের গদায় পাঁজর গেল ভাঙ্গি।
বিশ্বকর্ম্মা কার তরে মারে আসি টাঙ্গি॥
দেবতার যুদ্ধে নষ্ট হৈল সেনাপতি।
পড়িল অসংখ্য সেনা আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি॥
কেহ কেহ পালাইল না চাহে ফিরিয়া।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে স্ত্রী পুত্র লইয়া॥
বিজয়ী হইলা ইন্দ্র কালকেয় রণে।
পুষ্পবৃষ্টি হৈল বাজে দুন্দুভি গগনে॥
সাগর শুষিল সুখাইল নদী নদ।
মণি মুক্তা শঙ্খ রত্ন লুটে দিবিষদ॥
জলজন্তু সকলের নাহি পরিত্রাণ।
ধড়ফড় করিয়া বালিতে ছাড়ে প্রাণ॥
বাঘ্র ব্যাঘ্রাতর কোক কুকুর শৃগাল।
কর্কশ নকুল সর্প আইল বিড়াল॥
ইছিয়া বাছিয়া খায় যার যেই ভক্ষ্য।
শকুনি গৃধিনী চিল নানা জাতি পক্ষ॥
শ্মশান সদৃশ হৈল সেই রত্নাকর।
বালুকায় ধাইয়া বুলে যত স্থলচর॥

ইন্দ্র আদি দেবগণে হইল বিস্ময়।
দেখিয়া মুনিন্দ্র তেজ সভে পাইল ভয়॥
ষড়ঙ্গে করিল পূজা সেই তপোধনে।
বিনয়পূর্ব্বকে ইন্দ্র কৈল নিবেদনে॥
তোমার প্রসাদে মুনি জিনিল অসুরে।
পুনর্ব্বার কৃপা কর সিন্ধু যেন পূরে॥
মুনি বলে দেবরাজ নাহি আর জল।
আমার উদরে জীর্ণ হইল সকল॥
সভে মেলি যাহ যথা ব্রহ্মা চক্রধর।
উপায় চিন্তহ যেন পুরে রত্নাকর॥
এতেক বলিয়া সভে গেল শীঘ্রগতি।
যথায় আছেন ব্রহ্মা আর লক্ষ্মীপতি॥
কহিল সকল কথা করিয়া প্রণাম।
তোমা দুহাঁর আজ্ঞায় হইল পূর্ণকাম॥
কালকেয়গণের আছিল যত বল।
অনেক মারিল অল্প গেল রসাতল॥
মরুভূমি সমান হইল মহার্ণব।
কিরূপে পূরিব সিন্ধু কি আর অনুভব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আজ্ঞা দিল যাও নিজবাসে।
পূরিব সমুদ্র পাছে প্রকারবিশেষে॥
দিক্‌পাল সব গেলা যার যথা স্থান।
সেইরূপে কত কাল আছে সে শ্মশান॥

সগর রাজার সন্তান লাভ

হেন কালে সূর্য্যবংশে নৃপতি সগর।
দম্পত্যে তপস্যা করে মাগে পুত্রবর॥
এই ত কৈলাসে আমি করিল তপস্যা।
দুই স্ত্রী সঙ্গে তার যুবতী ষোড়শ্যা॥
উপদেশে গুরু তাঁর ঔর্ব্ব মুনিবর।
নিরাহারে জপ করে অনেক বৎসর॥
ষড়ক্ষর মন্ত্র মুনি দিয়াছিল তাঁরে।
তপস্যায় বশ রাজা করিল আমারে॥
সাক্ষাৎ হইলাঙ আমি এই তিন জনে।
ধ্যান অনুরূপ মূর্ত্তি দেখিল নয়নে॥
বিদর্ভরাজার কন্যা নাম ত কেশিনী।
শৈব্যা নামে আর ভার্য্যা বিনতানন্দিনী॥
কেশিনী প্রণাম করি মাগিলেক বর।
এক পুত্র কুলশ্রেষ্ঠ দেহ মহেশ্বর॥
গরুড়ভগিনী শৈব্যা বালিশ প্রকৃতি।
মাগিলেক বর ষাটি সহস্র সন্ততি॥
এবমস্তু করিয়া বলিল হুঁহাকারে।
নৃপতির তরে আমি জানাল্য প্রকারে॥
আমার বরেতে তোমার জন্মিবেক বংশ।
এক পুত্র হইবেক দেবতার অংশ॥
জন্মিবেক যে বা ষাটি সহস্র কুমার।
ব্রহ্মশাপে তা সভার হইব সংহার॥
এই বর দিয়া আমি হইলাঙ অন্তর্ধান।
অযোধ্যায় রাজ্য করে রাজা পুণ্যবান্॥
বৈদর্ভী প্রসব হইল একই কুমার।
ষোড়শলক্ষণযুক্ত অমর আকার॥
অসমঞ্জ নাম তার বড়ই প্রতাপ।
প্রজা সহিবারে নারে তার বীরদাপ॥
নৃপতির স্থানে রাজা করিল গোহারি।
অন্য দেশ যাই গোসাঞি লইয়া পুত্র নারী॥
প্রজা সকলেরে রাজা করিল আশ্বাস।
অসমঞ্জ পুত্রেরে দিলেন বনবাস॥
শৈব্যা নামে তার ভার্য্যা হইলা প্রসব।
লাউফল হেন দেখি নাহি অবয়ব॥
পুত্র কন্যা এক নহে বড় অসম্ভব্য।
নাড়ে চাড়ে দেই তারে সব্য অপসব্য॥
রাজার সাক্ষাতে লইয়া দিল ধাতৃমাতা।
রাজা বলে হেন বুঝি বঞ্চিলা বিধাতা॥
লাউফল হেন দেখি করিল পরশ।
ডিম্ব ভাঙ্গিবারে রাজা করিল সাহস॥

হইল আকাশবাণী শুনে সর্ব্বলোক।
জরায়ু না ভাঙ্গ রাজা না করিহ শোক॥
ঘৃতপূর্ণ পাত্রে ডিম্ব রাখ কত কাল।
প্রকাশ করিব ষাটি সহস্র ছাওয়াল॥
শঙ্করের বর কভু নাহি হয় বৃথা।
আপনার কাণে রাজা শুনে এই কথা॥
ঘৃতকুণ্ড করি ডিম্ব রাখে নৃপমণি।
কথো কালে সেই ডিম্ব ফুটিল আপুনি॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড যেন চক্ষুর পুতুলি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা হৈল কুতূহলী॥
ষাটি সহস্র দাই কৈল নিয়োজিত।
এক এক বালকে পিয়ায় নিতে নিত॥
হইল প্রকাণ্ড তারা বাড়ে দিনে দিনে।
ছাওয়ালবয়সে সিংহ ব্যাঘ্র ধরি আনে॥
যুবক হইল ষাটি সহস্র কুমার।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল এক অধিকার॥
শতক্রতু ইন্দ্র হয় হেন কহে বেদে।
সঙ্কল্প করিল রাজা শত অশ্বমেধে॥
চৈত্রপৌর্ণমাসী দিনে আরম্ভিল যজ্ঞ।
পুরোহিত বশিষ্ঠ বসিলা সমযজ্ঞ॥
যজ্ঞের ঘোড়ার চিহ্ন পুরাণ প্রমাণ।
সর্ব্বাঙ্গ ধবল বর্ণ কাল এক কাণ॥
বরণ করিল ঘোড়া যায় ভ্রমিবারে।
রক্ষক দিলেন ষাটি সহস্র কুমারে॥
যতেক পৃথিবীপাল সভে আজ্ঞাবর্ত্তী।
সগরসদৃশ নহে রাজচক্রবর্ত্তী॥
এই ষাটি সহস্র ভাইরে যেই দেখে।
রাজকর দিয়া মেলে ঘোড়া যেই রাখে॥
এইরূপে ভ্রমে ঘোড়া এক সম্বৎসর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দক্ষিণসাগর॥
শুখানা সমুদ্রে বুলে বালির উপর।
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈল অশ্ববর॥

রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
দেবকৃত্যা হৈতে ঘোড়া গেল রসাতল॥

অশ্ব অন্বেষণে সগরপুত্রগণ

সুহই রাগ॥

ষাটি সহস্রেক ভাই অশ্ব চাইয়া নাঞি পাই
অঝর নয়নে সভে কান্দে।
অসুর মানুষ যক্ষ যার যার পড়ে চক্ষ
ঘোড়াচোর বলি তাহে বান্ধে॥
হয় হৈল নিরুদ্দেশ খুঁজিয়া সকল দেশ
আইল জনক সম্ভাষণে।
সভে হইল প্রণিপাত যুড়িয়া যুগল হাত
রাজারে করিল নিবেদন॥১॥
মহারাজ, হয় হারা হৈল সিন্ধুতটে।
সমস্কন্দ নাহি রাজা সকলি তোমার প্রজা
বাদ বিসম্বাদ নাহি ঘটে॥ধ্রু॥
খুঁজিল সকল ক্ষিতি বন কৈল পাঁতি পাঁতি
পর্ব্বত কন্দর নদ নদী।
যেন উড়াইল বায় হেন বুঝি অভিপ্রায়
দেবতা হইল ইথে বাদী॥
রাজা বলে বিধি বাম না পূরিল মনস্কাম
কুপুত্রে কখন নাহি সুখ।
পুনর্ব্বার গিয়া চাহ অশ্ব যদি নাহি পাহ
মোরে আর না দেখাবে মুখ॥২॥
বাপের নিষ্ঠুর বাণী আপন শ্রবণে শুনি
রাজআজ্ঞা বন্দিল মাথায়।
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা বিরোধবাজনা বাণা
ধর মার করি সভে ধায়॥
গেল সেই সিন্ধুকূলে শুখান সমুদ্রে বুলে
আচম্বিতে দেখিল বিবর।

প্রবেশিতে নাঞি পথ রাখি অশ্ব গজ রথ
তুলে ষাটি সহস্র কুঙর ॥৩॥
কোদালে পৃথিবী কাটি ভক্ষণ করিয়া মাটি
খোলে ষাটি সহস্র যোজন।
মহী করে টলবল প্রবেশিল রসাতল
দেখিল তথায় উপবন ॥
দেখে কপিলের কাছে তুরঙ্গ ভ্রমিতে আছে
যোগে বসিয়াছে তপোধন।
চোর চোর বলি ডাকে শেল মারিবারে ঝাকে
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

কপিলের ক্রোধ

ঘোষা ॥

ভাব নর হরি হর আর সব মিছা।
অমিঞা থাকিতে কেন গরলের ইচ্ছা ॥

পয়ার ॥

কলরব শুনি মুনি চাহে কোপদৃষ্টে।
ভস্মসাৎ হইল তারা সেই অগ্নিবৃষ্টে ॥
চিনিতে নারিল কে বা কৈল উপদ্রব।
অন্তরে জানিল সগরের পুত্র সব ॥
রাশি রাশি ভস্ম দেখি কপোত পাণ্ডুর।
মুনি বলে ঐশ্বর্য্যমদের এই ফল ॥
সেই ত কপিল সিদ্ধা বিষ্ণু অবতার।
কর্দ্দমের পুত্র শিষ্য হয় ত আমার ॥
পুনর্ব্বার যোগেতে রহিলা সেইরূপে।
নারদ আইল হেথা রাজার সমীপে ॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যুত্থান।
প্রণতি করিয়া পাদ্য আসন প্রদান ॥
মুনি বলে তোমার ভক্তিতে আমি বশ।
দেবতার সভায় তোমার বলি যশ ॥
নরকে মজিল ষাটি সহস্র কুমার।
ব্রহ্মদণ্ডে হত তারা নাহিক উদ্ধার ॥
সেনাগণ নাহি জানে এই সমাচার।
নিশ্চিন্ত আছহ কেন চিন্ত প্রতিকার ॥
পাতালে প্রবেশ তারা কৈল বীরদাপে।
তথা ভস্ম হৈল তারা কপিলের শাপে ॥
নারদের বাক্যে রাজা শোকে অচেতন।
রাজারে হইল স্মৃতি আমার বচন ॥
মুনি বলে অসমঞ্জ আছে বনবাসে।
তার পুত্র অংশুমান্ আন তুমি দেশে ॥
তাহা হইতে হৈব তোমার যজ্ঞসিদ্ধি।
পুনর্ব্বার তাহা হৈতে হৈব বংশবৃদ্ধি ॥
এতেক বলিয়া মুনি আইলা কৈলাসে।
অংশুমান্ আনি রাজা করিল আশ্বাসে ॥
রাজ্য সমর্পিল হস্তী যত রত্নকোষ।
অশ্বের উদ্দেশে যায় হইয়া সন্তোষ ॥
সেই ত বিবরে প্রবেশিল অংশুমান্।
তপস্যা করিল কপিলের বিদ্যমান ॥
ভক্ত্যে বশ হৈয়া মুনি জন্মিল করুণা।
অংশুমান্ দুই বর করিল প্রার্থনা ॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈব আর জ্ঞাতির নিস্তার।
এই দুই কর্ম্মের করিবে প্রতিকার ॥
মুনি বলে অশ্ব লৈয়া যাও অযোধ্যায়।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া তুমি সান্তাহ রাজায় ॥
হইব তোমার পৌত্র বড় পুণ্যবান্।
গঙ্গা আনি করিব জ্ঞাতির পরিত্রাণ ॥
এতেক বলিয়া মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সেই পথে ঘোড়া লৈয়া শিশুর প্রয়াণ ॥
পিতামহে প্রণাম করিল অংশুমান্।
কোলেতে করিয়া রাজা করে চুম্বদান ॥
সমুখে রাখিল ঘোড়া দেখে সর্ব্বলোক।
সগর পাসরে ষাটি সহস্রেক শোক ॥

যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া দ্বিজে দিলেন দক্ষিণা।
তপস্যারে চলে রাজা গঙ্গার কামনা॥
শুভ ক্ষণে অংশুমান্ ধরে ছত্র দণ্ড।
একছত্র কৈল সপ্তদ্বীপা নবখণ্ড॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেলা শেষে।
তপস্যা করিল তিঁহো গঙ্গার উদ্দেশে॥
অংশুমানের তনয় দিলীপ মহারাজা।
তার পুত্র হৈল ভগীরথ মহাতেজা॥
তপ কর‍্যা মৈল সভে সগরের বংশে।
গঙ্গা আনিলেক এই পঞ্চম পুরুষে॥
মহাভারতের এই কথা বনপর্ব্বে।
গ্রন্থগৌরবভয়ে রচিল সংক্ষেপে॥
এখনে রচিব বৃহন্নরাদির মতে।
শিবের কুশল রামকৃষ্ণ বিরচিতে॥

পালা সাঙ্গ॥

গঙ্গার উপাখ্যান

পিতৃপুরুষের দুর্গতি

ভগীরথ রাজা পুত্র সম প্রজা
পালন করেন দেশে।
শঙ্কর কেশবে ভজে এক ভাবে
প্রতাপে পৃথিবী শাসে॥
বশিষ্ঠ নারদ যার সভাসদ
আপদ নাহিক রাজ্যে।
অকাল মরণ নাহি অনুক্ষণ
সভে রত শুভ কার্য্যে॥১॥
গৌরি, রাজার পুণ্যের প্রভা।
বন্দে দণ্ডধর সঙ্গীত কিঙ্কর
দেখিতে আইল সভা॥ধ্রু॥
দেখি ধর্ম্মরাজ না করিল ব্যাজ
বাড়িয়া চলিল আগে।
কৈল প্রণিপাত যম ধরে হাত
পুণ্যবন্ত অনুরাগে॥
আনি বরাসনে পূজিল শমনে
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কারে।
বলে পিতৃপতি শুন নরপতি
সম্প্রতি কহি তোমারে॥২॥
যশ জানি তবে উদ্ধার বান্ধবে
তব পূর্ব্বপিতামহে।
বড়ই দুর্গত ব্রহ্মদণ্ডে হত
সতত নরকে দহে॥
কহে মহীপাল কৃপা কর কাল
শুনিঞা পাইল ব্যথা।
কোন কোন জন তোমার শাসন
শুনিবে সে সব কথা॥৩॥
শুনি হাস্যযুত কহে সূর্য্যসুত
যে মরে ব্রাহ্মণদণ্ডে।
ব্রহ্মবধ করে ব্রাহ্মণীরে হরে
সে দহে নরককুণ্ডে॥
যে হরে কাঞ্চন ব্রাহ্মণের ধন
হরে ব্রাহ্মণের ভূমি।
রামকৃষ্ণ গায় ব্রাহ্মণ হিংসায়
বিষ্ঠায় সে হয় কৃমি॥৪॥১॥

নরকবর্ণনা

ঘোষা ॥

ভাই, বল হরি হরি।
অপার সংসার ভাই রামনামে তরি ॥

পয়ার ॥

শুন ভগীরথ রাজা কহিএ তোমারে।
নরক সকল মোর দক্ষিণ দুয়ারে ॥
মহাবীচি তপন সংহাত কালসূত্রে।
রৌরব দুর্গন্ধে কুম্ভীপাক অসিপত্রে ॥
শ্লেষ্মকুণ্ড মূত্রকুণ্ড পুরীষের কুণ্ডে।
রক্তকুণ্ডে পড়ে কেহ শিলাবৃষ্টি মুণ্ডে ॥
কৃমিকুণ্ড সর্পকুণ্ড বহ্নিকুণ্ড জলে।
লবণাম্বু পিএ তপ্ত বালুকায় চলে ॥
নরকের নাম রাজা অনেক প্রকার।
চিত্রগুপ্ত পাপ পুণ্য করেন বিচার ॥
বিচার হইলে জীবে পাপ অনুরূপে।
কিঙ্করে পেলায় লৈয়া সেই সেই কূপে ॥
পঞ্চ মহাপাতকের প্রথম গণনা।
সোনা চুরি সুরাপান হরে গুর্ব্বঙ্গনা ॥
ব্রহ্মবধী পাতকীর হয় যেই গতি।
পঞ্চম পাতকী সেই যে থাকে সংহতি ॥
অগম্যাগমন শুন পুরাণ প্রমাণ।
ব্রাহ্মণী জননী রাজমহিষী সমান ॥
পুত্রবধূ দুহিতা ভগিনী ধাত্রী মাতা।
মাসী পিসী ভ্রাতৃজায়া শ্বশুরবনিতা ॥
পিতৃব্যাণী মাতুলানী কন্যা অবস্থিতা।
ভগিনী ভাগিনীবধূ সহোদরসুতা ॥
মাতামহী পিতামহী গণিল প্রসঙ্গে।
রজস্বলা রজকী চণ্ডালী তার সঙ্গে ॥
যে সব পাতকী ভজে গুরুজনতল্প।
সকল নরকে থাকে এক এক কল্প ॥

গুর্ব্বঙ্গনা সম পাপ গাভীর মৈথুনে।
পশু বা পুরুষে যেই ভজে কামবাণে ॥
শুক্রের কুণ্ডেতে পড়ে সহস্র বৎসর।
সময়া কীট নাড়ি ঝাড়ি খায় নিরন্তর ॥
তপ্ত লোহময়ী মূর্ত্তি রমণী পুরুষে।
আলিঙ্গন করে পাপী পরদারদোষে ॥
মহাপাতকের সঙ্গে এ অতিপাতক।
বধেতে প্রধান গণি বিশ্বাসঘাতক ॥
ব্রহ্মবধী গুরুবধী পিতৃমাতৃঘাতী।
ইচ্ছাএ গোবধ করে বধে স্ত্রীজাতি ॥
পতি পুত্র বধ করে মিত্রবধী নর।
শরণ পশিলে শত্রু বধে যে দুর্ম্মর ॥
এই সব পাপিষ্ঠের বড়ই দুর্গতি।
সেই কূপে পড়ে যে বা থাকে তার সাথী ॥
সুরাপান সম পাপ অভক্ষ্য ভক্ষণ।
অপেয় জলের জল পিএ যেই জন ॥
শুষ্ক মৎস্য মাংস খায়ে পলাণ্ডু লশুন।
কুক্কুট কর্কট মূষা সিঙ্গি সমগুণ ॥
নীল মৃগ শূকরের পাতক সমান।
শবর শৌণ্ডির হস্তে করে জল পান ॥
মৎস্যজীবী রজকের করে জলাশন।
স্বর্ণস্তেয় মহাপাপ সীমার হরণ ॥
রক্ষাদ্রব্য চুরি যেই করে চাপে চুপে।
সে থাকে অনেক দিন নরকের কূপে ॥
গন্ধ দ্রব্য চুরি করি যে দেই শরীরে।
সুগন্ধি কুসুম নাহি দেই হরি হরে ॥
দুর্গন্ধি নরকে থাকে অনেক বৎসর।
ছুচা হইয়া জন্মে সেই পৃথিবী ভিতর ॥
অনাথের অর্থ লএ খাপ্য বস্তু হরে।
ডাকা চুরি দেই যে বা খাটী বৃত্তি করে ॥
ব্রাহ্মণের কাষ্ঠ তুঁষ হরে অল্প মূল্য।
হীরা নীলা মণি অশ্ব চুরি তার তুল্য ॥

চৌরাশী কুণ্ডেতে এই পাপী সব ভ্রমে।
পাপ যোন্যে জন্ম হয় বিধির নিয়মে॥
দূত সব করে রাজা পাপীর প্রহার।
সঘন চীৎকার শব্দ শুনি হাহাকার॥
মুষল মুদ্গর মারে পাপী নাহি মরে।
কুঠারে কাটিয়া দেহ খণ্ড খণ্ড করে॥
তপ্ত বালুকায় বৈতরণীর তটে।
টানি লৈয়া যায় দূত বান্ধি জটে জটে॥
কেহ রাত্রি দিবা ফিরে কুমারের চাকে।
কাতর হইয়া জীব পরিত্রাহি ডাকে॥
কেহ ঊর্দ্ধমুখে আছে কেহ অধোমুখে।
তপ্ত সুরা অঙ্গেতে শলাকা দেই নখে॥
হরিহরকথা যেই না শুনিল কাণে।
তপ্ত তৈলে ভরি তাহে বিন্ধে তীক্ষ্ণ বাণে॥
যেই জন নাহি বলে নারায়ণ শিব।
তপ্ত সাঁড়াসীতে দূত কাটে তার জিভ॥
উমাকান্তে রমাকান্তে করে ভেদাভেদ।
গুরুনিন্দা করে যে বা নাহি মানে বেদ॥
করাতে চিরিয়া তারে করে দুইখান।
বাপ বাপ বলি ডাকে নাহি যায় প্রাণ॥
শিবলিঙ্গ বিষ্ণুর প্রতিমা দরশনে।
ভক্তিযুক্ত নহে যেই শ্রদ্ধা নাহি মনে॥
সূচিকায় যমদূত চক্ষু তার ফোড়ে।
অগম্যারে কটাক্ষে চাহিলে চক্ষু তাড়ে॥
ছাল খসাইয়া কার গায়ে দেই খার।
শুক্রবিক্রয়ী করে শোণিত আহার॥
দেবপূজা নাহি করে নাহি দেই দান।
তার হস্ত কাটিয়া করয়ে খান খান॥
বরাহ বারণ কার বুকে দেই দাঁত।
মহিষের শৃঙ্গেতে খসিয়া পড়ে আঁত॥
শৃগাল কুকুর মাংস করে টানাটানি।
কাক চিলে খায় আর গৃধিনী শকুনি॥
অতিথের সেবা নাহি করে যেই লোক।
ঘায়েতে জর্জ্জর সেই সর্ব্বাঙ্গেতে পোক॥
ক্ষুধিত তৃষিতে যে না দেই অন্ন জল।
পানি পানি করে সেই তৃষ্ণায় বিকল॥
কূট সাক্ষী দেই যে বা পক্ষপাত করে।
একইশ পুরুষ সঙ্গে শ্লেষ্মকুণ্ডে পড়ে॥
যে করে নাপিতকৃত্য দেবের আলয়।
কুম্ভীপাক ভোগ করি পশুযোনি হয়।
শিবনিন্দা বিষ্ণুনিন্দা বেদের লঙ্ঘন।
অযাজ্যযাজক যে বা দেবল ব্রাহ্মণ॥
গ্রাম ঘর পোড়ে কাটে বন উপবন।
অসিপত্র নরকেতে তাহার গমন॥
খণ্ড খণ্ড হয় পাপী যত দূর যায়।
জ্বালায় ব্যাকুল দেহ ছায়া নাহি পায়॥
আছয়ে অনেক পাপ অনেক যাতনা।
শিবের সেবকে নাহি যমের যন্ত্রণা॥
বিষ্ণুপূজা করে যে বা বিষ্ণুর ভাবক।
রামকৃষ্ণ দাস কহে না দেখে নরক॥২॥

পুণ্যকর্ম্মের ফল

গীত॥

শুন রাজা ভগীরথ জীবের নিষ্কৃতি পথ
বিষ্ণুভক্তি শিব উপাসনা।
যে শুনে পুরাণ গীতা বন্দে বৃদ্ধ মাতা পিতা
সে না পায় নরকযন্ত্রণা॥
অনাথ জনেরে পোষে যজ্ঞেতে ব্রাহ্মণ তোষে
দরিদ্র ব্রাহ্মণে বৃত্তিদান।
অসংখ্য তাহার পুণ্য বিধাতার নহে গণ্য
ভূমিদান তাহার সমান॥১॥
রাজা হে, সর্ব্বধর্ম্মময় নারায়ণ।
যদি কৃষ্ণার্পণ করে তবে সে ধর্ম্মেতে তরে
নহে সব ব্যর্থ বিশেষণ॥

যে বা বিষ্ণুপ্রীতি কামে দান করে শালগ্রামে
পৃথিবীদানের ফল পায়।
সবস্ত্রা ভূষণ গাত্রে কন্যাদান দেই পাত্রে
সে জন নরকে নাহি যায়॥
মহাদেব বাসুদেবে ঘর মাত্র দেই যবে
লক্ষ কোটি কুলের উদ্ধার।
চিত্র যদি করে কাঠে ইটে বা পাথরে গঠে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ পুণ্য তার॥২॥
কর্দ্দম কণ্টক হেতু দুর্গ পথে বান্ধে সেতু
দ্বাদশ অশ্বত্থ তাহে রোপে।
আরাম উদ্যান কর্ত্তা সহস্র জনের ভর্ত্তা
স্বর্গ যায় চতুর্ভুজরূপে॥
দীঘী সরোবর খোলে রথে হরি হর তোলে
দোলেতে বসায় দামোদর।
পঞ্চ কোটি কুল সঙ্গে বিমানে চড়িয়া রঙ্গে
হয় গিয়া বিষ্ণুসহচর॥৩॥
অভিষেক মহাদেবে করে নর পঞ্চ পর্ব্বে
উপবাসে পিতৃশ্রাদ্ধদিনে।
পঞ্চামৃত ফলোদকে সে নাঞি নরক দেখে
শিবলোকে প্রয়াণ বিমানে॥
ধূপ দীপ দেই দেবে নৃত্য গীত মহোৎসবে
মুখবাদ্যে যেই করে পূজা।
রামকৃষ্ণ দাস গায় তার সঙ্গে নাহি দায়
শুনিঞা সন্তোষ হৈল রাজা॥৪॥৩॥

নরক হইতে পরিত্রাণের উপায়

ঘোষা॥

রাম বলিয়া ডাক ভাই শিব বলিয়া ডাক।
নিকটে যমের দূত পাছু চাহিয়া দেখ।

পয়ার॥

যম বলে ভগীরথ তুমি প্রাণসখা।
যত পাপ তত পুণ্য কত দিব লেখা॥
দক্ষিণ দুয়ারে নিরাশ্রয় অন্ধকার।
কাঁটা পায় ফুটে আর জ্বলন্ত অঙ্গার॥
পূর্ব্ব দুয়ারেতে যায় যত পুণ্যবান্।
গন্ধ মাল্য অলঙ্কৃত বাহন বিমান॥
প্রাণিহিংসা না করে না জানে পরদার।
অখাদ্য না খায় নাঞি করে কদাচার॥
পরদ্রব্য না হরে না ধরে অহঙ্কার।
সত্য কথা কহে যে বা শাস্তি ব্যবহার॥
গুরুজনে ভক্তি করে ধর্ম্মেতে উদার।
না যায় এ সব লোক দক্ষিণ দুয়ার॥
বিপ্রপাদোদক সর্ব্ব তীর্থের সমান।
শালগ্রামজলে যে বা নিত্য করে পান॥
তুলসীয়ে ভক্তি বিষ্ণুনামপরায়ণ।
দক্ষিণ দুয়ারে নাহি যায় সেই জন॥
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা যার অঙ্গে থাকে।
সেইরূপে মৃত্যু হইলে না যায় নরকে॥
ধান্য দান কৈলে দাতা যায় ব্রহ্মলোকে।
বৃষোৎসর্গ কৈলে ভয় না থাকে পাতকে॥
উভয় মুখীর দানে পুণ্যে নাঞি সীমা।
বলি শুন রুদ্রপ্রদক্ষিণের মহিমা॥
সোম সূত্র লঙ্ঘিতে নাহিক অধিকার।
সব্য অপসব্য আইসে যায় যায় তিন বার॥
পঞ্চ মহাপাতক প্রথমে যায় নাশ।
দ্বিতীয়ে রাজত্ব হয় অন্তে স্বর্গে বাস॥
তৃতীয়ে ইন্দ্রত্ব পায় স্বর্গের রাজত্ব।
কি বলিতে পারি আমি শিবের মহত্ত্ব॥
কহিতে কহিতে কাল হৈল অন্তর্ধান!
ভগীরথে জন্মিল তখনে তত্ত্বজ্ঞান॥

প্রধান সচিবে রাজা দিল রাজ্যভার।
তপস্যা করিতে হৈল তাঁর আগুসার॥

ভগীরথের তপস্যা

একেশ্বর গেলা রাজা গোদাবরীতীরে।
ভৃগু মুনির আশ্রমে আইলা ধীরে ধীরে॥
সূর্য্যের সমান তেজ কান্ধে যজ্ঞসূত্র।
ব্রাহ্মণে বেষ্টিত বসিয়াছে ব্রহ্মপুত্র॥
প্রণাম করিল ভগীরথ নৃপবর।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক বলে মুনিবর॥
আতিথ্য করিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসিল কথা।
কি কারণ মহারাজ একেশ্বর হেথা॥
নৃপতি কহিল তাঁরে সকল বৃত্তান্ত।
দয়া কৈল ভৃগু ভক্তি দেখিয়া একান্ত॥
ভৃগু বলে ভগীরথ আইলা জ্ঞাতিশোকে।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা আছে ব্রহ্মলোকে॥
সেই গঙ্গা জটায় ধরেন ব্যোমকেশ।
গঙ্গা লৈয়া যাইতে তুমি যদি পার দেশ॥
তবে হয় তব পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার।
অনেক জীবের রাজা হয় ত নিস্তার॥
ত্রিভুবনে তোমার বিখ্যাত হয় কীর্ত্তি।
এই কর্ম্ম কর শুন রাজচক্রবর্ত্তী॥
রাজা বলে এই কর্ম্ম আমারে আশ্চর্য্য।
কিরূপে পাব গঙ্গা কহ মুনিবর্য্য॥
অষ্টাক্ষর মন্ত্র মুনি দিলা তাঁর কাণে।
এই মন্ত্রে জপ তুমি পাবে নারায়ণে॥
মুনির আজ্ঞায় রাজা আইলা কৈলাসে।
অনেক কঠোর কৈল দিবসে দিবসে॥
নিরাহার ধ্যান ধরি বৈসে নৃপবর।
সেই মন্ত্রে জপে ষাটি সহস্র বৎসর॥
নাসিকার শ্বাসে ধূম হইলা বহির।
হিমপাতে গলে নাহি তাহার শরীর॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে হইল চমৎকার।
না জানি নৃপতি পায় কার অধিকার॥
সর্ব্বদেবগণ গেলা ক্ষীরোদের তটে।
প্রণতি করিয়া স্তুতি কৈল করপুটে॥
ভগীরথ তপ করে না জানি কারণ।
তেকারণে তোমারে কহিল নিবেদন॥
হইল আকাশবাণী না করিহ ত্রাস।
ভগীরথ তপ করে গঙ্গার প্রয়াস॥
এতেক শুনিঞা সভে গেল নিজ স্থানে।
ভগীরথ বসিয়াছে নারায়ণ ধ্যানে॥
দরশন দিলা তাঁরে প্রভু চক্রপাণি।
ডাকিয়া বলিলা বর মাগ নৃপমণি॥
সমাধি ছাড়িয়া রাজা চাহে চক্ষু মেলি।
পুলকিত হইলা দেহের লোমাবলী॥
গদগদ হইল বাক্য না নিস্বরে মুখে।
শুক্লবর্ণ নারায়ণ সমুখেতে দেখে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া করয়ে প্রণিপাত।
মুক্তা যেন বরিষে লোচনে অশ্রুপাত॥
অনেক যতনে বাক্য পাইল প্রকাশ।
স্তুতি করে ভগীরথ গদ গদ ভাষ॥
তুমি স্রষ্টা পালয়িতা তুমি সংহারক।
তুমি কর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি সে কারক॥
তুমি বিশ্ব বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বম্ভর।
অনেক প্রকারে বেদমতে কৈল স্তব॥
ঈষৎ হাসিয়া তাঁরে কৈল নারায়ণ।
পূর্ণকাম হও তুমি দিলীপনন্দন॥
আমা দরশনেতে ছিণ্ডিল কর্ম্মপাশ।
তব পূর্ব্বপুরুষ যাইব স্বর্গবাস॥
এক ভাবে ভাব তুমি প্রভু পঞ্চানন।
অর্চ্চিয়া শ্রীফলপত্রে করহ স্তবন॥
নিত্য পূজা করি আমি সেই গৌরীপতি।
আমার আরাধ্য শিব আমার মুরতি॥

তিঁহো সে দিবেন গঙ্গা শুন ভগীরথ।
সদাশিব হইতে সিদ্ধ হৈব মনোরথ॥
এই বর দিয়া প্রভু হৈল অন্তর্ধান।
রাজা বলে কি দেখিল স্বপ্নের সমান॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে শুনে দৈববাণী।
চিন্তা না করিহ তুমি শুন নৃপমণি॥
হরি হরে এক দেহ মহিমা অকথ্য।
যে দেখিলে যে শুনিলে সেই সব সত্য॥
শঙ্কর পূজিয়া স্তুতি করে নৃপবর।
রামকৃষ্ণ দাস রচে শিবের মঙ্গল॥ ৪॥

শিবস্তুতি

ভগীরথস্তুতি : গীত॥

নমো জগন্নাথ জগতের তাত
পূরহ প্রণত আর্ত্তি।
প্রমাণ গোচর পরম ঈশ্বর
স্বরেতে প্রণব মূর্ত্তি॥
তুমি নিরঞ্জন জ্যোতি সনাতন
তুমি সংসারের কর্ত্তা।
তোমাতে উৎপত্তি তুমি কর স্থিতি
প্রলয় সময় হর্ত্তা॥১॥
নাথ, প্রণতি পদারবিন্দে।
যত যোগিজন সিদ্ধা মুনিগণ
যে দুই চরণ বন্দে॥ ধ্রু॥
মৃত্যুঞ্জয় তুমি অন্তরীক্ষ ভূমি
অনল অনিল মন।
রবি শশী জল তোমাতে সকল
পঞ্চানন ত্রিলোচন॥
অনাদি অব্যয় অজর অজয়
তুমি সে কল্মষহারী।
তুমি গঙ্গাধর উমাপতি হর
তুমি সে পুরুষ নারী॥২॥
যত শুভ কর্ম্ম তুমি তাহে ধর্ম্ম
চর্ম্ম চীর পরিধান।
মন্ত্র অনুভবে ভক্তি কোন দেবে
তুমি কর বর দান॥
সর্ব্বদেবময় তুমি সে অভয়
ভজে যাহে হরি ব্রহ্মা।
তুমি ভব ভীম অপার মহিম
তুমি সে অদ্ভুতকর্ম্মা॥৩॥
তুমি সদাশিব দেব নীলগ্রীব
পিনাক ত্রিশূলধারী।
তুমি পরিপূর্ণ তোমাতে ত্রিগুণ
তুমি ইথে অধিকারী॥
প্রভু, মুঞি মন্দমতি খণ্ডাহ দুর্গতি
কি জানি বর্ণিতে তোমা।
তুমি কৃপাময় হইবে সদয়
রামকৃষ্ণে কর ক্ষমা॥৪॥৫॥

গঙ্গামাহাত্ম্য

ঘোষা॥

জয় শঙ্কর এ সুন্দর গঙ্গাধর।
তোমা বিনে কে তারিবে আর॥

পয়ার॥

এত স্তুতি কৈল যদি দিলীপকুমার।
দণ্ডবৎ প্রণাম করয়ে বারেবার॥
মহাদেব মহাদেব ডাকে উচ্চস্বরে।
তার ভক্তি দেখি দয়া জন্মিল আমারে॥
প্রসন্ন হইয়া আমি দিল দরশন।
পঞ্চবক্ত্র দশহস্ত চন্দ্রবিভূষণ॥
গজচর্ম্ম বসন বাসুকি উপবীত।
এই মূর্ত্তি নৃপতি দেখিল আচম্বিত॥
পুলকিত তনু তার চাহে অনিমিষে।
বাক্য না নিঃস্বরে মুখে গদ্গদ হরিষে॥

ডাকিয়া বলিল আমি শুন নরপতি।
বর মাগি লহ তুমি হৈয়া স্থিরমতি ॥
রাজা বলে তুমি সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী।
তোমার সাক্ষাতে আর কি বলিব আমি ॥
তোমা দরশনে মোর জন্ম নাহি আর।
করিবে আমার পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার ॥
নৃপতির বচনে করুণা হইল যদি।
জটা আলুয়াইয়া দিলা গঙ্গা বিষ্ণুপদী ॥
কৈলাসের শৃঙ্গে গঙ্গা বড় বেগবতী।
মহাশব্দ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি ॥
গহ্বর কন্দর নানা পর্ব্বত ভেদিয়া।
বিন্ধ্য পর্ব্বত গঙ্গা উত্তরিলা গিয়া ॥
বড়ই কল্লোল করি ভেদিলা পাষাণ।
বারাণসী আইলা আমার প্রিয় স্থান ॥
কাশীপুরে ভগীরথ বড় কৈল কীর্ত্তি।
লিঙ্গের প্রাসাদ দিল দ্বিজে দিল বৃত্তি ॥
প্রয়াগে যমুনা বাণী হইলা সংযোগ।
ত্রিবেণীর ঘাটে হইল তিনের বিয়োগ ॥
প্রয়াগের মহিমা শুনহ সাবধানে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সেইখানে ॥
সর্ব্বতীর্থ বলিয়া হইল তার খ্যাতি।
প্রয়াগে মুণ্ডন কৈলে বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি ॥
কোটি কোটি পুরুষ উদ্ধারে পুণ্যবান্।
প্রয়াগে দেবতাগণ নিত্য করে স্নান ॥
প্রয়াগ সদৃশ কেহ করে ত বিকল্প।
ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য বিশেষ মাত্র অল্প ॥
সংযোগ বিয়োগ এই করেন বিশেষ।
তবে ত চলিলা গঙ্গা সেই কাম্য দেশ ॥
আগে যায় ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
পাছে পাছে বেগবতী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
হইলা সহস্রমুখী সাগর উদ্দেশে।
সেই গর্ত্তপথে গঙ্গা পাতাল প্রবেশে ॥

পশু পক্ষ মনুষ্য পতঙ্গ পিপীলিকা।
যার অস্থি চর্ম্মে ঠেকে জলের কণিকা ॥
চতুর্ভুজ হৈয়া সেই চলে ত বিমানে।
ভগীরথে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥
হাসি হাসি কৌতুকে কহেন মহারুদ্র।
অগস্ত্য করিল পান লবণসমুদ্র ॥
পূরিল সমুদ্র গৌরি গঙ্গার তরঙ্গে।
সঙ্গমেতে ভগীরথ নাচে অঙ্গভঙ্গে ॥
পুজিল তথাই শিবলিঙ্গ গঙ্গাজলে।
মাধব পূজিয়া তথা স্থাপিল কপিলে ॥
কিঙ্করে আদেশ যম করিল তখনে।
শীঘ্রগতি আন সগরের পুত্রগণে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তায় করিল সম্মান।
উপনীত কৈল ষাটি সহস্র বিমান ॥
যম বলে দুঃখ পাইলে নিজ কর্ম্মদোষে।
মুক্ত হৈয়া যাও ইবে গঙ্গার পরশে ॥
অসমঞ্জার প্রপৌত্র করিল পুরুষার্থ।
যাহা হৈতে তুমি সব হইলে কৃতার্থ ॥
চতুর্ভুজরূপে তারা দেবযানে চড়ে।
নানাবর্ণে পতাকা চামর তাহে উড়ে ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।
কৌতুক দেখিতে আইলা যত দেবগণ ॥
সগরের বংশ হইতে পূরে রত্নাকর।
তেঞি সমুদ্রের নাম হইল সাগর ॥
অলকায় ছিলা গঙ্গা শুন হৈমবতি।
তেঞি সে অলকনন্দা হইল খেয়াতি ॥
ভগীরথ পথে গঙ্গা করিলা গমন।
ভাগীরথী করি তেঞি ঘোষে সর্ব্বজন ॥
সাগরসঙ্গম হৈল তীর্থচূড়ামণি।
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
কাম্য করি যেই ডাকে তনু ত্যাগ করে।
মনোরথ সিদ্ধ হয় সর্ব্বপাপ হরে ॥

শতেক যোজনে থাকি গঙ্গা গঙ্গা বলে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই পুণ্যফলে॥
প্রভাতে করয়ে যেই গঙ্গার স্মরণ।
পতিব্রতা নারী মিলে রত্ন আভরণ॥
দরশন মাত্রে গঙ্গা মুক্তিপ্রদায়িনী।
স্নান কৈলে কি বা হয় বলিতে না জানি॥
সূর্য্যোপরাগেতে যেই কুরুক্ষেত্রে দান।
সেই পুণ্য নহে গঙ্গাস্নানের সমান॥
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা ত্রিবর্গদায়িকা।
বিন্ধ্যবাহিনী হইলা মাহাত্ম্য অধিকা॥
তার দশগুণ পুণ্য পশ্চিমবাহিনী।
উত্তরবাহিনী তার দশগুণে গণি॥
হরিদ্বার প্রয়াগ মহিমা এক সম।
তাহাতে বিশেষ আর সাগরসঙ্গম॥
রামকৃষ্ণ রচে হরগৌরীর সম্বাদ।
কহিতে শুনিতে জন্মে দুঁহার আহ্লাদ॥
হরি হরি বল ভাই সাঙ্গ হৈল পালা।
সভাখণ্ডে বর দিবে সর্ব্বমঙ্গলা॥৬॥

পালা সাঙ্গ॥

ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান

গৌরীর ত্রিনেত্র হইবার কারণ

মদন সহায় মধু আছএ সন্ধানে।
কুসুম সৌরভে বহে মলয় পবনে।
ভ্রমর ঝঙ্কারে ঝরে গঙ্গার নির্ঝরে।
মনোভব মদন মনেতে কেন সরে॥
গৌরী চাহিয়া অপাঙ্গে অপাঙ্গে।
বাহুমূল তুলিয়া নিচোল দিল অঙ্গে।
মনেতে ভাবিল প্রভু উমার ইঙ্গিত।
হাসিয়া ডাকিল আঁখি করিল মুদ্রিত॥
ত্রিযামা হইল চন্দ্র করিল উদয়।
দেখিয়া দেবীর চিত্তে হইল বিস্ময়॥২॥
প্রভু শুন শূলপাণি প্রভু শুন শূলপাণি।
কিবা গুপ্ত হইল কেন করিলে রজনী॥ধ্রু॥
বাম নেত্রে চন্দ্র দেখি কপালে অনল।
বিচার করিয়া বুঝ দেবতা সকল॥
না বল না বল নাথ এহ বড় লাজ।
তোমার বিরল অক্ষ্য দেবের সমাজ॥৩॥
মোরে কর ত্রিনয়নী মোরে কর ত্রিনয়নী।
যেরূপে পুরুষ চাহি সে রূপে রমণী॥ধ্রু॥
প্রভু বলে হোক আঁখি আমার সমতুল।
কমল কুসুম আর কোকনদ ফুল॥
ছায়া তারা স্বাহা তাহে করিব নিবাস।
তিন চক্ষু গৌরীর হইল পরকাশ॥৪॥
রচে রামকৃষ্ণ দাস রচে রামকৃষ্ণ দাস।
উমার আঁচলে ধরি প্রভু কীর্ত্তিবাস॥১॥

ব্রহ্মার উপদেশ

গীত॥

গৌরী পুটাঞ্জলি করে প্রণতি করিয়া হরে
মোরে প্রভু শিখাইবে জ্ঞান।
পঞ্চ বদন তুমি পঞ্চমুখী হব আমি
রাখিবে আমার এই মান॥
দেখিয়া গৌরীর ভক্তি দিলা প্রভু নিজশক্তি
পার্ব্বতী হইল পঞ্চমুখ।

হৈল তাঁর দশ হাত　　দশ হস্তে বিশ্বনাথ
　　নানা লীলা করেন কৌতুক ॥১॥
　　সমাগম পার্ব্বতী শঙ্করে।
হুঁহেতে অদ্ভুত তেজে　　নিধুবন রসে মজে
　　শান্তি নাহি শতেক বৎসরে ॥ধ্রু॥
মহী করে টলবল　　সমুদ্রে উথলে জল
　　কম্পমান অষ্ট কুলাচল।
সুরগণ ত্রাস পাই　　আইলা ব্রহ্মার ঠাঞি
　　প্রকারেতে কহিল সকল ॥
হর গৌরী করে ক্রীড়া　　জগতে জন্মিল পীড়া
　　ইথে যে বা জন্মিল কুমার।
করিবেক সৃষ্টি নাশ　　দেখিয়া জন্মিব ত্রাস
　　এ কর্ম্মের চিন্ত প্রতিকার ॥২॥
তারক বধের সূত্র　　শিবের জন্মিব পুত্র
　　পূর্ব্বে আজ্ঞা করিলে আপুনি।
উমা না উদরে ধরে　　জন্মে কোন প্রকারে
　　তবে সে কল্যাণ হৈল জানি ॥
বলেন চতুরানন　　শুন বাক্য সুরগণ
　　সভে মেলি যাহ ত কৈলাসে।
উর্দ্ধপদে কর তপ　　শতরুদ্রী করি জপ
　　বশ গিয়া কর কীর্ত্তিবাসে ॥৩॥
শিব শীঘ্র বরদাতা　　হইবেন উর্দ্ধরেতা
　　বিবেক হইবে তাঁর ধর্ম্মে।
পশ্চাৎ সৃজিব বুদ্ধি　　ইথে হইব কার্য্যসিদ্ধি
　　শিবের কুমার যেন জন্মে ॥
ব্রহ্মার আদেশ শুনি　　যতেক দেবতা মুনি
　　গেলা কৈলাসের এক দেশে।
রামকৃষ্ণ দাস গায়　　প্রভু দেখিবারে পায়
　　দেবগণ আছে গুপ্তবেশে ॥৪॥২॥

—

গণেশের জন্ম

ঘোষা ॥

শঙ্কর শঙ্কর ডাক শঙ্কা নাহি যমে।
পাষণ্ড আলাপে মন না ভুল ভরমে ॥

পয়ার ॥

ইন্দ্র আদি দেবগণে জন্মিল সাধ্বস।
শিবে দেখা দিতে কেহ না করে সাহস ॥
তপস্যা করেন সভে থাকি গুপ্তবেশে।
দেবতা তেত্রিশ কোটি বেষ্টিত কৈলাসে ॥
দেবতার তপে বশ হৈলা মহেশ্বর।
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী কে বা তাঁর পর ॥
গৌরীর সহিত ক্রীড়া করেন উত্তরে।
পশ্চিম মুখেতে সম্ভাষিলা সভাকারে ॥
প্রভু বলে দেবগণ না করহ ভীত।
সেই বর মাগ যাহে দেবতার প্রীত ॥
দেবগণ বলে প্রভু তুমি যোগেশ্বর।
তোমার অপত্য এই যত চরাচর ॥
দেবতা দানব যক্ষ গুহ্যক রাক্ষস।
ভূত প্রেত পিশাচাদি যতেক ত্রিদশ ॥
তুমি সভাকার পিতা পার্ব্বতী জননী।
অপত্যের ইচ্ছা কেন করেন ভবানী ॥
রুদ্র উগ্র ভীম ভব তুমি প্রভু সর্ব্ব।
তোমার তেজেতে যদি দেবী ধরে গর্ভ ॥
সহিতে নারিবে কেহ তার বীরদর্প।
অকালে প্রলয় হইব নাঞি ফিরে কল্প ॥
আমা সভাকারে তুমি যদি কর কৃপা।
উর্দ্ধরেতা হও মৃত্যুঞ্জয় মহাতপা ॥
সম্বর সম্বর নাথ এই নিবেদন
দেবতার বাক্য শুনি দেব ত্রিলোচন ॥
উর্দ্ধরেতা হইলা ছাড়িলা নিধুবন।
হেন কালে পর্ব্বতে পড়িল এক কণ ॥

শিব শক্তি বিচ্ছেদ হইল যেই কালে।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হেন পড়ে সেই স্থলে॥
দেবতারে বর দিলা যদি দিগম্বর।
জন্মিল বড়ই ক্রোধ গৌরীর অন্তর॥
দেবগণ আসি এই ভাঙ্গিল বিলাস।
নৈরাশ্য করিল মোরে অপত্যের আশ॥
দেবী শাপ দিল যত সুরগণ শুনে।
অপত্য না হব দেবাদেবীর মৈথুনে॥
আজি হৈতে দেবতার না জন্মিব বংশ।
অন্য জাতি ভজিলে জন্মিব তার অংশ॥
গৌরীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
বিদায় করিয়া গেলা যত দেবগণ॥
অগ্নি নাঞি আসিছিলা তাসভার সাথে।
দেবগণ গেলে অগ্নি আইলা পশ্চাতে॥
প্রণাম করিয়া অগ্নি দাণ্ডায় সমুখে।
সেই ত তেজের কণা বাড়ে তাহা দেখে॥
শিখাবর্ণ হৈল তেজ হাসে ব্যোমকেশ।
অগ্নিতে ঔরস গিয়া করিল প্রবেশ॥
দুই অগ্নে তথায় হইল মিশামিশি।
বলবন্ত হইল বহ্নি মহাতেজোরাশি॥
বিদায় হইয়া অগ্নি চলিলা পাতালে।
হর গৌরী কৌতুকে রহিলা কুতূহলে॥
রত্নসিংহাসনে হর অম্বিকা সহিতে।
সহচরী চামর ঢুলায় চারি ভিতে॥
দক্ষিণে দিবস শিবের বামেতে রজনী।
যে দিকে থাকেন গৌরী জগৎজননী॥
বাম পাশে চাকাচাকি থাকে একযোগে।
দক্ষিণে করুণা করি কান্দএ বিয়োগে॥
কুমুদ বিকশে বামে ডাহিনে কমল।
কোথাহ চকোর উড়ে কোথাহ ভ্রমর॥
এইরূপে হর গৌরী আছেন কৌতুকে।
দিবারাত্রি কৈলাসে শিবের ইচ্ছাসুখে॥

একদিন বৃষে চড়ি দেব পঞ্চানন।
নন্দি সহচর আদি যত রুদ্রগণ॥
মন্দর পর্ব্বতে গেলা পুষ্প আহরণে।
শঙ্খ বিশাল শাল পূরিল গগনে॥
এথা মণিময় গৃহে রত্নবরাসনে।
বসিয়া আছেন দুর্গা হরষিতমনে॥
পদ্মাবতী আইলা বিমলা তাঁর সঙ্গে।
উর্দ্ধতৈল করি মলা দূর করে অঙ্গে॥
কেশের মার্জ্জন করে দেখাএ দর্পণ।
গন্ধদ্রব্য দিয়া তার মার্জ্জিল লপন॥
স্ত্রীর স্বভাবে উমা জড় করি মলা।
দুই হস্তে লৈয়া তাহা পাকাইল ডেলা॥
পুত্তলী রচিল তাহে খর্ব্ব লম্বোদর।
হস্ত পদ নির্ম্মাইল স্থূল কলেবর॥
মস্তক রচিতে তাঁর না আঁটিল মলা।
ডমরু বাজাইয়া শিব আইলা হেন বেলা॥
পুত্তলী পেলাইয়া গৌরী গেলা গঙ্গাতীর।
সহচরীগণ তাঁর মার্জ্জিল শরীর॥
গঙ্গার তরঙ্গে স্নান করেন ভবানী।
ঘরে আসি পুত্তলী দেখিল শূলপাণি॥
অপত্য ইচ্ছায় দুর্গা নির্ম্মায় প্রতিমা।
পুত্র না দেখিলে চিত্তে না হইব ক্ষমা॥
কাল ছিল সমুখেতে করিলা আদেশ।
শীঘ্রগতি বনে তুমি করহ প্রবেশ॥
উত্তর শিয়রে যেই থাকে ত শয়নে।
তার মাথা আনি দেহ আমা বিদ্যমানে॥
এই বালকের আমি দিব জীবন্যাস।
পুত্রমুখ দেখিতে গৌরীর অভিলাষ॥
কাল আনি দিল তাহে কুঞ্জরের মুখ।
দেখিয়া প্রভুর হইল পরম কৌতুক॥
যোগবলে যুগপতি ভাবিলেন জ্ঞান।
আবির্ভাব পাইলা গণেশ বিদ্যমান॥

নর বৃন্দের তনু দেখিতে অদ্ভুত ।
স্নান করি আইলা দুর্গা দেখিবারে সুত ॥
বলে প্রভু লও দুর্গা তোমার বালক ।
রামকৃষ্ণ রচিল জন্মিলা বিনায়ক ॥
আলক্ত কলন্ত কুম্ভ যুগল সুন্দর ।
মস্তকে কুটিল জটা শ্রবণে চঞ্চল ॥
বন্ধুক কুসুম হেন ছোট দুই আঁখি ।
দুঃখিত জননী পুত্রে গজমুখ দেখি ॥
দুর্গা দেখিয়া হেরম্বে হেরম্বে ।
কোলেতে করিয়া শিশু লয় অবিলম্বে ॥
একই দশন যেন দেখি চন্দ্রকলা ।
সঘন চঞ্চল শুণ্ড নীলবর্ণ গলা ॥
হিঙ্গুলবরণ তনু তুন্দিল উদর ।
হস্ত পদ দেখি যেন বিকচ কমল ॥
বালক দেখিয়া হৈল হরিষ বিষাদ ।
অম্বিকা বলেন প্রভু না পূরিল সাধ ॥
স্তন পান করাইতে নাহি পাই তুণ্ড ।
উপরে নাহিক ওষ্ঠ নামিয়াছে শুণ্ড ॥
অবলা স্বভাবে উমা সজলনয়না ।
প্রবোধ বলেন তাঁরে চন্দ্রচূড়ামণি ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন ।
প্রভু বলে পার্ব্বতি হরিষ কর মন ॥৩॥

গজমুখ হইবার কারণ

পয়ার ॥

প্রভু বলে পূর্ব্বকথা শুনহ পার্ব্বতি ।
হেরম্ব তোমার পুত্র তুমি ত্রিহার শক্তি ॥
হস্তীর সমান মুখ হয় কালে কালে ।
এক কল্পে ইহারে পাইবে তুমি কোলে ॥
হইল তোমার পুত্র শুনি দেবগণে ।
দেখিবারে আইল সভে সবলবাহনে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ ।
শুক্র বৃহস্পতি যম তরণি অরুণ ॥
ধনপতি নির্ঋতি অনন্ত নাগরাজ ।
অগ্নি আইলা হইল দেবের সমাজ ॥
আইল মঙ্গল বুধ অশ্বিনীকুমার ।
শনৈশ্চর আসিতে হৈল হাহাকার ॥
শনির দৃষ্টিতে সেই বালকের মাথা ।
অন্তরীক্ষ হৈল গৌরি শুন পূর্ব্বকথা ॥
ব্যস্ত হৈলা দেবগণ তোমার ক্রন্দনে ।
নন্দিরে আদেশ আমি করিল তখনে ॥
মুণ্ডের উদ্দেশে নন্দি ভ্রমিলেক ক্ষিতি ।
প্রমথ ভৈরব ভূত পিশাচ সংহতি ॥
মুণ্ড না পাইয়া নন্দি ফিরিয়া আসিতে ।
উত্তর শিয়রে শুইতে দেখে ঐরাবতে ॥
ঐরাবতের মুণ্ড কাট্যা আনে নন্দি ।
গণেশের কন্ধেতে করিল আমি সন্ধি ॥
গজবক্ত্র বালক হইল স্থূলকায় ।
দেবতা সকল তথা করিল সমবায় ॥
গণেশ বলিয়া নাম থুইল ইহার ।
সভাকার আগে পূজা এই অধিকার ॥
বিদায় হইয়া সভে চলিলা বাহনে ।
ঐরাবতে চাহে ইন্দ্র সহস্র লোচনে ॥
ঐরাবত পড়িয়াছে নাহি তার মাথা ।
দেখিয়া ত শচীপতি পাইলা বড় ব্যথা ॥
অতিথ হিংসায় পাপ শাস্ত্রেতে লিখিত ।
নন্দির চরিত্রে আমি হইলাঙ লজ্জিত ॥
ইন্দ্রের বিলাপ শুনি উপজিল দয়া ।
সেই ঐরাবতের অখণ্ড হৈল কায়া ॥
মুণ্ড শুণ্ড দন্ত হৈলা নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে ।
হরষিতে পুরন্দর চড়ে তার পিঠে ॥
এই পূর্ব্বকথা শুনি গিরির নন্দিনী ।
দেখিয়া গজের মুখ দুঃখ ভাব কেনি ॥

যে দেবতা যেইরূপে জন্মে এক কল্পে।
আর কল্পে আবির্ভাব পায় সেইরূপে ॥
এতেক বলিতে সেই পুরীর ভিতরে।
ব্রহ্মঋষিগণ আসি বসিলা সত্বরে ॥
বালকের জাতকর্ম্ম কৈল সংস্কার।
দেখিতে দেখিতে হইলা পর্ব্বত আকার ॥
দশ দিক্‌পাল নব গ্রহ অষ্ট বসু।
একাদশ রুদ্র আইলা দেখিবারে শিশু ॥
তুষিত ভাস্বর বিশ্বদেবা আর পূষা।
গণেশেরে বন্দিয়া বাহন দিলা মূষা ॥
সকল দেবের আগে গণেশের পূজা।
যত গণদেবতা গণেশ তার রাজা ॥
আপুনি শঙ্কর তারে দিলা ব্রহ্মজ্ঞান।
চতুর্ভুজবেশী তিঁহো ধরিলেন ধ্যান ॥
দিলা পাশ অঙ্কুশ বরুণ বিশ্বকর্ম্মা।
যোগপাটা রুদ্রাক্ষের মালা দিলা ব্রহ্মা ॥
ইন্দ্র পারিজাতমালা দিলা গণ্ডস্থলে।
কুবের দিলেন রত্নমালা তাঁর গলে ॥
বাসুকি দিলেন নাগ করি কটিসূত্র।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম দিলা তাঁরে একাদশ রুদ্র ॥
বিঘ্নরাজ বলি তাঁর হইল উপাধি।
শুভ কর্ম্মে আরম্ভে গণেশঘট আদি ॥
সন্তোষ হইল দেবী পুত্রের আদরে।
দেবগণ বিদায় করিলা মহেশ্বরে ॥
ব্যোমযানে গেলা সভে আপন ভবনে।
হর গৌরী বসিলা রত্নের বরাসনে ॥
পাদ্য আচমনী গঙ্গা যোগাইল ভৃঙ্গারে।
সুধাপূর্ণ পাত্র শশী দিলেন শঙ্করে ॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি যার সেবা করে।
তাঁহার বৈভব কে বা বর্ণিবারে পারে ॥
কাননে গায়ন করে কিন্নর কিন্নরী।
গুঞ্জরে কমলবনে ভ্রমর ভ্রমরী ॥
জলচর পক্ষ ডাকে শুনিতে মধুর।
স্থলচর পক্ষ ডাকে শিখী তাম্রচূড় ॥
কপোত কোকিল হরিতাল জীবঞ্জীব।
নিজ নিজ স্বরে সভে ডাকে শিব শিব ॥
শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ সমীরণ।
দেখিতে বিচিত্র বড় কুসুমিত বন ॥
জলে স্থলে নানা পুষ্প পাইল বিকাশ।
ছয় ঋতু সেবা তথা করে বার মাস ॥
এইরূপে হর গৌরী আছেন কৈলাসে।
গাইল প্রভুর গীত রামকৃষ্ণ দাসে ॥৩॥

দেবগণের পরাভব

পঠমঞ্জরি রাগ ॥

জয় রাম ॥

ভাই, শুনহ পুরাণকথা কাল বৈয়া যায় বৃথা
ভজ ভগবান্ ভগবতী।
যত দেখ চরাচর স্থূল সূক্ষ্ম কলেবর
ব্যাপ্যাছে পুরুষ প্রকৃতি ॥
কৈলাসে পার্ব্বতা হর নিজপুরে পুরন্দর
দেবাসুরে হইল সংগ্রাম।
বাঢ়িল দানববংশ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে ধ্বংস
প্রধান তারক ময় নাম ॥১॥
ভাই রে, তারকের বড় প্রাদুর্ভাব।
ত্রিদেবার নহে বধ পাল্য দানবেন্দ্রপদ
মদে মত্ত দুর্জ্জয় স্বভাব ॥ধ্রু॥
পুরন্দর হইলা ক্রুদ্ধ তারকের সনে যুদ্ধ
পরাজয় পাইল সমরে।
লইল রবির অশ্ব কুবেরের সর্ব্বস্ব
হরি আনি ভরিল ভাণ্ডারে ॥
গেল সংযমনী পুরী যম যথা অধিকারী
নারকীর দুঃখ দেখে কুণ্ডে।

যমের দূতেরে মারে মায়াতে নারকী তারে
কর্ম্মভোগ নাঞি তবু খণ্ডে ॥
যম সঙ্গে হৈল রণ ধাইল কিঙ্করগণ
তারক না মরে যমদণ্ডে ।
দেবেরে না করে ভয় প্রবেশে বরুণালয়
গালি দেই [করে] লণ্ডে ভণ্ডে ॥
বায় অব্যাহত গতি যথায় চন্দ্রের স্থিতি
বিভাবরী পুরী বিলক্ষণ ।
না মরিল হিমঘাতে এড়াইল ঝঞ্ঝাবাতে
গেল যথা থাকে সমীরণ ॥
আসিয়া সুমেরুশৃঙ্গে পবনের পুরী ভাঙ্গে
প্রবেশিল পর্ব্বত গহ্বরে ।
তপস্যার বলদর্পে ধরি বড় বড় সর্পে
আছাড়িয়া মারয় পাথরে ॥
তারকের পরাক্রমে দেবতা গুপতে ভ্রমে
একত্র হইয়া সুরগণে ।
গেলা সভে সত্যলোকে নিবেদিল চতুর্ম্মুখে
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥৫॥

অগ্নির অন্বেষণ

ব্রহ্মলোকে দেবলোক ব্রহ্মার সমুখে ।
হুতাশ নিঃশ্বাস ছাড়ি পড়ে মনোদুখে ॥
তারকবধের ব্রহ্মা চিন্তহ উপায় ।
তবে সে তোমার এই সৃষ্টি রক্ষা পায় ॥
বিধাতা বলেন শুন সহস্রলোচন ।
সভে আসিয়াছ কেন নাহি হুতাশন ॥
ইন্দ্র বলে অগ্নি নাহি জানি কোন্ দেশে ।
স্বস্থানেতে নাঞি কেন তারকের ত্রাসে ॥
বিধি আজ্ঞা দিল যাও অগ্নির উদ্দেশে ।
অগ্নির প্রার্থনা সভে কর গুপ্তবেশে ॥
মহেশের মূর্ত্তি অগ্নি রুদ্র অবতার ।
বিশেষে অধিক তেজ হইল তাঁহার ॥
অনলের পুত্র পৌত্র প্রচারিল দেশে ।
ঊনপঞ্চাশত অগ্নি এ তিন পুরুষে ॥
রুদ্রাত্মক অগ্নি দেখ আছে গুপ্তভাবে ।
তারে স্তুতি করিলে কুমার জন্ম লভে ॥
চলিলা দেবতা সব অগ্নির উদ্দেশে ।
স্বর্গ মর্ত্ত চাহিয়া পাতাল পরবেশে ॥
পথেতে মণ্ডুক সব ধড়ফড় করে ।
রহিতে না পারে জলে না থাকে বিবরে ॥
মণ্ডূক দেখিয়া দেবগণে লাগে ব্যথা ।
কেন ব্যস্ত তুমি সব কহ তার কথা ॥
মণ্ডুক কহিল অগ্নি আছেন পাতালে ।
তার তেজে রহিতে না পারি জলে কূলে ॥
এতেক শুনিয়া অগ্নি শাপিল মণ্ডুকে ।
তোমার জাতির জিহ্বা না থাকিবে মুখে ॥
হইবে সর্পের ভক্ষ্য না কহিবে ভাষা ।
এই শাপ দিয়া অগ্নি ছাড়িলেন বাসা ॥
দেবগণে দেখি ভেক ধরে কাকুর্ব্বাদ ।
ভেককুলে সুরগণ কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
বিনি রসনায় তুমি গাইবে ধৈবত ।
সঙ্কট সময়ে পাবে পালাইতে পথ ॥
তবে অগ্নি লুকাইলা আসিয়া পিপ্পলে ।
করিকুল আছিল অশ্ব[ত্থের] বনে ॥
দেবগণ ভ্রমেন অগ্নির অন্বেষণে ।
কুঞ্জর কহেন অগ্নি অশ্বত্থের বনে ॥
এতেক শুনিঞা অগ্নি শাপিল কুঞ্জরে ।
গূঢ় জিহ্বা হউক যেন বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
করীর বৈরূপ্য সভে দেখিল সাক্ষাতে ।
বর দিলা সুরগণ তারে একমতে ॥
দেবরূপী জন্তু তুমি না কর বিষাদ ।
বিনা জিভে পাবে ছয় রসের আস্বাদ ॥
পুষ্করের জলে না জানিবে অবসাদ ।
তোমাতে দিলাঙ শর নামেতে নিবাদ ॥

অশ্বত্থ ছাড়িয়া অগ্নি গেলা শমীগর্ভে।
শুক পক্ষী সেই বৃক্ষে বসিয়াছে পূর্ব্বে॥
অগ্নি পক্ষে নাহি দেখে বসিয়াছে পাতে।
দেবগণ আইলা তাঁরে জিজ্ঞাসা করিতে॥
শুক পক্ষী বলে অগ্নি আছে এই বৃক্ষে।
ক্রুদ্ধ হৈয়া অগ্নি শাপ দিল শুক পক্ষে॥
তোমার আবর্ত্ত জিহ্বা হইব এখন।
উলট জিহ্বায় যেন না ফুরে বচন॥
দেবগণে এই কথা কহে পক্ষী শুক।
দেবতার বরে তার রাঙ্গা হৈল মুখ॥
উলট জিহ্বায় তুমি পাবে ছয় রস।
পড়াল্যে পড়িবে যদি হও পরবশ॥
তিন ঠাঞি অগ্নি দেবগণে ভাণ্ডাইয়া।
দেবগণে দেখা দিল পর্ব্বতে দাণ্ডাইয়া॥
মহাজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি রুদ্র অবতার।
দরশনে সুরগণ হরিষ অপার॥
প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল নানামতে।
শিবের ঔরস অগ্নি আছয়ে তোমাতে॥
কুমার জন্মাও তুমি বলিল বিধাতা।
পাইল দেবীর শাপ সকল দেবতা॥
এই কল্পে শঙ্কর হইলা উর্দ্ধরেতা।
তুমি রুদ্ররূপী জগতের পরিত্রাতা॥
রহিবে তোমার কীর্ত্তি না কর বিলম্ব।
সহিতে না পারি আর দানবের দম্ভ॥
এতেক শুনিঞা অগ্নি গেলা গঙ্গাতটে।
যতেক দেবতা আইলা গঙ্গার নিকটে॥
ব্রহ্মাণ্ড ধরিলে তুমি পরম ঈশ্বরী।
এই গর্ত্ত ধর মাতা রাখ দেবপুরী॥
অগ্নি বলেন আমি নিজ যোগবলে।
রাখিব শিবের তেজ জাহ্নবীর জলে॥
সর্ব্বত্র গঙ্গার জল হইল জ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া দেবতাগণে জন্মিল বিস্ময়॥

এইরূপে গর্ত্ত দেবী ধরে কত কাল।
দাণ্ডাইয়া তপস্যা করে যত দিক্‌পাল॥
তারকের অনুচর আসি বীরদাপে।
ডাকিলেক মহাডাক গঙ্গার সমীপে॥
নির্ঘাত গর্জ্জনে যেন কাঁপে মহীধর।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে উথলিল জল॥
একে সেই গর্ত্ত গঙ্গা ধরিল সঙ্কটে।
ঢেউ যেন সান্ধাইল মৃত্তিকার ঘটে॥
তাহাতে দৈত্যের ডাক হইল অস্থির।
অগ্নির সম্মুখে আইলা ধরিয়া শরীর॥
শঙ্কর কৃশানুরেতা তুমি তার মূর্ত্তি।
এই গর্ত্ত ধরিতে অন্যের নাহি শক্তি॥
এখন বলহ গর্ত্ত রাখিব কোথায়।
ধরিতে না পারি আমি কাতর ব্যথায়॥
রচে রামকৃষ্ণ দাস পুরাণ প্রমাণ।
গায়নে বায়নে গঙ্গা করিবে কল্যাণ॥৬॥

গঙ্গার গর্ত্ত ধারণ

ধানসী রাগ॥

ভাগীরথী মূর্ত্তিমান্ আসি অগ্নি বিদ্যমান
কহিলা গর্ত্তের অনুভব।
ধরিল ব্রহ্মাণ্ড ডিম্ব শিবে করি অবলম্ব
কে সহে রুদ্রের প্রাদুর্ভাব॥
শঙ্কর কৃশানুরেতা রসময়ী গিরিসুতা
দুঁহার তেজেতে এই বিন্দু।
গিরি হৈল গুরুতর তেজে যেন দিনকর
পরশে শীতল যেন ইন্দু॥১॥
দেখ দেখ, অশ্রুমুখী গঙ্গা ভাগীরথী।
অগ্নিবলে ধরে গর্ত্ত নাহি হয় অবয়ব
সকল দেবতা করে স্তুতি॥ ধ্রু॥

দেবী বলে শিব শক্তি তুঁহার তেজের মূর্ত্তি
প্রকাশ পাইব যথা তথা।
যত দূর মোর শক্য হইলাঙ উপলক্ষ্য
বিধিবাক্য না হইব বৃথা॥
শুন কহি জাতবেদ ঔরসে ঔরস ভেদ
করিলেক সমীর সলিলে।
তোমার তেজেতে স্বর্ণ হইল তোমার বর্ণ
রাশি রাশি দেখ দুই কূলে॥২॥
শিবতেজ জানি মনে ধরিলাঙ প্রাণপণে
দেবকার্য্য সাধন কারণে।
হৈলা দেবী অন্তর্দ্ধান গঙ্গায় আইল বাণ
উত্তাল তরঙ্গ সমীরণে॥
সুমেরুর একদেশে রাখি গর্ত্ত গুহাবাসে
প্রকৃত হইলা বিষ্ণুপদী।
অগ্নি আগে করি শক্র ধাইলা জ্যোতিষচক্র
গঙ্গা গর্ত্ত বিসর্জ্জিলা সতী॥৩॥
তথাই উদয় হয় কৃত্তিকা নক্ষত্র ছয়
তা সভাকে করিয়া সাধন।
করিতে গর্ত্তের রক্ষা অগ্নি দিলা ছয় শিখা
অগ্নিরূপী হৈলা তারাগণ॥
বেড়ে তারা ছয় দিগে ধরে গর্ত্ত ছয় ভাগে
ছয় মূর্ত্তি পাইল প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ দাস গায় তপ্ত চামীকর প্রায়
তেজ যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥৪॥৭॥

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও তারকবধ

ঘোষা॥

জয় জয় হুলাহুলী।
কুসুম বরিষে দেবাদেবী কুতুহলী॥

পয়ার॥

এক মুখ দুই হস্ত সভাকার কোলে।
একত্র করিল তেজ অগ্নি হেন মিলে॥
শরের বনেতে তেজ করে ঢল ঢল।
দেখিতে দেখিতে হইল বাতাসে পাকল॥
ষডানন হৈল শিশু দ্বাদশ লোচন।
সুন্দর নাসিকা ছয় দ্বাদশ শ্রবণ॥
একগ্রীব একবক্ষ স্থূল পরিসর।
বিপুল দ্বাদশ হস্ত যেন করিকর॥
একই উদব কটি দুই ত চবণ।
দেখিয়া সন্তোষ হয় কৃত্তিকার মন॥
পিয়াএ কৃত্তিকা ছয় তারা মূর্ত্তিমান্।
ছয় মুখে কুমাব করেন দুগ্ধ পান্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ইন্দ্র বৃহস্পতি।
চন্দ্র সূর্য্য যম আইলা নৈঋর্ত সংহতি॥
বরুণ আইলা উনপঞ্চাশ হুতাশ।
মূর্ত্তিমান্ হৈয়া আইলা পৃথিবী আকাশ॥
উনপঞ্চাশত বায়ু একাদশ রুদ্র।
অষ্ট বসু আইলা আর সপ্ত সমুদ্র॥
কুবের আইলা তথা অষ্ট কুলাচল।
শুক্র শনৈশ্চব বুধ আইলা মঙ্গল॥
সপ্ত ঋষি আইল ভৃগু কপিল নারদ।
দক্ষ কশ্যপ সঙ্গে যত দিবিষদ॥
অরুণ গরুড় আইলা বাসুকি রেবন্ত।
ছয় ঋতু সঙ্গে তথা আইলা বসন্ত॥
ভগ মিত্র বিশ্বেদেবা আইলা অর্য্যমা।
পার্ব্বতীর সঙ্গে আইলা সরস্বতী রমা॥
সাতাইশ নক্ষত্র আইলা দেখিতে কৌতুক।
ছয় দিকে বালকের দেখে ছয় মুখ॥
জাতকর্ম্ম তাহার করিল সপ্ত ঋষি।
মঙ্গল গাইয়া নাচে ঘৃতাচী উর্ব্বশী॥

ব্রহ্মা দিলা সুরভির বংশে লক্ষ ধেনু।
সেই দুগ্ধ পানে তার প্রসবিল তনু॥
গরুড়ের এক ভার্য্যা নামেতে কলাপী।
তাহাতে জন্মিলা পুত্র শিখী দেবরূপী॥
আপন তনয় তার নাম চিত্রবর্ণ।
বাহন করিয়া তারে দিলেন সুপর্ণ॥
নাটুয়া সারস পক্ষী দিলেন গরুড়।
যুদ্ধ দেখিবারে দিলা পক্ষী তাম্রচূড়॥
কপোত তিত্তির দিলা সয়চান বাজ।
জুঝার গরুড় তাঁরে দিলা দ্বিজরাজ॥
বরুণ দিলেন মালা বড়ই সৌরভ।
ক্রীড়া করিবারে দিলা সৃষ্টির কলভ॥
মণিময় হার দিলা গাঁথিয়া গলায়।
ভাস্কর কিরণ তার দিলা সর্ব্ব গায়॥
নৈঋ্ঁতি রাক্ষস বড় হইল হরিষ।
দিলেন কুক্কুর কোক বরাহ মহিষ॥
ইন্দ্র কুমারের বল পরীক্ষা কারণ।
সিংহ ব্যাঘ্র দিলা আর অনেক বারণ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু ইন্দ্রের আনন্দ।
অভিষেক করি তারে ছোঙাইল গন্ধ॥
দেবসেনাপতি কৈল দিলা দিব্য ছত্র।
চামর ঢুলাইয়া তাঁরে দিলা নানা অস্ত্র॥
পার্ব্বতী দিলেন শক্তি নামেতে জয়ন্তী।
মাধব দিলেন তাঁরে মালা বৈজয়ন্তী॥
নানা বর্ণে ছাগল দিলেন ধনঞ্জয়।
পশু লৈয়া ক্রীড়া করে পার্ব্বতীতনয়॥
কুবের দিলেন সিংহাসন দিব্য রথ।
বসন ভূষণ দিলা রাজপরিচ্ছদ॥
সিংহের সহিতে খেলা করে মহাবলী।
দশ বিশ সিংহ লৈয়া চাপে কাকতলি॥
বারণের শুণ্ড ধরি ফিরাইয়া লোফে।
বিড়ালের হেন বাঘে মোড়া দেই গোঁফে॥

মহিষের শৃঙ্গে ধরি করে ঠেলাঠেলি।
বালক স্বভাবে নিত্য করে এই কেলি॥
গুহাতে বাড়িল শিশু তেঞি গুহ নাম।
দেবসেনাগণ তাঁরে করিল প্রণাম॥
শরবনে ছিলা তেঁঞি নাম শরজন্মা।
আশীর্ব্বাদ করি গেলা হরি হর ব্রহ্মা॥
আর যত দেবতা রহিলা অন্তশ্চরে।
গুপ্তরূপে থাকে সভে তারকের ডরে॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি দৈত্য দানব।
ময় তারকেরে কহে গুহের উদ্ভব॥
ময় বলে শুনহ তারক অধিকারি।
দেবকুত্যা জিনিবারে এই কালে পারি॥
বালকরূপেতে কালি কার্ত্তিকের সঙ্গে।
খেলার ছলায় মুষ্টিঘাত মারি অঙ্গে॥
তোমার চাপড়ে তার না রহিবে প্রাণ।
শিশুকালে শত্রুবধে হও সাবধান॥
যুবাকাল হৈলে রিপু হইবে প্রবল।
না পারিবে জিনিতে বিলম্বে নাহি ফল॥
এতেক মন্ত্রণা করি সেই দুই জনে।
প্রবেশিল গিয়া কুমারের কেলিবনে॥
ব্যাঘ্র সহিত ষডানন করে খেলা।
ব্যাঘ্ররূপ ধরি দুঁহে তথাকারে গেলা॥
দুঁহেতে স্কন্দের দেহে মারিল কামড়।
ক্রোধে ষড়ানন মারে বজ্রচাপড়॥
ব্যাঘ্রদেহ ছাড়িয়া মহিষ হৈল যবে।
অসুরের লক্ষণ লক্ষিল বীর তবে॥
মহিষের শৃঙ্গে ধরি পাড়িল ভূমিতে।
নিজমূর্ত্তি ধরে তবে তারক ত্বরিতে॥
তারকের দুর্জ্জয় শরীর ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া দেবতাগণ স্মরয়ে শঙ্কর॥
শক্তিশেল লইয়া কুমার বাহুদণ্ডে।
বিধির নিয়ম যেই কে বা তাহা খণ্ডে॥

সহস্র বিদ্যুৎজ্যোতি ধরে সেই শক্তি।
নির্ঘাত নিঃস্বন হৈল দশ দিক্ দীপ্তি॥
বাজিল নির্ভরে শেল তারকের বুকে।
মহাশব্দ করি পড়ে রক্ত উঠে মুখে॥
তারকের মরণে মনেতে পাইয়া ভয়।
মায়ারূপ ধরি শীঘ্র পালাইল ময়॥
যেই জন শুনে ভণে তারকের বধ।
শক্রকৃত্যা হৈতে তার না হয় আপদ॥
আয়ুবৃদ্ধি হয় তার নিরাময় বপু।
স্কন্দের প্রসাদে তার নাশ যায় রিপু॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীতে।
কুমারের জন্মকথা শান্তিপর্ব্ব মতে॥৮॥

দেখিয়া তারকবধ বিষ্ণুপদে দিবিষদ
শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ পূরে।
নিজ নিজ অধিকার পাইলা সভে পুনর্ব্বার
দানবের ভয় গেলা দূরে॥
ব্রহ্মা ঋষি করে হোম ধূমেতে ব্যাপিল ব্যোম
সোম সূর্য্য আকাশে গগনে।
অম্বরে অমরবালা বরিষে মন্দারমালা
জয় জয় ধ্বনি ত্রিভুবনে॥

ত্রিপুরের বরলাভ

ধানশী রাগ॥

ত্রিপুর বৃত্তান্ত যত মহাভারতের মত
কর্ণপর্ব্বে শুনিল বিস্তর।
যেই গীত গাওয়াইবে শুন ভাই ভক্তিভাবে
ভবার্ণবে পাইবে নিস্তার॥
তারকের তিন পুত্র শিরে জটা কটিসূত্র
পরিধান করি বৃক্ষছাল।
লইয়া মায়ের যুক্তি করে বিধাতার ভক্তি
তপস্যায় আছে চিরকাল॥১॥
ভাই রে, ভার্গব করিলা উপদেশ।
আরম্ভিয়া উগ্র তপ মহামন্ত্র করে জপ
সাক্ষাৎ হইলা ত্রিলোকেশ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তারকাক্ষ তদনুজ কমলাক্ষ
বিদ্যুন্মালী সভারে কনিষ্ঠ।
উর্দ্ধপদ উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধমুখে যেন রাহু
তিনের তনুতে হইল দৃষ্ট॥
রাজহংসে পদ্মাসন হাসিয়া চতুরানন
সম্বোধিয়া কহিল দানবে।
তুমি তিন মহাসত্ত্ব না মাগিহ অমরত্ব
আর যেই চাহ তাহা পাবে॥
শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী তিন ভাই অনুমানি
প্রার্থনা করিলা এই বর।
তোমার আদেশ পাই রাজ্য করি তিন ভাই
অন্তরীক্ষে সৃজিয়া নগর॥
নির্ম্মাইব তিন পুরী তিনে হব অধিকারী
সহস্র বৎসর দেবমানে।
সেই সে আমারে মারে যেই জন একেবারে
ত্রিপুর বিন্ধিতে পারে বাণে॥
বজ্রবাণ ধরে শক্র হরি সুদর্শন চক্র
বিশ্বকর্ম্মা ধরেন কুঠার।
গদা কুবেরের অস্ত্র ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত
শক্তিশেল ধরেন কুমার॥
না ভেদিব কার বাণ কর এই বর দান
ত্রিদশের ত্রিপুর অজিত।
অস্তু অস্তু বলি বিধি গেলা অন্তরীক্ষগতি
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত॥১॥

দেবগণের পরাভব

পয়ার ॥

পাইয়া ব্রহ্মার বর তিন সদোহর।
হরষিতে গেলা ময় দানবের ঘর ॥
পর্ব্বতগহ্বরে ময় দানবের পুরী।
অসুরের বিশ্বকর্ম্মা নানা শিল্পকারী ॥
তিন ভাই তাহারে করিল নমস্কার।
কহিল তপের কথা করিয়া বিস্তার ॥
পিতৃবন্ধু হও তুমি পিতার সমান।
অন্তরীক্ষে তিন পুরী করহ নির্ম্মাণ ॥
সভার প্রধান তুমি দানবের আর্য্য।
তোমার প্রসাদে সুখে সভে করি রাজ্য ॥
এতেক শুনিয়া ময় হরিষ অন্তর।
চক্রের উপর সৃষ্টি করিলা নগর ॥
মায়ার নিধান ময় নিজ যোগবলে।
সৃজিল লোহার পুরী বায়ুবেগে চলে ॥
হংসরাজ ঘোড়া তাহে জোড়ে এক লক্ষ।
গরুড়সদৃশ উড়ে অশ্ব ধরে পক্ষ ॥
তাহার উপরে কৈল রজতের পুরী।
অট্টালিকা সারি সারি বাঙ্গলা চউরি ॥
তাহার উপরে কৈল কাঞ্চন নগর।
কলস পতাকা শোভে নানাজাতি ঘর ॥
শতেক যোজন দীর্ঘে আড়ে তত দূর।
তিন এক করি নাম রাখিলা ত্রিপুর ॥
কাঞ্চননগরে রাজা হৈল তারকাক্ষ।
রজতের পুরীমধ্যে রাজা কমলাক্ষ ॥
আয়সের পুরী তাহে প্রাচীর কপাট।
বিদ্যুন্মালী তাহাতে করিল রাজপাট ॥
মদ্য মাংস আহার মৈথুন মাত্র কর্ম্ম।
যতি সতী হিংসা করে সঙ্কোচিত ধর্ম্ম ॥
দেবতার কন্যা নাহি রাখে অবস্থিতা।
দাসী করে ধরি আনি গন্ধর্ব্বদুহিতা ॥

মনুষ্য ভক্ষণ করে শূন্য হইল দেশ।
বনে রাজপদে পশু করিল নিঃশেষ ॥
কথো দিনে হইল তারকাক্ষের কুমার।
হরি নাম থুল্য চিত্তে হরিষ অপার ॥
বাল্য বয়সে হরি উগ্র তপ করে।
প্রসন্ন হইলা বিধি দ্বাদশ বৎসরে ॥
বর মাগ হরি চিত্তে আছে যেই কাম।
অমরত্ব নাহি ধরিয়াছ হরি নাম ॥
হরি বলে যদি মোরে না কৈলে অমর।
কথো কাল রাজ্য করি ত্রিপুর ভিতর ॥
মৃতসঞ্জীবনী কুণ্ড সৃজি পিতামহ।
এই বর দেহ মোরে করি অনুগ্রহ ॥
তপে বশ চতুর্ম্মুখ করিল প্রসাদ।
বর পাইয়া হৈল বড় হরিষ আহ্লাদ ॥
কমণ্ডলুজলে ব্রহ্মা সৃজিলেন কুণ্ড।
পরীক্ষা করিল হরি ফেলি মৃতমুণ্ড ॥
মৃত তনু জলের পরশে পায় প্রাণ।
এই বর দিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্ধান ॥
ত্রিপুরের মধ্যে হরি বলায় দেবতা।
মরা জীয়াইয়া দেয় আর কোন্ কথা ॥
হরিরে ত্রিপুরবাসী বিষ্ণু সম ভাবে।
কার্য্য সিদ্ধি করে হরি মায়া অনুভবে ॥
পুরীর সহিত চলে যথাকারে সাজে।
নানা বর্ণে বাণা উড়ে নানা বাদ্য বাজে ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ যেই পথে চলে।
পথ রুদ্ধ করি যুদ্ধ জিনিলেক বলে ॥
গ্রহগণ পরাভব মানিলেক ভয়।
আসিতে যাইতে তারা করেন বিনয় ॥
আর যত সুরগণ তেয়াগিল স্থান।
অরণ্যেতে বসতি অজিন পরিধান ॥
ত্রিপুরবৃত্তান্ত এই শুনি চরমুখে।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ দেবতার দুঃখে ॥

গ্রহ দিক্‌পাল সঙ্গে যত দেবসেনা।
ইন্দ্রের সংহতি চলে উড়ে নানা বাণা॥
বেড়িল ত্রিপুর আসি নাহি অবকাশ।
ছাইল দেবতাগণ পৃথিবী আকাশ॥
বজ্রবাণ মারে ইন্দ্র না ভেদে প্রাচীর।
কপাট ছেদিতে নারে আদিত্যের তীর॥
ঠাসি ঠুসি শব্দ করে গদার প্রহার।
কুবের হৈতে মুক্ত না হইল দুয়ার॥
তিন তাল প্রমাণ যমের কালদণ্ড।
ত্রিপুরে ঠেকিয়া দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড॥
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাহাতে মারে টাঙ্গি।
ঝন্ ঝন্ শব্দ করি সেও গেল ভাঙ্গি॥
ক্রোধেতে দানবগণ মুক্ত কৈল দ্বার।
রথেতে আইল হরি ডাকে মার মার॥
হরির সঙ্গেতে ধায় দানবের ঠাট।
দেবতা দানবে যুদ্ধ হৈল হান কাট॥
দানবের গণ যত অস্ত্রে যায় কাটা।
জিঞাচ কুণ্ডের জল হরি দেই ছিটা॥
পুনর্ব্বার হস্ত পদ কন্ধে লাগে জোড়া।
সৈন্য সামন্ত জীয়ে জীয়ে হাতী ঘোড়া॥
বরদানদর্পশীল দুরন্ত দানব।
পুরন্দর পাইয়া সমরে পরাভব॥
যুদ্ধ ছাড়ি গেলা ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকটে।
দেবগণ সঙ্গে স্তুতি করে করপুটে॥
সংসারে হইল বড় ত্রিপুরের ত্রাস।
আপুনি সৃজিয়া সৃষ্টি কেন কর নাশ॥
দৈত্য দানবেরে বর দেহ কোন্ লোভে।
বিষবৃক্ষ আপনা প্রতিষ্ঠা নাহি লভে॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা ইন্দ্রের উত্তর।
দেবগণ সঙ্গে করি চলিলা সত্বর॥
ব্রহ্মা বলে চল যাই কৈলাসশিখরে।
তপস্যা করিয়া।গিয়া বশ করি হরে॥
মহাদেব বিনে নাশ না যায় ত্রিপুর।
এই ভয় গৌরীকান্ত করিবেন দূর॥
এতেক চিন্তিয়া বিধি আসিয়া কৈলাসে।
চিরকাল তপ কৈল শিবের উদ্দেশে॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
কথো কালে সাক্ষাৎ হইল পঞ্চানন॥১০॥

ব্রহ্মার শিবস্তুতি

শুহই রাগ॥

অতি জ্যোতির্ম্ময় দেখি শঙ্করের তনু।
উদয় করিল যেন সহস্রেক ভানু॥
ব্রহ্মা আদি পিশাচান্ত যত সুরগণ।
আপনা শিবের দেহে দেখে সর্ব্বজন॥১॥
সভে দিল জয় জয় সভে দিল জয় জয়।
নমো মহাদেব নম সর্ব্বদেবময়॥ধ্রু॥
অবনী লোটাইয়া ঘন ঘন প্রণিপাত।
ঊর্দ্ধবাহু করি ডাকে ত্রাহি বিশ্বনাথ॥
চতুর্ম্মুখে স্তবন করেন পরমেষ্ঠী।
তোমার শরীরে এই দেখি সব সৃষ্টি॥২॥
উমা মহেশ্বর জগতের পিতা মাতা।
আমি উপলক্ষ্য ইথে মাত্র জন্মদাতা॥
যতেক বিষয়ী সভে তোমার নিয়োগী।
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি যোগে মহাযোগী॥৩॥
দেবগণ প্রাত দয়া কর ত্রিলোচন।
বিপদে কাহার আর লইব শরণ॥
ত্রিপুর দাহন করি রক্ষা কর ধর্ম্ম।
তুমি সম্ভালিবে প্রভু আমার কুকর্ম্ম॥৪॥
শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী হাসেন শঙ্কর।
ভণে কবিচন্দ্র সদা শিবের কিঙ্কর॥

শিবের স্বীকৃতি

ঘোষা ॥

ভাই, বল হরি হরি ।
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি ॥

পয়ার ॥

কি কারণে এত স্তুতি কর পিতামহ ।
কোন্ অসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের বিগ্রহ ॥
ব্রহ্মা বলে তারকাক্ষ সৃজিল ত্রিপুর ।
প্রাণী হিংসা করে পাপ হইল প্রচুর ॥
দানবের সঙ্গে দৈত্য অসংখ্য রাক্ষস ।
বরদর্পে মদমত্ত নহে কার বশ ॥
এক বাণে তোমা বিনে কে করে সংহার ।
অপুনি ঈশ্বর চিন্তা কর প্রতিকার ॥
এতেক শুনিঞা হাসি কহিলা মহেশ ।
বর দেহ পুনর্ব্বার কর তার দ্বেষ ॥
বালকসদৃশ ব্রহ্মা তোমার চরিত্র ।
তপে বশ হও নাহি চিন শত্রু মিত্র ॥
যোগবলে দানব সৃজিল ত্রিভুবন ।
কিরূপে করিব আমি ত্রিপুর দাহন ॥
অনুযোগ ব্রহ্মারে করিলা পশুপতি ।
শুনি প্রত্যুত্তর দিলা ইন্দ্র বৃহস্পতি ॥
মহাপ্রলয়ের কালে তুমি মহেশ্বর ।
ব্রহ্মাণ্ড পোড়াও তুমি এ কোন্ দুষ্কর ॥
শরণ করিলে তারে নাহি কর মায়া ।
অনাথ অমরগণ তুমি কর দয়া ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত তেজ ধরে ।
তাহার দ্বিগুণ তেজ দেখিল ত্রিপুরে ॥
দেবতার চতুর্গুণ হয় যদি শক্তি ।
ত্রিপুর জিনিতে যোগ্য হয় সেই ব্যক্তি ॥
এত যদি বিশেষ কহিলা সুরগণ ।
পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর দিলা পঞ্চানন ॥

ব্রহ্মাণ্ড দাহন আমি করি যেই বেশে ।
যত দেবশক্তি সেই শরীরে প্রবেশে ॥
প্রলয়ের কালে হই পূর্ণ তেজোময় ।
পুনর্ব্বার সেই তেজে সভার উদয় ॥
আমার অর্দ্ধেক তেজ লও সুরগণ ।
তেজোবন্ত হৈয়া কর ত্রিপুর দাহন ॥
দেবগণ বলে প্রভু কত কর ছদ্ম ।
আশ্রাইল সভে অভয় পাদপদ্ম ॥
পূর্ণ তেজোময় তুমি নাহি হ্রাস বৃদ্ধি ।
কৃপা করি দেবতার কর কার্য্য সিদ্ধি ॥
তোমার অর্দ্ধেক তেজ কার শক্তি ধরি ।
অসমর্থ জনে নাথ না কর চাতুরি ॥
আমি সর্ব্ব অর্দ্ধ তেজ দিলাঙ তোমাতে ।
কালরূপ ধনুক ধরহ তুমি হাতে ॥
লোকের নিস্তার হেতু দেব চক্রপাণি ।
শররূপে আবির্ভাব পাইবে আপুনি ॥
দেবগণ ধ্যান করে গোবিন্দ উদ্দেশে ।
সাক্ষাৎ হইলা হরি চতুর্ভুজ বেশে ॥
ভক্তবশ ভগবান্ হৈলা তাঁর শর ।
ধনুক হইলা কাল পর্ব্ব সম্বৎসর ॥
ধনুকের গুণ মহামায়া কালরাত্রি ।
রথ হৈতে অঙ্গীকার করিলা ধরিত্রী ॥
এত যদি উদ্যোগ করিলা সুরগণ ।
প্রসন্ন হইলা প্রভু দেব পঞ্চানন ॥
তবে সুরগণ প্রতি করিল আশ্বাস ।
ত্রিপুর করিব ভস্ম না করিহ ত্রাস ॥
এত বলি নিজ মূর্ত্তি ধরিলা ঈশান ।
দশহস্ত পঞ্চবক্ত্র পুরুষ প্রধান ॥
ব্রহ্মাণ্ডকটায় লাগে স্বর্ণবর্ণ জটা ।
গলায় কপালমালা শেষ যোগপাটা ॥
এক এক লোমকূপে সহস্রকিরণ ।
চাহিতে বিদরে চক্ষু তেজের কারণ ॥

চরণযুগলে তাঁর ব্যাপিল কৈলাস।
দেবগণ বলে সাধু সাধু কীর্ত্তিবাস ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর ত্রিলোচন ॥

দেবগণের অস্ত্রশস্ত্র

মহারাটী ॥

রথের প্রথমারম্ভ অষ্ট কুলাচল স্তম্ভ
জ্যোতিগণ হৈল তার চাল।
রথ হৈলা মহী একা চন্দ্র সূর্য্য দুই চাকা
ধনু হৈলা সম্বৎসর কাল ॥
শর হৈলা বনমালী পাবক তীরের ফলি
শরপুঙ্খ হইলা পবন।
চারি বেদ হৈল ঘোড়া নাগগণ হৈল দড়া
কৈলাস হইলা সিংহাসন ॥১॥
জয় জয় আপুনি শঙ্কর যদুপতি।
হাথে ধরি ধনু শর ডাকিয়া বলেন হর
কোন্ জন হইবে সারথি ॥ধ্রু॥
রথী হৈতে শ্রেষ্ঠতর কি বা হয় সমবল
সেই সে রথের হয় যন্তা।
বিচার করিয়া সূত শীঘ্র আন পুরুহূত
ত্রিপুরবাসীর হইব হন্তা ॥
শম্ভুর আরম্ভ দেখি দেবগণ মনে সুখী
উত্তর করিলা শচীপতি।
তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠতম কে আছে তোমাব সম
তুমি আজ্ঞা কর কাহা প্রতি ॥২॥
এতেক বলিয়া শিবে আসিয়া সকল দেবে
দাণ্ডাইল ব্রহ্মার সমুখে।
আপুনি সারথি হও করে ব্রহ্মদণ্ড লও
বিষ্ণু যদি রহিলা বিশিখে ॥
কাহারে কহিব আর কে বা করে প্রতিকার
তুমি সর্ব্বদেবের অগ্রজ।
দেবতার অনুরোধে ত্রিপুরবাসীর বধে
সারথি হইলা হংসধ্বজ ॥৩॥
হর দিলা হুহুঙ্কার ত্রিপুরেতে চমৎকার
তিন দ্বারে ফাটিল কপাট।
দেখে মহাদেব রথী সূত হৈলা শতধৃতি
পলাইতে নাহি পায় বাট ॥
উত্তর উদধিজলে ত্রিপুর উড়িয়া বুলে
পাখা বহে এক লাখ অশ্ব।
পাতিয়া ত্রিপদী ছন্দ রচে গীত কবিচন্দ্র
হেন পুরী হর কৈল ভস্ম ॥৪॥১৩॥

ত্রিপুরদাহন

পয়ার ॥

হুঙ্কার করিয়া হর দিলেন টঙ্কার।
নির্ঘাত গর্জ্জন যেন বিজুর ঝঙ্কার ॥
সন্ধান পুরিয়া হর বিন্ধিলেন বাণ।
এক বাণে ত্রিপুর হইল খান খান ॥
জিয়াচ কুণ্ডের জল শুষিলেন শরে।
জন্মিল প্রলয়ানল ত্রিপুর ভিতরে ॥
তারকাক্ষ কমলাক্ষ দেখিয়া বিপাক।
নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরি ডাকে মহাডাক ॥
জ্যোতির্গণ সমান উজ্জ্বল কলেবর।
তারা হেন চক্ষু জ্বলে মহাভয়ঙ্কর ॥
বিদ্যুন্মালী সঙ্গে যত রাক্ষস পিশাচ।
এক এক কন্ধে দেখি মুণ্ড চারি পাঁচ ॥
বিকট দশন নখ শিরে ধরে জটা।
মুখে অগ্নি জ্বলে যেন বিদ্যুতের ছটা ॥
জন্মিল প্রলয়ানল শঙ্করের কোপে।
অধ উর্দ্ধ অষ্ট দিগে অনল বেয়াপে ॥
পালাইতে দেশ নাহি পুরী যায় পোড়া।
পাখা সঙ্গে ভস্ম হইল হংসরাজ ঘোড়া ॥

হস্তী অশ্ব সকলি পুড়িয়া হৈল ছাই।
স্ত্রী পুত্র সহিতে ভস্ম হৈল তিন ভাই॥
ত্রিপুরবাসীর ভাই কে করিবে সংখ্যা।
দানব রাক্ষস কেহ না পাইল রক্ষা॥
হরি চতুর্ভুজ রূপ ধরে মায়াবলে।
পতঙ্গ সমান ভস্ম হইল অনলে॥
রজত কাঞ্চন লোহা তিনে তিন পুরী।
সৌধ অট্টালিকা ঘর পোড়ে সারি সারি॥
গলিয়া হইল ধাতু জলের সমান।
সাগরে পড়িলে অগ্নি না হয় নির্ব্বাণ॥
তুলারাশি হেন পোড়ে সাগরের জল।
ত্রিপুর পুড়িয়া অগ্নি হইল প্রবল॥
মহাশব্দ করে অগ্নি সহস্রেক শিখা।
উনপঞ্চাশত বায়ু হৈল তার সখা॥
দেখিয়া দেবতাগণে উপজিল ত্রাস।
হুঙ্কারে নির্ব্বাণ হর করিল হুতাশ॥
মহাদেব নামে শিবে কৈল অভিষেক।
ঈশ্বর অমরগুরু তেজ অতিরেক॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র পাবক পবন।
বরুণ অরুণ বসুন্ধরা সুরগণ॥
স্তুতি নতি করি সভে হইলা বিদায়।
দেবতা তেত্রিশ কোটি করি সমবায়॥
কৈলাসে বসিলা হর বামে হৈমবতী।
সম্মুখে গণেশ ষড়ানন সেনাপতি॥
নন্দি নারদ পুষ্পদন্ত মহাকাল।
হাহা হুহু গন্ধর্ব্ব পাড়িল আসি তাল॥
দেখিয়া শিবের সভা পরম কৌতুক।
বেষ্টিত প্রমথগণে ভৃঙ্গিপ্রমুখ॥
কোন দিগে নাচে গায় কিন্নর সম্প্রদা।
বিদ্যাধরীগণ সঙ্গে উর্ব্বশী প্রমদা॥
কোন দিগে বটুক বেতাল মাথা চালে।
চক্ষু পাকাইয়া কেহ চাহে এককালে॥
কোন দিগে শাস্ত্রকথা বেদের বিচার।
কোন দিগে অস্ত্রবিদ্যা করেন প্রচার॥
কৌতুকে দেখেন প্রভু চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি।
অম্বরে অমরবধূ করে পুষ্পবৃষ্টি॥
যেই জন শুনে ভণে ত্রিপুরদাহন।
কাম্যসিদ্ধি তাহার করেন পঞ্চানন॥
পাতক তাহার দেহে নাহি করে বাস।
আচম্বিতে তাহার বিপক্ষ যায় নাশ॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে শিবের সঙ্গীত।
শুনিলে এড়াই ভাই শমনের ভীত॥১৪॥

পালা সাঙ্গ॥

দুর্গার কন্দলোপাখ্যান

শিবের মায়া

ইতিহাস পুরাবৃত্ত ইথে সভে দেহ চিত্ত
শিব দুর্গা আছেন কৈলাসে।
বুঝিতে দুর্গার মতি মায়া পাতে পশুপতি
ঐশ্বর্য্য হরিল নিজ বাসে॥
নাহি ধন নাহি ধান্য সকল ভাণ্ডার শূন্য
দেবতার ভক্ষ্য নাহি সুধা।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ ভোগী ধ্যানেতে আছেন যোগী
কার্ত্তিক গণেশে হইল ক্ষুধা॥১॥
ভবানী বিষাদ ভাবেন মনে মনে।
কোথায় পাইব ঋণ কেমতে যাইব দিন
বোধ নাহি গুহ গজাননে॥ধ্রু॥

বেড়িল দারিদ্র্য দোষ বিচার করিয়া কোষ
আনিলা প্রভুর সিদ্ধঝুলি।
চাহেন দু পোয়ে মায়ে বিজয়ার বীজ তাহে
আর আছে ভস্মের পুটলি ॥
ক্রোধ করি কয় উমা তুমি দুঁহে খাও আমা
কোথায় পাইব আমি কি।
গণেশ মায়েরে কহে চল যাই হিমালয়ে
তুমি যে রাজার হও ঝি ॥২॥
কার্ত্তিক বলেন মাতা তুমি পাথরের সুতা
পাথরের সমান প্রকৃতি।
বালকের কলরবে অন্তর নাহিক দ্রবে
দয়া নাহি আমা সভা প্রতি ॥
পার্ব্বতী বলেন বাছা না হয় যাইতে ইচ্ছা
না করি মনের অভিমানে।
যত শিখাইল মায় সকলি হইল প্রায়
মায়ের বচন পড়ে মনে ॥৩॥
পার্ব্বতীর আজ্ঞা পায় বিজয়া অলকা যায়
কুবের শুনিঞা উপবাস।
দিলা তিঁহো ভক্ষ্য দ্রব্য মধু কদলক গব্য
ধান্য তিল যব মুগ মাষ ॥
বিজয়া তোমারে কই উধার মাগেন সই
কত আমি দিব বারে বার।
বিহ্বল আমার সখা না করে ঋণের লেখা
নাহি পাই বিবাহের ধার ॥৪॥
শুনি[য়া ব]লেন ঋদ্ধি কেমন তোমার বুদ্ধি
আপনা পাসর ধনগর্ব্বে।
শিবেরে দিয়াছ ধার তাহা চাহ পুনর্ব্বার
বাড়িলে কাহার বরে পূর্ব্বে ॥
ঋদ্ধি রম্ভা আসি পথে বিজয়ার ধরি হাথে
বিধিমতে করিলা নিষেধ।
না কহিয় এই কথা ছোঁও তুমি মোর মাথা
যেন নাহি হয় মিত্রভেদ ॥৫॥
আদেশ করিল রাজা যক্ষগণ বহে বোঝা
ভার তুলাইল একে একে।
মধু গোরসের ভাড়ি কার্ত্তিক পিলেন ঝাড়ি
বার হাথে ঢালে ছয় মুখে ॥
চাঁপা কলা কান্দি কান্দি ভূষণ কাঁঠালি গন্ধি
গণপতি জড়াইয়া শুণ্ডে।
পাতিয়া ত্রিপদী ছন্দ রচে গীত কবিচন্দ্র
সকল গিলিল গজতুণ্ডে ॥৬॥১॥

দুর্গার দুঃখ

পয়ার ॥

বোঝা তুলাইতে নাহি পায় যক্ষদূত।
অন্তরীক্ষে দ্রব্য লোটে যত প্রেত ভূত ॥
পঞ্চামৃত পান কৈল একা ষড়ানন।
গণপতি ফল মূল করিল চর্ব্বণ ॥
তণ্ডুল গোধূম ধান্য ছিল রাশি রাশি।
মূষিকের তাহাতে হইল পঞ্চগ্রাসী ॥
পঞ্চ বর্ণে রাশি রাশি যত পঞ্চ শস্য।
ময়ূর কুক্কুটে তাহা করিলেন নস্য ॥
অবশেষ না রহিল ধান্য মুগ মাষ।
শিবের বাহন নিত্য করে উপবাস ॥
ধরাবাঞ্ছা ধড়ফড় করে গন্ধমৃগ।
যাইতে আসিতে নাহি পায় কোন দিগ ॥
ভুজঙ্গ ভূষণ শিবের পবন আহারী।
কারে কিছু নাহি চাহে আছে ফণা ধরি ॥
প্রভুর যতেক গণ নাহি পায় ভক্ষ্য।
পার্ব্বতী বলেন মোরে হইল অশক্য ॥
যত জনে ঘর কেহ নহে কারো বশ।
বাঁটিতে না আঁটে গৃহিণীর অপযশ ॥
ভিক্ষার উপরে ভর নানাজাতি পোষ্য।
বাণিজ্য নাহিক চাষে না উপজে শস্য ॥

আপুনি আছেন যোগে নাহি ভিক্ষাটন।
আপনার পঞ্চ মুখ পুত্র ষড়ানন ॥
গণেশ শোষিতে পারে প্রলয়সমুদ্র।
অল্প আহারে তুষ্ট নহে কোন পুত্র ॥
ভৈরব প্রমথ ভূত আছে কোটি কোটি।
নন্দি সংহারিতে পারে বাওন্ন পউটি ॥
বরপুত্র আছে যে বা নামে মহাকাল।
দশগুণি চালু সেই করে একগাল ॥
আমার বাহন সিংহ ঘরে নাহি রহে।
কদাচিত আইলে কন্দলে ঝড বহে ॥
গণেশ তাহারে রোষে যাইতে নিয়ড়।
বলদ কুরঙ্গ দুঁহে করে ধড়ফড় ॥
ভুজঙ্গভূষণ প্রভু অঙ্গদ বলয়।
ময়ুর গিলিতে যায় নাহি করে ভয় ॥
নিকটে তাহারে দেখি গর্জ্জেন বাসুকি।
হাথে বাড়ি করিয়া সতত আমি থাকি ॥
গণাইয়ের ইন্দুর কোণে করে কাটিকুটি।
ভক্ষ্য নাহি পায় তোলে পাতালের মাটি ॥
বাহির হৈয়া চরিতে করিব কত মানা।
ভুজঙ্গ তাহাতে ধায় প্রসারিয়া ফণা ॥
সন্ধ্যাকাল হইলে শিবের ভাঙ্গে ধ্যান।
কেহ কিছু নাহি কহে ভয়ে কম্পমান ॥
কাহারে কহিব আমি কত দুঃখে বঞ্চি।
পরস্পর বাদ অনুক্ষণ কচকচি ॥
সহচরী সঙ্গে দুর্গা করেন শোচন।
কৌতুক বঞ্চেন মনে প্রভু ত্রিলোচন ॥
হেন কালে তথায় হরির পারিষদ।
গাহিয়া গোবিন্দগুণ আইলা নারদ ॥
নারদ বলেন মামি দেখি মনোদুঃখী।
সজল কমলপত্র হেন দুই আঁখি ॥
পতির সমান ব্রতে হইয়াছ ব্রতী।
নাহিক বিলাস ভোগ যোগে পশুপতি ॥
বিজয়া কহিল যত ঘরের চরিত্র।
পড়সী পাইল ভাগ্যে যক্ষরাজ মিত্র ॥
নিত্য রোগী চায় হেন আছে কোন জন।
নিত্য ঋণ দেই হেন আছে কার ধন ॥
অন্তরে জানিল মুনি শিবের বঞ্চনা।
আপন চাতুরি কিছু করিল রচনা ॥
আমাকে কি কহ মামি আমি জানি মর্ম্ম।
পুত্র দার আছে নাহি গৃহস্থের ধর্ম্ম ॥
কোন্ গুণে হেন জনে রহিবেক শ্রী।
যোগ ধ্যান ধরেন মাথায় আছে স্ত্রী ॥
প্রত্যয় না কর মামি যদি মোর বোলে।
দেখিও সন্ধ্যার কালে থাকিয়া বিরলে ॥
হেন কালে শঙ্করের ভাঙ্গিল ধেয়ান।
পার্ব্বতী করিতে গেলা ভাগীরথীস্নান ॥
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥২॥

শিবের পরিতাপ

পার্ব্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন
এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে
কহিতেছেন অবধান করহ ॥

গৌরীর বাহন সিংহ বৃষে দেই তাড়া।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় যথা যক্ষপাড়া ॥
কত বার কেশরী কুরঙ্গ দেখি ঝাঁপে।
ধরিতে না পারে মুনি আমার প্রতাপে ॥১॥
শঙ্কর মনের দুঃখ কহেন নারদে।
আমারে গৌরীর গণ লাগিয়াছে বাদে ॥
বসিয়া রহিতে আমি না পাই ধেয়ানে।
সর্পের কুণ্ডলে শিখী ঠোকরায় কাণে ॥
ইন্দুর দন্তর বড় কাটে ঝুলি কাঁথা।
হারাইল হরিতকী বিজয়ার পাতা ॥২॥

কন্দলের ভরে তারে সাপে নাহি খায়।
চামড়া কাটিয়া মূষা কোন্ ধন পায় ॥
পিনাকের লাউ কাটে ডম্বরুর ডোর।
রাত্রি হইলে খাড়িধুড়ি করে যেন চোর ॥৩॥
প্রভাতে ভিক্ষায় যাই ভ্রমি যথা তথা।
সন্ধ্যাকালে আইলে না শুনি মিষ্ট কথা ॥
নানা ধনে পরিপূর্ণ করি যদি বাসা।
প্রাতঃকাল হৈলে শুনি নাস্ত্রি নাস্ত্রি ভাষা ॥৪॥
পাঁচ প্রাণী লৈয়া ঘর বিপরীত বয়।
যত আনি তত আনি না হয় সঞ্চয় ॥
উদরচিন্তায় আমি হারাইল যোগ।
আপুনি ভিক্ষুক কোথা পাব রাজভোগ ॥৫॥
বেদের বচন যে অর্থের বশ নারী।
ইহা জানি এত দিন বিভা নাহি করি ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
এক্ষণে গাইব হরগৌরীর কন্দল ॥৩॥

দুর্গার শিবনিন্দা

মহারাষ্ট্রী রাগ ॥

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি ॥
হস্ত পদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি
সেজে সাপ করে ইলিবিলি।
এমত সুখের শয্যা ইথে পতিপরিচর্য্যা
যদি করে নারী তারে বলি ॥১॥
ভোলানাথ, আমি যেই তেঁঞি সে সম্বরি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পালাইত হৈয়া দিগম্বরী ॥ধ্রু॥
ধ্যানে যদি পাও সুখ ক্ষণ প্রায় যায় যুগ
বলদেরে না মিলে আহার।
জিয়ে পরমায়বলে ক্ষীরগুণে নাহি চলে
ভূঙ্গি দেখ অস্থিচর্ম্মসার ॥
যাও যদি ভিক্ষাটন ঘর হয় পাসরণ
কোচের নগরে নাট গীত।
কোচিনী ভুলাও তালে নাগরালি বুড়াকালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত ॥২॥
উদয় করিতে ভানু কার্ত্তিক পাতিয়া জানু
খাইবারে চাহে ছয় মুখে।
গণেশ তুলিয়া শুণ্ড ধায় প্রসারিয়া তুণ্ড
নন্দি নিত্য আছে শোষে ভোখে ॥
বড়াই না কর বালু পাঁচ বর্ণে আন চালু
পাঁচ মুঠা বাঁটিতে না আঁটে।
মায়ে পোয়ে ঝুলি ঝাড়ি পাই কড়া দশ কড়ি
সেহ কাণা নাহি চলে হাটে ॥৩॥
যাজ্ঞা তোমার বৃত্তি স্ত্রীর কর অপকীর্ত্তি
এ নহে তোমার যোগ্য কথা।
স্ত্রীনিন্দা যে বা করে লক্ষ্মী নাহি রহে ঘরে
সংসারবাসনা তার বৃথা ॥
কায়স্থ কাশ্যপ গোত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়ের পুত্র
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিলে সভার হয় প্রীত ॥৪॥৪॥

চৌত্রিশা

হরগৌরীর চৌত্রিশা উত্তর প্রত্যুত্তর ॥

গীত ॥

কন্দলে কে আঁটে তোমা কার্ত্তিকের মা।
খএ খাঁড়া ফরি ধর তুমি খর কাতরা ॥
গএ গিরিরাজকন্যা করি গর্ব্ব বহ চিত্তে।
ঘএ ঘোষণা রাখিলে ঘৃণা করিয়া দমিতে ॥১॥

ঙএ উগ্রকণ্ঠ হর উগ্রকণ্ঠ হর।
উচিত উচিত বলি উমার উত্তর ॥ধ্রু॥
চএ চণ্ডিকা বলেন নাম চাপন তোমার।
ছএ ছিদ্র চাহিয়া বুল ছড়া ছাড়িবার ॥
জএ জননী দেখিতে যাই জয়া চল সাথে।
ঝএ ঝুলি কাঁথা গতাইয়া ঝাঁট উঠ রথে ॥২॥
ঞএ ঈশ্বরীর বাণী ঈশ্বরীর বাণী।
ইঙ্গিতে শুনিঞা বলেন ঈশান আপুনি ॥ধ্রু॥
টএ টিটকারী দিব তোমায় টোনার নাগরী।
ঠএ ঠাকুরাণী হৈয়া ঠেঁটা হও পরঘরী ॥
ডএ ডাগর ডাক যেন ডিঙ্গরের ঘর।
ঢএ ঢেমনে ঢেসনে রহে ঢেসা নিরন্তর ॥৩॥
আণএ আনন্দিত ঋষি আনন্দিত ঋষি।
আননে আঁচল দিয়া আন ছলে হাসি ॥
তএ ত্রিপুরা বলেন তোমার তেয়া বলদ ভাঁড়া।
থএ থালা হাথে করি থানা কুচিনীর পাড়া ॥
দএ দেব দিগম্বর তুমি দেবতার স্বামী।
ধএ ধ্যান ধরি থাক নিত্য ধার করি আমি ॥৪॥
নএ নাচেন নারদ নাচেন নারদ।
নন্দী বলে কেন নিরর্থক বদাবদ ॥ধ্রু॥
পএ পঞ্চানন বলেন শুন পার্ব্বতি প্রবলা।
ফএ ফাকড়া কন্দলে কত ফুরে স্ত্রীকলা ॥
বএ বলেন বিরূপাক্ষ বারে বারে স’হি।
ভএ ভবানীর মূর্ত্তি দেখি ভীত হৈয়া রহি ॥৫॥
মএ মহামায়া রোষে মহামায়া রোষে।
মর্য্যাদা করিলে মহেশ্বর কোন্ দোষে ॥ধ্রু॥
যএ যোগেশ্বর তুমি যশ গায় সর্ব্বলোকে।
রএ রাত্রি দিন রাখ রুদ্র রমণী মস্তকে ॥
লএ লাঙ্গট বলিতে লম্বোদর লাজ করে।
বএ বসনবিহীন সেহ বাঘছাল পরে ॥৬॥
শএ শুনি শূলপাণি শুনি শূলপাণি।
শরীর শোধন করি শিরে সুরধুনী ॥ধ্রু॥
ষএ ষড়ানন বিভা কৈল ষষ্ঠী দেবসেনা।
সএ সেই ক্ষণে খণ্ডাইল সংসারবাসনা ॥
হএ হারিপত্র দিল উঠে হালাহল হাই।
ক্ষএ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি ক্ষণেক যুড়াই ॥৭॥
এই গাইল চৌত্রিশা এই গাইল চৌত্রিশা।
হরের চরণ কবিচন্দ্রের ভরসা ॥ধ্রু॥৫॥

শিবদুর্গার কন্দল

সুহই রাগ ॥

তুমি ভাল ব্রহ্মচারী জটার ভিতরে নারী
জানিলাঙ তোমার যতিত্ব।
স্ত্রী হৈয়া গুপ্তবেশে থাকে পুরুষের কেশে
জানিলাঙ গঙ্গার সতীত্ব ॥
আমারে ভাণ্ডাও বৃথা কহিয়া প্রলাপ কথা
বিষ্ণুপাদোদক যদি গঙ্গা।
নারীরূপে কেন ভজে ব্যক্ত হইল এই কাজে
অমরনগরে আছে সংজ্ঞা ॥১॥
প্রভু হে, ইবে হৈলে কপট প্রকট।
তেঞি দেখি নিতে নিত স্নান হয় কদাচিত
আলুয়াইয়া না শুখাও জট ॥ধ্রু॥
শঙ্কর বলেন উমা আমারে করহ ক্ষমা
তুমি শৈলরাজার কুমারী।
জল আনিবারে গেলা উত্তীর্ণ হইল বেলা
গঙ্গা আনি যোগাইল বারি ॥
তেঞি আমি কৈল সন্ধ্যা না কর গঙ্গার নিন্দা
কেহ নাহি ছিল আসেপাশে।
অকারণে কর কোপ হয় গৌরি ধর্ম্মলোপ
যদি থাকি তোমার প্রত্যাশে ॥২॥
উমা গ, সর্ব্বশাস্ত্র তোমাতে প্রমাণ।
কাল উত্তরিলে প্রিয়া বিফল সকল ক্রিয়া
তেঞি কৈল গঙ্গার আহ্বান ॥ধ্রু॥

'ষিয়া বলেন চণ্ডা গঙ্গা যুগে যুগে রণ্ডা
কাহার আইয়ত হাথে কালে।
রে মোর হয় পাপ তেঞি পাই দুঃখ তাপ
এত দিন ইহা কে বা জানে ॥
র নাহি লাগে মনে ভ্রম নিত্য ভিক্ষাটনে
ছাতা সিদ্ধঝুলি করি কান্ধে।
াইস কথা রঙ্গ বঙ্কি আমি এথা যত সঙ্কি
ঘরে লক্ষ্মী বাস নাহি বান্ধে ॥৩॥
প্রাণনাথ, পাইল প্রেম সকলি সম্ভাব।
[ঝিল অন্তর রাজ্য গঙ্গা লৈয়া কর রাজ্য
আমার রহিয়া নাহি লাভ ॥ধ্রু॥
বিজয়া সাজাও রথ ভালই হইল পথ
গঙ্গারে গাত্রান দিল ইবে।
প্রস্থান করিল গৌরী সঙ্গে সব সহচরী
প্রকারে প্রণাম কৈল শিবে ॥
শঙ্কর কহেন রোষে তোমার মৌর্খ্য দোষে
রহিতে না পারি আমি বাসে।
এই কন্দলের ঝড়ে সকল সম্পত্তি উড়ে
পাড়ার পড়সী সব হাসে ॥৪॥
উমা গ, তুমি কেন যাবে অন্য দেশে।
আমা হৈতে পাপ হয় রামকৃষ্ণ দাস কয়
আমি নাহি থাকিব কৈলাসে ॥ধ্রু॥৬॥

দুর্গা ও গঙ্গার কন্দল

পয়ার ॥

গৌরী শঙ্করেতে যদি বাজিল কন্দল।
সখী সহচরী আইল ঘুচিল বিরল ॥
নাচেন নারদ ঋষি দোকাঠি বাজাইয়া।
ঋদ্ধি রম্ভা মেধা তথা আইল ধাইয়া ॥
পাইল বড়ই লজ্জা গঙ্গা ভাগীরথী।
অনেক সহিয়া পাছে হৈলা ক্রোধবতী ॥
উত্তর করিল এই পার্ব্বতীর প্রতি।
আমি দ্বিচারিণী দুর্গা তুমি বড় সতী ॥
আমার সাক্ষাতে আর না বাখান কুল।
কল্পে কল্পে জানি আমি তোমার আদ্য মূল ॥
এতেক শুনিঞা বাঢ়ে চণ্ডিকার ক্রোধ।
কি বা জান কহ কেন কর অনুরোধ ॥
কল্পে কল্পে জান তুমি আমি মহামায়া।
নানা মূর্ত্তি ধরি হই শঙ্করের জায়া ॥
লোকমুখে শুনি তুমি সমুদ্রমহিষী।
কেহ কেহ বলে স্বামী শান্তনু ঋষি ॥
পূর্ব্বে সত্যলোকে এক মহারাজা দেখি।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে তুমি হইলে কামুকী ॥
অগ্নির সঙ্গমে তুমি হইলে গর্ভবতী।
কাঞ্চন প্রসব হইলে কার্ত্তিক সংহতি ॥
কারো মুখে শুনি ইবে ভজ বিশ্বনাথে।
তাহার লক্ষণ এই দেখিল সাক্ষাতে ॥
স্বামীর নাহিক নৈত্য চঞ্চল চরিত্র।
আসিয়া আমার ঘর করিলে পবিত্র ॥
এই বাক্য শুনি গঙ্গা হইলা প্রগল্ভা।
বাহু নাড়া দিয়া সাক্ষী কৈল দেবসভা ॥
শুনিহ শুনিহ সভে উমার উত্তর।
আমি কুচি কই এই সভার ভিতর ॥
ভিন্ন মূর্ত্তি দেখি আজি ভিন্নই বন্ধান।
অভিপ্রায় বুঝি আজি হইলা মধুপান ॥
আমি প্রতিকূলা নারী তুমি কুলবধূ।
যক্ষের পাড়ায় নিত্য পান কর মধু ॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হরের ভাণ্ডার।
তাহার গৃহিণী হৈয়া নিত্য কর ধার ॥
ছাওয়াল করিয়া কাঁথে দিয়া হাত নাড়া।
রূপ দেখাইয়া তুমি বুল পাড়া পাড়া ॥
আদ্য কথায় জাতিনাশ লোকে করে গন্ধ।
তোমার পূজায় চাহি রক্ত মাংস মদ্য ॥

আমি যত কর্ম্ম করি ব্রহ্মার আদেশে।
স্ত্রীরূপে ভজ দুর্গা সকল পুরুষে॥
পার্ব্বতী বলেন দুর্গা বড় দেখি চোপা।
পারিজাতমালা দিয়া বান্ধিয়াছ খোঁপা॥
বাহু নাড়া দিয়া কথা কহ কোন্ লাজে।
শঙ্খ কঙ্কণ দেখাও দেবের সমাজে॥
যুগে যুগে শুনি হয় শান্তনুর অন্ত।
কাহার সৌভাগ্যে তোমার উজ্জ্বল সীমন্ত॥
দাঁড়াইয়া কহ দেখি কোন্ জন স্বামী।
তুমি জান গঙ্গা মধু পান করি আমি॥
তোমার সঙ্গেতে উনকোটি কাত্যায়নী।
ষোড়শ ভৈরবী আর চৌষট্টি যোগিনী॥
কোটি কোটি ডাকিনী পিশাচ লক্ষ লক্ষ।
আমার পূজায় পায় যেই যার ভক্ষ্য॥
ভক্ত যেই দেয় তাহা না করি উপেক্ষা।
ব্রহ্মার বিধান এই আগমেতে লিখা॥
পশুবলি দিয়া পূজা লিখিয়াছে শাস্ত্রে।
নারিকেলজল কেহ দেয় কাংস্যপাত্রে॥
তাম্রপাত্রে মধু কি বা দেই দুগ্ধ দধি।
যুগে যুগে আছে এই অর্চ্চনার বিধি॥
শুন গঙ্গা দেশে দেশে যত মরে মড়া।
তোমার গর্ভেতে যত জাতি যায় পোড়া॥
তোমার কূলেতে ডাকে কাক চিল শিবা।
পূতিগন্ধে প্রীতি তোমার জাতি আছে কিবা॥
অস্থি মাংস কেশে তোমার পরিপূর্ণ পঙ্ক।
শিশুঘাতী করিয়াছে তোমার কলঙ্ক॥
পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ কি বা সজ্জন দুর্জ্জন।
তোমার জলেতে কে বা না করে মার্জ্জন॥
পাতক পাখালে লোক তোমার সলিলে।
তুমি শুদ্ধ হৈয়া যাও হর পরশিলে॥
কোন্ বা পুরুষ নাহি তোমারে পরশে।
নদীরূপে কেলি কর মনের মানসে॥

এতেক শুনিঞা গঙ্গা করে রহ রহ।
উত্তরে উত্তরে বাড়ে দুঁহার কলহ॥
আমার গোচর গো তোমার যত কলা।
কালিকারূপেতে তুমি পর মুণ্ডমালা॥
করেতে কর্পর কাতি হও দিগম্বরী।
ইবে লজ্জাশীলা হইলে রাজার কুমারী॥
মড়াএ চড়িয়া নাট মশানে মাতনি।
পরনিন্দা কেন কর আপনা না জানি॥
রক্ত পানে লোলজিহ্বা কালিকা খ্যাতি।
আমি জাত্যে নাহি দুর্গা তোমার বড় জাতি
আমার মহিমা তুমি কহিলে আপুনি।
আমার শরণ লৈয়া মুক্ত হয় প্রাণী॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে নিবসে যত লোক।
আমা পরশিয়া পরিহরে দুঃখ শোক॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
ইতিহাসকথা গঙ্গা গৌরীর কন্দল॥৭॥

পিত্রালয়ে গমনোদ্যোগ

গঙ্গা, তোমার চরিত্র জানি বর্জ্জিল শান্তনু মু[illegible]
তবু তোমার নাহিক তিতিক্ষা।
পরিবর্ত্ত হৈল মনু শান্তনু নাহিক ত[illegible]
কোন্ সুখে প্রাণ কর রক্ষা॥
যদি বর্জ্জে প্রাণনাথ সম্বরণ করে তা[illegible]
জনক অভাবে সহোদর।
বাপ হয় জহ্নু মুনি লোকের মুখেতে শু[illegible]
কেন নাহি যাও তার ঘর॥১॥
গঙ্গা গ, পাগল করিলে মোর নাথে।
এমু নাহি ছাড় কক্ষা করিয়া গৌরব র[illegible]
প্রয়াণ করহ পথে পথে॥ধ্রু॥
গঙ্গা বলে শুন গৌরি তুমি কত কাজ না[illegible]
দিন দশ হইয়াছে ভিক্ষা।

অধীন করিলে শিবে অন্যে না ভজিতে দিবে
মুখের সুখেতে বল কি বা ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দুঁহা সনে করি সত্য
হাতাহাতি করিলে সংগ্রাম।
পরপুরুষের অঙ্গ কর নাহি পরিষঙ্গ
আমি সব জানি গুণগ্রাম ॥২॥

উমা গ, নাম তোমার মহিষমর্দ্দিনী।
যুদ্ধসাজে পরি বস্ত্র স্ত্রী হৈয়া ধর অস্ত্র
কোন দেশে হেন নাহি শুনি ॥ধ্রু॥
তুমি না ঘাঁটাও আমা প্রচণ্ডা তোমার সমা
বামা কে বা আছে ত্রিভুবনে।
তোমার বচনে কে বা ছাড়িবে শিবের সেবা
স্বামীরে দড়াও প্রাণপণে ॥
শঙ্করের আজ্ঞা পাই তবে অন্য ঠাঁঞি যাই
তুমি নহ বিদায়ের কর্ত্তা।
পরে দেহ পরিবাদ ধর্ম্মস্থানে অপরাধ
বশ কর আপনার কর্ত্তা ॥৩॥

ভাই রে, ক্রোধে গঙ্গা হইল দ্বিগুণী।
রঙ্গ বঞ্চে গুণনিধি না দেই নিষেধ বিধি
ভবানী হইল অভিমানী ॥ধ্রু॥
কার্ত্তিক করিয়া কাখে লম্বোদর বলি ডাকে
গজানন গোয়াইল সাথে।
চড়িতে চলিলা রথে ভাগীরথী আসি পথে
ধরিলেন কার্ত্তিকের হাথে ॥
বলাও দু পোয়ের মা ধরণ না যায় গা
প্রসব হৈয়াছ কোন জনে।
আমি কুমারের প্রসূ লৈয়া যাও কার শিশু
মোরে দিয়া যাও বড়াননে ॥৪॥

দেখ দেখ, কোপে কাঁপে গৌরীর অধর।
হৈলা চণ্ডী চতুর্ভুজা বসনে সাজিয়া মাঝা
ঠেলিলা গঙ্গার দুই কর ॥ধ্রু॥

পুনর্ব্বার বলে গঙ্গা লোচন করিয়া রাঙ্গা
তেজ তুমি দেখাও আমারে।
কারে দরশাও ভেউ সহ মোর এক ঢেউ
তবে আমি বাখানি তোমারে ॥
দেখিয়া গঙ্গার দম্ভ ক্রুদ্ধ হইলা হেরম্ব
জাহ্নবী কন্দলে দেহ ক্ষমা।
অম্বার আদেশ মাত্রে এই ত পুষ্করপাত্রে
পুরিয়া রাখিতে পারি তোমা ॥৫॥

ভাই রে, দেখি গঙ্গা গৌরীর কন্দল।
বৃষে চড়ি ত্রিপুরারি চলিলা মন্দর গিরি
সঙ্গে চলে প্রমথ সকল ॥ধ্রু॥
গঙ্গা হৈলা অন্তর্ধান চিত্তে করি অনুমান
চণ্ডিকা চলিলা বাপঘরে।
গণেশ অন্তরে সুখী কার্ত্তিক চড়িয়া শিখী
মাতামহ দেখিবার তরে ॥
নারদ বলেন মামি অসম্ভব্য দেখি আমি
দিয়া যাহ কাহারে কৈলাস।
শুন হেমন্তের ঝি তোমারে বলিব কি
ঘর ছাড়ি না হও উদাস ॥৬॥

মামি গ, আমি মাত্র তোমার হিতাশী।
সঁপিল তোমার মায় রামকৃষ্ণ দাস গায়
যে দিবস এথাকারে আসি ॥ধ্রু॥৮॥

নারদের প্রবোধ দান

পয়ার ॥

নারদ বলেন শুন গিরির ঝিয়ারি।
ঘর চাপ্যা বৈস মা গ চিত্তে হও ভারি ॥
হেলিতে ঠেলিতে তোমা পারে কার শক্তি।
স্থির হৈয়া থাক তুমি শুন মোর যুক্তি ॥
আমি যে কহিল মামি পাইলে তার সাক্ষী।
পূর্ব্বে আমার প্রত্যয় পাইয়াছিল দাক্ষী ॥

আমি জানি তুমি যুগে যুগে পতিব্রতা।
কালে কালে জাহ্নবী আছেন গুপ্ত সতা॥
সপত্নী থাকিতে মামি নাহি থাকে মান।
ঘর ছাড়ি তুমি কেন যাবে অন্য স্থান॥
গুহ গজানন দেহ সংহতি আমার।
প্রভুর উদ্দেশে আমি করি আগুসার॥
নারদের বাক্যে দুর্গা হৈলা শান্তমূর্ত্তি।
নিবর্ত্তিলা মহামায়া মন্দিরের প্রতি॥
কাল করাল নামে দুই দ্বারপাল।
পুরী রক্ষা করে সেনাপতি মহাকাল॥
ঢেঁকির উপরে মুনি চড়িলা কৌতুকে।
কার্ত্তিক ময়ূরে চড়ে গণেশ মূষিকে॥
পার্ব্বতীর আজ্ঞায় চলিলা তিন জনে।
রম্ভা মেধা সঙ্গে দুর্গা রহিলা ভবনে॥
কার্ত্তিক গণেশ এথা নারদ সহিত।
মন্দর পর্ব্বতে আসি হইল উপস্থিত॥
মন্দর পর্ব্বত লক্ষ যোজন বিস্তার।
সহস্র শিখর শোভে দেব অবতার॥
উভেতে পর্ব্বত দশ সহস্র যোজন।
নানা ধাতুময় শৃঙ্গ রজত কাঞ্চন॥
মধ্য শিখরে তার শঙ্করের পুরী।
কনকপ্রাকার মধ্যে রত্নের চউরি॥
নির্ম্মাণ করিল বিশ্বকর্ম্মা বড় রঙ্গী।
উপবন উদ্যানের মাঝে বারটাঙ্গি॥
লতাপত্রে সুশোভিত সারি সারি ক্রম।
পঞ্চ বর্ণে ফুটিয়াছে সুগন্ধি কুসুম॥
মন্দার সন্তাম হরিচন্দনের বন।
পারিজাত দেবদারু অগুরু চন্দন॥
স্থানে স্থানে নদী সরোবর দেবখাত।
শীতল সহিতে মন্দ মন্দ বহে বাত॥
হ্রদের মধ্যেতে আছে জলযন্ত্রসদ্ম।
রক্ত পীত শ্বেত নীল নানাজাতি পদ্ম॥

কোকিল পঞ্চম গায় ভৃঙ্গ পুরে শ্রুতি।
ময়ূর সারস নাচে ডাহুক সংহতি॥
পারাবত কপোত কণ্ঠেতে ধরে তাল।
জলের তরঙ্গে ভাসে রথাঙ্গ মরাল॥
রত্নময় পর্ব্বত অনেকবর্ণ শৃঙ্গ।
অরুণ বর্ণেতে ব্যাঘ্র চন্দ্র বর্ণে সিংহ॥
তুরঙ্গ কুরঙ্গ পালে পাল কৃষ্ণসার।
বারণ বরাহ মৃষা মহিষ মার্জ্জার॥
বানর কিন্নর বনে ভল্লুক ভুজঙ্গম।
হরের উদ্যান সেই নাম কামাগম॥
ভক্ষ্য ভক্ষকে তথা করয়ে আহার।
শিবের প্রমথ দণ্ডকর্ত্তা সভাকার॥
সেই বনে তিন জনে করিল প্রবেশ।
দেখিয়া সন্তোষচিত্ত কার্ত্তিক গণেশ॥
অতিথে দেখিলে বন করেন গৌরব।
গন্ধ পুষ্প মাল্য দেন অপূর্ব্ব সৌরভ॥
আসন বসন দেন সুবাসিত জল।
ক্ষুধা তৃষা বুঝিয়া যোগায় নানা ফল॥
তিন জনে বশ হৈলা বৃক্ষের আদরে।
সাধু সাধু বলি মুনি প্রশংসে মন্দরে॥
তিন জনে মুহূর্ত্তেক করিয়া বিশ্রাম।
পুরীতে প্রবেশ কৈল ছাড়িয়া আরাম॥
আরামে আছেন হর বসি বরাসনে।
প্রণাম করিলা তথা আসি তিন জনে॥
হাত ধরি বসাইলা কার্ত্তিক গণেশে।
দুই ভাই বসিলা বাপের দুই পাশে॥
নারদের তরে বহু করিলা সম্মান।
সমুখে বসাইয়া তাঁরে পুছিলা কল্যাণ॥
কার্ত্তিকেরে শিখাইলা যুদ্ধজয়বিদ্যা।
গণেশ পাইলা জ্ঞান হইলেন সিদ্ধা॥
দুই শাস্ত্রে দুই ভাই হইলা প্রবীণ।
এইরূপে তথা প্রভু আছে চিরদিন॥

নন্দি ভৃঙ্গি পুষ্পদন্ত আর ভীমনাথ।
প্রিয় অনুচর যত ভ্রমে সাথে সাথ॥
বৃষে চড়ি মহেশ্বর ভ্রমেন কৌতুকে।
বন উপবন তথা দেখি একে একে॥
চিরকাল শঙ্করের সেই কেলিবন।
দেখিয়া হরিষ গজানন ষড়ানন॥
সময় বুঝিয়া ঋষি করিলা প্রকাশ।
শিবায়ন গীত রচে রামকৃষ্ণ দাস॥৯॥

শিব দুর্গার অভেদ তত্ত্ব

পঠমঞ্জরী রাগ॥

নারদ বলেন প্রভু তুমি আদিদেব শম্ভু
কভু নাহি শিব শক্ত্যে ভেদ।
কৈলাসেতে কাত্যায়নী তুমি এথা শূলপাণি
অনুচিত দু'হার বিচ্ছেদ॥
মন্দর পর্ব্বত ধন্য পর্ব্বতের অগ্রগণ্য
তুমি যথা করিলা নিবাস।
সর্ব্বমঙ্গলার সঙ্গে এই পর্ব্বতের শৃঙ্গে
কথো কাল করিবে বিলাস॥১॥
প্রভু হে, আজ্ঞা কর অম্বিকারে আনি।
জননীরে নাহি দেখি গণেশ মনেতে দুঃখী
হাদায়াছে হৃদয়ে সেনানী॥ধ্রু॥
সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস হৈল এথা পরবাস
পার্ব্বতী রহিলা একাকিনী।
এত দিন নাহি কহি সঙ্কোচিত হৈয়া রহি
শুন দেব চন্দ্রচূড়ামণি॥
শঙ্কর বলেন হাসি সিদ্ধঝুলি আন ঋষি
বিভূতি চড়াও মোর অঙ্গে।
তিন সমুদ্রের পারে পার্ব্বতীরে আনিবারে
কালি যাইব কার্ত্তিকের সঙ্গে॥২॥

শুনি মুনি হৃষ্টমতি কহেন প্রভুর প্রতি
প্রভু তোমার নিষ্ঠুর চরিত্র।
একদিন হৈমবতী প্রসঙ্গে না কৈলে স্মৃতি
দেখি আমি এ বড় বিচিত্র॥
এ বাক্য বলিয়া ঋষি যে মুখে ভূষণ শশী
বিভূতি মাখিল তাহে আগে।
দক্ষিণ পশ্চিম দিগে দিল ভস্ম প্রতি অঙ্গে
আইলা উত্তরে বাম ভাগে॥৩॥
তথাতে দেখেন রাত্রি উরুদেশে প্রেমপাত্রী
পার্ব্বতী চন্দন দেন গায়।
নারদ সভয় চিত্তে ভস্ম লৈয়া আস্তে ব্যস্তে
পলাইয়া আইলা লজ্জায়॥
ভ্রমমুক্ত দেখি তাহে প্রভু হাস্যমুখে চাহে
নারদ করিল স্তুতি নতি।
রামকৃষ্ণ দাস ভণে লিঙ্গভেদ সম্বোধনে
যেই হর সেই হৈমবতী॥৪॥

বারমাসী

রম্ভা দুর্গার সংবাদ॥

গীত॥

প্রথমে হেমন্ত ঋতু মার্গশীরষে।
গগনে নির্ম্মল চাঁদ তুষার বরিষে॥
ইক্ষু ধান্য আদি শস্যে সুধা দেন শশী।
নীর ক্ষীর দুই এই ঋতুতে প্রশংসি॥১॥
সুন্দরী না গ শুন রম্ভার বচন।
বিবেকী পুরুষে মান কর অকারণ॥ধ্রু॥
পৌষে প্রবল শীতে শয্যার বিলাস।
খট্টায় শয়ন অট্টালিকায় নিবাস॥
ঘৃত মধু পান করি দ্বিগুণ আহার।
নানা বর্ণে চীর পরি নানা অলঙ্কার॥২॥

শুনি সারসের ধ্বনি শুনি সারসের ধ্বনি।
কিরূপে পোহাও তুমি দীঘল রজনী ॥ধ্রু॥
মাঘেতে নিদাঘ নাহি না সহে বিচ্ছেদ।
গাঢ় আলিঙ্গন দুঁহে শয়ন অভেদ ॥
কুন্তলে লোটন গন্ধতৈলের সুবাস।
সুপুর কর্পূর পাকা পান রসবাস ॥৩॥
তুমি হরের বনিতা তুমি হরের বনিতা।
শিশির সময়ে কেন এ রসে বঞ্চিতা ॥ধ্রু॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ কাম দুঃখ নাহি টুটে।
বনে দবদাহন মনেতে অগ্নি উঠে ॥
অলক তিলক লিখি কস্তুরী কুঙ্কুমে।
স্বেদ নাহি হয় নিধুবনপরিশ্রমে ॥৪॥
তুমি বিলাসকুশলা তুমি বিলাসকুশলা।
নিশি চন্দ্রে মসী কেন করিল বিফলা ॥ধ্রু॥
মধুমাসে মধুব্রত মত্ত মকরন্দে।
আমোদ করিল বন কুসুমের গন্ধে ॥
বসন্ত সহায় করি আইসে মদন।
মলয়পবন কারে না দেই কদন ॥
শুনি কোকিলের কুক শুনি কোকিলের কুক।
বির'হিনী জনের বিদীর্ণ হয় বুক ॥ধ্রু॥
মাধবে মাধবীকগন্ধ বহে সমীরণ।
উদকে উদয় করে কমলের বন ॥
চন্দনে করিয়া চিত্র অলঙ্কার লিখি।
তনসুক পরি কুচে না সহে কঞ্চুকি ॥৬॥
প্রাণ কি বলে কামিনী প্রাণ কি বলে কামিনী।
বসন্তে বঞ্চিলে তুমি কিরূপে যামিনী ॥ধ্রু॥
জ্যৈষ্ঠে নারিকেল মিষ্ট আম্র পনস।
বিলাসিনী জন ভোগ করে নানা রস ॥
শীতল মুক্তার হার রাখি মাত্র কুচে।
জলযন্ত্রমন্দির কাহারে নাহি রুচে ॥৭॥
এই সময় নিদাঘ এই সময় নিদাঘ।
আলিঙ্গন দানে জানি স্বামীর সোহাগ ॥ধ্রু॥
আষাঢ়ে মদন বাড়ে চাতকের ডাকে।
পাসরণে স্মরণ করায় পিউ পাকে ॥
আমলকী স্নানের কথাএ বাস কেশে।
ব্যজনে বিচিয়া সিঞ্চি চন্দনের রসে ॥৮॥
দেহে নাহি সহে চীর দেহে নাহি সহে চীর।
সংসারে শীতল মাত্র স্বামীর শরীর ॥ধ্রু॥
নানাবর্ণে শ্রাবণে গগনে দেখি মেঘ।
অধিক হৃদয়ে বাড়ে মদন উদ্বেগ ॥
দিকে দিকে সৌদামিনী অশনি ঝঙ্কার।
সঘনে বরিষে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥৯॥
শুনি ঘনার গর্জ্জন শুনি ঘনার গর্জ্জন।
শঙ্কর বিহনে গ কেমন করে মন ॥ধ্রু॥
ভাদ্রে ভদ্রক নাহি ভেকের নিনাদে।
মন বান্ধা না যায় মউর লাগে বাদে ॥
সমুদ্রমিলনে চলে নদী বেগবতী।
প্রবাসে প্রাবৃট্‌কালে পাঠাইলে পতি ॥১০॥
এই দুরন্ত বরিষা এই দুরন্ত বরিষা।
কোকের করুণা যত তত বাড়ে নিশা ॥ধ্রু॥
আশ্বিনে নির্ম্মল জল নির্ম্মল চন্দ্রমা।
সরিতের শোভা যেন কন্যা মনোরমা ॥
বালুকা লোহিত সিত সিন্দুর চন্দন।
রাজহংস কুল মালা সফরী ভূষণ ॥১১॥
তুমি ঈশ্বরবল্লভা তুমি ঈশ্বরবল্লভা।
দেখিলে মোহিবে চাঁদ কুমুদের শোভা ॥ধ্রু॥
কার্ত্তিকে কপোত কেক করে কলরব।
শরৎসম্ভব যত পুষ্পের সৌরভ ॥
বিবর উদ্দেশে ভ্রমে ভ্রমর ভবনে।
নির্ম্মল প্রাঙ্গণ পথ রঞ্জিত খঞ্জনে ॥১২॥
ভণে রামকৃষ্ণ দাস ভণে রামকৃষ্ণ দাস।
একাকিনী কেমনে বঞ্চিলে বারমাস ॥ধ্রু॥১১॥

পালা সাঙ্গ

অন্ধক উপাখ্যান

মন্দর পর্ব্বতে দুর্গা

ঘোষা।

নগনন্দিনী গ।
সুরবন্দিনী গ ॥

পয়ার ॥

রম্ভা পার্ব্বতীয়ে কথা কৈলাস পর্ব্বতে।
হেন কালে কার্ত্তিক নারদ আইলা রথে ॥
নারদ দেখিয়া মহাকাল করে নাত।
মুনি বলে শুন মহাকাল সেনাপতি ॥
পুরী রক্ষা করি তুমি থাক সাবধানে।
নিত্য সেবা জানাবে প্রভুর বরাসনে ॥
মন্দর পর্ব্বতে হর করিব বেহার।
তথাকারে হইব দুর্গার অভিসার ॥
আইল নারদ সৌধময় সিংহদ্বার।
পদ্মাবতী বলিয়া ডাকিলা তিন বার ॥
পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পদ্মার সংবাদে।
অন্তঃপুর গেলা মুনি পরম আহ্লাদে ॥
কহিল সকল কথা না কর অন্যথা।
মন্দর পর্ব্বতে মাতা চলহ সর্ব্বথা ॥
লঙ্ঘিতে প্রভুর আজ্ঞা না হয় উচিত।
রথ আরোহণ দুর্গা করিল ত্বরিত ॥
পঞ্চাশ্ববাহক রথ কার্ত্তিক সারথি।
মন্দরে প্রবেশ হইলা দেবী ভগবতী ॥
ঢেঁকীতে চড়িয়া মুনি আইলা পশ্চাৎ।
দেখিয়া সন্তোষ হইলা প্রভু বিশ্বনাথ ॥
বিচ্ছেদ নাহিক কভু পার্ব্বতী শঙ্করে।
হর দুর্গা একত্রে হইলা লোকাচারে ॥
উর্ব্বশী মেনকা ইন্দুমতী চন্দ্রকলা।
নর্ত্তকী সংপ্রদা আসি মঙ্গলিল খোলা ॥
নৃত্য গীত কৌতুকে আছেন মহেশ্বর।
মন্দর পর্ব্বতে ছিলা শতেক বৎসর ॥
অন্ধকবধের কথা গাই এই ক্রমে।
হরিবংশ মতে তাহা রচিব প্রথমে ॥

অন্ধকবিবরণ

একদিন নারদ আইলা ইন্দ্রসভা।
শচীর সঙ্গেতে কিছু না দেখিল শোভা ॥
নারদ দেখিয়া ইন্দ্র শচীর সহিতে।
প্রণাম করিয়া পূজা করিল ত্বরিতে ॥
আসনে বসিয়া মুনি পুছিলা কল্যাণ।
বৃহস্পতি কহেন অন্ধক উপাখ্যান ॥
কিসের কুশলবার্ত্তা করহ জিজ্ঞাসা।
অন্ধক হইতে হইল বিপত্ত্যের দশা ॥
সুরকরী কলভ না রহে হাতীশালে।
অন্ধক কাড়িয়া লৈয়া যায় পালে পালে ॥
উচ্চৈঃশ্রবার বংশে জন্মে যত অশ্ব।
অশ্বশালা বান্ধিলেক করিয়া নিজস্ব ॥
বিশ্বকর্ম্মা নিত্য তার পুরী করে সজ্জ।
দেবদ্রুম লাগি ইন্দ্রে করে তর্জ্জগর্জ্জ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে না হয় আর হোম।
আজ্ঞায় উদয় করে শূন্যে সূর্য্য সোম ॥
দিতির সেবায় বশ হইয়া কশ্যপ।
দিতির অপত্য হেতু আরম্ভিলা জপ ॥
দিতি বলে যত পুত্র জন্মিল আমার।
ইন্দ্রের সাহায্যে হরি করেন সংহার ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জনে।
তোমার সাক্ষাতে বধ কৈল নারায়ণে ॥
যে বা তার প্রপৌত্র আছিল মহীতলে।
বামনা বলিয়ে ছলি রাখিল পাতালে ॥
অদিতি অমরমাতা তোমার রমণী।
তোমার ভার্য্যার মধ্যে আমি অপুত্রিণী ॥

যে বা এক পুত্র বায়ুমূর্ত্তি উনপঞ্চাশ।
ত্রাসেতে হইল তারা মহেন্দ্রের দাস ॥
বিষ্ণুর অবধ্য পুত্র দিবে প্রজাপতি।
মহাবীর হইবে মহাবিষ্ণুর আকৃতি ॥
সেই বর তাঁহারে দিলেন তপোধন।
বর পাইয়া দিতি হইলা হরষিত মন ॥
অঞ্জলি করিয়া আছে পতির সাক্ষাতে।
আচম্বিতে পুত্র দিতি দেখিলেন হাতে ॥
দিতি একদৃষ্টে চাহে মেলিয়া অঙ্গুলি।
দেখিতে পাইল যেন চিত্রের পুত্তলি ॥
মুহূর্ত্তেকে বাড়িল হইল বড় ডর।
সত্বরে রাখিল দিতি ভূমির উপর ॥
সহস্র মস্তক তার সহস্রেক মুখ।
সহস্রেক স্কন্ধ তার একমাত্র বুক ॥
সহস্রেক বাহু তার দেখিতে ভীষণ।
দুই সহস্র পদে চলে যেন তালবন ॥
দুই সহস্র চক্ষু তার দেখি তারাগণ।
পয়োদগম্ভীর শব্দ উজ্জ্বল দশন ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি কহিলা ইঙ্গিতে।
দেবতার শক্ত্যে তোমা না পারি জিনিতে ॥
বিষ্ণুর অবধ্য তুমি আমার প্রসাদে।
মহাদেব সঙ্গে মাত্র না লাগিহ বাদে ॥
এই বর পাইয়া দৈত্য ভ্রমে ইচ্ছাসুখে।
যুঝিতে না পারে যম তাহার সম্মুখে ॥
দিগ্‌বিজয় করিয়া রচিল রাজপাট।
দৈত্য দানব সঙ্গে চতুরঙ্গ ঠাট ॥
কহিল নারদ ঋষি তোমারে নিশ্চয়।
অন্ধক হইতে হইল অকালে প্রলয় ॥
অন্ধের সমান উচ্চ নীচ দিয়া চলে।
অন্ধক তাহার নাম লোকে তেঞি বলে ॥
মহাদেব বিনে নাহি তাহার অন্তক।
তুমি কৃপা কৈলে নষ্ট হয় ত অন্ধক ॥

পুনঃ পুনঃ শিবেরে কহিতে করি ভয়।
শচী পুরন্দরে মুনি হইবে সদয় ॥
সর্ব্বকাল ইন্দ্রেরে তোমার অনুগ্রহ।
প্রকার করিয়া শত্রু করহ নিগ্রহ।
ইন্দ্র নিজ জনকে করিলা নিবেদন।
অন্ধক তোমার পুত্র বড়ই দুর্জ্জন ॥
পুত্র বলি এত যদি তাহাতে মমত্ব।
অভিষেক করি দেহ দৈত্যের রাজত্ব ॥
অনুক্ষণ করে যেই দেবতার দ্রোহ।
আমা প্রতি বাপা কেন হইলা নির্ম্মোহ ॥
পুত্রের বিনয়ে প্রজাপতি হইলা বশ।
অন্ধক না মানে কশ্যপের সমঞ্জস ॥
তোমা বিনে কেহ আর নাহিক সহায়।
আপুনি নারদ কর ইহার উপায় ॥
শুনিঞা জীবের বাক্য উপজিল ব্যথা।
নারদ বলেন ইহা করিব সর্ব্বথা ॥
পুরাণ প্রসঙ্গ তার শুন একচিত্তে।
রামকৃষ্ণ দাস গায় হরিবংশমতে ॥১॥

অন্ধকবধের প্রার্থনা

ধানশী রাগ ॥

শুন শুন সুরাচার্য্য করিতে তোমার কার্য্য
অন্ধকের নিধন সাধন ॥
ইন্দ্র তুমি কর কার্য্য সুখেতে সপুত্র ভার্য্য
আমি যাই যথা পঞ্চানন ॥
অন্ধকে শিখাইল বাপে শিবের প্রতাপ দাপে
নাহি যায় কৈলাসের সীমা।
আমি জানি সুনিশ্চয় কেবল শিবের ভয়
কুবেরের প্রতি করে ক্ষমা ॥১॥
মুনি বলে জ্ঞানাঞি শঙ্করে।
যে নহে বিষ্ণুর বধ্য কোন্ দেবতার সাধ্য
হর বিনে কে তারে সংহারে ॥ধ্রু॥

ভাল হইল অবসর মন্দরে আছেন হর
আমি যাই এই অবকাশে।
যত আছে দেবী দেবা করহ শিবের সেবা
উদ্দেশে বসিয়া নিজবাসে ॥
এতেক বলিয়া ঋষি শঙ্কর গাইয়া আসি
উত্তরিলা মন্দরশিখরে।
অষ্ট অঙ্গে প্রণিপাত লোমাঞ্চিত অশ্রুপাত
নিবেদন হৈল গঙ্গাধরে ॥২॥
তোমার স্বজিত সৃষ্ট সর্ব্বত্র তোমাব দৃষ্ট
কি বা আছে তোমা অগোচর।
গেলাঙ ইন্দ্রের সভা দেবতার নাহি প্রভা
কশ্যপ অন্ধকে দিলা বর ॥
অতিশয় পৃথুকায় চলনি অন্ধের প্রায়
অন্ধক বলিয়া লোকে ডাকে।
দিক্‌পালে রণে জিনে পীড়া করে ত্রিভুবনে
মহেন্দ্র ঠেকিল দুর্ব্বিপাকে ॥৩॥
সাধন করিল গুরু শচীরে দেখিলা ভীরু
চিত্তে মোর হইল করুণা।
প্রভু বধ কর অন্ধে তোমার পদারবিন্দে
নারদের এই ত প্রার্থনা ॥
গৌরী শঙ্করের পায় রামকৃষ্ণ দাস গায়
ক্ষমা কর সেবকের দোষ।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিয়া হইবে পরিতোষ ॥২॥

নিয়তি কথন

ঘোষা ॥

জয় জয় শঙ্কর সঙ্কটত্রাতা ॥

পয়ার ॥

নারদ কহেন প্রভু বধিবে অন্ধক।
সংসারে অনেক কাল রহিবেক সক ॥
বিষ্ণুর অবধ্য দৈত্য অদ্ভুত মূর্ত্তি।
তাহারে করিলে নাশ রহিবেক কীর্ত্তি ॥
শঙ্কর বলেন মুনি বিনা অপরাধে।
জ্ঞানী জন অকারণ জীবে নাহি বধে ॥
অধর্ম্ম আচরে যে বা দাম্ভিক সদর্প।
নিকট মরণ তার পরমায়ু অল্প ॥
যথাকালে কালব্যাল করে তারে গ্রাস।
বধ পুরুষার্থে নাহি আমার প্রয়াস ॥
নারদ বলেন প্রভু না করিবে ক্রোধ।
যথার্থ কহিতে নাহি করি অনুরোধ ॥
যখনে সংহার কর সকল সংসার।
তখনে না থাকে কেন এ সব বিচার ॥
বরাহরূপেতে বিষ্ণু পাসরিলা জ্ঞান।
শরভ হইয়া তুমি সংহারিলে প্রাণ ॥
দেবগণ যজ্ঞ কৈল বরাহের মাংসে।
অজ্ঞান পুরুষে তোমা বিনে কে বা হিংসে ॥
প্রভু বলে মুনি তুমি কহিলে উত্তম।
উৎপত্তি প্রলয় এই দেবের নিয়ম ॥
নিয়োগী আছেন সভে নিজ নিজ কাজে।
নব প্রজাপতি সঙ্গে ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজে ॥
পালন করেন হরি রথাঙ্গের তেজে।
পরমায়ু শেষে প্রাণ লয় ধর্ম্মরাজে ॥
দশাক্রমে সুখ দুঃখ দেয় গ্রহগণ।
শরীর ধরিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
আদি সর্গে ব্রহ্মডিম্ব করিয়া প্রকাশ।
প্রলয়েতে চরাচর আমি করি নাশ ॥
ব্রহ্মার নিদ্রায় হয় দেবের বিশ্রাম।
কল্পান্তে প্রলয় হয় মহাভূতগ্রাম ॥
ক্ষিতির শোধন হয় দাহন প্লবনে।
সর্ব্বজীব মুক্ত হয় কর্ম্মের বন্ধনে ॥
যুগক্ষয়ে অধার্ম্মিক সকল সংসার।
দয়া নাহি করে তেঁঞি করিতে সংহার ॥

সর্ব্বত্র আছেন সভে আমার নিয়োগী।
তুমি ভাল জান আমি সর্ব্বকাল যোগী॥
মুনি বলে শুনিলাঙ তোমার সিদ্ধান্ত।
ধর্ম্মপথ হিংসা করে অন্ধক নিতান্ত॥
তোমা বিনে কেহ তার নাহিক বাধক।
দেবের দুর্গতি দেখি হইলাঙ সাধক॥
ভয়ে দেবগণ কেহ না করে গোহারি।
সৃষ্টি রক্ষা কর তুমি শুন ত্রিপুরারি॥
ত্রিপুর দাহন করি রাখিলে ত্রিদশ।
পুনঃ পুনঃ বলিবারে কাহার সাহস॥
এ সব বচন প্রভু শুনি মুনিমুখে।
অন্তরে পাইল ব্যথা দেবতার দুঃখে॥
আজ্ঞা দিল মুনি তুমি হইবে সূচক।
অপরাধ পাইলে আমি বধিব অন্ধক॥
এ বোল শুনিঞা ঋষি ভাসিল আনন্দে।
অপরাধী তারে আমি করিব প্রবন্ধে॥
বিদায় হইলা ঋষি শঙ্করের স্থানে।
অন্তঃপুর ছাড়ি গেলা বাহির উদ্যানে॥
গাঁথিল বিচিত্র এক মন্দারের হার।
হাতে মালা করিয়া মুনির আগুসার॥
গোপাল গোবিন্দ গঙ্গাধর গোপীকান্ত।
গৌরীকান্ত গদাধর গায়েন নিতান্ত॥
আইলা নারদ ঋষি অন্ধকের সভা।
হাথে মন্দারের মাল্য বিদ্যুতের প্রভা॥
অভ্যুত্থান করি দৈত্য কৈল পুটাঞ্জলি।
মুনি গলে মাল্য দিয়া হৈলা কুতূহলী॥
মুনি বলে দৈত্যরাজ এই পুষ্পরত্ন।
আনিল তোমার তরে করিয়া প্রযত্ন॥
দৈত্য বলে এই পুষ্প জন্মে কোন্ দেশে।
বাসী হয় গন্ধ হরে কতেক দিবসে॥
ইন্দ্রের নন্দন বনে করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল এই পুষ্পের উদ্দেশ॥
পুষ্প লুকাইয়া ইন্দ্র মোরে করে গন্ধ।
ঢোলযোগ্য আমি তার জানাইব অন্ত॥
আনিল সকল রত্ন আমি একে একে।
এই পুষ্প আমার দৃষ্টেতে নাহি ঠেকে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥৩॥

মন্দার পুষ্পের গুণ

গীত॥

নারদ বলেন কথা এই পুষ্প নাহি এথা
নাহি কুবেরের চৈত্ররথে।
মহেন্দ্র নন্দন বনে নাহি রাখে সঙ্গোপনে
তারে ক্রোধ কর কোন্ অর্থে॥
পর্ব্বত মন্দর নামে শঙ্করের নিজাশ্রমে
কামাগম নামেতে কানন।
তথা আছে এই ফুল রক্ষক প্রমথকুল
দিবারাত্রি থাকে অনুক্ষণ॥ ॥
দৈত্যরাজ, কি বলিব পুষ্পের প্রশংসা।
পবিত্র শরীরে বাস করে পুষ্প এক মাস
অশুচি শরীরে করে হিংসা॥ধ্রু॥
মন্দার বনেতে পান্থ যদি হয় পরিশ্রান্ত
পায় তথা যাহা করে আশা।
বসন ভূষণ ভোজ্য পায়স শর্করা আজ্য
সুশয্যা পর্য্যঙ্ক দিব্য বাসা॥
সুবাসিত সুশীতল ভৃঙ্গার সহিত জল
কর্পূর তাম্বুল মুখবাস।
ইচ্ছা যদি করে নারী মেলে স্বর্গবিদ্যাধরী
সেবন করিতে দাসী দাস॥২॥
পুষ্পমাল্য পরিমলে নিজধর্ম্ম প্রতিপালে
আতিথ্য করেন তিন রাত্রি।

শঙ্করের মহোৎসবে এই সুখ অনুভবে
সেই বনে যায় যত যাত্রী ॥
সেই মন্দারের গন্ধ নাসিকায় লাগে অন্ধ
চক্ষুদান পায় ততক্ষণে।
বৃদ্ধ যে বিশদকেশ সে হয় যুবকবেশ
বধির তখনে শুনে কাণে ॥৩॥
রোগ নাহি হয় দেহে রামা না ছাড়েন গেহে
অকালেতে নাহিক মরণ।
এই কুসুমের বন কল্পবৃক্ষ হইতে ন্যূন
অল্পমাত্র সদৃশ লক্ষণ ॥
শুনিঞা মুনির ভাষা দৈত্যের জন্মিল আশা
করিবারে মন্দারহরণ।
কায়স্থ উত্তম শূদ্র রাধিকা সতীর পুত্র
রামকৃষ্ণ দাস বিরচন ॥৪॥

অন্ধকের পরাভব

ঘোষা ॥

শিব বল রে ভাই রাম বল মুখে।
অবশ্য যাইব কাল দুখে আর সুখে ॥

পয়ার ॥

অন্ধক করিল তবে যাত্রার আরম্ভ।
ভূণ্ড রুহুণ্ড ধায় জম্ভ কুজম্ভ ॥
পাক বিপাক আইল ছয় মহারথী।
যত দৈত্য দানব হইল তার সাথী ॥
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে নানা বর্ণে বাণা।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি চতুরঙ্গ সেনা ॥
পদব্রজে অন্ধক চলিলা যুদ্ধসাজে।
সহস্রেক শৃঙ্গ যেন দেখি গিরিরাজে ॥
সহস্র মুকুটে তার মস্তক উজ্জ্বল।
সহস্রেক হস্ত শাল পেয়াল সরল ॥
পর্ব্বত আকার দৈত্য বলে মহাবল।
পদভরে ধরণী করেন টলটল ॥
মন্ত্রসিদ্ধি লক্ষণ দেখিয়া দেবঋষি।
চলিলা অমরাবতী অন্ধকে সম্ভাষি ॥
বাসুদেব বামন বৈকুণ্ঠ বলরাম।
বামদেব বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ নাম ॥
নাচিয়া গাহিয়া মুনি চলিলা আনন্দে।
অন্ধক পাগল হইল মন্দারের গন্ধে ॥
অব্যাহতগতি দৈত্য চলে শূন্যপথে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল মন্দর পর্ব্বতে ॥
মন্দার সন্তান আদি যত সুরবৃক্ষ।
অন্ধকে দেখিয়া সভে হৈলা অন্তরীক্ষ ॥
অন্ধক শুনিল যত নারদের মুখে।
দেবপুষ্প নাহি কোন লক্ষণ না দেখে ॥
অন্ধক মন্দর প্রতি করিল আহ্বান।
অতিথ দেখিয়া গিরি হৈলা মূর্ত্তিমান্ ॥
দৈত্য বলে মন্দর তোমারে আমি জানি।
সুরবৃক্ষ যত আছে মোরে দেহ আনি ॥
আশ্চর্য্য পুষ্পের জ্যোতি অপূর্ব্ব সৌরভ।
বৃক্ষ সঙ্গে পুষ্প দেহ রাখিয়া গৌরব ॥
আমারে দেখিয়া তুমি লুকাইলে উদ্যান।
অবধান হও পাছে পাবে অপমান ॥
উপাড়িব তোমা এই নিজ বাহুবলে।
গুণ্ডা করি পেলাইব সাগরের জলে ॥
অন্ধক রুষিলে রক্ষা করি কার বাপে।
এ বাক্য বলিতে ক্রোধে কলেবর কাঁপে ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি মন্দর পর্ব্বত।
অন্তর্ধান হৈলা বুঝি অন্ধকের মদ ॥
শিবের চরণে গিয়া লইল শরণ।
অন্ধক ভাঙ্গিল যত বন উপবন ॥
পালাইয়া গেল গিরি মোরে দিয়া দেখা।
ইন্দ্র পূর্ব্বে কাটিয়াছে সভাকার পাখা ॥

আমি আজি তোমারে করিব লাণ্ডামুণ্ডা।
এ বাক্য বলিয়া মহাশৈলে করে গুণ্ডা॥
বড় বড় শৃঙ্গ ভাজি পাড়ে হাতটানে।
পড়িল অনেক দৈত্য তাহার চাপনে॥
কেহ প্রাণে মরে কেহ হয় বোঁচা খোঁড়া।
দুই সহস্র হাথে ধরে পর্ব্বতের গোড়া॥
সমুদ্রমথনকালে দেবতা অসুরে।
দুই সৈন্যে না পারিল যাহা চালিবারে॥
হেনক পর্ব্বত করে তুলিতে প্রয়াস।
না জানে আপন বল নিকট বিনাশ॥
টানাটানি করিয়া হইল বড় শ্রান্তি।
সহস্রেক করে লয় টাঙ্গি শূল খন্তি॥
সহস্রেক করে লয় মুষল মুদ্গর।
খণ্ড খণ্ড করে কাটি রত্নের শিখর॥
এত উপদ্রব যদি করিল অন্ধক।
ধাইল প্রমথ যত শিবের রক্ষক॥
নন্দীশ্বর ভীমনাথ অগ্নিবেতাল।
ভীষণ ভৈরব হইল ক্রোধে সাততাল॥
অসিতাঙ্গ পাণ্ডুনাথ আইল চণ্ডেশ্বর।
সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ দুর্ম্মুখ দুষ্কর॥
শূল শক্তি খট্টারক ত্রিশূল খট্টাঙ্গ।
মুদ্গর কুঠার শর সারঙ্গ রথাঙ্গ॥
অস্ত্র শস্ত্র লৈয়া সেনা প্রবেশিল রণে।
দাবানল যেন প্রবেশিল শুষ্ক বনে॥
আপুনি দেখিল নন্দি ভৃগু রুহুণ্ডে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রুহুণ্ডের মুণ্ডে॥
মহাশব্দ করে দৈত্য মাথা গেল ফাটি।
নিদাঘ সময়ে যেন ফাটিল কর্কটী॥
রুহুণ্ড পড়িল ভৃগু ধায় তুণ্ড মেলি।
অগ্নিবেতাল মুখে অগ্নি দিল জ্বালি॥
অসিতাঙ্গ আসিয়া মারিল লৌহদণ্ড।
পাঞ্জর ভাঙ্গিল মুণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড॥
কুজম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভীমনাথ।
পতনে পাইয়া তার ধরে দুই হাত॥
অন্তরীক্ষে ফিরাইয়া মারিল আছাড়।
পাথরে ঠেকিয়া তার চূর্ণ হৈল হাড়॥
ভাইয়ের মরণ দেখি জম্ভ মহাবলী।
ভীমনাথ সহিত পাতিল কীলাকীলি॥
ভীষণ দেখিয়া বুকে মারিলেক শূল।
মূর্চ্ছিত হইল জম্ভ কান্দে দৈত্যকুল॥
পাক বিপাক আইল দুই সহোদর।
দুই জনে ধরে পাণ্ডুনাথ চণ্ডেশ্বর॥
দুই বীরে হুঁহাকার মুচড়িল ঘাড়।
ইহা দেখি দৈত্যসেনা বন্দিল বিরাড॥
পালাইয়া গেল সৈন্য সমুদ্রের পার।
একক অন্ধকে সভে করেন প্রহার॥
প্রমথের প্রাদুর্ভাব দেখি দৈত্যপতি।
বিস্মিত হইলা নাহি দ্বিতীয় সংহতি॥
অন্তরীক্ষ হৈল দৈত্য ছাড়িয়া পর্ব্বত।
বিজয়ী হইল যুদ্ধে যতেক প্রমথ॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে পুরাণ প্রমাণ।
কাশীখণ্ড মতে শুন শুক্র উপাখ্যান॥৫॥

পালা সাঙ্গ॥

অন্ধকবধোপাখ্যান

শুক্রের শরণ

পাহিড়া রাগ ॥

ধিক্ ধিক্ বীরপনা পড়িল সকল সেনা
প্রাণমাত্র আছে অবশেষ।
পুষ্প আমি না পাইল জ্ঞাতি গোত্রে নিপাতিল
কোন্ লাজে যাব নিজদেশ ॥
কুজম্ভ জম্ভের শোকে গেল দৈত্য শুক্রলোকে
যথা বসি আছেন উশনা।
প্রণাম করিয়া আগে অভয় শরণ মাগে
দেখি কাব্যে হইল করুণা ॥১॥
শুক্র তারে করেন জিজ্ঞাসা।
অঙ্গে দেখি অস্ত্রঘাত অনুক্ষণ রক্তপাত
কি কারণে হৈল এই দশা ॥ধ্রু॥
দৈত্য বলে শুন গুরু মাগিতে মন্দার তরু
আইলাঙ মন্দার পর্ব্বতে।
এই মাত্র অপরাধ শিবের সঙ্গেতে বাদ
যুদ্ধ জয় করিল প্রমথে ॥
ব্যর্থ হৈল যত দম্ভ পড়িল কুজম্ভ জম্ভ
ভৃগু রুহণ্ডু আদি বীর।
পড়িল বিপাক পাক আমি আইলাঙ নাক
বাঁচাইয়া আপন শরীর ॥২॥
শুনিল জনকমুখে পূর্ব্বেতে অনেক দুঃখে
পাইলে বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী।
মন্ত্র পরীক্ষার কাল উপস্থিত হৈল ভাল
কৃপা কর প্রমথেরে জিনি ॥
হইয়া দৈত্যের অংশ রাখ যজমানবংশ
বিকাইনু তোমার চরণে।
তোমারে করিয়া স্বামী সপুত্র বান্ধবে আমি
দিবারাত্র থাকিব সেবনে ॥৩॥
লোচনেতে অশ্রুবৃষ্টি চাহে সকাতর দৃষ্টি
ব্যথিত হইলা দৈত্যগুরু।
নিজস্থান হৈতে উলি আইলা সমরস্থলি
ভার্গব দৈত্যের কল্পতরু ॥
কৈল সন্ধ্যা আচমন মন্ত্র করি আবর্ত্তন
দৈত্যগণে নাম ধরি ডাকে।
রামকৃষ্ণ দাস ভাষে নিদ্রা ভঙ্গ হেন বাসে
উঠিল সভেই একে একে ॥৪॥১॥

দৈত্যগণের অত্যাচার

ঘোষা ॥

ভাই, ভাবিয়া ভবানীকান্ত ভবসিন্ধু তর।
ভরমে ভাসিয়া বুল ভেলা নাহি ধর ॥

পয়ার ॥

চতুরঙ্গ সেনা উঠে অস্ত্র শস্ত্র মাজে।
নানাবর্ণে বাণা উড়ে নানা বাদ্য বাজে ॥
কন্ধকাটা মাঝা মরা ঠুঁটা বোঁচা খোঁড়া।
যেই অঙ্গ যাহার তাহাতে লাগে জোড়া ॥
অন্ধক মন্দরে বেড়ে করিয়া সংঘাট।
কোপে দৈত্যকুল ধায় ডাকে মার কাট ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া নন্দি স্মরে শিব শিব।
যুদ্ধহত যত দৈত্য হইল সজীব ॥
শুক্রের রজতরথ করে ঝক্ ঝক্।
শুক্লবর্ণে বাণা উড়ে মণ্ডুক বাহক ॥
প্রমথগণের নাহি সংগ্রামের ভয়।
সিংহনাদ পুরে ঘন ডাকে রুদ্র জয় ॥
নানা অস্ত্রশস্ত্রে যুঝে যত পারিষদ।
কোটি কোটি অসুরে প্রমথ করে বধ ॥
পুনর্ব্বার জীএ তারা নাহি টুটে সেনা।
শোণিতের নদী বহে তাহে উঠে ফেনা ॥

সপ্ত রাত্রি যুদ্ধ কৈল নন্দি সেনাপতি।
যত মরে তত জীএ জিনি কার শক্তি ॥
কহিতে শুক্রের এই কুচক্র মন্ত্রণা।
শিবসভা গেলা নন্দি রাখি দিয়া থানা ॥
রত্নসিংহাসনে প্রভু দিয়াছেন বার।
অষ্টাঙ্গ প্রণতি নন্দি কৈল তিন বার ॥
গঙ্গা গৌরী কুমার গণেশ নাগরাজ।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি লৈয়া হরের সমাজ ॥
কহিতে লাগিলা নন্দি সভা বিদ্যমানে।
সপ্ত রাত্রি যুদ্ধ প্রভু পুষ্পের কারণে ॥
অন্ধক মন্দরে আসি কৈল উপদ্রব।
দেখিয়া রুষিল যত প্রমথ ভৈরব ॥
যুদ্ধেতে করিল বধ যত দৈত্যকুলে।
পুনর্ব্বার জীএ দৈত্য শুক্রের কারণে ॥
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা করি আবর্ত্তন।
যাহার নামেতে ডাকে উঠে সেই জন ॥
রক্তে নদী বহে মাত্র নাহি মুণ্ড কন্ধ।
কাক চিল উঠে ক্ষেত্রে বড়ই দুর্গন্ধ ॥
অসুর না মরে প্রমথের নাহি শান্তি।
যত যুদ্ধ করি তাহে লাভ মাত্র শ্রান্তি ॥
এত নিবেদন যদি কৈল নন্দীশ্বর।
শুক্রের চরিত্র শুনি হাসিলা শঙ্কর ॥
শুনিঞা কুমার জিজ্ঞাসিলা জোড়পাণি।
ভার্গব পাইল কোথা মৃতসঞ্জীবনী ॥

মৃত-সঞ্জীবনী

প্রভু বলে যখন আছিলা দাক্ষায়ণী।
সহস্র বৎসর শুক্র হইয়াছিলা মুনি ॥
বারাণসীক্ষেত্রে লিঙ্গ করিয়া স্থাপন।
শুক্রেশ্বর নাম লিঙ্গ ঘোষে সর্ব্বজন ॥
সহস্র কমল দিয়া পূজিতা প্রভাতে।
মধ্যাহ্নে সহস্র সংখ্যা শ্রীফলের পাতে ॥
সন্ধ্যাকালে সহস্রেক শুক্ল করবীর।
ত্রিসন্ধ্যা পূজিয়া দিতা গন্ধ মাল্য ক্ষীর ॥
রত্নময় অলঙ্কার বিবিধ নৈবেদ্যে।
ধূপ দীপ দিয়া তুষ্ট করে গালবাদ্যে ॥
মধু দধি ক্ষীর নীর ঘৃতে ইক্ষুরসে।
অভিষেক করে লিঙ্গে সুবর্ণকলসে ॥
কনককদম্ব আর মল্লিকার দাম।
নিশিযোগে দিয়া করে শতেক প্রণাম ॥
শতরুদ্রী পাঠ করে মহামন্ত্র জপে।
বশ হইলাঙ আমি ভার্গবের তপে ॥
পঞ্চ সহস্র সমা সমান প্রত্যহ।
দেখিয়া একান্ত ভক্তি কৈল অনুগ্রহ ॥
সেই লিঙ্গ হৈতে তেজোময় কলেবরে।
সতীর সহিত দেখা দিলাঙ সত্বরে ॥
ধ্যানগম্য রূপ দেখি ভৃগুর নন্দন।
শরীর পুলক হইল সজল নয়ন ॥
জয় বিশ্বনাথ জয় শশাঙ্কশেখর।
জয় উমাধব ভব জয় গঙ্গাধর ॥
করিয়া অনেক স্তুতি জুড়ি দুই পাণি।
প্রার্থনা করিলা বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী ॥
ভার্গবেরে তবে আমি করিল উত্তর।
এই বর ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর ॥
এই বিদ্যা না পাইল ব্রহ্মা নারায়ণ।
অন্যেরে দিবারে নহে শুন তপোধন ॥
চিত্তে ক্ষমা নাহি জপ করে অনুক্ষণ।
বন ধূম পান নিত্য করে অনশন ॥
সিদ্ধ পীঠে সাঙ্গ কৈল মন্ত্র পুরশ্চরণ।
ভক্ত দেখি দক্ষকন্যা করিল সাধন ॥
মহাবিদ্যা দিলাঙ দেবীর অনুরোধে।
গুরুর দক্ষিণা ঋণ শুক্র এই শোধে ॥
কৃপা করি তারে আমি দিল এই দীক্ষা।
আমাতে আমার বিদ্যা করিলা পরীক্ষা ॥

নন্দি তুমি শীঘ্র আন ভার্গবেরে ধরি।
কত কাল তারে আমি উদরস্থ করি॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর ত্রিলোচন॥২॥

শুক্রের পরাভব

পঠমঞ্জরী রাগ॥

শুন পুত্র কহি নন্দি ভার্গবে করিয়া বন্দী
আন গিয়া আমার গোচরে।
গরুড় সমান উড়ি দৈত্যের সৈন্যেতে পড়ি
শুক্র লৈয়া উঠাবে অম্বরে॥
যেন বাজ সয়চানে লাবকশাবক আনে
সেইরূপে আনিবে ভার্গবে।
দৈত্য যদি আইসে এথা পাছে আছে তার কথা
অন্ধক বধিব মহাহবে॥১॥
ভাই রে, পাইয়া পশুপতির আদেশ।
সেই আজ্ঞা শিরে বন্দি মালসাট মারে নন্দি
দৈত্যসৈন্যে করিল প্রবেশ॥ধ্রু॥
ধরিয়া শুক্রের কেশে দুই হস্ত বান্ধি পাশে
আকাশেতে করিল গমন।
দেখিয়া দৈত্যের ঠাট সভে ডাকে হান কাট
অস্ত্র শস্ত্র করে বরিষণ॥
কার হস্তে করবাল কেহ করে শরজাল
ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গরে।
নানা অস্ত্র প্রহরণে বেড়িল অসুরগণে
নন্দি মুখে অনল উদ্গারে॥২॥
সেই অগ্নি শূন্যে জোড়ে যত অস্ত্র শস্ত্র পোড়ে
দৈত্য দহে সবলবাহনে।
নন্দি নিঃসরিল দূর প্রবেশিলা শিবপুর
দৈত্য সব রহিলা গগনে॥
নন্দি বলে অবধান কর প্রভু ভগবান
এই কবি বিশ্বাসঘাতকী।
বসন ভূষণ ব্যস্ত উর্দ্ধশ্বাস বদ্ধ হস্ত
দেখি শুক্রে শঙ্কর কৌতুকী॥৩॥
হাসি অট্ট অট্ট হাস ভার্গবে করিল গ্রাস
হাহাকার করে দৈত্যগণ।
কদলী অমৃত পান গিলে যেন বলবান্
রুদ্রলীলা দেখে সর্ব্বজন॥
অন্ধক না ছাড়ে দর্প গর্জ্জে যেন কাল সর্প
জ্ঞাতি গোত্রে করিছে আশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সুত কবিতারসেতে ক্রত
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস॥৪॥৩॥

দৈত্যপরাভব

ঘোষা॥

ভাই কি লইয়া যাইব ঘরে কানাঞি হারাইয়া।
সভেই মরিব এই দহে ঝাঁপ দিয়া॥

পয়ার॥

শুক্রের সংহার দেখি অন্ধক সক্রোধ।
ডাক দিয়া বলে শুন যত দৈত্য যোধ॥
কুলপুরোহিত শুক্র ভৃগুর নন্দন।
যাহা হৈতে সবে ভাই পাইলে জীবন॥
তাঁহার বিপত্য সবে দেখ কোন্ লাজে।
যুদ্ধে ক্ষেমা দিয়া আর জীবে কোন্ কাজে॥
সকল দৈত্যের গুরু বিপ্রের তিলক।
শিবের আহার হৈলা আমার মূলক॥
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন নিরর্থক।
গুরু উদ্ধারিলু যদি তবে সে অন্ধক॥
যোগে মহাযোগী শুক্র নাহিক মরণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে কর আজি রণ॥

শিবের প্রতাপে কেহ না করে সাহস।
দুই পদ আগুয়ায় পাছুয়ায় পদ দশ ॥
সহস্র বদনে দৈত্য ডাকে মহাডাক।
কহিরে আগুআও জম্ভ কুজম্ভ বিপাক ॥
ভৃগু রুহগু কথা পাক সেনাপতি।
দৈত্যকুলে তুমি সব রাখিলে অখ্যাতি ॥
মারহ প্রমথগণে তেজ অনুরোধ।
নন্দিকে ধরিলে পাই ভার্গবের শোধ ॥
এ সব বচনে বাড়ে দৈত্যের সাহস।
বিস্মৃতি হইলা সভে শিবের সাধ্বস ॥
প্রমথগণেরে দৈত্য বিন্ধে তীক্ষ্ণ বাণে।
সহস্র সহস্র বাণ মারে একো জনে ॥
লোমসংখ্যা শরে যত প্রমথ জর্জ্জর।
বিক্রমে অন্ধক ডাকি বলে ধর ধর ॥
পাইলা বড়ই লজ্জা যত সেনাপতি।
ভীমনাথ অসিতাঙ্গ ধায় উগ্রমতি ॥
অগ্নিবেতাল চণ্ডেশ্বর পারিষদ।
যুদ্ধ করি কোটি কোটি দৈত্য কৈল বধ ॥
অন্ধকের দেহে কারো অস্ত্র নাহি কাটে।
শক্তিশেল জাঠা তার দেহে নাহি ফুটে ॥
শাল পেয়াল গাছ লয় ভূতগণ।
অন্ধক উপরে যেন পুষ্প বরিষণ ॥
অস্ত্র শস্ত্রে ঠেকাঠেকি শুনি ঝনঝনি।
পাথরে পাথরে যেন অশনির ধ্বনি ॥
মল্লযুদ্ধ করে কেহ শুনি মালসাট।
মহাকলরব হৈল যুঝে দুই ঠাট ॥
বার টঙ্গি থাকিয়া দেখেন মহেশ্বর।
প্রভু বলেন নন্দি তুমি চলহ সত্বর ॥
তোমা বিনে পারিষদগণ অনায়ক।
তোমার সহায় ষড়ানন বিনায়ক ॥
তিন জনে শীঘ্র যাও করিবারে রণ।
অনায়াসে বধ কর যত দৈত্যগণ ॥

কাতর হইয়া যে বা রণে দেই পৃষ্ঠ।
তাহার দিগেতে কেহ না করিহ দৃষ্ট ॥
তোমা সভাকার বধ্য না হয় অন্ধক।
রক্ষা করি রহ তিনে আপন কটক ॥
বৃষে চড়ি আমি এই আসি পাছে পাছে।
মুহূর্ত্তেক মাত্র আয়ু অবশেষ আছে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় চলে দেবসেনাপতি।
দেবতা তেত্রিশ কোটি তাহার সংহতি ॥
শাখ বিশাখ আর আগম নিগম।
কার্ত্তিকের পারিষদ কার্ত্তিকের সম ॥
ময়ূর কুক্কুট আরোহণ করি চলে।
সূর্য্যের সমান তেজ কবচ কুণ্ডলে ॥
চলিলা গণেশ একদন্ত মহাকায়।
মূর্ত্তিমান্ যত বিঘ্ন তার সঙ্গে যায় ॥
বীভৎস আকার কারো কান্ধে নাহি মুণ্ড।
কারো হস্ত পদ নাহি দেখি গণ্ড শুণ্ড ॥
একপদ দ্বিপদ কেহ বা চতুষ্পদ।
একনেত্র ত্রিনেত্র যতেক পারিষদ ॥
হেরম্বের গণ চলে বেষ্টিত হেরম্বে।
নন্দি সোমনন্দি দুঁহে চলে অবিলম্বে ॥
একাদশ রুদ্র আর যতেক প্রমথে।
পর্ব্বত না সহে ভার চলে শূন্যপথে ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
মহিষের পৃষ্ঠে যম বেষ্টিত কিঙ্কর ॥
বরুণ আইলা রথে সঙ্গে যাদোগণ।
উনপঞ্চাশত অগ্নি দ্বাদশ তপন ॥
অষ্ট বসু আর উনপঞ্চাশ পবন।
নৈঋ‌ৃতি আইলা সঙ্গে নিশাচরগণ ॥
নক্ষত্রলোকের সঙ্গে রথে নিশাকর।
মঙ্গল মেষের পৃষ্ঠে শূল শক্তিধর ॥
মহাসিংহ আরোহণ করি বুধ গ্রহ।
আইলা দৈত্যের সঙ্গে করিতে বিগ্রহ ॥

সুরাচার্য্য হংসধ্বজ রথের উপরে।
শুক্রের বিপাক শুনি কৌতুক অন্তরে॥
গৃধ্রবাহনে শনৈশ্চর অধোমুখে।
আইলা সমরভূমি অন্ধক সম্মুখে॥
একদৃষ্টে শনি তারে করে নিরীক্ষণ।
তথাপি না হয় সেই দৈত্যের মরণ॥
বরিষাকালেতে যেন মেঘের উদয়।
তেনরূপ চতুর্দ্দিকে দেখি দৈত্যময়॥
রুষিয়া কুমার বধ করে দৈত্যগণে।
খড়্গে কন্ধ কাটে কারো কারো মাথা হানে॥
বাণেতে বিন্ধিয়া দৈত্য করেন জর্জ্জর।
হাড় গুণ্ডা কৈল মারি মুষল মুদ্গর॥
যেই দিকে মহাশেল মারে শক্তিশেলি।
শত শত দৈত্য ভেদে গাঁথে যেন হালি॥
রুষিলা গণেশ তারে ঘন চালে শুণ্ড।
বড় বড় দৈত্যের ছিণ্ডিয়া পেলে মুণ্ড॥
পাশেতে বান্ধিয়া কারো বুকে দেই দন্ত।
মহারথী সকলে গণেশ কৈল অন্ত॥
নন্দি সোমনন্দি আর যতেক প্রমথ।
হয় হস্তী হানে ভাঙ্গে অসুরের রথ॥
অসুরের রক্তে রাঙ্গা হইল মন্দর।
স্থানে স্থানে বহে নদী রক্তের নির্ঝর॥
পালাইল যত সেনা ছিল অবশেষ।
অস্ত্র শস্ত্র পেলি ধায় নাহি বান্ধে কেশ॥
রণজয় করি নন্দি করে সিংহনাদ।
অন্ধক বিক্রম করে অন্তরে বিষাদ॥
সেনানী পাড়িয়া নন্দি কর অহমিকা।
প্রমথগণের যম আমি আছি একা॥
দুই সহস্র হস্তে যুদ্ধ করে দৈত্যপতি।
চতুর্ভিতে রুদ্রসেনা বেড়ে শীঘ্রগতি॥
কুমার আসিয়া তারে মারে শেলপাট।
কারো অস্ত্র তার দেহে নাহি করে কাট॥
গণেশের দন্ত তার দেহে নাহি ফুটে।
দেখিয়া তাহারে মহেন্দ্রের বল টুটে॥
নন্দি দোহাতিয়া গদা ভাঙ্গে তার পৃষ্ঠে।
এক মাথা ফিরাইয়া চাহে কোপদৃষ্টে॥
বারটঙ্গি হইতে হর দেখেন সমর।
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের কিঙ্কর॥
বধকথা কাশীখণ্ডে নাহিক বিস্তার।
হরিবংশমতে গাই শুন পুনর্ব্বার॥৪॥

অন্ধকবধ

অন্ধক মন্দর তর্জ্জে প্রমথগণেরে গর্জ্জে
থাক থাক না কর প্রতাপ।
কারয়া বাহিনী ক্ষয় মনেতে মানিল জয়
এখনে জানিব বীরদাপ॥
না হৈ আমি তারকাক্ষ বিদ্যুন্মালী কমলাক্ষ
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু।
দেবগণ সিদ্ধ সাধ্য কারো আমি নহি বধ্য
অক্ষয় অব্যয় এই বপু॥১॥
নন্দি হে, তুমি রক্ষা করিবে মন্দর।
যুদ্ধ কর যার বরে তাহারে রাখিয়া ঘরে
শিশু লৈয়া করহ সমর॥ধ্রু॥
বুঝিল তোমার বল লইব পাতালতল
মন্দর পর্ব্বত এই ক্ষণে।
রাখিব কাহার শক্তি নিঃসরিল এই উক্তি
প্রভু তাহা শুনিল শ্রবণে॥
কৈলাস সদৃশ বৃষ আরোহণ করি ঈশ
পঞ্চবক্ত্র নেত্র পঞ্চদশে।
যেন অনলের ছটা ঊর্দ্ধমুখে যায় জটা
দরশন দিলা এই বেশে॥২॥
মহাদেব কোটি সূর্য্য সমান প্রকাশ।
অর্দ্ধ চন্দ্র শোভে ভাল দেখিয়া সাক্ষাৎ কাল
দৈত্যপতি ছাড়িলা নিঃশ্বাস॥ধ্রু॥

দশ বাহু সুবিশাল হৃদয়ে কপালমাল
নানা অস্ত্রশস্ত্র পাণিতলে।
বৃষের গর্জ্জন শুনি সম্বর্ত্ত মেঘের ধ্বনি
হয় যেন প্রলয়ের কালে॥
বিরিঞ্চি হইলা মুগ্ধ আদিত্য আনিল স্নিগ্ধ
উষ্ণ হইল তুষারকিরণ।
পৃথিবী না সহে ভর চিত্তে জানি মহেশ্বর
শূন্যে ভর করিলা তখন ॥৩॥
মহেশ্বর অন্ধকেরে হানিলা ত্রিশূল।
নির্ঘাত গর্জ্জনে যায় সহস্র উলুকা প্রায়
জয় জয় দেই দেবকুল ॥ধ্রু॥
বাজিল দৈত্যের বুকে উগরে সহস্র মুখে
পঞ্চ প্রাণ সহিত শোণিত।
অন্ধকের কন্ধ পড়ে দ্বাদশ যোজন আড়ে
দিগে জোড়ে যোজন অসিত॥
ত্রিশূলে জন্মিল শিখী কালানল তুল্য দেখি
দৈত্যদেহ করিল দাহন।
মূর্চ্ছা ভঙ্গ সপ্ত ঋষি পদ্মযোনি তথা আসি
চতুর্ম্মুখে করিল স্তবন ॥৪॥
নাচে যত গ্রহ দিক্‌পাল।
জয় মহারুদ্র বলি পদে দিয়া পুটাঞ্জলি
গালবাদ্যে সভে ধরে তাল ॥ধ্রু॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ কাড়া ডিণ্ডিম ঝর্ঝরা পড়া
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে নিরন্তর।
গন্ধর্ব্ব পুরুষ নারী বিদ্যাধর বিদ্যাধরী
নাচে গায় কিন্নরী কিন্নর॥
নানা যন্ত্র লৈয়া যন্ত্রী তার ঘোর মধ্য তন্ত্রী
চাট করি বাজায় কৌতুকে।
করতাল মন্দিরায় করি এক সমবায়
করিলা সরবাব পিনাকে ॥৫॥

জয় জয় দেবকন্যাগণ কুতূহলী।
দেখি অন্ধকের পাত সভে দিল নাকে হাত
সাধুবাদে দেই হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
সস্ত্রীক দেবতাকুল নাচে তুলি বাহুমূল
তৌর্য্যত্রিকে শঙ্কর কৌতুকী।
প্রণিপাত দণ্ডবৎ করে ইন্দ্র শতে শত
জয় বিশ্বনাথ শব্দে ডাকি॥
কুসুম বরিষে ঘন অনুকূল সমীরণ
জ্যোতির্গণ প্রকাশে গগনে।
শীতল হইল সৃষ্টি খণ্ডিল যতেক ঋষ্টি
বিকশিল কুসুমকাননে ॥৬॥
শিবদুর্গা দুঁহার চরণে।
কায়স্থ কাশ্যপ গোত্র যশশ্চন্দ্রের পৌত্র
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে ॥ধ্রু।৫॥

শুক্রের শিবস্তুতি

পয়ার॥

শুক্র উপাখ্যান কথা আছে অবশেষ।
যাহার শ্রবণে হরে পুত্রজন্য ক্লেশ॥
প্রজাবৃদ্ধি ধর্ম্মলাভ মহাপাপ খণ্ডে।
রুদ্রের মাহাত্ম্য এই শুনি কাশীখণ্ডে॥
অন্ধক নিপাত হৈল হরিষ দেবতা।
নৈরাশ্য হইল দৈত্য গেল যথা তথা॥
দৈত্য দানবের আর নাহি প্রাদুর্ভাব।
দেব গন্ধর্ব্বের বড় বাড়িল প্রভাব॥
শুক্রের বিয়োগে দৈত্য দানব দুঃখিত।
বাণ বলে নষ্ট হৈল কুলপুরোহিত॥
জীবহীন দেহ যেন তেন দৈত্যকুল।
স্বামিহীন নারী যেন গন্ধহীন ফুল॥
বৃত্তিহীন গৃহস্থের যেন নাহি বল।
আস্থাহীন ব্রতী যেন নাহি পায় ফল॥

তেনরূপ শুক্র বিনে দৈত্যের জীবন।
কে করিব আর অসুরের স্বস্ত্যয়ন॥
শিবের প্রমথ সঙ্গে আরম্ভিল বাদ।
আপনা আপনি শুক্র করিল প্রমাদ॥
এইরূপে দৈত্যবংশ করয়ে শোচন।
গৌরী সঙ্গে মন্দরে আছেন ত্রিলোচন॥
তাঁহার উদরে শুক্র দেখিল ব্রহ্মাণ্ড।
ত্রিভুবন ভ্রমেন গাহিয়া দেবকাণ্ড॥
যোগে মহাযোগী কাব্য শঙ্করের শিষ্য।
দেখিল তথায় মনে যত ছিল দৃশ্য॥
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তথা আছেন সন্ধ্যায়।
সপ্ত ঋষি তপ করে অলকনন্দায়॥
বৈকুণ্ঠে পুরুষোত্তম সঙ্গে লক্ষ্মী বাণী।
অমরাবতীতে ইন্দ্র সহিত ইন্দ্রাণী॥
দিগে দিগে দিক্‌পাল শূন্যে চন্দ্র সূর্য্য।
স্ববৃত্তি আচরে মর্ত্তলোক বর্ণে তুর্য্য॥
শুক্রের অজ্ঞান দোষ দূর হইল তথা।
শতেক বৎসর গেলে স্মৃতি হইল কথা॥
লোমাঞ্চিত শরীর লোচনে বহে নীর।
গদ্‌গদ বচন চিত্তে ভক্তি কৈল স্থির॥
অষ্টমূর্ত্তি স্তব তথা করিলা ভার্গব।
নমস্তে ঈশানমূর্ত্তি সূর্য্য অবয়ব॥
তোমার প্রকাশে নাশ যায় অন্ধকার।
লোকচক্ষুরূপে তুমি পালহ সংসার॥
নমো নমো মহাদেব অমৃতের নিধি।
পীযুষে করহ তুষ্ট গোধন ওষধি॥
লোকের জীবাতু হেতু শস্য হয় স্বাদু।
চন্দ্ররূপে তুমি ত্রিভুবনের জীবাতু॥
নমস্তে পবনরূপে তুমি প্রাণপতি।
উগ্র নাম ধর অধ ঊর্দ্ধ সদাগতি॥
পানীয় পবিত্র হয় তোমার পরশে।
আপনি সুগন্ধি বহ লোকের হরিষে॥
নমো নমো জলরূপ জীবের জীবন।
পান অবগাহনেতে করহ পালন॥
মজ্জন করিয়া লোকে করহ পবিত্র।
ভবরূপে তুমি যত চরাচরমিত্র॥
নমস্তে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকে তুমি ভূমি।
স্থাবর জঙ্গম যত ধরিয়াছ তুমি॥
কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা।
নানামতে অপরাধ তুমি কর ক্ষমা॥
নমো নমো রুদ্ররূপে তুমি যে হুতাশ।
ক্ষুধারূপে লোকের শরীরে কর বাস॥
বাড়বরূপেতে পিয় পয়োময় হবি।
জন্ম মৃত্যু অবধি অগ্নিরে সভে সেবি॥
নমস্তে আকাশরূপে তুমি ভীমনাম।
অক্ষয় অব্যয় তুমি সদানন্দধাম॥
অন্তরে বাহিরে নিরন্তর অবস্থিতি।
সপ্ত মূর্ত্তি বন্দিলু অষ্টম পশুপতি॥
বিশ্বনাথ বিশ্বমূর্ত্তি দেব ত্রিপুরারি।
উত্তমাঙ্গে গঙ্গাধর বাম অঙ্গে নারী॥
বিষ্ণু অংশে বলীবর্দ্দ তোমার বাহন।
প্রলয়ে সংহার তুমি করহ দাহন॥
পুনর্ব্বার সৃজিতে না হয় পরিশ্রম।
তুমি যত প্রজাপতি তুমি কাল যম॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি লয় ভ্রূভঙ্গে।
এই বিশ্ব নিবসে তোমার অন্তরঙ্গে॥
কে মুঞি বরাক কি বা জানিব মহত্ব।
ক্ষেম অপরাধ কর প্রসাদ পুত্রত্ব॥
এত স্তুতি কৈল যদি ভৃগুর নন্দন।
তবে তাহা প্রতি তুষ্ট হৈলা ত্রিলোচন॥
জঠর ভিতরে শুক্র জপে মহামন্ত্র।
হেন কালে দেখে এক সূচি সম রন্ধ্র॥
সেই পথে শুক্র গ্রহ করিল পয়ান।
নির্গত হইলা শঙ্করের বিদ্যমান॥

শুক্রে দেখি হাসিয়া বলেন মহারুদ্র।
আজি হৈতে তুমি হৈলে ঔরসজ পুত্র॥
এত দিন বরপুত্র আছিলা ভার্গব।
এখন হইলে আমার শরীরসম্ভব॥
শুক্রপথে নির্গত হইলা শুক্ররূপ।
তেকারণে শুক্র নাম হৈল প্রচন্দ্রূপ॥
এই বিদ্যা যদি তোমায় রহিবে স্মরণ।
অসুর কারণে না করিহ আবর্ত্তন॥
আত্মরক্ষা করিয়া থাকহ দিব্যলোকে।
তোমার রমণী ব্রতী হইলা পতিশোকে॥
নিজস্থানে শীঘ্র তুমি করহ গমন।
জ্যোতিশ্চক্রে গ্রহরূপে করহ ভ্রমণ॥
তোমার উদয়ে যেই করে পুণ্যকর্ম্ম।
শরীর বৈরুজ্য সেই লভে তাহে ধর্ম্ম॥
দীক্ষা ব্রত বিবাহ প্রতিষ্ঠা আর ত্যাগ।
তুমি অস্ত গেলে ব্যর্থ হয় যত যাগ॥
এই বর পাইয়া বিদায় হইলা কবি।
শঙ্কর সেবিয়া শুক্র দীপ্ত করে দিবি॥
ভক্তিভরে করে যেই শঙ্করে প্রণতি।
ত্রিজগতে নাহি হয় কাহার বিঘ্নতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি যত দিগীশ্বর।
নব গ্রহ সিদ্ধ সাধ্য তুষিত ভাস্বর॥
শিবের সেবায় সভে পাইলা বিষয়।
সভাকার কল্পতরু প্রভু মৃত্যুঞ্জয়॥
শতেক বৎসর ক্রীড়া করেন মন্দরে।
চলিলা সপরিবারে কৈলাসশিখরে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবশক্তি সার।
কাশীখণ্ডমতে এই রচিল পয়ার॥৬॥

শিবের আদেশ

সুহই রাগ॥

বুঝিয়া গৌরীর মতি কাশীপুরে পশুপতি
সত্যযুগে কৈল রাজপাট।
তরুতলে রত্নবেদী দীঘি সরোবর নদী
হাটকনির্ম্মিত যত ঘাট॥
আদেশ করিলা ব্রহ্মা নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা
কৈলাস সদৃশ দিব্য পুরী।
বারটঙ্গি ভদ্রাসন নগরে দেবতাগণ
নিবাস করিল সারি সারি॥১॥
শিব শিব, বারামে বসিলা বিশ্বনাথ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর সুরাসুর বিদ্যাধর
ধরণী লোটাইয়া প্রণিপাত॥ধ্রু॥
উজ্জ্বল শিবের মূর্ত্তি অম্বিকা সমীপবর্ত্তী
চাহিতে কাহার নাহি শক্তি।
কৃপায় পার্ব্বতীপতি চাহিলা বিষ্ণুর প্রতি
বুঝিয়া চিত্তের দৃঢ় ভক্তি॥
করে ধরি নারায়ণে বসাইলা অর্দ্ধাসনে
ব্রহ্মারে বসিতে দিলা আজ্ঞা।
চাহিয়া চক্ষুর কোণে সম্বোধিয়া দেবগণে
চন্দ্র সূর্য্য যার যেই সংজ্ঞা॥২॥
যত গ্রহ দিক্‌পাল বার মাস ছয় কাল
সভে কর বারাণসী বাস।
প্রভুর আদেশ শুনি যত সিদ্ধ সাধ্য মুনি
সভাকার অন্তরে উল্লাস॥
একত্র হইয়া জুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
প্রভাতে প্রভুর পদ সেবে।
মধ্যাহ্নে মনুষ্য পূজে অপরাহ্ণ কালে ভজে
ভূত প্রেত রাক্ষস ভৈরবে॥৩॥
লোকাচারে কৃপানিধি দেবমানে শতাবধি
বৎসর ভুঞ্জিলা রাজভোগ।

দেখিয়া ভৈরব বিত্ত পার্ব্বতী সন্তোষ চিত্ত
স্মরণ হইলা সাংখ্যযোগ ॥৭॥

হিমালয়ের কাশী গমন

ঘোষা ॥ বারাড়ি ॥

প্রাণনাথ আমি অনুরূপ কি তোমার।
তুমি দয়া করি বল আপনার ॥

পয়ার ॥

চিরকাল আছে প্রভু বারাণসীবাসে।
দেখিতে হেমন্ত ঋতু আইলা কৈলাসে ॥
সভাশালা শূন্য দেখি শূন্য রত্নালয়।
হরগৌরী না দেখিয়া গিরির বিস্ময় ॥
মন্দর পর্ব্বতে গেলা শিবের উদ্দেশে।
গন্ধমাদনের শৃঙ্গ চাহিলা বিশেষে ॥
উমা না দেখিয়া চিন্তাকুল হিমবান্।
নিবর্ত্তিয়া পর্ব্বত আইলা নিজস্থান ॥
মেনকারে আসিয়া করিল অনুযোগ।
তোমার কারণে এই ভুঞ্জি তাপভোগ ॥
জননী হইয়া ঝিএ কহিলে নিষ্ঠুর।
জামাতা দুহিতা এই হেতু গেলা দূর ॥
ত্রিদেবার মধ্যে বড় দিল পঞ্চমুখ।
সেবকে সম্পদ্ দিয়া আপুনি ভিক্ষুক ॥
কিরূপে বঞ্চেন দুর্গা দরিদ্রের বাসে।
নাহি জানি ভোলানাথ আছে কোন্ দেশে॥
স্বামীর বচন শুনি রাণী অশ্রুমুখী।
রাণীর ক্রন্দনে বনে কান্দে মৃগ পাখী ॥
রাণী বলে গিরিরাজ শুনি লোকমুখে।
কাশীপুরে বিশ্বনাথ আছেন কৌতুকে ॥
রজত কাঞ্চন লহ হীরা নীলা মণি।
তসর কসর পাট পরিবার ভুনি ॥
ঘৃত মধু দধি লহ কলসী কলসী।
শকটে ভরিয়া শস্য কণ্ড রাশি রাশি ॥
কস্তুরী চন্দন লহ শুক্ল চামর।
ঝিএর উদ্দেশে শীঘ্র চল গিরিবর ॥
শুনিঞা মেনার বাক্য হিমালয় গিরি।
সহস্র শকট সাজি চলে কাশীপুরী ॥
উত্তরিল গিরিরাজ ক্ষেত্রের নিকটে।
দেখিলা কাশীর শোভা বরণার তটে ॥
সুবর্ণের রথ সব সুবর্ণের চাকা।
সুবর্ণকলসে উড়ে নেতের পতাকা ॥
সুবর্ণের ঘর দ্বার সুবর্ণের চাল।
প্রাচীর সুবর্ণময় তোরণ প্রবাল ॥
রত্নের গবাক্ষ নির্ম্মাইল অন্তঃপুরে।
বিরলে বসিলে যথি দৃষ্ট হয় দূরে ॥
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি যত নরনারীগণ।
পাটনেত পরিধান রত্নের ভূষণ ॥
দেবতা মনুষ্য কি বা লখিতে না পারি।
উর্ব্বশী সমান দেখি নগরে নাগরী ॥
সন্ন্যাসী কাপড়ি যেন দেখি সপ্ত ঋষি।
সকল দেবতাময় বারাণসীবাসী ॥
শিবের ঐশ্বর্য্য গিরি দেখিয়া নয়নে।
আপনারে অজ্ঞান করিয়া জানে মনে ॥
শিবের মায়ায় কোন্ জন হয় স্থির।
চিদানন্দময় সেই শিবের শরীর ॥
যাহারে সেবন করে অণিমাদি সিদ্ধি।
দরিদ্র বলিয়া তারে করি অল্পবুদ্ধি ॥
যত ধন দেখিল কাশীর পাঁশুকুড়ে।
তত ধন যক্ষের ভাণ্ডারে নাহি জুড়ে ॥
যত ধন রত্ন দেখি নগরের চালে।
তত ধন নাহি দেখি অষ্ট কুলাচলে ॥
লজ্জায় না গেলা গিরি নগর ভিতর।
স্থাপিলা রত্নের লিঙ্গ নাম রত্নেশ্বর ॥

সেই লিঙ্গ পূজা করি ছিলা এক রাত্রি।
প্রভাতে আইলা তথা যত দেবযাত্রী ॥
গুপ্তভাবে সেই সব দেবতার সাথে।
দেখিলেন গিরি হৈমবতী বিশ্বনাথে ॥
লজ্জায় ঝিয়েরে না করিলা পরিচয়।
আইলা আপন বাসে রাজা হিমালয় ॥
এইরূপে সদাশিব কাশীপুরে বৈসে।
মেনার সাক্ষাতে গিয়া প্রশংসে বিশেষে ॥
দেবতায় মনুষ্যে হৈল একত্তরে বাস।
ব্রহ্মার সাধনে হর চলিলা কৈলাস ॥
কাশী পঞ্চকোশী সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র।
গুপ্তভাবে আছে যথা ত্রিপুর ত্রিনেত্র ॥
কবিচন্দ্রবিরচিত গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে কৃপা কর পঞ্চানন ॥৮॥

পালা সাঙ্গ ॥

পরশুরাম ও রাবণের উপাখ্যান

মাতৃহত্যা

ভৃগুবংশে জমদগ্নি ক্রোধেতে সাক্ষাৎ অগ্নি
ব্রহ্মণ্যেতে ব্রহ্মার সমান।
কামধেনু তার ঘরে আছয়ে ব্রহ্মার বরে
নিত্য মুনি করে যজ্ঞ দান ॥
কার্ত্তবীর্য্য মহারাজা চন্দ্রবংশে মহাতেজা
বর দিল দত্তাত্রেয় মুনি।
নৃপতি সহস্র করে সহস্র আযুধ ধরে
ভ্রমে সব দিক্‌পাল জিনি ॥
ভাই রে, ত্রাসিত হইল সুরগণ।
ব্রহ্মারে করিয়া আগে দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগে
বিষ্ণুরে করিলা নিবেদন ॥ধ্রু॥
তুষ্ট হৈলা চক্রধর দিলা অভিমত বর
অবতার করি নিজ অংশে।
অর্জ্জুনে করিব ক্ষয় তোমরা না কর ভয়
বীর না রাখিব ক্ষেত্রিবংশে ॥
গেলা সভে নিজ স্থান জমদগ্নি পুণ্যবান্
তপস্যা করিল পুত্রকামে।
রেণুকা মুনির নারী তাহার গর্ব্ভেতে হরি
অবতীর্ণ হৈল রাম নামে ॥২॥
মুনির তনয় পঞ্চ জন।
সভার কনিষ্ঠ রাম ভৃগু ভক্ত গুণধাম
দেখিয়া সন্তোষ তপোধন ॥ধ্রু॥
ফল মূল আহরণে গেলা ভাই পঞ্চ জনে
রেণুকা করিতে গেলা স্নান।
সেই নর্ম্মদার জলে চিত্ররথ রাজা খেলে
নারীগণে করে চুম্বদান ॥
দেখিয়া তাহার ক্রীড়া রেণুকা পাইল ব্রীড়া
কামজ্বরে হইলা অস্থির।
পুলকিত কলেবর উষ্ণ শ্বাস নিরন্তর
শিথিলিত হইল শরীর ॥৩॥
রেণুকা আইলা নিজবাসে।
জানেন আপন স্বামী সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী
কম্প তার হইল তরাসে ॥ধ্রু॥
মুনি বলে তুমি সতী পর পুরুষের প্রতি
মতি তোর কল্লিল কেমনে।
পঞ্চ বালকের মাতা তবে হইলা কামচিন্তা
কি বা আর করিতা যৌবনে ॥

তুমি সব পাপীয়সী স্ত্রী জাতি অবিশ্বাসী
ব্যর্থ নহে বেদের বচন।
না আসিয় মোর পাশে প্রবেশ না হইয় বাসে
ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন ॥৪॥
কোপে মুনি অগ্নি হেন জ্বলে।
আইলা তথা চারি শিশু রুমণ্বান্ সুষেণ বসু
বিশ্বাবসু আইলা হেন কালে ॥ধ্রু॥
মুনি আজ্ঞা দিল ঝাঁট মায়ের মস্তক কাট
মায়ে হৈতে মহাগুরু পিতা।
শুনিঞা নিষ্ঠুর উক্তি চারি ভাই করি যুক্তি
মাতৃস্নেহে হৈল এক ভিতা ॥
বড়ই নির্দ্দয় বাপ তা সভারে দিল শাপ
পশু পক্ষ হৈল চারি জন।
রাম আইল হেন কালে মুনি আজ্ঞা দিল তারে
মাতৃমুণ্ড করহ ছেদন ॥৫॥
রাম পরশু লইয়া শীঘ্র হস্তে।
চিত্তে না গণিল ব্যথা কাটিয়া মায়ের মাথা
রাখে লৈয়া বাপের সাক্ষাতে ॥
দেখিয়া বাপের ভক্তি অসম সাহস শক্তি
সন্তোষ হইলা জমদগ্নি।
রাম দাণ্ডাইয়া আছে মুনি তারে বর যাচে
নির্ব্বাণ হইল যেন অগ্নি ॥
রাম বলে শুন বাপা যদি মোরে হৈল কৃপা
অকপটে কর বর দান।
মোরে যেন নহে পাপ খণ্ডিব ভাইয়ের শাপ
জননী পাইব পুনঃ প্রাণ ॥৬॥
বাপা হে, আমারে করহ চিরজীবী।
যত অপমান কথা বিস্মৃতি হইব মাতা
রচে গীত রামকৃষ্ণ কবি ॥ধ্রু॥১॥

পরশুরামের তপস্যা

পয়ার ॥

রাম বলে বাপা যদি কৈলে অনুকম্পা।
পাঁচ বর দিবে মোরে তুমি মহাতপা ॥
মুনি বলে তপ আমি করিল দুষ্কর।
সেই পুণ্যবলে তুমি হইবে অমর ॥
তোমার ভক্তিতে মোর ক্রোধ হইল সাম্য।
আশীর্ব্বাদ কৈল সিদ্ধ হইবেক কাম্য ॥
এই বাক্য মুনির মুখেতে হইল উক্ত।
চারি ভাই আইলা হইয়া শাপমুক্ত ॥
রেণুকার কন্ধ মুণ্ড করিল একত্র।
প্রোক্ষণ করিল লৈয়া কুশের ত্রিপত্র ॥
কর্ণেতে জপিয়া মন্ত্র দিলেন হুঙ্কার।
দেখিয়া বাপের তেজ রাম চমৎকার ॥
উঠিয়া বসিলা জমদগ্নির ব্রাহ্মণী।
নিদ্রা হৈতে উঠে হেন মনে অনুমানি ॥
করিতে লাগিলা গৃহপরিচর্য্যা কর্ম্ম।
বর দানে মুনি ক্ষয় কৈল পূর্ব্বধর্ম্ম ॥
রামেরে কহিল বৎস ভজ তুমি স্থাণু।
কর্ণেতে দিলেন তাঁর পঞ্চাক্ষর মনু ॥
এই মন্ত্র জপ কর বসিয়া কৈলাসে।
মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ভেটিবে কীর্ত্তিবাসে ॥
বাপের আজ্ঞায় রাম গেলা তপোবনে।
পূজা জপ করেন আছেন অনশনে ॥
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী আর রবিসংক্রমণে।
বিষ্টি ব্যতিপাত অর্ক অষ্টমীর দিনে ॥
অভিষেক করি গঙ্গোদক ফলোদকে।
বেদমন্ত্র পড়ি রুদ্র জয় শব্দে ডাকে ॥
অখণ্ড শ্রীফলপত্র শ্রীখণ্ডের রসে।
মল্লিকার মালা দেন রজনী দিবসে ॥

কমল সহস্রপত্র শ্বেত করবীর।
শ্বেত অর্ক পুষ্পমালা দেখিতে রুচির॥
কনকবালুকালিঙ্গ করিয়া নির্ম্মাণ।
পুষ্পে শোভা করিয়া শিবের নাম গান॥
হর স্মরহর ত্রিপুরারি ত্রিলোচন।
আদিদেব মহাদেব রুদ্র পঞ্চানন॥
অঙ্গভঙ্গে নৃত্য করি দেই হাততালি।
জটাধর আপুনি বিভূতি অক্ষমালী॥
এইরূপে সেবা করে দ্বাদশ বৎসর।
বিমানে আইসেন ওথা পার্ব্বতী শঙ্কর॥
দেখিঞা রামের প্রতি হইল করুণা।
পার্ব্বতী বলেন কেন দেখি অন্যমনা॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রনন্দিনি।
তপস্যা করেন বিষ্ণুঅংশে রাম মুনি॥
পথেতে ইহারে আমি হইব প্রত্যক্ষ।
পার্ব্বতী আমার বাম অঙ্গ কর লক্ষ্য॥
ঊর্দ্ধবাহু করি রাম হয় দণ্ডবত।
হেন কালে দেখে দিব্য তেজোময় রথ॥
হইল হরের মূর্ত্তি চক্ষুর গোচর।
সজল নয়ন পুলকিত কলেবর॥
শিব বলিলেন রাম মাগ তুমি বর।
তোমারে হইলাঙ আমি সন্তোষ অন্তর॥
রাম বলে অস্ত্রবিদ্যা করাইবে শিক্ষা।
দৈত্য দানবের যুদ্ধে করিব পরীক্ষা॥
পূর্ব্বে পিতা আমারে দিলেন এই বর।
শিবের শিষ্যত্ব পাবে হইবে অমর॥
এই সে কারণে তোমা করি আরাধন।
প্রসন্ন হইল চক্ষু দেখিল চরণ॥
তোমারে জানিতে প্রভু মোর কি বা শক্তি।
ফলোদয় হইল যত কৈল পিতৃভক্তি॥
প্রভু বলে রাম তুমি চাহ অস্ত্রবিদ্যা।
তপস্যা করহ সাঙ্গ যোগে হও সিদ্ধা॥

নিষ্পাপ হইয়া তুমি শিখ যুদ্ধশাস্ত্র।
এই বিদ্যা ধরিতে সংপ্রতি নহ পাত্র॥
অক্ষম জনেরে বিদ্যা করেন দাহন।
যোগবিদ্যা দিলা তাঁরে দেব পঞ্চানন॥
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা রাম যোগ সাধে।
দ্বাদশ বৎসর ক্ষুধা তৃষা নাহি বাধে॥
তপস্যা করিল রাম ত্রয়োদশ অব্দে।
দিনে ঊর্দ্ধবাহু ভ্রমে নিশি ঊর্দ্ধপদে॥
চতুর্দ্দশ বৎসরে যজ্ঞেতে হৈল ব্রতী।
হোমে পূর্ণা দিয়া মন্ত্র জপে ভৃগুপতি॥
শতরুদ্রী পাঠ করি দেবীসূক্ত জপে।
বশ হইলা হর গৌরী ভার্গবের তপে॥
সাক্ষাত হইলা দুঁহে দিলা পুত্রবর।
সঙ্গেতে থাকেন রাম শিষ্য সহচর॥
অস্ত্রবিদ্যা তাঁহারে দিলেন মহেশ্বর।
একদিন আইলা রাম আপনার ঘর॥
দেখিয়া সন্তোষ জমদগ্নি মুনিবর।
প্রণমিঞা বাপেরে কহিল বৃত্তান্তর॥
শুনি আনন্দিত হৈলা মুনি তপোধন।
শুন২ ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন॥
ইন্দ্র আসি তাহারে করিল সম্ভাষণ।
প্রবল হইল দৈত্য করহ দমন॥
ইন্দ্রের সহায় তিঁহো করিয়া সমর।
বধিল দানব দৈত্য অসুর বিস্তর॥
যুদ্ধহত যত দৈত্য জন্মিল ভূতলে।
জীবন লইয়া কথো প্রবেশে পাতালে॥
বিজয়ী হইলা রাম দৈত্যের বিবাদে।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে সাধুবাদে॥
যেই জন শুনে এই রামের চরিত্র।
আয়ু বৃদ্ধি হয় তার শরীর পবিত্র॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবের মঙ্গল।
শুনিলে ভক্তের হয় কামনা সফল॥২॥

জমদগ্নির আশ্রমে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন

ধানশী রাগ ॥

একদিন মৃগয়ায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যায়
সঙ্গে তার চতুরঙ্গ সেনা।
নৃপতি আপন রথে অস্ত্রশস্ত্র ধরে হাতে
আগে পাছে ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
ছাড়ি জন পুর দেশ বনে হৈলা পরবেশ
শ্রান্তি হৈল করিয়া মৃগয়া।
মুনির আশ্রমে বীর সসৈন্যে হইলা স্থির
পাইয়া বটপর্কটীর ছায়া ॥১॥
আশ্রমে ব্রাহ্মণী একাকিনী।
জমদগ্নি নাহি বাসে সৈন্য সঙ্গে পবিহাসে
আতিথ্য মাগিল নৃপমণি ॥ধ্রু॥
রেণুকা ধেনুর ঠাঞি প্রার্থনা করিয়া চাই
পাইয়া রত্নের সিংহাসন।
দেবতার অনুকল্প দিলা চন্দ্রাতপ তল্প
রাজযোগ্য কাঞ্চনভাজন ॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য দিলা যত ভক্ষ্য দ্রব্য
নীর পাত্র ওদন ব্যঞ্জন।
কর্পূর তাম্বূল মালা কুঙ্কুম চন্দন দিলা
অবশেষ বসন ভূষণ ॥২॥
নৃপতি পাইলা প্রীত হিতে হৈল বিপরীত
শুনিলেন ধেনুর মহিমা।
যাত্রাকালে ধাওয়াধাই আলুয়াইতে যায় গাই
ব্রাহ্মণী বলেন কর ক্ষমা ॥
তুমি রাজা দণ্ডকর্ত্তা সহস্র জনের ভর্ত্তা
ব্রাহ্মণে গোধন কর দান।
আমি ভূমি নাহি চষি অকিঞ্চন বনবাসী
না কর আমার অপমান ॥৩॥
চন্দ্রবংশে মহীপাল পিতৃতুল্য সর্ব্বকাল
ঘর করি তোমার আশ্রয়ে।
গাই মাত্র আছে ভাঁড়া পবিত্র করিয়া পাড়া
স্থান মার্জ্জি ইহার গোময়ে ॥
ব্রাহ্মণহিংসায় পাপ পরিণামে মনস্তাপ
নির্লজ্জ হইয়া বলি বাপা।
পতি পুত্র নাহি গেহে রামকৃষ্ণ দাস কহে
অনাথ দেখিয়া কর কৃপা ॥৪॥১॥

কামধেনুর বৎস হরণ

পয়ার ॥

ব্রাহ্মণীর কথা রাজা শুনেন শ্রবণে।
গাই আনিবারে আজ্ঞা দিল দূতগণে ॥
রেণুকা ধেনুর কাছে করেন রোদন।
প্রসব হৈলা গাবী রৌদ্র সেনাগণ ॥
সন্নাহ টোপর অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধসাজে।
রথের উপরে কেহ কেহ মত্ত গজে ॥
কেহ তুরঙ্গমে কেহ মহিষের পৃষ্ঠে।
বৃষভ গর্দ্দভে কেহ কেহ উঠে উটে ॥
কেহ পদব্রজে ধায় ডাকে মার মার।
প্রথমে রাজার দূতে করিল প্রহার ॥
দূতের দুর্গতি দেখি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
ক্ষেমা না হইল ক্রোধ করিয়া দ্বিগুণ ॥
পুষ্পোদ্যান কন্দ মূল বন উপবন।
হস্তী রথ পদাতিকে করিল মর্দ্দন ॥
হইল বড়ই যুদ্ধ সেই দুই দলে।
প্রবল ধেনুর সেনা সমুদ্র উথলে ॥
নৃপতির সেনায় অক্ষত নাহি অঙ্গ।
কাতর হইআ সভে রণে দিলা ভঙ্গ ॥
কবচে আচ্ছাদে রাজা আপনার তনু।
এককালে টানে বীর পাঁচ শত ধনু ॥
শরেতে ছাইল জমদগ্নির আশ্রম।
দেবীসেনাগণ বেড়ে করিয়া বিক্রম ॥

সহিতে না পারি রাজা অস্ত্রের প্রহার।
অন্তরে মানিল আপনারে সে ধিকার ॥
দেখিল গাবীর বৎস নর্ম্মদার কূলে।
বাছুর ধরিয়া রাজা নিজ রথে তোলে ॥
সৈন্য সঙ্গে কার্ত্তবীর্য্য করিল প্রয়াণ।
দেবীসেনাগণ এথা হৈল অন্তর্ধান ॥

জমদগ্নি বধ

আশ্রমে আইলা জমদগ্নি তপোধন।
আইলা পরশুরাম ভাই পঞ্চ জন ॥
দূরে হৈতে শুনি রাম গোধনের হামি।
রুধিরে কর্দ্দম হইয়াছে সেই ভূমি ॥
বন রক্তে রাঙ্গা হৈল ছিটা গাছে পাতে।
যুদ্ধস্থলী কন্ধ মুণ্ড দেখেন সাক্ষাতে ॥
দূরে হৈতে মায়ের শুনিল উচ্চ স্বর।
মায়ের রোদনে রামের বিদরে অন্তর ॥
জিজ্ঞাসা করিলা রাম যুদ্ধবিবরণ।
শুনিলা জননীমুখে বৎসের হরণ ॥
মহারুদ্র স্মরণ করিয়া ভৃগুপতি।
কুঠার করিয়া করে চলে শীঘ্রগতি ॥
দাণ্ডাইল রাজার আসিয়া সিংহদ্বারে।
সম্বাদ কহিয়া পাঠাইল প্রতিহারে ॥
তুমি রাজচক্রবর্ত্তী আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমি নাহি করি রাজকর নাহি ধরি ॥
আনিলে আমার বৎস কোন্ অপরাধে।
ব্রাহ্মণের বৎস দেহ কার্য্য নাহি বাদে ॥
বিনয়বচনে যদি না ছাড় বাছুর।
যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে যদি হও শূর ॥
এই বাক্য দ্বারপাল জানাইল রাজায়।
বিধির নির্বন্ধ তাহা খণ্ডন না যায় ॥
অস্ত্র শস্ত্র লৈয়া রাজা হইল বাহির।
সহস্রেক বাহু তার দুর্জ্জয় শরীর ॥

অর্জ্জুনে দেখিয়া রাম স্মরেন ত্রিনেত্র।
ন্যায়যুদ্ধ করিবারে চলে কুরুক্ষেত্র ॥
হইল বড়ই রণ সেই দুই বীরে।
না বাজে রাজার বাণ রামের শরীরে ॥
কোপেতে করেন রাম পরশু প্রহার।
শত হস্ত তাহার কাটিল একেবার ॥
বারে বারে হস্ত যদি হইল নির্ম্মূল।
ধাইল অর্জ্জুন রাজা মুখে করি শূল ॥
মস্তক তাহার রাম কাটিল কুঠারে।
কবন্ধ পড়িল মহী কম্পমান ভরে ॥
পূর্ব্বে মনস্তাপ দিয়াছিলা পুরন্দরে।
বিমানে ধরিয়াছিলা না পাইয়া অম্বরে ॥
সেই মনোদুঃখ পরিশোধের কারণে।
শচী সঙ্গে পুরন্দর আছেন বিমানে ॥
করিল কুসুমবৃষ্টি রামের উপরি।
বৎস লৈয়া গেল রাম আপনার পুরী ॥
বৎস পাইয়া সন্তোষ হইলা হোমধেনু।
পানাঞা পিয়ায় স্তন স্নেহে লিহে তনু ॥
রেণুকা বলেন আজি আমি বীরমাতা।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী করিল বিধাতা ॥
রজনী প্রভাতে রাম গেলা শিবালয়।
ন্যায়যুদ্ধ জানি মুনি আছেন নির্ভয় ॥
আর চারি পুত্র গেলা বন বিচারিতে।
অর্জ্জুনের পুত্রগণ আইল আচম্বিতে ॥
সন্ধ্যা করে জমদগ্নি বসিয়া আসনে।
রাজপুত্রগণ আসি ছাইলেক বাণে ॥
আশেপাশে বুকে পিঠে চোখ চোখ শর।
রক্তে রাঙ্গা হৈল মুনি ঘায়েতে জর্জ্জর ॥
রাম রাম শব্দ করি তেজিল জীবন।
রাজপুত্রগণ গেলা আপন ভবন ॥
রেণুকা রোদন করে লৈয়া মৃতদেহ;
হেন কালে রাম আসি প্রবেশিলা গেহ ॥

বাণের বিপাক মৃত্যু দেখিয়া ভার্গব।
স্মরণ করিলা সদাশিব ভব্য ভব॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর ত্রিলোচন॥২॥

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা

পাহিড়া রাগ॥

এই ছিল কর্ম্মসূত্রে বিদ্যমান পঞ্চ পুত্রে
অপমৃত্যে হইলা মরণ।
না দেখিল মৃত্যুকালে প্রাণ দিলা শরজালে
জন্মাবধি রাখিলে স্মরণ॥
আমি মূর্খ অল্পবুদ্ধি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে বধি
শত্রুপক্ষে করিল বিশ্বাস।
কুমার হইয়া ক্রুদ্ধ করিয়া অন্যায় যুদ্ধ
বৃদ্ধ বাপে করিল বিনাশ॥১॥
মাতা গ, তোমার সাক্ষাতে এই পণ।
বধিয়া কুমারবর্গ তাতেরে লইব স্বর্গ
শত্রুরক্তে করিয়া তর্পণ॥ধ্রু॥
চন্দ্রসূর্য্যকুলে যত জন্মিব অসুর মত
ব্রাহ্মণ গোধন ধর্ম্ম হিংসে।
তবে মুঞি হও রাম না থুইব বীর নাম
চন্দ্র সূর্য্য দুঁহাকার বংশে॥
নিক্ষেত্রি করিয়া ক্ষিতি কারাগারে গর্ভবতী
রাখিয়া করিমু বংশলোপ।
শূন্য ঘরে পাইয়া বাপে বিন্ধিলেক মৃগরূপে
নাহি জানে ভার্গবের কোপ॥২॥
পতিব্রতা তুমি মাতা না হইয় সহমৃতা
দেখ তুমি পুত্রের পৌরুষ।
যতিত্ব ধর্ম্মেতে সতী মুক্ত করে নিজ পতি
অন্তে পায় আপন পুরুষ॥

বচন অমৃতবৃষ্টে বেদ পুরাণের দৃষ্টে
সান্ত্বাইয়া আপন জননী।
ফুকরিয়া কান্দে রাম বিধি মোরে হৈল বাম
পুত্রদোষে প্রাণ দিল মুনি॥৩॥
আমি বড় কুলাধম দর্পেতে হইল ভ্রম
সর্পের শাবকে হইল ঘৃণা।
বিধবা হইল মাতা মর্ম্মেতে পাইল ব্যথা
ধিক্ ধিক্ মোর বীরপণা॥
নর্ম্মদার তটে চিতা রচিয়া আনিল পিতা
অগ্নিকার্য্য কৈল পঞ্চ জনে।
নিমন্ত্রিয়া জ্ঞাতি গোত্রে শুচি হৈল তিন রাত্রে
শ্রাদ্ধ কৈল বিধির বিধানে॥৪॥
পঞ্চম দিবসে গেলা শঙ্করের সভাশালা
রত্নশিলা কৈলাসশিখরে।
হর গৌরী ভদ্রাসনে গজানন ষড়াননে
দুই ভাই আছে জোড়করে॥
নারদ সঙ্গীতরসে প্রভুর মহিমা ঘোষে
বলাইয়া বল্লকীর তারে।
পিনাকেতে পশুপতি আপুনি পুরেন শ্রুতি
ধ্বনি যেন ভ্রমর গুঞ্জরে॥৫॥
হেন কালে ভৃগুপতি ক্ষিতি লোটাইয়া নতি
নিবেদন কৈল নিজ দুঃখ।
ভক্তের কাতর কথা শুনিঞা পাইল ব্যথা
প্রসন্ন হইল পঞ্চমুখ॥
হইব কামনা সিদ্ধি আমারে জনকবুদ্ধি
করিয়া বিস্মৃত হও শোক।
যাও তুমি নিজ বাসে রামকৃষ্ণ দাস ভাষে
ভার্গব আইলা মর্ত্তলোক॥৬॥৩॥

পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ

ঘোষা ॥

শিব শঙ্কর হে সুন্দর গঙ্গাধর ॥
ভবসমুদ্র তরণে নৌকা হর হর ॥

পয়ার ॥

শিবের প্রসাদে রাম ত্রৈলোক্যবিজয়ী।
জপ করে ত্রিলোচন হয়্যা শুদ্ধ চই ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া রাম সেই কুরুক্ষেত্রে।
যুদ্ধেতে বধিল যত অর্জ্জুনের পুত্রে ॥
বধিল তাহার যত সহায় রাজন্যে।
ক্ষেত্রি বিনে রাম অস্ত্র নাহি ধরে অন্যে ॥
স্বহস্তে করিল রাম পিতৃশত্রু বধ।
কুরুক্ষেত্রে করিল রক্তের পঞ্চ হ্রদ ॥
কেশেতে করিল কুশ কর্পরেতে কুশী।
রক্তের তর্পণে মুনি হৈলা স্বর্গবাসী ॥
বাপের উদ্ধার করি আরম্ভিলা যজ্ঞ।
যজ্ঞে পূর্ণা দিলা শেষে রাম সমযজ্ঞ ॥
রামের পৌরুষ বাঢ়ে মহেশের কৃপা।
কশ্যপেরে দান দিল মহী সপ্তদ্বীপা ॥
এইরূপে কালে কালে একবিংশ বার।
যুদ্ধেতে করিল রাম ক্ষেত্রির সংহার ॥
দ্বীপ দ্বীপান্তরে রাম করেন বিক্রমা।
সমুদ্র অবধি পৃথিবীর চতুঃসীমা ॥
শ্রবণে শুনেন যথা ক্ষেত্রির প্রশ্রয়।
রাম তথা গিয়া করেন অকালে প্রলয় ॥
অক্ষৌহিণী বাহিনী পৃতনা অনীকিনী।
এক রাম ভ্রমে চতুরঙ্গ চমূ জিনি ॥
ক্ষেত্রির রুধিরে পৃথ্বী করিয়া পঙ্কিলা।
পিতৃপুণ্যে উৎসর্গিয়া কশ্যপেরে দিলা ॥
তেকারণে হৈল নাম ধরার কাশ্যপী।
দুষ্টের দমনকর্ত্তা রাম বিষ্ণুরূপী ॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে রাম করিলা নিবাস।
করেন শিবের সেবা আসিয়া কৈলাস ॥

রাবণের বরলাভ

লঙ্কার রাবণ যত রাক্ষসের রাজা।
কৈলাসে আসিয়া নিত্য করে শিবপূজা ॥
আপনার হস্তে আপনার মুণ্ড কাটে।
শিবের কৃপায় তার আর মুণ্ড উঠে ॥
দশ মুণ্ড বিশ হস্তে নাচে অঙ্গভঙ্গে।
স্তব পাঠ করে প্রণিপাত অষ্ট অঙ্গে ॥
রাবণে সন্তুষ্ট হর দেখি দৃঢ় ভক্তি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারে দিল হেন শক্তি ॥
দিগ্‌বিজয়ী হৈল শঙ্করের বরে।
বড়ই মত্ততা তার জন্মিল অন্তরে ॥
চিত্তে জানে আমি শঙ্করের প্রিয় দাস।
একদিন সেইরূপে আইলা কৈলাস ॥
হর গৌরী আছেন বসিয়া বরাসনে।
পারিষদ নারদ আছেন বিদ্যমানে ॥
আছেন পরশুরাম দুর্ব্বাসা দেবল।
আছেন গণেশ ষডানন মহাবল ॥
হেন কালে আইল লঙ্কার অধিপতি।
সব্য অপসব্য প্রদক্ষিণ নরপতি ॥
বিশ হস্ত দশ মুণ্ড সব করে নাটে।
স্তব্ধ সভাখণ্ড রাবণের স্তুতিপাঠে ॥
নিবেদন করে শিবে চিত্তে নাহি শঙ্কা।
মোরে কৃপা কর যদি চল তবে লঙ্কা ॥
রাবণের বচনে হাসেন কীর্ত্তিবাস।
প্রভু বলে আমি কভু না ছাড়ি কৈলাস ॥
শরীরের তেজে তার বুদ্ধি হৈল নাস।
কৈলাস তুলিতে সেই করিল প্রয়াস ॥
বিদায় হইয়া চলে পর্ব্বতের হেঠ।
সিংহদ্বারে নন্দীশ্বর সঙ্গে হৈল ভেট ॥

দেখিয়া নন্দির মুখ উপজিল হাস।
যেমত ঠাকুর তার অনুরূপ দাস ॥
নন্দি বলে আমি কপিমুখ ব্রহ্মশাপে।
লঙ্কা মজিবেক তোর কপির প্রতাপে ॥
পাইয়া হরের বর মদমত্ত অন্ধ।
অচিরাৎ তোমার পড়িব দশ স্কন্ধ ॥
নন্দীশ্বর সহিত করিয়া বাক্যব্যয়।
পর্ব্বত তুলিতে যায় দুরন্তহৃদয় ॥
শালবৃক্ষ সদৃশ বিংশতি ভুজস্তম্ভ।
সাবটিয়া ধরে করে গিরির নিতম্ব ॥
পরাক্রমে রাবণ পর্ব্বত দেই নাড়া।
যোজন প্রমাণ উঠে পর্ব্বতের গোড়া ॥
টলবল করে গিরি কাঁপিল মেদিনী।
শিবের সাক্ষাতে শঙ্কা পাইল ভবানী ॥
কার্ত্তিক গণেশ দুঁহে করে টলবল।
ভূমেতে পড়িল শিষ্য মহর্ষি সকল ॥
ফল পুষ্প পড়ে বৃক্ষ করে মড় মড়।
প্রলয়কালের যেন নিদারুণ ঝড় ॥
কমলের নাল হেন গিরিবর দোলে।
সম্ভ্রমে করিলা প্রভু অপর্ণারে কোলে ॥
বৃদ্ধ অঙ্গুলেতে ভর দিলেন পর্ব্বতে।
ব্যস্ত হস্ত দশানন ব্যথা পায় হাতে ॥
লজ্জায় কৈলাস ছাড়ি করিল প্রয়াণ।
সহিয়া নন্দির শাপ হইলা ম্রিয়মাণ ॥
শঙ্করের ঠাঞি তার হৈল অপরাধ।
ত্রেতা যুগে লঙ্কা দিয়া পড়িব প্রমাদ ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিব যেই ভজে।
অন্তকালে শিবঅপরাধে সেই মজে ॥৪॥

রাবণের জন্মবিবরণ

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

গণেশের হৈল কোপ কার্ত্তিক মোচড়ে গোঁফ
নন্দি গদা হাতে করি লোফে।
যতেক প্রমথগণ টানি নিলা শরাসন
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সায়ক আরোপে ॥
বলেন পরশুরাম আজ্ঞা কর গুণধাম
দমন করিব দশস্কন্ধে।
অনুমতি দেও বধি নহে কিছু ধার শুধি
চক্ষুদান হয় যেন অন্ধে ॥১॥
গণেশে নিষেধ করেন কীর্ত্তিবাস।
রাবণে বধিব হরি ক্ষেত্রিকুলে অবতরি
তুমি সব না কর প্রয়াস ॥ধ্রু॥
জয় বিজয় পূর্ব্বে জন্মিল দিতির গর্ভে
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
নৃসিংহ বরাহবপু ধরিয়া বধিল রিপু
সত্যযুগে দেব কমলাক্ষ ॥
ত্রেতার শুনহ কথা যক্ষ রাক্ষসের পিতা
পুলস্ত্যের তনয় বিশ্রবা।
কুবের গাবির গর্ভে জন্মিয়াছিলেন পূর্ব্বে
করিলেন বিশ্রবার সেবা ॥২॥
জনকেরে অনুচরী দিল তিন নিশাচরী
তিনেতে জন্মিল চারি জন।
রাবণ সভার জ্যেষ্ঠ রাক্ষসের কুলশ্রেষ্ঠ
কুম্ভকর্ণ খর বিভীষণ ॥
লঙ্কা কাঞ্চনের পুরী যক্ষ ছিলা অধিকারী
রাবণ লইল ভাই বাঁটে।
কুবের চিন্তিলা পথ দিলেন পুষ্পক রথ
কলহ কখন ন্যাহি আঁটে ॥৩॥
সেই হৈতে ধনাধ্যক্ষ আমার সহিত সখ্য
আচরিয়া আইলা কৈলাসে।

লঙ্কায় রাবণ রাজা নিশাচরগণ প্রজা
যুদ্ধ জিনি ত্রিভুবন শাসে ॥
পাইয়া উত্তম পদ বাড়িল নীচের মদ
মজিবেক আপনার দোষে।
রামকৃষ্ণ দাস কহে বড় যেই সেই সহে
মহারুদ্র ক্ষমা দিল রোষে ॥৪॥৫॥

রাবণবধের উপায়

পয়ার ॥

প্রভু বলে শুন পুত্র গুহ গজানন।
নন্দীশ্বর মহাকাল করাল ভীষণ ॥
কাহারে সাজিয়া যাও শুনহ ভার্গব।
আমার সেবায় দশকন্ধের বিভব ॥
মরিবার তরে উঠে পিপীলির পাখ।
তোমা সভাকার আগে সে কোন্ বরাক ॥
স্বহস্তে রোপিয়া নাহি কাটি বিষবৃক্ষে।
বিনাশ করিব ইবে কোন উপলক্ষ্যে ॥
প্রভুর নিষেধবাক্যে সভে হৈলা স্থির।
নিজ স্থানে বিদায় হইলা যত বীর ॥
মহর্ষি দেবর্ষি গেলা যথা যেই বৈসে।
আশ্রমে চলিলা সভে দিবসের শেষে ॥
রহস্তে পার্ব্বতী হয় আছেন কৈলাসে।
পার্ব্বতী করেন পৃচ্ছা সুধা সম ভাষে ॥
আজি দেবদেব বড় দেখিল আশ্চর্য্য।
রাবণের দোষেতে ধরিলে তুমি ধৈর্য্য ॥
প্রভু বলে শুন দুর্গা ইহার কারণ।
রাবণের হইয়াছে আসন্ন মরণ ॥
সহায় আছিলাঙ আমি দেবগণ বাদী।
দৈবেতে জন্মায় মদ হয় অপরাধী ॥
আছিল যতেক কাল আমা প্রতি আস্থা।
তেকারণে নাহি হই আমি তার শাস্তা ॥
বরদর্পে অতিশয় করে দুরাচার।
আজি হৈতে কুণ্ঠশক্তি হইল তাহার ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ রাজচক্রবর্ত্তী।
প্রকাশ পাইব তথা রাম বিষ্ণুমূর্ত্তি ॥
চারি ভাই রাম জন্মিবেন চারি অংশে।
লঙ্কা গিয়া দশাননে বধিব সবংশে ॥ ৫ ॥

পালা সাঙ্গ ॥

বাণরাজার উপাখ্যান

বাণের বর প্রার্থনা

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

বলির নন্দন বাণ দৈত্যবংশে পুণ্যবান্
তপস্যা করিল তিন যুগে।
সহে শীত বাতাতপ একপদে করে জপ
সর্ব্বক্ষণ থাকে উর্দ্ধমুখে ॥
দেখিয়া একান্ত ভক্তি প্রসন্না পার্ব্বতীপতি
দম্পত্যেতে দিলা দরশন।
দ্বাপর যুগের শেষে কলিযুগ পরবেশে
চক্ষু মেলি চাহে তপোধন ॥১॥
ভাই রে, দেখে বাণ অম্বরে বিমান।
দিঠি না সঞ্চরে তেজে সেই ত রথের মাঝে
পার্ব্বতী শঙ্কর বিদ্যমান ॥ ধ্রু ॥
মুষিকবাহন গজ তার কাছে শিখিধ্বজ
নন্দি মহাকাল দুই পাশে।

দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত বাণ রাজা করে নৃত্য
স্তুতি নতি গদগদ ভাষে ॥
আজি সে জীবন শ্লাঘ্য অনেক কল্পের ভাগ্য
দেখিলাঙ তোমার চরণ।
শুন প্রভু পঞ্চাস্য অধমেরে দেহ দাস্য
এই মোর নিজ নিবেদন ॥২॥
অন্তরে সন্তত তাপ পাতালে রহিলা বাপ
বামন ছলিয়া লয় রাজ্য।
বর দেও শূলপাণি দিক্‌পালে যেন জিনি
স্বর্গরাজ্যে নাহি মোর কার্য্য ॥
না হৈব বিষ্ণুর বধ আর যত দিবিষদ
সংগ্রামে জিনিব সভাকারে।
অগ্নির মধ্যেতে পুরী দেহ মোরে ত্রিপুরারি
দেবে যেন লঙ্ঘিতে না পারে ॥৩॥
দেবের বদনে বাণী পুত্র সম্বোধন শুনি
তবে হয় তপস্যার ফল।
অমর করহ দেহ পুত্র তুল্য কর স্নেহ
কুমার সমান দেহ বল ॥
যেন নন্দি মহাকাল সঙ্গে থাকি সর্ব্বকাল
এই সে আমার অভিলাষ।
বিপুল পুলক গাত্রে অশ্রুপাত হয় নেত্রে
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

বাণের বরলাভ

ঘোষা ॥

শুন রে অবুধ মন শমন নিকট।
সাবহেলে আছে কাল ধরিয়াছে জট ॥

পয়ার ॥

এত যদি প্রার্থনা করিল দৈত্যপতি।
হাসিয়া চাহিলা প্রভু পার্ব্বতীর প্রতি ॥
পুত্রবর দেহ দেবি করহ আহ্বান।
আজি হৈতে বাণ রাজা কুমার সমান ॥
প্রভুর আজ্ঞায় দেবী দিলা পুত্রবর।
এই ত শরীরে তুমি হইবে অমর ॥
কার্ত্তিকের সম বল হইব তোমার।
আজি হৈতে তুমি পুত্র হইলে আমার ॥
প্রভু বর দিলা তারে হইয়া সদয়।
দিক্‌পাল তোমারে মানিব পরাজয় ॥
বিষ্ণু পক্ষে বাণ তুমি না করিহ ভয়।
ভোগান্তে পাইবে রুদ্রলোকেতে আশ্রয় ॥
এই দেহে নৃপতি হইবে মহাকাল।
সহচর হইয়া রহিবে চিরকাল ॥
কালার তনয় এই মহাকাল বীর।
কশ্যপের ঔরস দুর্জ্জয় শরীর ॥
যত কালকেয়গণে বিষ্ণু কৈলা বধ।
মহাকাল পাইলেন অমরত্বপদ ॥
শিশুকাল হৈতে সেবা করিল আমার।
পুত্রবর দিল আমি মৃত্যু নাহি আর ॥
কল্পান্ত পর্য্যন্ত মহাকাল সহচর।
তুমিহ হইবে মহাকালের দোসর ॥
কুমার তাহারে তুষ্ট হইলা প্রচুর।
বাহন করিয়া দিলা সঙ্গের ময়ূর ॥
বিষ্ণুর গরুড় যেন সংগ্রামে চতুর।
রথের সারথি যেন সূর্য্যের অনূর ॥
তেনরূপ বাহন পাইলা বাণ রাজা।
শক্তিশেল পাইলা আর অগ্নিবর্ণ ধ্বজা ॥
লম্বোদর নাগপাশ করিল প্রসাদ।
অক্ষমালা গলে দিয়া কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
মহাকাল দণ্ড দিলা গদা দিলা নন্দি।
কৌতুকে নাচেন বাণ পরম আনন্দী ॥
ভ্রুকুটি করিয়া নাচে সহস্রেক হাথে।
অঙ্গভঙ্গে রসবান্ কৈল বিশ্বনাথে ॥

পুনর্ব্বার হাসিয়া বলেন গঙ্গাধর।
বর মাগ বাণ চিত্তে আছে যেই বর ॥
বাণ বলে প্রসন্ন হইলা পঞ্চানন।
এই পাদপদ্ম যেন দেখি অনুক্ষণ ॥
পৃথিবীতে আমারে রাখিবে যত কাল।
স্মরণ করিলে দেখা পাইব তৎকাল ॥
ত্রিসন্ধি পূজায় প্রভু যবে ধরি ধ্যান।
পূজাকালে তোমারে দেখিব বিদ্যমান ॥
শুনিঞা বাণের বাক্য সন্তোষ শঙ্কর।
দিলেন বাণের প্রতি মনোভীষ্ট বর ॥
স্মরণ করিলে তুমি পাইবে সাক্ষাত।
পুরীর ভিতরে দিহ রচিয়া প্রাসাদ ॥
তাহাতে রহিয়া আমি করিব বিশ্রাম।
আজি হৈতে ধরিলাঙ বাণেশ্বর নাম ॥
কার্ত্তিকের প্রতি আজ্ঞা করিলা ঈশান।
বাণেরে দেখিবে নিজ অনুজ সমান ॥
আজি হৈতে পুত্র তুমি বাণের রক্ষক।
বাণের নিকটে নাহি আসিব অন্তক ॥
না হৈব অকালমৃত্যু নাহি রোগ শোক।
বাণের যতেক প্রজা যাইব শিবলোক ॥

দেবগণের পরাভব

এতেক বলিয়া হর হৈলা অন্তর্ধান।
ময় দানবেরে বাণ করিল আহ্বান ॥
চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মধ্যেতে জনপদ।
নগর চত্বর কৈল রাজপরিচ্ছদ ॥
জ্ঞাতি গোত্র লইয়া বসিলা দৈত্যরাজ।
হইল শোণিতপুরে দৈত্যের সমাজ ॥
গৌরী শঙ্করের পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
বন উপবন হর্ম্ম্য কৈলাস সমান ॥
দিব্য নদী সরোবর সুধা সম নীর।
কাঞ্চনের সরোবর কাঞ্চনের তীর ॥

রত্নময় গৃহদ্বার মাণিক্য কলস।
ধ্বজ পতাকা করে অম্বর পরশ ॥
কার্ত্তিক সৃজিয়া দিলা অনলের গড়।
পুরীর বাহিরে অনুক্ষণ বহে ঝড় ॥
আকাশ পরশে সেই অনলের শিখা।
সেই তেজে রক্তবর্ণ পুরী যায় দেখা ॥
এই সে কারণে নাম শোণিতনগরী।
বলির নন্দন বাণ তথি অধিকারী ॥
সঙ্গেতে প্রমথগণ আপুনি কুমার।
অহর্নিশ পুরী রক্ষা করেন তাহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ দশ দিক্‌পাল।
পুরী প্রবেশিতে ক্ষম নহে মৃত্যু কাল ॥
শিবের সেবক বাণতুল্য নহে আর।
নন্দি মহাকাল তার পুরে প্রতিহার ॥
দেবতার অলভ্য পাইল দিব্য পুরী।
দিগ্‌বিজয় করিবারে চলে যাত্রা করি ॥
প্রথমে অমরাবতী করিল প্রয়াণ।
ক্রোধে পুরন্দর তারে মারে বজ্রবাণ ॥
শঙ্করের বরে বজ্র না ফুটিল অঙ্গে।
পরাজয় মানে ইন্দ্র পুলোমজা সঙ্গে ॥
পুলোমের কন্যা শচী এই অনুরোধে।
রাখিল ইন্দ্রের মান প্রাণে নাহি বধে ॥
পারিজাত পুষ্প ভেট পাইল তথায়।
আর যত দিক্‌পাল দেখিয়া পালায় ॥
সত্যযুগে পূর্ব্বে রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
দশ দিক্ বিজয় করিল পুনঃ পুন ॥
তবে দিগ্‌বিজয় করিলা দশস্কন্ধ।
শঙ্করের বরে সভে মদে হয় অন্ধ ॥
ইবে দিগ্‌বিজয় করিলা বাণরাজা।
দিক্‌পাল সকল করিল তার পূজা ॥
বাণের সহিত কেহ না করে বিবাদ।
চিত্তে নাহি পুরে তার সংগ্রামের সাধ ॥

একদিন পূজার সময়ে দৈত্যপতি।
সাক্ষাৎ পাইয়া শিবে করিল প্রণতি॥
গালবাদ্য বাজাইয়া নাচে অঙ্গভঙ্গে।
দেখিয়া হরিষ হর পার্ব্বতীর সঙ্গে॥
সহস্র হস্তেতে বাণ করিয়া অঞ্জলি।
জয় মৃত্যুঞ্জয় বলি ডাকে বাহু তুলি॥
পুনর্ব্বার বর তারে যাচেন ঈশান।
বাণ বলে তুষ্ট যদি আছ ভগবান্॥
মহাযুদ্ধ পাই যেন দেও এই বর।
নহে কেনে দিলে মোরে সহস্রেক কর॥
যুদ্ধ বিনে ব্যর্থ বাহু শরীরের ভার।
যুদ্ধে সমবল কেহ নাহিক আমার॥
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন।
হরিবংশমতে গাই উষার হরণ॥

মন্ত্রিগণের বিবাদ

ধানসীরাগ॥

বাণ বালকের বাণী শুন চন্দ্রচূড়ামণি
জয় কৈল তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর দণ্ডধর জলেশ্বর
সমস্কন্ধ কেহ নহে বাদে॥
নরসিংহ ত্রিবিক্রম যজ্ঞবরাহের সম
বীর যদি পাই আমি রণে।
তবে পূর্ণ হয় কাম শুন প্রভু গুণধাম
আজ্ঞা দেহ মোর নিবেদনে॥১॥
হয় হয় হাসিয়া বলেন মহেশ্বর।
তুমি বাণ মতিশুদ্ধ পাইবে সদৃশ যুদ্ধ
দিল এই মনোভীষ্ট বর॥ধ্রু॥
শুন কহি বাণ রাজা শিখণ্ডি সহিত ধ্বজা
ভাঙ্গিয়া পড়িব যেই দিনে।
আচম্বিতে সেই মাসে যুদ্ধ পাবে নিজবাসে
আজি হইতে রহ সাবধানে॥
দিয়া তারে এই বর অদৃশ্য হইলা হর
নৃপতি বসিলা বরাসনে।
আইলা শচীর ভাগ মাথায় মুকুট পাগ
প্রণিপাত রাজার চরণে॥২॥
ভাই রে, অন্তরে সন্তোষ বাণ রাজা।
সেই ভদ্রাসনে বসি অনুক্ষণ দিবানিশি
নিরীক্ষণ করে সেই ধ্বজা॥ধ্রু॥
কুষ্মাণ্ড নামেতে পাত্র জানে সেই সর্ব্বশাস্ত্র
জিজ্ঞাসা করিলা সঙ্গোপনে।
কহ দৈত্য অধিপতি দেখি বড় হৃষ্টমতি
কি বা বর মাগিলে ঈশানে॥
বাপ পাতালেতে বন্দী তাহার উদয় সন্ধি
সাধনে বড়ই পুরুষার্থ।
কি বা সুদর্শন ভয় পুর হৈল মহাশয়
কি সুখে আছহ চরিতার্থ॥৩॥
রাজা হে, কোন্ বর দিলা ত্রিপুরারি।
কহ মোরে অকপটে কি বা পুরন্দরপাটে
হইবে স্বর্গের অধিকারী॥ধ্রু॥
বলে বাণ হাস্যমুখে কি আছে স্বর্গের সুখে
সুরেন্দ্রবিজয়ী মোর নাম।
হৃষ্ট আমি এই হেতু যদি ভাঙ্গে শিখী কেতু
তবে পাই সদৃশ সংগ্রাম॥
শুনিঞা রাজার ভাষা মন্ত্রিগণ ভগ্ন আশা
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া যুক্তি করে।
বিধি বাম হৈল দৈত্যে রহিতে না দিল মর্ত্তে
ভোগাস্ত হইল এত দূরে॥৪॥
ভাই রে, শুনিঞা বাণের হইল হাস্য।
রচে গীত কবিচন্দ্র জিনিল যমের তন্ত্র
সাধিলাঙ শঙ্করের দাস্য॥ধ্রু॥

উষার শিবপূজা

সাক্ষাতে রাজার কেহ না কহে তরাসে।
কাণাকাণি ঠারাঠারি কহে আশেপাশে ॥
মহামনকথা হৈল রমণী পুরুষে।
নাহি জানি কোন্ বিঘ্ন হয় দৈত্যদেশে ॥
ভদ্রাসনে দৈত্যপতি বসি অনুক্ষণ।
একদৃষ্টে করে সেই ধ্বজা নিরীক্ষণ ॥
উষা নামে রাজকন্যা পরম রূপসী।
অন্তঃপুরে থাকে উষা পুরুষবিদ্বেষী ॥
উদ্ভিন্ন যৌবনচিহ্ন দেখিয়া শরীরে।
উপদেশ দিয়া এই কহিল ঝিএরে ॥
ভক্তিভাবে পূজ মা গ উমা মহেশ্বর।
দেবীর প্রসাদে পাবে মনোনীত বর ॥
চিত্রলেখা চন্দ্ররেখা সঙ্গে করি সখী।
হর গৌরী বিদ্যমানে হইবে নর্ত্তকী ॥
নৃত্যগীতে রস বড় ভোলা মহেশ্বর।
হর বর দিলে তবে রচি স্বয়ম্বর ॥
বাপের আজ্ঞায় উষা ভক্তিযুক্ত মতি।
নানা উপহার দিয়া পূজে পশুপতি ॥
সহস্রেক বিল্বপত্র সহস্র কমল।
সহস্রেক অর্কপুষ্প সহস্র উৎপল ॥
সহস্রেক করবীর কুমুদ চম্পক।
শমীপত্র সহস্রেক বক মরুবক ॥
কদলী অশ্বত্থপক্ক পনস রসাল।
নারিকেল নারেঙ্গ প্রিয়ঙ্গু নব তাল ॥
ঘৃত মধু শর্করা সলিল দুগ্ধ দধি।
পঞ্চামৃত দিয়া পূজা করে নিরবধি ॥
পার্ব্বতীর পূজা করে দিয়া রক্তবাস।
মণিময় আভরণ অরুণ প্রকাশ ॥
রক্তকরবীর জবা মালতীর মালা।
ধূপ দীপ সহস্র সহস্র ঘায় জ্বালা ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মাধুরী মৃদঙ্গ কবিলাস।
হুলাহুলী নৃত্য গীত করিয়া উল্লাস ॥
পূজেন পার্ব্বতী হরে নৃপতিনন্দিনী।
অন্তরে সন্তোষ তারে হইল ভবানী ॥
শোণিতপুরেতে হর গৌরীর বিশ্রাম।
প্রাসাদ পিঠেতে হয় যখনে বারাম ॥
উষারে আহ্বান হয় দেখিবারে নাট।
বাণের নগরে শঙ্করের রাজপাট ॥
উষার রূপেতে মুগ্ধ হয় দেবসভা।
কি বর্ণিব আমি সেই শরীরের শোভা ॥
কাঞ্চন না পায় তার বর্ণের উপমা।
না লাগে বদনে তার চাঁদের সুষমা ॥
নাসিকার উপমা না পায় তিলফুল।
ইন্দীবর নহে তার নেত্র সমতুল ॥
অধরের রঙ্গ তার না ধরে প্রবাল।
দন্তের গাঁথনি নহে মুকুতার মাল ॥
তাহার কেশের রূপ না পায় শিখণ্ড।
বাহুর তুলনা নাহি পায় বিসদণ্ড ॥
মাঝার তুলনা নহে হরের ডমরু।
রামরম্ভা জিনিঞা সুন্দর তার উরু ॥
আরক্ত মৃদুল তার দেখি দুই পদ।
উপমা না পায় তার পুষ্প কোকনদ ॥
অঙ্গুলির তুল্য নহে নূতন পল্লব।
চন্দন নিন্দিয়া তার অঙ্গের সৌরভ ॥
বসন্তসময়ে পিক শুনাএ পঞ্চম।
তার ধ্বনি না হয় উষার স্বর সম ॥
নৃত্য করে দৈত্যসুতা হরের নটিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী ॥
একদিন এইরূপে প্রভু পঞ্চানন।
পার্ব্বতী সহিত গেলা ভ্রমিতে কানন ॥
পদ্মাবতী আদি করি যত সহচরী।
উষার সহিত চলে যত বিদ্যাধরী ॥

দিব্য নদীতটে বাণ রচিল মালঞ্চ।
মাঝে কাঞ্চনের স্তম্ভ তাহে উচ্চ মঞ্চ॥
কলস পতাকা তথি শুক্ল চামর।
বিশ্রাম করিলা তথা পার্ব্বতী শঙ্কর॥
পঞ্চবর্ণে কুসুম বিকশে উপবনে।
অপূর্ব্ব সৌরভ বহে মলয়পবনে॥
কীর কোকিল রব করে সুললিত।
ভ্রমর ভ্রমিঞা বুলে ভ্রমরী সহিত॥
জলক্রীড়া করি হর নদীর তরঙ্গে।
মঞ্চের উপরে গেলা পার্ব্বতীর সঙ্গে॥
ভবানীর অঙ্গে অঙ্গ হেলিয়া হরিষে।
দুঁহেতে আনন্দময় দুঁহার পরশে॥
রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন॥
ভক্ত নায়কে দয়া কর ত্রিলোচন॥

শঙ্করের নৃত্য

সুহই রাগ॥

শোণিত নগরে পার্ব্বতী শঙ্করে
তটিনীতটেতে কেলি।
নাচেন ধূর্জ্জটি করিয়া ভ্রুকুটি
গায় সহচরী মেলি॥
শিরে জটাজূট কনক মুকুট
তাহে শশধরখণ্ড।
শ্রুতি যুগে যুগে শোভে চারি দিগে
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড॥১॥
হরের বামে হিমালয়সুতা।
রজত অচল তনু ঢল ঢল
তাহাতে কনকলতা॥ধ্রু॥
দাহিন লোচনে দেখি বিরোচনে
বামেতে উদয় শশী।
ললাটেতে শিখী জলে ধিকিমিকি
বদনে বিমল হাসি॥
অঙ্গদ বলয় হেম হিরণ্ময়
হৃদয়ে বিক্রমমাল।
শ্রোণী গুরুতর শোণিত অম্বর
লম্বিত ঘুংঘুরুজাল॥২॥
অদ্ভুত হরের লীলা।
মোহে মৃগ পাখী যার আছে আঁখি
দরবে পাদপ শিলা॥ধ্রু॥
কত শত রবি সুধাকর ছবি
জিনিঞা অঙ্গের জুতি।
গায়েন পঞ্চম ধ্বনি অনুপম
পার্ব্বতী ধরেন শ্রুতি॥
চরণ চঞ্চল অরুণ কমল
ভরমে ভ্রমর ভুলে।
মঞ্জীরের রবে পতি অনুভবে
মুগধ হংসিনী কূলে॥৩॥
শঙ্কর, সঙ্গীতে দিলেন ক্ষমা।
গন্ধ চতুঃসম হরে পরিশ্রম
শরীরে লেপেন উমা॥ধ্রু॥
যত সহচরী পড়ে ঢলি ঢলি
খসিল বসন ভূষা।
আছএ একলী অভিলাষে ভুলি
চিত্রের পুত্তলী উষা॥
মনে এই জপে আজ্ঞা দিল বাপে
ভজিতে ভবানী ভবে।
আজ্ঞা দিব হর তবে স্বয়ম্বর
না জানি কি হয় কবে॥৪॥
গায় রামকৃষ্ণ কবি।
এই মাগি বর হইয়া কিঙ্কর
ও চারি চরণ সেবি॥ধ্রু॥

উষার প্রসাধন

ঘোষা ॥

আমি অনুরূপ কি তোমার।
তুমি দয়া করহ আমার।

পয়ার ॥

উদ্যানে দেখিয়া হর গৌরীর রভস।
মনে মনে রাজকন্যা করেন মানস ॥
সুরসুন্দর যুবা যদি হয় স্বামী।
এইরূপে বেহার করিব তবে আমি ॥
জোড়হাথে সম্মুখে আছেন উষাবতী।
বুঝিয়া তাহার চিত্ত দেবী ভগবতী ॥
দিলেন তাহারে দুর্গা বর মনোনীত।
অচিরাৎ উষা তুমি পাইবে দয়িত ॥
কন্দর্প সদৃশ রূপ দেবের বিক্রম।
মিলিব তোমার পতি নারায়ণ সম ॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
পাইবে পুরুষরত্ন আপনার বাসে ॥
স্বপ্নেতে তোমার সঙ্গে ভুঞ্জিব শৃঙ্গার।
সপ্ত রাত্রি গেলে দেখা পাবে পুনর্ব্বার ॥
গন্ধর্ব্ববিবাহ দিব সহচরী মেলি।
গুপ্তভাবে স্বামীর সহিত কর কেলি ॥
প্রকট হইলে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে।
স্মরণ করিলে আমি রক্ষিব সঙ্কটে ॥
এই বর দিয়া ভগবতী ভগবান্।
চলিলা কৈলাস গিরি চড়িয়া বিমান ॥
সহচরী সঙ্গে উষা পরম হরিষে।
আপন মন্দিরে গেলা দিবা অবশেষে ॥
সেই দিন হৈতে কন্যা গণে বার তিথি।
মধু মাসে বর তারে দিলা ভগবতী ॥
হইল বৈশাখ মাস শুভ শুক্ল পক্ষ।
উষা বলে কত দিনে হইব প্রত্যক্ষ ॥
ভাবিতে গণিতে তিথি হইলা দ্বাদশী।
আকাশে বিমল শশী নিশি চান্দ্রমসী ॥
সঙ্গিগণ উষার রচিল লাসবেশ।
কনকচিরুণী লৈয়া আঁচড়িল কেশ ॥
গন্ধতৈল দিয়া শিরে রচিল সীমন্ত।
বান্ধিল পাটের জাদে ধম্মিল্ল সুচ্ছন্দ ॥
মুকুতার সীঁথি পত্রাবলী মণিটীকা।
সিন্দুরতিলক চন্দনের আড় রেখা ॥
নয়নে কজ্জল দিল শ্রবণে তাড়ঙ্ক।
নাসিকাভূষণ দিল রত্নের লবঙ্গ ॥
কণ্ঠে কিয়াপাত মণি করে ঝলমল।
রত্নের কঞ্চুকে কুচে অধিক উজ্জ্বল ॥
পাটের পাছড়া উষা করিল উত্তরী।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ পঁহুচি অঙ্গুরী ॥
বাহুযুগে সাজিল কেয়ূর বাজুবন্দ।
কটিতে দুকূল কাঞ্চী দৃঢ় নীবিবন্ধ ॥
পায়ে কটক তুলাকোটি দিল পায়।
পাশুলি পরিয়া পদ রঞ্জে আলতায় ॥
ভুবনমোহন বেশ ধরিল কামিনী।
স্বরেতে কোকিলকণ্ঠী মরালগামিনী ॥
বিচিত্র মন্দিরে শয্যা পালঙ্কী উপরে।
দিব্য চন্দ্রাতপ থোপ ঝুরি শোভা করে ॥
অগুরুসৌরভে দশ দিক্ আমোদিত।
করিল বাহির ঘর রঞ্জিত মার্জ্জিত ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর কঙ্কোল কর্পূর।
রাখিল চন্দনগন্ধ করিয়া প্রচুর ॥
জলজাত স্থলজাত কুসুমের মালা।
বস্ত্র অলঙ্কার সঙ্গে সাজাইল ডালা ॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ কলসে কলস।
নাগরঙ্গ শৃঙ্গাটক দাড়িম্ব পনস ॥

আম্র মহুল রম্ভা নারিকেল ফল।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল॥
কনকসংপুট ভরি প্রচুর তাম্বুল।
দ্বারে ভদ্রাসন রাখে বিছাইয়া ফুল॥
শয়ন করিল উষা পতিমনোরথে।
সখী সহচরী কেহ না রহিল সাথে॥
অনুক্ষণ ভাবে উষা ভবানীর বাণী।
মনের কামনা পূর্ণ কর ঠাকুরাণী॥
দেবীর বচন বেদ না হইব বৃথা।
কিরূপে দেবতা আসি প্রবেশিব এথা॥
ক্ষণেক হরিষ চিত্ত ক্ষণেক চিন্তিত।
কবিচন্দ্র ভণে উষা হইল নিদ্রিত॥

উষার মিলন

নীলমণি বর সম কলেবর
বদন চাঁদের আভা।
চাচর চিকুর ঢেউ থরে থর
লোটনে ফুলের গাভা॥
বিকচ কমল লোচন যুগল
উন্নত নাসিকা ভুরু।
বাহু সুবলিত আজানুলম্বিত
পরিসর উর উরু॥১॥
উষা স্বপনে মিলিল নাথে।
পূরিল আরতি বঞ্চিল সুরতি
কামকুমারের সাথে॥ধ্রু॥
কুন্তল কর্ষণ গাঢ় আলিঙ্গন
চুম্বন লোচন গণ্ডে।
অধর অমৃত পান উলসিত
চিবুক ঢলিল কণ্ঠে॥
হৃদয়ে মর্দ্দন নখঘাত ঘন
কক্ষ করাঙ্গুলি মাত্রে।
জঘনে সঘন জাগায় মদন
পরশে পুলক গাত্রে॥২॥
দুহে মুখে মুখ চিবুকে চিবুক
নব নিধুবন রঙ্গ।
নায়িকা মুগধ বর বিদগধ
মালতী মধুপ সঙ্গ॥
শেষ ভেল নিশি নায়ক বিলাসী
বিদায় মাগিল নিন্দে।
না সহে বিরহ বচন দুঃসহ
উরে যেন শর বিন্ধে॥৩॥
চাহে আঁখি মেলি আপনি একলী
না দেখে পরাণপতি।
কান্দিয়া বিকলী প্রাণনাথ বলি
সঘনে লোটায় ক্ষিতি॥
কবিচন্দ্র গায় এ সত্য সভায়
প্রসন্ন হইবে দেবী।
জগন্নাথ রায়ে রক্ষিবে সদায়ে
যেন হয় চিরজীবী॥৪॥

উষার শোক

ঘোষা॥

ভাই যৌবন জীবন ধন অপহরে কালে।
মীনরূপে প্রাণ পড়িয়াছে কন্দজালে॥

পয়ার॥

সখী সহচরী আইল উচ্চস্বর শুনি।
উষার ক্রন্দনে যেন কোকিলীর ধ্বনি॥
অঙ্গের লাবণ্য বেশ করি লণ্ডভণ্ড।
নিচোল কাঁচুলি চিরি করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বাঙ্গে বিরহজ্বর বহে উষ্ণ শ্বাস।
লোচনে বরিষে বাষ্প সঘন হুতাশ॥

উষার বিষাদ দেখি চন্দ্রলেখা সখী।
জিজ্ঞাসা করিল তুমি কেন মনোদুঃখী ॥
নির্ভয় বাণের পুত্রী শঙ্কা নাহি যমে।
অপমৃত্যু নাহি শোক নাহি অনিয়মে ॥
দেবের সঞ্চার নাহি অন্যে কি বা দায়।
বাণের প্রতাপে বিঘ্ন দূরেতে পালায় ॥
তোমার বাপেরে গ্রহগণ কম্পমান।
পুরীর রক্ষক ষড়ানন বিদ্যমান ॥
কি বা ভয়ে কান্দ কন্যা কি বা হইল শোক।
প্রকাশ করহ কি বা উপজিল রোগ ॥
প্রিয়সখী চন্দ্ররেখা কুম্ভাণ্ডকুমারী।
অপ্সরা চিত্রলেখা দুই সহচরী ॥
ধরিয়া তুলিল মুখ মার্জ্জিল আঁচলে।
কুন্তল বাঁধিয়া অঙ্গ ঝাঁপিল নিচোলে ॥
বিরলে কহিল উষা সখীর শ্রবণে।
কন্যা বিঘ্ন হৈল আর বিফল জীবনে ॥
স্বপনে পুরুষ মোর ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।
অদত্তা দূষিতা আমি কুলের অঙ্গার ॥
চুম্বনের চুম্ব সখী মার্জ্জিল বসনে।
অধরপল্লবে দেখ দংশিল দশনে ॥
শরীরে ধর্ষণ চিহ্ন দেখহ প্রত্যক্ষ।
নখরেখে কিংশুক সমান কক্ষ বক্ষ ॥
কি বর্ণিব সখি সেই পুরুষের রূপ।
বৈদগ্ধ্য বিলাস বাসে দেবতাস্বরূপ ॥
বর দিয়া আমারে বঞ্চিল ভগবতী।
আমি কন্যা হতভাগ্য পাপী খণ্ডব্রতী ॥
প্রথমে ভজিল যাহে সেই সে বল্লভ।
পুনর্ব্বার দরশন হইল দুর্ল্লভ ॥
কহিবার কথা নহে জনক দুরন্ত।
তেকারণে চিন্তিলাঙ আপনার অন্ত ॥
তাহা বিনে পিতা যদি চিন্তে অন্য বর।
অগ্নিকুণ্ড সাজিয়া তেজিব কলেবর ॥

শুন শুন প্রিয়সখি এই কথা সত্য।
তোমারে কহিল অন্য জনেরে অকথ্য ॥
শুনিঞা উষার কথা কুম্ভাণ্ডের সুতা।
হাসিয়া কহিল শুন উষা অদত্তা ॥
স্বপ্নের দোষেতে দুষ্ট না হয় অবলা।
নাহি শুন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃতি চপলা ॥
কিসের কারণে এত কর অনুতাপ।
কালি স্বয়ম্বর তোমার রচিবেক বাপ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব ঋষি দৈত্য দানব।
সিদ্ধ চারণ যক্ষ রাক্ষস কি মানব ॥
যেই দিক্‌পালে বাণ লিখিবেক পত্রী।
কোন্ জন না আসিব ইথে বরযাত্রী ॥
সভা হৈলে মাল্য দিহ মনোনীত পাত্রে।
স্বপ্নে কন্যা হয় দুষ্টা নাঞি কোন শাস্ত্রে ॥
কিসের কারণ তুমি ত্যজিবে জীবন।
পাইবে উত্তম পতি স্থির কর মন ॥
স্বপ্নের পুরুষ সঙ্গে আশ্চর্য্য মিলন।
অশক্য প্রতিজ্ঞা কর কোন্ প্রয়োজন ॥
কোন্ বংশে জন্ম সেই আছে কোন্ দেশে।
কি বা নাম কহ যাই তাহার উদ্দেশে ॥
কথায়ে পাইবে তুমি তাহারে সংপ্রতি।
না কান্দ না কান্দ উষা স্থির কর মতি ॥
উষা বলে প্রাণ মোর না রহে সুস্থির।
দুই চারি দণ্ডে আমি তেজিব শরীর ॥
অনুক্ষণ দেখি আমি সেই অবয়ব।
অভিনব ঘনশ্যাম নয়ন উৎসব ॥
তাঁহা বিনে আমি না হইব স্বয়ম্বরা।
এতেক শুনিঞা চিত্রলেখা অপসরা ॥
বলিতে লাগিল সেই সম্বোধিয়া স্বসা।
সেই পতি পাবে চিন্তা না করিহ উষা ॥
পূর্ব্বে করিলাঙ আমি শঙ্করের সেবা।
সর্ব্বত্র আমার গতি আমি মনোজবা ॥

সপ্ত দ্বীপ লিখিবারে পারি ত্রিভুবন।
চিহ্নহ আপন পতি দেখিয়া লক্ষণ॥
চিত্তের প্রবোধ হৈল সখীর বচনে।
প্রণতি করিল চিত্রলেখার চরণে॥
তোমা হৈতে সখী যদি হয় এই কর্ম্ম।
প্রাণ রক্ষা কর তুমি রাখ কুলধর্ম্ম॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
চিত্রলেখা চলিল লিখিতে ত্রিভুবন॥

চিত্রলিখন

পঠমঞ্জরী রাগ॥

প্রথমে লিখিল স্বর্গ জ্যোতিশ্চক্র গ্রহবর্গ
রবি শশী অঙ্গারক বুধ।
বৃহস্পতি শুক্র শনি মৈত্রাবরুণি মুনি
আর যত লিখিল বিবুধ॥
নয় প্রজাপাত ধর্ম্ম বিশ্বকর্ম্মা বৈশ্বকম্ম
অষ্ট বসু একে একে লিখে।
পূর্ব্বদিকে পুরুহূত জয়ন্ত মানিল সুত
পটে তোলে চক্ষে যাহা দেখে॥১॥
ভাই রে, চিত্রলেখা লিখে ত্রিভুবন।
বর দিলা পশুপতি চলে অব্যাহত গতি
লুকি বিদ্যা যাহার সাধন॥ধ্রু॥
ঊনপঞ্চাশত বহ্নি যমের লিখিল চিহ্নি
ভীষণ শরীর হস্ত পদ।
নৈঋত বরুণে লিখি চলিল ঊষার সখী
লিখে বায়ু ঊনপঞ্চাশত॥
বায়ুপুত্র মনোজবে যক্ষরাজ সবান্ধবে
লিখি কন্যা নাম্বিলা পাতালে।
অনন্ত বাসুকি আগে তবে লিখে অষ্ট নাগে
দৈত্যগণ লিখিল সুতলে॥২॥

দেখিল কপিল সিদ্ধা পড়াইতে যোগবিদ্যা
সশিষ্যে লিখিল তপোধন।
যতেক মৈনাকবাসী দেবতা গন্ধর্ব্ব ঋষি
জলে যত লিখে যাদোগণ॥
তবে আইলা মর্ত্তলোকে সপ্ত দ্বীপ একে একে
ভ্রমিঞা লিখিলা চারি বর্ণে।
চন্দ্রসূর্য্যবংশে যত নৃপতি লিখিল ক্রত
স্বরূপ কথায় শুনে কর্ণে॥৩॥
বর্ণক লেখনী হস্তে আইল কন্যা ইন্দ্রপ্রস্থে
লিখে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
বায়ুপুত্র বৃকোদরে লিখে তিন সহোদরে
ইন্দ্রপুত্র ধনঞ্জয় বীর॥
অশ্বিনীকুমার দুই ত্বরায় লিখিয়া লই
আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমে রাত্রি দিবা।
লিখিলা হস্তিনা রাজ্য ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য
শুনি সূর্য্যপুত্রের প্রতিভা॥৪॥
সত্বরে লিখিল কর্ণে অব্যক্ত বয়স বর্ণে
দুর্য্যোধন লিখে শত ভাই।
লিখে যত নৃপচক্র শিশুপাল দন্তবক্র
সার্ব্বভৌম রাজা যেই ঠাঞি॥
অন্তরে না করে শঙ্কা লিখে রাক্ষসের লঙ্কা
বিভীষণ লিখে রাজপাটে।
লিখে বানরের দেশ যার যেই বর্ণ বেশ
অঙ্গদ দ্বিবিধ সিন্ধুতটে॥৫॥
ভয় পরিহরি দূরে আইলা দ্বারকাপুরে
যথায় কৃষ্ণের রাজধানী।
প্রথমে লিখিল রামে তবে কৃষ্ণ গুণধামে
কামদেব লিখে পুষ্পপাণি॥
সহস্র সুন্দরী মধ্যে লিখে কন্যা অনিরুদ্ধে
মধু পানে ঘূর্ণিত নয়ান।
লিখিল যাদববংশ সভেই বিষ্ণুর অংশ
গদ শাম্ব সাত্যকি সারণ॥৬॥

কায়স্থ কাশ্যপ গোত্র যশশ্চন্দ্রের পৌত্র
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা
শুনিলে সভার হয় প্রীত॥

উষার পতি নির্ণয়

ঘোষা॥

ভাই বল হরি হরি।
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি

পয়ার॥

যাদবগোষ্ঠীর মধ্যে বীর অনিরুদ্ধ।
চিন্তাযুক্ত দেখি নাহি চাহে অধ উর্দ্ধ॥
নৃত্য গীতে চিত্ত নাহি বড়ই বিমনা।
অনুক্ষণ মনে সেই স্বপ্নের ভাবনা॥
অনুভবে চিত্রলেখা লখিল তস্কর।
সত্বরে আইলা সখী শোণিতনগর॥
উষার মন্দিরে গিয়া করিল প্রবেশ।
তন্দ্রায় আছেন উষা শ্বাস অবশেষ॥
শুনহ প্রাণের স্বসা উষা চন্দ্রমুখি।
সপ্ত রাত্রে ত্রিভুবন আনিলাঙ লিখি॥
চিহ্নিহ আপন পতি না করিহ ব্যাজ।
একে একে দেখ দেব দানব সমাজ॥
নাগলোকে দৃষ্টি দেহ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।
চন্দ্রসূর্য্যবংশ দেখ পৃথিবী ভিতরে॥
বর্ণ বেশ দেখিয়া চিহ্নিয়া দেহ পতি।
তাহার উপায় করি শুন গুণবতি॥
অস্তব্যস্তে উঠে উষা চাহে চক্ষু মেলি।
বসন নাহিক অঙ্গে আউদড়চুলি॥
দেখিতে লাগিল স্পষ্ট প্রথমে দেবতা।
স্বামীর লক্ষণ উষা না পাইল তথা॥
তবে ত চাহিল পাতালের নাগলোক।
পতি না পাইয়া বড় বাড়িল বিয়োগ॥
পৃথিবীমণ্ডলে দৃষ্টি করে বিরহিণী।
লজ্জিত হইল কন্যা দেখি যদুমণি॥
দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ বস্ত্র দিলা অঙ্গে।
তাহার নিকটে উষা দেখিল অনঙ্গে॥
কৃষ্ণ কাম অনিরুদ্ধ এক অবয়ব।
অনিরুদ্ধ দেখি হইল নয়ান উৎসব॥
ঈষৎ হাসিয়া উষা কহে সখীগণে।
এই ত পুরুষ আমি ভজিল স্বপনে॥
এই মূর্ত্তি আমার অহনিশ মনে জাগে।
তস্কর চিহ্নায় উষা অঙ্গুলির আগে॥
কোন্ দেশে বৈসে চোর কি বা নাম গোত্র।
কোন্ বংশে উৎপত্তি কার পুত্র পৌত্র॥
উত্তম অধম কি বা কহ সবিশেষ।
পাইবে উত্তম পতি গৌরীর আদেশ॥
পার্ব্বতীর বর কভু না হইব বৃথা।
স্বরূপে আমারে সখি কহ এই কথা॥
শুনিঞা উষার বাক্য চিত্রলেখা সখী।
হাসিয়া কৌতুকে বক্ষে অনিরুদ্ধে দেখি॥
এই ত তস্কর উষা নহে রাজবংশী।
রাজ্য দেশ নাহি নহে পৃথিবীর অংশী॥
স্ত্রীচোর বলিয়া বংশের অপকীর্ত্তি।
দেশে না রহিতে দিল যত চক্রবর্ত্তী॥
জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম মহারাজা কাশী।
খেদাড়িয়া গোবিন্দে করিল সিন্ধুবাসী॥
গোয়ালা বলিয়া পিতামহের খেয়াতি।
বলিতে না পারি উষা চোর কোন্ জাতি॥
চোরের পিতার কথা শুন সাবধানে।
সম্বরের পুষ্ট পুত্র সর্ব্বলোকে জানে॥
জননী বলিয়া যাহে করিল সম্ভাষ।
তাহা লৈয়া মদনের মৈথুন বিলাস॥

নর্ত্তক হইয়া বজ্রনাভের নগরে।
হরিল তাহার কন্যা গিয়া অন্তঃপুরে ॥
তাহার তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম।
কহিলাঙ যাদবগোষ্ঠীর গুণগ্রাম ॥

উষার অনুরোধ

এতেক শুনিঞা উষা সজল নয়নে।
করেন কাকুতি নতি ধরিয়া চরণে ॥
শুন চিত্রলেখা সখি আমি খণ্ডব্রতী।
কপটে আমারে বর দিলেন পার্ব্বতী ॥
যে হউক সে হউক সেই আমার দয়িত।
পূর্ব্বজন্মে আমি তার ছিলাঙ যোষিত ॥
মিলন করাও সখি করোঁ পরিহার।
আমার সম্বাদ লৈয়া চল পুনর্ব্বার ॥
কহিবে তাঁহারে তুমি হইবে স্ত্রীবধি।
কন্যাবিঘ্ন করিয়া উপেক্ষা কর যদি ॥
গলায়ে কাটারি দিব প্রবেশিব জলে।
গরল ভক্ষিব নহে পড়িব অনলে ॥
শুনিয়া উষার বাক্য হাসে চিত্রলেখা।
কিরূপে তোমার সঙ্গে করাইব দেখা ॥
বুঝিল তোমার মতি করি হরিনিন্দা।
দেবতার বংশে চোর না করিহ চিন্তা ॥
ভার অবতারে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।
মায়া নব শরীর ধরিলা সনাতন ॥
তাহার ঔরসে রুক্মিণীর পুত্র কাম।
কামের তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম ॥
কৃষ্ণের সদৃশ তার আকৃতি প্রকৃতি।
দেখিল পুরুষবরে চিন্তাযুক্ত মতি ॥
পুরীর রক্ষক উষা সুদর্শন চক্র।
সিন্ধু পরীক্ষায় ভাসে তিমিঙ্গিল বক্র ॥
দ্বারিকায় প্রবেশিতে দেবতার শঙ্কা।
সমুদ্রের মাঝে যেন রাক্ষসের লঙ্কা ॥
ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে যেন শ্বেত দ্বীপ।
কাহার শকতি যাই বিষ্ণুর সমীপ ॥
কৃষ্ণ অগোচরে যদি অনিরুদ্ধ আনি।
উদ্দেশে করিব ভস্ম কোপে চক্রপাণি ॥
গোচর করিয়া যদি আনি অনিরুদ্ধে।
এথা রাজা বিভা নাহি দিব বিনা যুদ্ধে ॥
উভয় প্রকাশে উষা দেখি অমঙ্গল।
এত বিসম্বাদে স্বসা নাহি কোন ফল ॥
বাপেরে কহিয়া তুমি রচ স্বয়ম্বর।
সেই পতি পাবে আছে ভবানীর বর ॥
গুপতে বিবাহ কর্ম্ম বড়ই দুষ্কর।
নরনারায়ণ সঙ্গে হয় পাঠান্তর ॥
এত যদি চিত্রলেখা কহিল বিশেষ।
নিশ্চয় জানিল উষা স্বামীর উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণের মহিমা শুনি পরম সন্তোষ।
অংশ বংশ বিচারে নাহিক কোন দোষ ॥
জিজ্ঞাসা করিল উষা হরষিত মনে।
নররূপী নারায়ণ কহ কি কারণে ॥
চিত্রলেখা অপ্‌সরা জানে সর্ব্বশাস্ত্র।
উষা রাজকন্যার প্রধান সেই পাত্র ॥
কহিল উষার প্রতি পুরাণকথন।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন ॥

নররূপী নারায়ণের জন্মকাহিনী

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

উষা শুনি শান্তিপর্ব্বে জন্মিলা মূর্ত্তির গর্ব্ভে
নর নারায়ণ দুই জন।
বিষ্ণু লভিলেন জন্ম জনক আপুনি ধর্ম্ম
শুন স্বসা পূর্ব্বের কথন ॥
ধর্ম্মের রমণী দশ সভেই লক্ষ্মীর বশ
লক্ষ্মী লজ্জা প্রধান বনিতা।

ক্ষমা দয়া ধৃতি কীর্ত্তি　　তুষ্টি পুষ্টি মতি মূর্ত্তি
এই দশ দক্ষের দুহিতা ॥১॥
উষা গ, তোমা সম কে বা ভাগ্যবতী।
জন্মিয়া দৈত্যের বংশে　পড়িলে দেবতা অংশে
দেবতা তোমার প্রাণপতি ॥ধ্রু॥
লক্ষ্মীর তনয় স্মর　　তনু অতি মনোহর
ভস্ম হইল শঙ্করের কোপে।
মূর্ত্তি নামে আর নারী　　চিরকাল ধ্যান ধরি
হরি বশ করিলেন তপে ॥
ভজিলেন পুত্রভাবে　　হরি দুই অবয়বে
জন্মিলেন তাহার উদরে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া ঋষি　　বদরিকাশ্রমে আসি
তপস্যা করিলা অনাহারে ॥২॥
একপদে মহীপৃষ্ঠে　　উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধদৃষ্টে
নর তপ করে অনুক্ষণ।
উর্দ্ধপদ অধোমুখে　　নয়নে নাসিকা দেখে
উগ্র তপ কৈল নারায়ণ ॥
সত্য যুগের শেষে　　তাঁর নাসিকার শ্বাসে
নির্গত হইল ধূমশিখা।
পঞ্চানন ত্রিলোচন　　অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণ
কীর্ত্তিবাস দিলা তবে দেখা ॥৩॥
বিষ্ণু নানা অবতারে　কল্পে কল্পে বারে বারে
তপস্যা করিলা যথা তথা।
শিব ভিন্ন অন্য দেবা　বিষ্ণুর আরাধ্য কে বা
শঙ্কর সর্ব্বত্র বরদাতা ॥
নর নারায়ণ বলি　　আহ্বান করিয়া শূলী
দুঁহেতে জপেন মহামন্ত্র।
শ্রীরামকৃষ্ণ গায়　　জনক শ্রীকৃষ্ণ রায়
পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র ॥৪॥

শিবের বর দান

ঘোষা ॥

ভজ রে মন শঙ্কর সঙ্কটভয়ত্রাতা।
ভজিলে শঙ্করপদ যম না দেয় তা ॥

পয়ার ॥

কোটি কোটি চাঁদ জিনি শিবের উদয়।
সোমদৃষ্টি দিলা হর হইয়া সদয় ॥
স্নিগ্ধ হইলা দুঁহে হৈল বাহ্য জ্ঞান।
তপের উত্তাপ দেহে হইল নির্ব্বাণ ॥
চক্ষু মেলি চাহিলেন নর নারায়ণ।
সম্মুখে দেখেন বৃষধ্বজ পঞ্চানন ॥
অস্তেব্যস্তে উঠিয়া করিলা প্রণিপাত।
জয় গঙ্গাধর গৌরীকান্ত বিশ্বনাথ ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব মহেশ্বর।
জয় জগদগুরুকর্ত্তা দেব দিগম্বর ॥
জয় স্মরহর জয় অর্দ্ধনারীশ্বর।
জয় যজমানরূপ শশাঙ্কশেখর ॥
জুড়িয়া যুগল হস্ত ধরণী লোটাই।
বহু স্তব করিলা যমজ দুই ভাই ॥
মহাদেব দুই জনে দিলা এই বর।
অনেক কঠোর কৈলে চৌদ্দ মন্বন্তর ॥
দ্বাপর যুগের শেষে পৃথিবীমণ্ডলে।
জনম লভিবে নারায়ণ যদুকুলে ॥
করিবে দুষ্টের দণ্ড শিষ্টের পালন।
ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য ভূভারহরণ ॥
পৃথিবীর অমৃত গোরস উপভোগ।
বঞ্চিবে নন্দের বাসে বিধির সংযোগ ॥
বৃন্দাবনে বেহার করিবে গদাধর।
এক রাত্রি হৈব চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ॥

ষোড়শ সহস্র আর অষ্টোত্তর শত।
গোপকন্যা তোমারে ভজিব অবিরত॥
দ্বারকায় বেহার করিব চক্রপাণি।
ষোড়শ সহস্র এক শত অষ্ট রমণী॥
শ্রুতিকন্যা দেবকন্যা জন্মিব ভূতলে।
হইব তোমার জায়া পূর্ব্বপুণ্যফলে॥
ভোজবংশে কংসাসুর নাম কালনেমি।
পৃথিবীতে বংশ তার না রাখিবে তুমি॥
রাবণ জন্মিব ক্ষেত্রিকুলে শিশুপাল।
কুম্ভকর্ণ দন্তবক্র বিক্রমে বিশাল॥
হইব তোমার বধ্য যত দুষ্ট ভূপ।
তোমার সহায় আমি সুদর্শনরূপ॥
এতেক বলিয়া নারায়ণে দিলা কোল।
গদগদ নারায়ণ ফুরে নাহি বোল॥
নরের মস্তকে হর দিলা পদ্মহাত।
ইন্দ্রের তনয় হৈবে অভিধান পার্থ॥
বিবাদে বধিবে যত দুর্জ্জয় কৌরব।
মহা ধনুর্ধর তুমি প্রধান পাণ্ডব॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনি নাম সংগ্রামে প্রচণ্ড।
বাহুদর্পে শাসিবে পৃথিবী নবখণ্ড॥
যুদ্ধের সময় আমি করিব সাহায্য।
যুধিষ্ঠির সহিত ভুঞ্জিবে তুমি রাজ্য॥
এই বর দিয়া হর হৈলা অন্তর্ধান।
সেই নারায়ণ এই কৃষ্ণ ভগবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা

বসুদেব দৈবকীর পূর্ব্বপুণ্যফলে।
নারায়ণ উদয় করিলা যদুকুলে॥
অনন্ত অগ্রজ ভাই নাম বলদেব।
পূর্ণব্রহ্মশরীর আপুনি বাসুদেব॥
বসুদেব গোকুলে রাখিলা কংসভয়।
শিশুকালে গুপ্তভাবে ছিলা ব্রজালয়॥
নন্দ যশোদার পূর্ব্বজন্মের সাধন।
পুত্রভাবে রাম কৃষ্ণে করিলা পালন॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই কৈল এই কর্ম্ম।
দুষ্ট দৈত্য বধিয়া স্থাপিলা বেদধর্ম্ম॥
পূতনা রাক্ষসী বধ কৈল স্তন্য পানে।
তৃণাবর্ত্ত বধি ভাঙ্গে যমল অর্জ্জুনে॥
বকাসুরে চিরিয়া করিল দুইখান।
অঘাসুরে বধিলা ব্রহ্মার বিদ্যমান॥
লীলায় বিগ্রহ বিষ্ণু নানা অবতার।
কৃষ্ণ অবতার উষা সকলের সার॥
সৃজন পালন ক্ষয় কটাক্ষে তাঁহার।
অন্য অবতার নাহি তিন অধিকার॥
ব্রহ্মা পরীক্ষিলা শিশু পশু চুরি করি।
কটাক্ষেতে শিশু পশু সৃজিলা শ্রীহরি॥
অন্য অবতার হেন সভাকার দৃষ্ট।
ইন্দ্র পরীক্ষিলা কৃষ্ণে করি শিলা বৃষ্ট॥
পর্ব্বত ধরিয়া নাম হৈল গিরিধর।
শরণ পশিলা ইন্দ্র হইয়া কিঙ্কর॥
কালিন্দীয়ে কালি নাগে করিলা প্রহার।
গোপকন্যাগণ লৈয়া করিলা বেহার॥
অরিষ্ট বধিল গোঠে প্রলম্ব ধেনুক।
দাবানল পান করি পরম কৌতুক॥
কেশী কুবলয় কংস মুষ্টিক চাণূর।
অসুর বধিয়া ক্ষিতিভার কৈলা দূর॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিলা কংসের জনকে।
বাপ মায়ে উদ্ধার করিলা দুর্ব্বিপাকে॥
অবন্তী নগর গেলা বেদ অধ্যয়নে।
পঠিলা চৌষট্টি বিদ্যা চতুঃষষ্টি দিনে॥
গুরুরে দক্ষিণা দিলা আনি মৃত পুত্র।
পূর্ণ ব্রহ্ম বিনে কে বা খণ্ডে কর্ম্মসূত্র॥
ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী।
প্রতি ঘরে নারদ দেখেন চক্রপাণি॥

পুরন্দর জিনিঞা আনিলা পারিজাত।
দ্বারকায় রাজ্য করে দেব জগন্নাথ ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
বলরামে কল্যাণ করিবে ত্রিলোচন ॥

বৃকাসুর বধ

শ্রীরাগ ॥

শুনহ কৃষ্ণের কথা বাণের নন্দিনি।
যেই হরি সেই হর আমি ভালে জানি ॥
পারিজাত হরণে ইন্দ্রের সঙ্গে বাদ।
কৃপায়ে কেশবে শিব করিলা প্রসাদ ॥১॥
সব অবতারে উষা হরি হরে ভজে।
মনুষ্যশরীরে কৃষ্ণ জিনে দেবরাজে ॥ধ্রু॥
যুদ্ধকালে পারিপাত্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে।
ভক্তিভাবে পূজা ইন্দ্র কৈল শিবলিঙ্গে ॥
বিল্বফল স্থাপিয়া দিলেন গঙ্গোদক।
মহাতীর্থ হৈল সেই নাম বিল্বোদক ॥২॥
সাক্ষাৎ হইলা শিব দিলা বরদান।
মাথায় বুলাইয়া হাত করিলা কল্যাণ ॥
অঙ্গ প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি নৃত্য গীত।
দেখিয়া হরির ভক্তি হর হৈলা প্রীত ॥
শিবের বদনে এই নিঃসরিল বাণী।
সুরেন্দ্রবিজয়ী তুমি হও চক্রপাণি ॥
শিবের বরেতে কৃষ্ণ সমরে অজয়।
পারিজাত দিলা ইন্দ্র মানি পরাজয় ॥৪॥
দ্বারকা নগর উষা নাহি ছিল পূর্ব্বে।
সমুদ্র দিলেন স্থান আপনার গর্ভে ॥
বৃক নামে অসুরে শঙ্কর দিলা বর।
বর পরীক্ষিতে চাহে অসুর দুর্দ্ধর ॥৫॥
যাহার মস্তকে বৃকাসুর দেই হাত।
শিবের বরেতে সেই হয় ভস্মসাৎ ॥
হাত দিতে চাহে দুষ্ট শিবের মস্তকে।
পালাইয়া বুলে হর হাসেন কৌতুকে ॥৬॥
পৃথিবী ভ্রমিঞা গেলা দ্বারকা নগর।
পাছে পাছে বৃকাসুর বলে ধর ধর ॥
দেখিয়া গোবিন্দ শিবে রাখি সঙ্গোপনে
বৃকাসুরে সম্ভাষা করিল নারায়ণে ॥৭॥
বৃকাসুর বলে কৃষ্ণ শঙ্কর কোথায়।
মাধব বলেন দেখ তোমার মাথায় ॥
আপন মস্তকে হস্ত দেই বৃকাসুর।
কবিচন্দ্র ভণে কৃষ্ণ বিচারে চতুর ॥৮॥

কন্দর্পের জন্ম

পয়ার ॥

বৃকাসুর তখনে হইল ভস্মময়।
আকাশে দুন্দুভি বাজে শুনি জয় জয় ॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে অন্তরীক্ষ হর।
কৃষ্ণ কীর্ত্তিবাস উষা এককলেবর ॥
ধরণী লোটাইয়া ধর তাহার চরণ।
হরি হরে একভাবে ভজে যেই জন ॥
কোটি কোটি পুত্র পৌত্র কৃষ্ণের অন্বয়।
তোমার স্বামীর উষা শুন পরিচয় ॥
রুদ্রের কোপেতে ভস্ম হৈল সেই কাম।
হইল কৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প নাম ॥
সূতিকাঘরেতে তাহে হরিল সম্বর।
সমুদ্রে পেলিল তাহে গিলে জলচর ॥
জলেতে পেলিয়া রাজা গেলা অন্তঃপুরে।
কৃত্যায় বধিতে তারে না পারে অসুরে।
সেই মৎস্য জলে যদি ধরিল ধীবরে।
ভেট লৈয়া দিল তাহা অসুর সম্বরে ॥
মৎস্য পাঠাইয়া রাজা দিল অন্তঃপুরে।
পাইল বালক সেই মৎস্যের উদরে ॥

ব্রহ্মার আজ্ঞায় সম্বরের ঘরে রতি।
রন্ধনশালায় আছে নাম মায়াবতী ॥
নারদ তাহারে আসি কহিল বিরলে।
পাইলে আপন পতি পূর্ব্বপুণ্যফলে ॥
তোমার শ্রবণে রতি কহি মহাবিদ্যা।
যাহা জপ করিলে মনুষ্য হয় সিদ্ধা ॥
এই মন্ত্র স্বামীরে কহিবে কথো কালে।
সাক্ষাৎ হইব দেবী সেই মন্ত্রবলে ॥
সম্বর বধিয়া দেশে করিহ গমন।
তোমার বল্লভ কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥
এই বাক্য বলি মুনি চলিলা কৈলাস।
শঙ্কর গাহিয়া সদাশিব কীর্ত্তিবাস ॥
স্বামীর পালন করে রতি হৃষ্টমতি।
কথো কালে পরিচয় করিল যুবতি ॥
সেই মন্ত্র দিলা রতি পতির শ্রবণে।
জপেতে প্রত্যক্ষ দুর্গা হইল তখনে ॥
বর দিলা মহামায়া মদনের প্রতি।
শঙ্করের বরপুত্র সম্বর দুর্ম্মতি ॥
পূজাকালে তাহার করিহ সিংহনাদ।
ক্রোধে পূজা ছাড়িব হইব অপরাধ ॥
শিবঅপরাধে মজে শিবের সাধক।
অন্যের শক্তিতে তার না হয় বাধক ॥
সর্পের বাদিয়া যেন মরে সর্পাঘাতে।
যুদ্ধে যশ পাবে তুমি দেখিবে সাক্ষাতে ॥
এই বর দিয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান।
মহাবিদ্যা সাধিয়া পাইল পঞ্চ বাণ ॥
দিব্য রথ পাইলা কাম পার্ব্বতীর বরে।
হইল তুমুল রণ কন্দর্প সম্বরে ॥
বৈরি বধ করিয়া মদন মায়াবতী।
আইলা দ্বারকাপুরী কৌতুকে দম্পতি ॥
তাহার তনয় পূর্ব্বে হরিশ অমর।
রতির উদরে জন্ম লভিল সত্বর ॥
অনিরুদ্ধ নাম হৈল যদুকুলে শ্রেষ্ঠ।
কৃষ্ণের সদৃশ রূপে দেহ এই দৃষ্ট ॥
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন ॥

নারদের উপদেশ

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

শুন সখি চিত্রলেখা সত্বরে করাও দেখা
চুরি করি আন সেহ বরে।
দুর্ব্বোধ জনক বাণ যদুবংশে কন্যাদান
ইচ্ছাসুখে কদাচিত করে ॥
ত্রাস না করিও তুমি সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী
বাঞ্ছাকল্পতরু নারায়ণ।
ক্রোধ না করিব হরি চলহ দ্বারকা পুরী
যদি চাহ আমার জীবন ॥১॥
পায় পড়োঁ প্রাণের বহিনী।
তিলেক না কর ব্যাজ রাখহ কুলের লাজ
তুমি সে আমার হিতৈষিণী ॥ধ্রু॥
উষার কাকুতি শুনি চিত্রলেখা মনে গুণি
অবিলম্বে চড়ে দিব্য রথে।
ভাবিয়া ভবানী ভবে যায় পবনের বেগে
নারদ সহিত দেখা পথে ॥
সমুদ্রকূলেতে ঋষি জিজ্ঞাসা করিল হাসি
কথাকারে যাও চিত্রলেখা।
কহে কন্যা এক বাক্য কেবল আমার ভাগ্য
তোমার সহিত হৈল দেখা ॥২॥
দেবঋষি চরণে করহুঁ প্রণিপাত।
উষা আর অনিরুদ্ধে দেখাইব কোন্ বুদ্ধে
কহ যুক্তি কর আশীর্ব্বাদ ॥ধ্রু॥
মুনি বলে জানি আমি হরিব উষার স্বামী
ইবে নাম হৈল অনিরুদ্ধ।

প্রবেশ হইয়া পুরী অনিরুদ্ধে কর চুরি
কৌতুক দেখিব বাণ যুদ্ধ ॥
সুদর্শন মনোব্যক্তা দুর্জ্জনের দণ্ডকর্ত্তা
কোটি সূর্য্য সমান প্রকাশ।
ভ্রমে সেই সর্ব্বদেশে হিংসক জনেরে হিংসে
তুমি তাহে না করিহ ত্রাস ॥৩॥
তুমি মোর বরে হও কৃতকার্য্য।
বিপত্তি সময়ে শ্যামা স্মরণ করিহ আমা
সঙ্কটেতে করিব সাহায্য ॥ধ্রু॥
শুনিঞা মুনির বাণী আপনারে শ্লাঘ্য মানি
চিত্রলেখা চলে দ্বারাবতী।
রথ রাখি অন্তরীক্ষে নর্ত্তকী সংপ্রদা চক্ষে
গেল কন্যা অলক্ষিতগতি ॥
চতুর্দ্বার বারটাঙ্গি সহস্র যুবতি সঙ্গী
সিংহাসনে অনিরুদ্ধ বীর।
চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত তাহাতে নাহিক চিত্ত
বিরহেতে ব্যাকুল শরীর ॥৪॥
চিত্রলেখা বুঝে মতিগতি।
অনিরুদ্ধে আছে বসি প্রসঙ্গে নাহিক হাসি
শ্রীকবিচন্দ্রের ভারতী ॥ধ্রু॥

উষার বিরহ

পয়ার ॥

অবসর বুঝি কন্যা আছে অন্তরীক্ষে।
কহিল সকল কথা বুঝিয়া গবাক্ষে ॥
তুমি যদুসিংহ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি কেন কর স্ত্রীবধ ॥
স্বপ্নেতে কাহারে তুমি ভুঞ্জিলে শৃঙ্গার।
স্মরণ করিয়া তাহে কর অঙ্গীকার ॥
বংশেতে নাহিক দোষ শুন যদুমণি।
প্রহ্লাদের কুলে জন্ম বাণের নন্দিনী ॥
দেখিল তোমারে এই সহস্র অবলা।
ইহার মধ্যেতে সেই উষা চন্দ্রকলা ॥
তোমার সদৃশ নারী রাজার কুমারী।
তুমি তার যৌবনের যোগ্য অধিকারী ॥
স্বপ্নেতে কেমনে সেই প্রবেশিলে পুরী।
চোরের বংশেতে জন্ম ভাল জান চুরি ॥
যদি বামাগণ আছে দশ শত সংখ্যা।
ইচ্ছাবরী কন্যা হৈলে না করি উপেক্ষা ॥
লিখিয়া দেখাইল আমি ত্রিভুবনপট।
এই সে কারণে জিয়ে কি আর কপট ॥
পঞ্চম স্বরেতে কথা কহে চিত্রলেখা।
চাহিতে পাইল বীর অপ্সরার দেখা ॥
অনিরুদ্ধ বলে তুমি হও কামচারী।
তেঞি প্রবেশিলে তুমি মোর অন্তঃপুরী ॥
জলের ভিতরে আছে সুলঙ্গেতে পথ।
শূন্যপথে নাহি চলে দেবতার রথ ॥
কিরূপে আইলা তুমি গুপ্ত দ্বারাবতী।
বুঝিল দেবের কৃপা আছে তোমা প্রতি ॥
অনুক্ষণ চিত্তে দেখি সেই মনোরমা।
প্রবোধ করিলে মনে নাহি হয় ক্ষেমা ॥
নাম কুল নাহি জানি বাস কোন্ দেশে।
জিজ্ঞাসিব কাহে কথা যাইব উদ্দেশে ॥
শূন্যভরে আছ তুমি নাহি অবলম্ব।
আমা লৈয়া চল শীঘ্র না কর বিলম্ব ॥
তামসী বিদ্যায় কন্যা নারদের বরে।
অনিরুদ্ধ লৈয়া রথে চড়িল অম্বরে ॥
আইল শোণিতপুরে পবনের গতি।
তন্দ্রায় আছেন উষা চিন্তাকুল মতি ॥

উষা অনিরুদ্ধের গন্ধর্ব্ববিবাহ

অনিরুদ্ধে প্রাঙ্গণে রাখিয়া বিদ্যাধরী।
ঘরে গিয়া জাগাইল রাজার কুমারী ॥

উঠ উষাবতি যাহা দেখিয়াছ পটে।
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই চোর বটে॥
শুনিঞা আনন্দে উষা হইল গদগদ।
অন্তরে ভাবেন গৌরীশঙ্করের পদ॥
উঁকি দিয়া চাহে উষা কুরঙ্গনয়নী।
শীতল হইলা তনু দেখি যদুমণি॥
চিত্রলেখা সখীর সদৃশ নাহি দান।
প্রণাম করিল চিত্তে করিয়া প্রমাণ॥
মনের আনন্দে উষা কহিলেন হাসি।
আজি হইতে বহিনি তোমার কেনা দাসী॥
পূর্ব্বনিয়োজিত যত ছিল আয়োজন।
আসন চন্দন মাল্য ভূষণ চন্দন॥
উষা অনিরুদ্ধে সব সহচরী মেলি।
গন্ধর্ব্ববিবাহ দিল দিয়া হুলাহুলি॥
পালঙ্ক উপরে দুঁহে বসিলা কৌতুকে।
বিচ্ছেদ নাহিক অনুক্ষণ মুখে মুখে॥
নবীন যুবতি সঙ্গে নব অনুরাগ।
দিবসে মৈথুন যেন করে চক্রবাক॥
এইরূপে দম্পতি আছেন গুপ্তবেশে।
ত্রিবিধ উৎপাত তবে হইল সেই দেশে॥
আচম্বিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই ধ্বজা।
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত হইল বাণ রাজা॥
বাল বৃদ্ধ না যায় উষার অন্তঃপুরী।
কথো দিনে ব্যক্ত হইল না রহে চাতুরী॥
পাপ প্রহরী সব ভয়ে কম্পমান।
না জানি শুনিলে কার শাস্তি করে বাণ॥
রাজার গোচর কৈল বুঝি সঙ্গোপন।
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন॥

প্রহরীদের অভিযোগ

গীত॥

অস্ত্র শস্ত্র পেলাইল মাথার উষ্ণীষ।
ক্ষেমা কর চিত্তে কিম্বা কাট এই শীষ॥
নাহি জানি নাহি শুনি দেখি বিপরীত।
কহিতে অদ্ভুত কথা মনে লাগে ভীত॥১॥
হের শুন দৈত্যপতি শুন দৈত্যপতি।
পুরুষবিদুষী উষা ভজে উপপতি॥ ধ্রু॥
মনুষ্যের গম্য নহে অনলের গড়।
সুপর্ণ লঙ্ঘিতে নারে শূন্যে বহে ঝড়॥
দেবতার গতি নাহি তোমার প্রতাপে।
শোণিতপুরেতে চুরি করি কার বাপে॥২॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হেন কহে বেদে।
অন্তঃপুর মাঝে চোর আইল গৃহভেদে॥
লঙ্কার রাবণ নষ্ট হৈল ঘর শুদ্ধে।
মজিল শোণিতপুর নটিনীর বুদ্ধে॥ ৩॥
মায়ের নিকটে থাকে কন্যা অকুমারী।
কিসের কারণে তার স্বতন্তর পুরী॥
নির্ভয়ে পুরুষ এক আছে তার সঙ্গে।
কবিচন্দ্র বলে উষা মজিল কুসঙ্গে॥ ৪॥

অনিরুদ্ধের জয়লাভ

ঘোষা॥

রাম বল রে ভাই শিব বল।

পয়ার॥

প্রতিহারমুখে শুনি কন্যাবিস্বকথা।
লাজেতে প্রথম রাজা হেট কৈল মাথা॥
জঙ্ঘায়ে চাপড় মাড়ি ছাড়িল নিঃশ্বাস।
আরক্ত লোচন করি চাহে আশপাশ॥

অনন্ত বাসুকি হেন সহস্রেক বাহু।
করাল বদন ভয়ানক যেন রাহু॥
আক্ষেপ করিয়া বলে মেঘের গর্জ্জনে।
অহো সত্ব অহো ধৈর্য্য এই ত দুর্জ্জনে॥
প্রাণের সঙ্কোচ নাহি অসম সাহস।
অদত্তা দুষিত হইল বড় অপযশ॥
দৈত্য দানব দশ সহস্র যোগান।
সহস্র কিঙ্কর জোড়হাতে বিদ্যমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কি বা মনুষ্যশরীর।
করাতে চিরিয়া তারে কর দুই চীর॥
পাইয়া কিঙ্করগণ রাজার আদেশ।
উষার পুরীতে সভে হইলা প্রবেশ॥
দৈত্য দানব যত ছাইল আকাশ।
পতঙ্গ গলিতে তথা নাহি অবকাশ॥
দেখিয়া পাইল ত্রাস রাজার কুমারী।
বাপের আজ্ঞায় আইল যত অস্ত্রধারী॥
কেন প্রাণনাথ তুমি হও যুদ্ধসজ্জ।
বাপার সাক্ষাতে যাই হইয়া নির্লজ্জ॥
মাগিয়া লইব আমি তোমার জীবন।
মায়াবী দৈত্যের সেনা না করিহ রণ॥
শুনিয়া যাদবসিংহ চলিল গর্জ্জিয়া।
শঙ্কা না করিহ প্রিয়া দেখ না বসিয়া॥
উষা আনি স্বামীরে দিলেন খড়্গ চর্ম্ম।
ভবানী ভাবিয়া কন্যা চিন্তে ধর্ম্ম ধর্ম্ম॥
নিকটে আসিয়া সেনা করিল প্রহার।
শক্তিশেল শর যষ্টি মুদ্গর কুঠার॥
কারো অস্ত্র তাহার শরীরে নাহি ভেদে।
সেই অস্ত্র লৈয়া বীর তা সভারে খেদে॥
কাটিয়া কিঙ্করগণ কৈল খণ্ড খণ্ড।
ভাঙ্গিল মস্তক কারো মারি গদা দণ্ড॥
আকাশে আছিল যত দৈত্য দানব।
শরজালে সভাকারে করি পরাভব॥
যুদ্ধেতে পড়িল কথো কেহ দিল ভঙ্গ।
অনিরুদ্ধ বলে উষা দেখ এই রঙ্গ॥
আমারে দেখাও দৈত্য দানবের রণ।
যদুবংশী আমি অসুরের কালানল॥
রক্তেতে কর্দ্দম হৈল উষার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পাইল ভয় সখী সহচরী॥
কন্ধ মুণ্ড হস্ত পদ দেখি রাশি রাশি।
কেহ দুঃখ ভাবে মনে কেহ হাসে হাসি॥
সিংহনাদ করে রণে বীর অনিরুদ্ধ।
রাজা শুনিলেক চোর জিনিলেক যুদ্ধ॥
দৈত্য দানবে বহু করিল ধিক্কার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে মনুষ্য আকার॥
ইহার যুদ্ধেতে সভে পাইলে পরাভব।
সমরে বিমুখ হও দেখিবে রৌরব॥
প্রমথগণেরে বাণ করিলেন আজ্ঞা।
কলাপী ভীষণ আদি যার যেই সংজ্ঞা॥
একনেত্র ত্রিনেত্র ধাইল উর্দ্ধমুখে।
কেহ ভূমে যায় কেহ যায় অন্তরীক্ষে॥
একপদ দ্বিপদ উলুকমুখ ধায়।
ব্যাঘ্রমুখ কপিমুখ নাচে তিন পায়॥
আইল প্রমথসেনা দেখি নরতনু।
কন্দর্প সমান রূপে হাতে ধরে ধনু॥
চিত্রলেখা মনে করে নারদ স্মরণ।
আকাশে নারদ মুনি দিলা দরশন॥
নারদের উপদেশে প্রমথের গণ।
অনিরুদ্ধে দেখি কেহ না করিল রণ॥
বাণরাজা শুনে রণে প্রমথের ভঙ্গ।
কবিচন্দ্র ভণে কোপে কাঁপে অষ্ট অঙ্গ॥

বাণ ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধ

কোপে বাণ দৈত্যরাজ আজ্ঞা দিল রথ সাজ
সহস্র করেতে ধরে অস্ত্র।

কবচ কুণ্ডল পরে ধূম্রবর্ণ কলেবরে
সাজিল লোহিত পীত বস্ত্র ॥
কনক রথের চূড়ে নীলবর্ণ বাণা উড়ে
শত অশ্ব রথের বাহক।
রথ আরোহণ করি চলিল উষার পুরী
দুর্জ্জয় শরীর ভয়ানক ॥১॥
রাজা গগনে করিল সিংহনাদ।
বাহিরে দেখিয়া বাণে উষা থরহরি কাঁপে
মনে গুণে কি হইল প্রমাদ ॥ধ্রু॥
অশ্রুমুখী দেখি ভার্য্যা ছাড়িয়া কুসুমশয্যা
রমণীরে করিয়া আশ্বাস।
বীরবেশ ধরি নাচে অঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কাচে
বারি হৈয়া চাহিলা আকাশ ॥
পড়িল বাণের দৃষ্টি করে রাজা শরবৃষ্টি
পঞ্চ শত করে টানে ধনু।
গর্জ্জে যেন কাল সর্প অধিক বাঢ়িল দর্প
চোরেরে দেখিয়া নরতনু ॥২॥
সন্নাহ টোপর হীন বনে যেন মৃগ মীন
তেনরূপ লইমু জীবন।
অরে দুষ্টমতি শিশু মনুষ্য অধম পশু
কেন তুমি বাঞ্ছিলে মরণ ॥
শরেতে ভেদিল মর্ম্ম অপসন নাহি চর্ম্ম
রক্তে রাঙ্গা হৈল অনিরুদ্ধ।
উষার করুণা শুনি লজ্জিত যাদবমণি
প্রাণ উপেক্ষিয়া কৈল যুদ্ধ ॥৩॥
বিশিখে বিশিখ কাটে লাফ দিয়া রথে উঠে
গদার প্রহারে বধে ঘোড়া।
কারো মুণ্ড গেল ভাঙ্গা কেহ রক্তে হৈল রাঙ্গা
কোন অশ্ব হৈল কাণা খোঁড়া ॥
দেখি বীর পরাক্রম বাণ করে পরিশ্রম
ধরিতে না পায় অপসন্ধি।
অনিরুদ্ধে পাইয়া রথে বাণ সহস্রেক হাতে
করিবারে না পারিল বন্দী ॥৪॥
ভাঙ্গিয়া রথের স্তম্ভ মহী করে অবলম্ব
পবন সমান বেগবন্ত।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ব্যক্তি বাণ রাজা লয় শক্তি
কোপে কড়মড করে দন্ত ॥
সেই শক্তি অগ্নিজ্বাল সহস্র কিঙ্কিণী কাল
বাজিবারে আইসে নির্ভয়ে।
উষা ঘরে মন্ত্র জপে অনিরুদ্ধ শক্তি লোফে
সাধুবাদ হইল অম্বরে ॥৫॥
শক্তি সাঁবটিয়া হাতে পেলিল দৈত্যের রথে
সারথি হইল কম্পমান।
বিন্ধিয়া বাণের হস্ত শক্তিশেল গেল অস্ত
অগ্নিরূপে পাইল নির্ব্বাণ ॥
রাজা পাইল মর্ম্মব্যথা শব্দেতে ভ্রমিল মাথা
খসিল হাতের শর চাপ।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে মন্দর পর্ব্বত পড়ে
মন্ত্রী বলে কি হইল বাপ ॥৬॥
রাজার ভাঙ্গিল আথা আর কেহ নাহি সখা
রথে বীর হইল মূর্চ্ছিত।
সারথির ধর্ম্ম নহে এ সময় যুদ্ধে রহে
রথ লৈয়া হৈল একভিত ॥
আকাশে নারদ ঋষি প্রশংসা করেন হাসি
কুসুম বরিষে সুরগণ।
শুনি জয় হুলাহুলি চাহে বাণ চক্ষু মেলি
অভিমানে হৈল সচেতন ॥৭॥
কথার দোসর মাত্র কুষ্মাণ্ড নামেতে পাত্র
যুদ্ধকালে রথের সারথি।
কহে সেই হিতবুদ্ধে জয় নাহি ন্যায়যুদ্ধে
মায়াযুদ্ধ কর দৈত্যপতি ॥
শুনি বাণ বায়ুবেগে লুকাইয়া মায়ামেঘে
ধনুকে জুড়িল নাগপাশ।

শররূপে বুকে ছান্দে নাগরূপ হৈআ বান্ধে
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥৮॥

অনিরুদ্ধের বন্ধন

পয়ার ॥

সহস্র সহস্র সর্প জন্মে সেই বাণে।
বান্ধিলেক অনিরুদ্ধে ব্যাল্লিশ বন্ধনে ॥
পড়িলেন অনিরুদ্ধ উত্তর শিয়রি।
যুগান্ত সময়ে যেন চলে নীলগিরি ॥
যুদ্ধ জয় করি রাজা সিংহনাদ পুরে।
জবরের খাঁড়া দিল কুম্ভাণ্ডের করে ॥
অচেতন হৈল চোর মুণ্ড কাট তুমি।
তোমার যুক্তিতে যুদ্ধ জয় কৈল আমি ॥
মন্ত্রী বলে দৈত্যরাজ বধ্য নহে এই।
ঘরে যুক্তি কর কি বা বলে মহাদেই ॥
উষার স্বামীর যোগ্য হয় এই বীর।
অসম সাহসী শ্যাম সুন্দর শরীর ॥
মনুষ্য দেহেতে বল দেখহ প্রত্যক্ষ।
তোমার সহিত যুদ্ধে হৈল সমকক্ষ ॥
সহস্র হস্তেতে তুমি রথে যুদ্ধসাজে।
দুই হস্ত সমান হইল পদব্রজে ॥
ইহারে বধিতে রাজা না হয় মমতা।
বিচারে কন্যার পতি হইল জামাতা ॥
বান্ধিয়া বধিলে রাজা না হয় পৌরুষ।
হৃদয়ে প্রমাণ কর উপজে কলুষ ॥
নাগপাশবন্ধনেতে যদি পায় প্রাণ।
বংশ জিজ্ঞাসিয়া তবে দিহ কন্যাদান ॥
তোমার কুমারী নিত্য পূজে শিবশক্তি।
উষা কুপুরুষে ভজে নাহি আইসে যুক্তি ॥
দেব অবতার এই মায়ানরতনু।
ক্ষমা দিয়া ঘরে চল ত্যাগ কর ধনু ॥
কুম্ভাণ্ডের বচনে স্থগিত হইল বাণ।
উষার অন্তঃপুর হৈতে করিল পয়ান ॥
স্বামীর বন্ধন দেখি রাজার নন্দিনী।
কান্দিয়া বিকল উষা লোটায় ধরণী ॥
হার ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে শিরে মারে শিল।
বাহিরে আসিয়া কহে কোথা ইন্দ্রনীল ॥
সর্পের কামড়ে বীর চক্ষু নাহি মেলে।
প্রাণ অবশেষ আছে শ্বাস মাত্র চলে ॥
স্বামীর দুর্গতি দেখি সর্পের কামড়ে।
বাণের কুমারী সেই সর্পমুখে পড়ে ॥
অন্যে হিংসা নাহি করে সেই ব্রহ্ম অস্ত্রে।
স্বামীর বদন উষা পোছে নিজ বস্ত্রে ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন।

উষাকে নারদের সান্ত্বনাদান

গীত করুণা ॥

তুমি সে পুরুষরত্ন আনিল করিয়া যত্ন
যাদববংশের তুমি আঁখি।
দেবতার পুত্র পৌত্র মাতা পিতা জ্ঞাতি গোত্র
অন্ধতুল্য তোমা নাহি দেখি ॥
আমার কারণে তুমি প্রবেশিয়া পরভূমি
একক হইয়া দিলে প্রাণ।
থাকিতে ছাপ্পান্ন কোটি শুইলে ধরণী লুটি
মায়াযুদ্ধে অনাথ সমান ॥১॥
প্রাণনাথ, উঠ উঠ দেহ আলিঙ্গন।
তোমার বিরহে স্বামী তনু না ধরিব আমি
উষা নামে কর সম্বোধন ॥ধ্রু॥
আমি পাপী দৈত্য জাতি হইলাঙ পতিঘাতী
আছিলে দ্বারকা রাজপাটে।

যত মনে কৈল ইচ্ছা সকলি হইল মিছা
এই ছিল উষার ললাটে ॥
বড় অবিদগ্ধ বাপ নাহি জানে পুণ্য পাপ
বধ করে কন্যার দয়িত।
উষার ক্রন্দন শুনি আকাশে নারদ মুনি
ডাকিয়া কহিলা আচম্বিত ॥২॥
ধন্য ধন্য অনিরুদ্ধ বাণ সঙ্গে মহাযুদ্ধ
করিয়া পড়িল নাগপাশে।
নাগ না করিল বল গরল হইব জল
ভজ কাত্যায়নী কীর্ত্তিবাসে ॥
শুন উষা রাজকন্যা পতিভক্ত নারী ধন্যা
অনিরুদ্ধ না মরিব বিষে।
ভজ তুমি ভগবতী আমি যাই দ্বাবাবতী
বিঘ্ন নাহি আমার আশীষে ॥৩॥
শুনিয়া মুনির ভাষা স্বামীরে জাগাইয়া উষা
কহিল দুর্গার কর স্তুতি।
স্মরণে দুর্গতি খণ্ডে যদি পড়ি বহ্নিকুণ্ডে
তথা রক্ষা করেন পার্ব্বতী ॥
ঈশ্বরী অবিদ্যা বিদ্যা কালরাত্রি যোগনিদ্রা
মহামায়া জয়া আদ্যাশক্তি।
রামকৃষ্ণ দাস গায় স্মরণে এ কোন্ দায়
কর্ম্মের বন্ধনে হয় মুক্তি ॥ ৪ ॥

অনিরুদ্ধের নাগপাশ মোচন

পয়ার ॥

দীনদয়াময়ী নাম তোমার।
শুনিঞা ভরসা বড় হইল আমার ॥

পয়ার ॥

দুর্গা ভজ দুর্গা জপ দুর্গা কর সার।
দুর্গা বিনে সঙ্কটে রক্ষিতে নাহি আর ॥

অস্ত্র উঠাইয়া যদি করয়ে প্রহার।
দুর্গার স্মরণে তার বাঁকা হয় ধার ॥
সমুদ্রে বহিত্র ডুবে সঙ্কটের বেলা।
দুর্গার স্মরণ কৈলে পায় তাহা ভেলা ॥
দুর্গার স্মরণে হয় বন্ধনমোচন।
গরল শীতল হয় না করে শোচন ॥
উষার বচনে অনিরুদ্ধে হৈল জ্ঞান।
অষ্টাদশভুজা চিত্তে ধরিলেন ধ্যান ॥
যাহা হৈতে হয় তিন গুণের প্রকাশ।
সেই আদ্যা আমার করিবে ক্লেশ নাশ ॥
ব্রহ্মারে রক্ষিলে মধু কৈটভের মুখে।
সেই মায়া আমারে রক্ষিবে এই দুঃখে ॥
বধিয়া মহিষাসুর ইন্দ্রে দিলা রাজ্য।
সেই গৌরী বিপত্ত্যেতে করিবে সাহায্য ॥
ধরিলা কালিকারূপ রক্তবীজবধে।
সেই ভদ্রকালী এই রক্ষিবে বিপদে ॥
চামুণ্ডারূপেতে কৈল চণ্ড মুণ্ড নাশ।
সেই দেবী আমার খণ্ডিব নাগপাশ ॥
যেই পাত কৈল শুম্ভ নিশুম্ভের কন্ধ।
সেই দেবী আমার খণ্ডিব ফণিবন্ধ ॥
অন্তরীক্ষ হৈলা কংস সঙ্গে করি কক্ষা।
সেই ভগবতী মোরে করিবেন রক্ষা ॥
এত স্তুতি কৈল যদি কন্দর্পনন্দন।
সাক্ষাতে তাঁহারে দেবী দিলা দরশন ॥
তপ্ত চামীকরবর্ণে অষ্টাদশভুজা।
পূর্ব্বে ব্রহ্মা সেই মূর্ত্তি করিলেন পূজা ॥
অনিরুদ্ধ বীরের বুঝিয়া শুদ্ধ ভাব।
সেই মূর্ত্তে মৃড়ানী পাইলা আবির্ভাব ॥
কৃপাএ অম্বিকা তাঁরে কৈলা দৃষ্টিপাত।
খণ্ডিল বন্ধন বুলাইলা পদ্মহাথ ॥
জুড়াইল দেহ বীর হৈল সচেতন।
নাগশয্যা হৈতে যেন উঠে নারায়ণ ॥

প্রণাম করিল অনিরুদ্ধ অম্বিকায়।
পুষ্পমালা হৈয়া নাগ রহে তাঁর গায়॥
প্রসন্ন হইয়া দেবী দিলা এই বর।
আসিব শোণিতপুরে রাম দামোদর॥
তবে সে হইব এই দৈত্যের দমন।
উষা সঙ্গে দেশে তুমি করিবে গমন॥
অনিরুদ্ধ উষা দুঁহে দেখে বিদ্যমান।
কহিতে কহিতে দেবী হৈলা অন্তর্ধান॥

উষার প্রবোধ

বাণের রক্ষক দেখে অনিরুদ্ধ উঠে।
রাজার সম্মুখে গিয়া কহে করপুটে॥
নিশ্চয় জানিল চোর দেবতার অংশ।
হীন বংশে জন্ম নহে দড় যদুবংশ॥
নাগের কামড়ে বীর না জানিল জ্বালা।
তাহার অঙ্গেতে নাগ হৈল পুষ্পমালা॥
নির্ভয়ে বাণের আগে কহিলেক দূত।
মৌন করি রহে রাজা শুনিঞা অদ্ভুত॥
উষারে প্রবোধ করে সখী চিত্রলেখা।
আন জন কাণে শুনে মোর সব দেখা॥
দ্বারকায় কৃষ্ণ যদি পক্ষিরাজে চড়ে।
অন্তরীক্ষে আসিয়া পড়িব (আজি) গড়ে॥
কৃষ্ণ যদি শ্বাস পুরে শঙ্খ পাঞ্চজন্যে।
প্রলয়মেঘের হেন শব্দ করে শূন্যে॥
শত্রুপক্ষে গর্ব্বিণীর হয় গর্ব্ভপাত।
উফড়িয়া পড়ে লোক শুনিয়া নির্ঘাত॥
শৈব্য সুগ্রীব (আর) মেঘ বলাহক।
এই চারি ঘোড়া তাঁর রথের বাহক॥
দ্বারকায় কৃষ্ণ যদি চড়ে সেই রথে।
চারি দণ্ডে এইখানে সুদর্শন হাথে॥
কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বল চক্র যায় দেখা।
কৃষ্ণের বিপক্ষী কার শক্তি যায় রাখা॥

তালধ্বজ রথে যারে সাজে বলরাম।
নিশ্চয় জানিহ তারে বিধি হইল বাম॥
লাঙ্গল মুষল লৈয়া কোপে যদি আসে।
উলটিয়া দিব গড় আঁখির নিমিষে॥
আইসে মকরধ্বজ রথে যদি কাম।
পুত্রের শোকেতে যদি প্রবর্ত্তে সংগ্রাম॥
তবে এই দৈত্যপুরে কার নাহি রক্ষা।
দেখিবে সাক্ষাতে তাঁর বাণের পরীক্ষা॥
চিন্তা না করিহ উষা স্থির কর মন।
ব্যর্থ না হইব কভু দুর্গার বচন॥
শোণিতনগরে এই প্রচারিল বাণী।
রমণী পুরুষে দিবা রাত্রি কাণাকাণি॥
কেহ কেহ বলে আর নাহিক নিস্তার।
যাদবসেনায় সব করিব সংহার॥
কেহ কেহ বলে এই আছে প্রতিকার।
পার্ব্বতী শঙ্কর ইথে করিব উদ্ধার॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
এখনে গাহিব দ্বারকার বিবরণ॥

দ্বারকায় বিষাদ

গীত॥

প্রতি ঘরে ঘরে দ্বারকা নগরে
বিষাদ ভাবয়ে লোক।
কামদেব রতি চিন্তিত দম্পতি
পাইয়া পুত্রের শোক॥
দেবকী রোহিণী রেবতী রুক্মিণী
সতী জাম্ববতী সঙ্গে।
যত মাসী পিসী বুঝাইল আসি
বিবেক নাহি অসঙ্গে॥ ১॥
ভাই, মনে জানে জগদীশ।
না করে প্রকাশ সঘনে হুতাশ
দেখি সভে বিমরিষ॥ ধ্রু॥

অক্রূর উদ্ধব যতেক যাদব
সভে কহে এই কথা।
জন্মিল সম্বর হৈয়া নিশাচর
সেই দিল এত ব্যথা॥
বলেন রুক্মিণী আমি এই জানি
পুরন্দর কৈল চুরি।
তার প্রাণ তুল পারিজাত ফুল
আনিলে লঙ্ঘিয়া পুরী॥২॥
অর্জ্জিলে কুযশ হৈয়া নারীবশ
অগ্রজে জিনিলে রণে।
এই সে কারণ অদিতিনন্দন
ডাকা দিল মোর ধনে॥
পুত্র সূতিঘরে হরিল সম্বরে
তাহে নাহি জানি দুঃখ।
বিদরে হৃদয় কহিল নিশ্চয়
চাহিতে রতির মুখ॥৩॥
সহস্রেক বধূ যেন হীন বিধু
গগনে না শোভে তারা।
সভে আছে ভালে আমার কপালে
বাছার বাছাটি হারা॥
রুক্মিণীর বাণী সত্যভামা শুনি
সপত্নী ভাবেতে রোষে।
কবিচন্দ্র কহে মদনতনয়ে
আছে পরদার দোষে॥৪॥

দ্বারকায় নারদ

পয়ার॥

অনিরুদ্ধে না দেখিয়া সভাকার চিন্তা।
মৃত তনু হেন অনুক্ষণ পিতা মাতা॥
উগ্রসেন আদি করি যত রাজধানী।
যদু ভোজ বংশ যত পুরুষ রমণী॥
রতি কামদেবে শান্ত করে দিবানিশি।
হেন কালে আচম্বিত আইলা দেবঋষি॥
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ করিলা সম্মান।
যদু ভোজবংশী সভে কৈলা অভ্যুত্থান॥
আসনে বসিয়া মুনি পুছিলা কুশল।
কি হেতু বিরস দেখি বদনকমল॥
রমণীর পুরে কেন হৈল এক সভা।
কার পুত্রোৎসব আজি কার হৈল বিভা॥
দেখিয়া যাদবগোষ্ঠী বড় পাই প্রীত।
নিত্য পুত্রোৎসব হয় বিভা নিতে নিত॥
সেই পুরীমধ্যে অবতীর্ণ নারায়ণ।
তাহাতে বিষাদ কেন বিলাপ ক্রন্দন॥
করিলা যাদবগণ নারদের পূজা।
মুনি বলে কোথা কাম অপ্সরের রাজা॥
যতেক রমণীগণ হইলা প্রণতি।
ইহার মধ্যেতে কেন নাহি দেখি রতি॥
তবে এই প্রস্তাব করিলা বলরাম।
পুত্রশোকে গৃহে অচেতন রতি কাম॥
সভে বাস করি এই সমুদ্রের মধ্যে।
গোষ্ঠীর তিলক নাহি দেখি অনিরুদ্ধে॥
তুমি যদি জান ঋষি তাহার উদ্দেশ।
আজ্ঞা কর তবে আমি যাই সেই দেশ॥
হাসিয়া নারদ বলে শুন বলদেব।
মোর ভিত অবধান কর বাসুদেব॥
শোণিতপুরেতে বাণ রাজা কৈল সভা।
শঙ্করের বরপুত্র শুন তার প্রভা॥
সহস্রেক হস্ত শাল পেয়ালের শাখা।
মায়াযুদ্ধ করে কেহ নাহি পায় দেখা॥
অন্তঃপুরে অনিরুদ্ধে দেখি হৈল ক্রুদ্ধ।
যুদ্ধ করি নাগপাশে করিল নিরুদ্ধ॥
যাদবগোষ্ঠীর বড় হইল দুর্নাম।
উদ্ধার করহ তার করিয়া সংগ্রাম॥

তুমি হরি ত্রৈলোক্যের হৈয়া অধিকারী।
ভক্তিবশে হইয়াছ বলির দুয়ারী॥
তেনরূপ তপে বশ হৈলা মহেশ্বর।
রহিলা বাণের ঘরে লৈয়া পরিকর॥
দেবতার গম্য নহে কি করে মানুষে।
অনলের গড় উভে আকাশ পরশে॥
তাহার ভিতরে বন্দী আছে অনিরুদ্ধ।
তথা গেলে শিবের সহিত হব যুদ্ধ॥
নাহি গেলে অনিরুদ্ধে নাহিক নিস্তার।
ঠেকিলা শোণিতপুরে কামের কুমার॥
বাণের কুমারী স্বপ্নে হৈল স্বয়ম্বরা।
অনিরুদ্ধে লৈয়া গেলা সখী অপ্সরা॥
বীররসে অনিরুদ্ধে নাহি করি কুৎসা।
যাহার সমরে বাণ হৈয়াছিল মূর্চ্ছা॥
মায়াযুদ্ধে অনিরুদ্ধ হৈলা পরাভব।
পৌত্রের উদ্ধার চিন্তা করহ মাধব॥
শুনিঞা পরমানন্দ নারদের বাক্য।
সত্যভামা প্রতি কৃষ্ণ করিলা কটাক্ষ॥
সত্যভামার পরিহাস হইল সব সত্য।
শোণিতপুরেতে বন্দী কামের অপত্য॥
রুক্মিণী পাইলা লজ্জা শুনিঞা বৃত্তান্ত।
হরিষ বিবাদ চিত্তে ভাবে গোপীকান্ত॥
উদ্দেশ পাইয়া চিত্তে হইলা আহ্লাদ।
নিরুদ্ধ দৈত্যের পুরে এ বড় বিষাদ॥
পুত্রের জীবনবার্ত্তা পাইলেন কাম।
দম্পত্যে নারদে আসি করিলা প্রণাম॥
শ্বেত সর্ষপ লাজা কর্পূরের গুঁড়া।
নাছে বাটে দিল দধি অক্ষতের ছড়া॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা।
সাজ সাজ বলি হইল নগরে ঘোষণা॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন॥

কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যোগ

পঠমঞ্জরী রাগ॥

অঞ্জলি করিয়া ভক্তি নারদ কহেন যুক্তি
শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
যাইতে শোণিতপুর এথা হৈতে অতি দূর
একাদশ সহস্র যোজন॥
মনুষ্যে অগম্য পথ না চলে শকট রথ
নদ নদী পর্ব্বত কানন।
তরি তুরঙ্গম গজে স্থানগুণে পদব্রজে
চিরকালে করিবে গমন॥১॥
অবধান কর হৃষীকেশ।
গরুড়ে স্মরণ করি আরোহণ করি হরি
মুহূর্ত্তে পাইবে সেই দেশ॥ধ্রু॥
শুনি কৃষ্ণ ভগবান্ করিলা গরুড়ে ধ্যান
সত্বরে আইল পক্ষরাজ।
প্রণাম করিল তার্ক্ষ্য হাসি বলে কমলাক্ষ
জয় কর দৈত্যের সমাজ॥
তুমি সুপর্ণের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে আমার জ্যেষ্ঠ
আমি সেই বামন কনিষ্ঠ।
তোমার প্রসাদ হয় তবে করি যুদ্ধ জয়
যুগে যুগে তুমি দেহ পৃষ্ঠ॥২॥
তুমি মহাসত্ত্ব সাধু তোমার অনুজ বধূ
দেখ ত রুক্মিণী এই কান্দে।
শুনিঞা কামের পুত্রে জিয়াহ সকল গোত্রে
বাণ অনিরুদ্ধে পাইয়া বান্ধে॥
শুনিঞা বিনতাসুত জোড় হাতে কহে দ্রুত
সেবকেরে কেন এত স্তব।
চাপিয়া আমার পৃষ্ঠে দমন করহ দুষ্টে
হইব বাণের পরাভব॥৩॥
পূর্ব্বে ত্রিবিক্রমরূপে বান্ধিলে তাহার বাপে
যাহা হৈতে বাণের উদ্ভব।

বলির প্রপিতামহে বধিলে অদ্ভুত দেহে
হৈয়া নরসিংহ অবয়ব ॥
কে নহে তোমার বাধ্য কি আছে অসাধ্য সাধ্য
কারে মায়া কর চক্রধর।
শুনি গরুড়ের বাণী অর্ঘ্য দিয়া যদুমণি
পক্ষের উপরে কৈল ভর ॥
নবীন জলদ তনু বৈজয়ন্তী ইন্দ্রধনু
পীত বসন সৌদামিনী।
আবির্ভাব বীরবেশে উষ্ণীষ মুকুট কেশে
শিরেতে শিখণ্ড চূড়ামণি ॥
বিশদ বিশাল নেত্র যেন দুই শতপত্র
উন্নত নাসিকা মুখচন্দ্রে।
নির্ম্মল কপোলদেশে দীপ্তি পায় যার আশে
মকর কুণ্ডল শ্রুতিবন্ধে ॥৫॥
সুবলিত অষ্ট ভুজে অষ্ট আয়ুধ সাজে
শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ শর।
সারঙ্গ মুষল করে কোপে বজ্রবাণ ধরে
হুঙ্কার ছাড়িল ভয়ঙ্কর ॥
যেন অরুণের আভা কৌস্তুভ মণির শোভা
দশ দিক্ পাইল প্রকাশ।
শঙ্খ পুরি বীরদাপে টঙ্কার দিলেন চাপে
রচে গীত রামকৃষ্ণ দাস ॥৬॥

যুদ্ধযাত্রা

পয়ার ॥

রুক্মিণীর তনয় প্রধান কামদেব।
চারুভদ্রা চারুগুপ্ত আর চারুদেব ॥
চারুবিন্দ চারুবাহু আর চারুগর্ত্ত।
সুভ্রম সুদন্ত সুষেণ সুপ্রগল্ভ ॥
কেহ রথে চড়ে কেহ কেহ অশ্ব গজে।
সন্নাহ টোপর ধরে সভে অস্ত্রসাজে ॥
সত্যভামার তনয় প্রধান ভানুমান্।
ভীমরথ রোহিত তাম্রাক্ষ দীপ্তিমান্ ॥
জলান্তক আদি করি ধায় দশ ভাই।
করে ধরে চাপ শর শেল ছুরি দাই ॥
জাম্ববতীসুত শাম্ব দুর্জ্জয় শরীর।
মিত্রবান্ মিত্রবিন্দ আদি দশ বীর ॥
খড়্গ চর্ম্ম পরশু পট্টিশ ধরি হাথে।
প্রণাম করিল আসি দেব জগন্নাথে ॥
কালিন্দীর দশ পুত্র প্রধান অশ্রুত।
শ্রুতসেন আদি করি রূপেতে অদ্ভুত ॥
চক্র মুষল শক্তি গদা লয় কোপে।
মালশাট মারে কেহ তোলা দেই গোঁফে ॥
গাত্রগুপ্ত লক্ষ্মণার তনয় প্রধান।
গাত্রবিন্ধ বীর ধায় আর গাত্রবান্ ॥
অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আইল বীরদাপে।
সমুদ্র না করে শব্দ যাহার প্রতাপে ॥
সুদত্তার তনয় প্রধান সত্যজিত।
আইল সংগ্রামজিত আর শক্রজিত ॥
সেনজিত আদি করি দশ সহোদর।
মাথা নোঙাইল জনকের বরাবর ॥
মাদ্রীর তনয় দশ প্রধান বৃকাখ্য।
বৃকদীপ্তি বৃকোদর ধরে দণ্ডপাশ ॥
যাদববংশের আমি কত লব নাম।
পুত্র পৌত্র সঙ্গে ধায় শুনিঞা সংগ্রাম ॥
গদ সারণ দুই রামের অনুজ।
চিত্তের বড়ই সাধ বধিব দনুজ ॥
শঠ নিশঠ দুই রামের কুমার।
গদের তনয় দুই দুর্জ্জয় দুর্ব্বার ॥
আইল যাদবসেনা মারে মালসাট।
রণতুর বাজাইয়া ডাকে মার কাট ॥
নারদে দেখিয়া বলে শুন বাপা খুড়া।
বাপের সহিত বাদ নাহি দাপা হুড়া ॥

যাইতে নাহিক পথ দেখিতাঙ কৌতুক।
কোন জন পাড়ে ঢাল বাণের সমুখ ॥
কার্ত্তিকের সম বল সহস্রেক হাথে।
অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করে চড়ে মায়ারথে ॥
জরাসন্ধযুদ্ধে রথ পাইলেন রাম।
সম্বর বধিতে রথ পাইলেন কাম ॥
দিব্য রথে চল দুঁহে হৈয়া অনুবল।
আর যত যদুবংশ রক্ষা কর স্থল ॥
এ বাক্য শুনিঞা শাম্ব উঠিল গর্জ্জিয়া।
সেনা লৈয়া যাব বন পর্ব্বত মর্দ্দিয়া ॥
জলেতে বান্ধিব সেতু রচিব বহিত্র।
তোমার আশীষে মুনি এ কোন্ বিচিত্র ॥
বলদেব রথে চড়ে হইয়া উন্মনা।
ধরিল অনন্তরূপ সহস্রেক ফণা ॥
বিপুল শরীর যেন রজতের গিরি।
মহাশব্দ করিল শিঙ্গায় শ্বাস পুরি ॥
চতুর্দ্দশ বাহু যেন স্ফটিকের স্তম্ভ।
আস্ফোট করিয়া বলদেব করে দম্ভ ॥
লাঙ্গল মুষল শঙ্খ চক্র গদা হাতে।
অসি পাশ লৈয়া চলে গোবিন্দের সাথে ॥
কামদেব ধনুকে জুড়িয়া পঞ্চ শর।
বসন্ত সারথি রথে ধ্বজায় মকর ॥
গোবিন্দের দক্ষিণে দেখিয়া বলরামে।
পবনগমনে চলে জনকের বামে ॥
রাম কৃষ্ণ কামদেব এই তিন বীর।
এক নারায়ণ তিনে দুর্জ্জয় শরীর ॥
আইলা পবনবেগে অনলের গড়ে।
সুমেরু সদৃশ দূরে হইতে দৃষ্টি পড়ে ॥
অগ্নির প্রতাপে সভে হইলা বিবর্ণ।
বলরাম বলে ভাই শুনহ সুপর্ণ ॥
সুমেরু নিকট হেন বুঝি এই দেশ।
সুবর্ণের কিরণে পিঙ্গল হইল কেশ ॥

নারদ বলেন নহে সুমেরু পর্ব্বত।
অনলের গড় ইহার ভিতর বসত ॥
গড়ের বাহিরে কৃষ্ণ করিলা বিশ্রাম।
দক্ষিণেতে বলরাম বাম দিকে কাম ॥
শঙ্করের বরপুত্র হয় এই বাণ।
বাণের সমরে সভে হও সাবধান ॥
অবশ্য আসিব রণে দেব বৃষধ্বজ।
অনুবল আসিব কুমার আর গজ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া দুঁহে করিবে সমর।
আমার নিকট ছাড়ি না হৈয় অন্তর ॥
গরুড়ের প্রতি এই করিল আদেশ।
উধা কর পক্ষরাজ যাও উর্দ্ধদেশ ॥
স্বর্গগঙ্গার জল কর তুমি পান।
উগারিয়া পেল অগ্নি হইব নির্ব্বাণ ॥
প্রভুর আদেশে পক্ষী উঠিল আকাশে।
উদর পুরিয়া জল পিল এক শ্বাসে ॥
হইয়া সহস্রমুখ নিজ যোগবলে।
সহস্র ধারায় জল উগারিয়া পেলে ॥
অগ্নির গড়েতে জল গরুড় উগারে।
নির্ব্বাণ হইল সেই অগ্নি একেবারে ॥
ক্রোধ করি জাতবেদ হইলা মূর্ত্তিমান্।
উনপঞ্চাশত অগ্নি অঙ্গিরা প্রধান ॥
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে হইল সখা।
গড়ের বাহিরে অগ্নিগণ দিল দেখা ॥
পুড়িয়া পাড়িমু আজি গরুড়ের পাখা।
কাহার শক্তিতে দেখি পক্ষ যায় রাখা ॥
পরাক্রম করিয়া আইসে অগ্নিগণ।
দেখিয়া হাসিল কৃষ্ণ কমললোচন ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অগ্নিগণ রণে ক্ষণ আধ।
আমার বাণেতে অগ্নি হবে ভস্মসাত ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ অঙ্গিরা সমুখে।
আইসে ত্রিশূল বাণ বাজিবারে বুকে ॥

অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ কাটিল ত্রিশূল।
দেখিয়া অঙ্গিরা ত্রাসে হইল ব্যাকুল ॥
ভল্লবাণ যদুসিংহ জুড়িলা সারঙ্গে।
বজ্রবেগে বাজে বাণ অঙ্গিরার অঙ্গে ॥
ক্ষুলাকর্ণ বাণে তার বিন্ধিল হৃদয়।
রুধির উগারে অগ্নি পাইল পরাজয় ॥
বিমুখ হইল যত অনলের সেনা।
বাণের নগরে গিয়া হইল ঘোষণা ॥
ব্রহ্মার তনয় চারি অঙ্গিরা প্রমুখ।
আইলা অগ্নির গণ শিবের সমুখ ॥
সহিতে না পারি গোসাঞি মাধবের যুদ্ধ।
আপুনি বাণের রক্ষা কর মহারুদ্র ॥
শিবায়ন গীত গায় রামকৃষ্ণ দাস।
আইল অগ্নির গণ শঙ্করের পাশ ॥

মুনিগণের দুঃখ

পূর্ব্বেতে বাণের তরে দিলে পুত্রবর।
মদে মত্ত হইয়া সেই মাগিল সমর ॥
এখনে সাজিয়া আইলা কৃষ্ণ হলধর।
সিংহের সমুখে যেন পড়িল কুঞ্জর ॥১॥
শুন চন্দ্রচূড়ামণি শুন চন্দ্রচূড়ামণি।
সঙ্কটে বাণের প্রাণ রক্ষিবে আপুনি ॥ধ্রু॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া রাবণ তোমা পূজে।
দশ মুখে স্তুতি পুটাঞ্জলি দশ ভুজে ॥
সবংশে মজিল হেন দাস দশমুখ।
বিমানে বসিয়া তুমি বঞ্চিলে কৌতুক ॥২॥
হর বর দিতে ভোলা হর বর দিতে ভোলা।
প্রথমে বাড়াইয়া কেন পাছে কর হেলা ॥ধ্রু॥
এই যুদ্ধে হয় যদি বাণের মরণ।
আর কোন্ জন লইব তোমার শরণ ॥
সেবক রক্ষিতে যার নাহিক মমতা।
সে জন বলায় কেন দেবের দেবতা ॥৩॥
তুমি দেব দিগম্বর তুমি দেব দিগম্বর।
লাজেরে বিদায় দিয়া না পর অম্বর ॥ধ্রু॥
ভক্ত জনের হিংসায় উপজে কলুষ।
রক্ষিতে না পারি যদি পান করি বিষ ॥
বিষ পানে মৃত্যু নাহি তুমি নীলকণ্ঠ।
ভূতের ঈশ্বর ভোলানাথ তুমি ভণ্ড ॥৪॥
গীত গায় কবিচন্দ্র গীত গায় কবিচন্দ্র।
হাসিয়া রহিলা হর পুরুষ স্বতন্ত্র ॥ধ্রু॥

শোণিতনগরে নারদ ও কৃষ্ণ

রামক্রি রাগ ॥

লঙ্ঘিয়া অগ্নির গড় ঘোর ঘুরুনিয়া ঝড়
গরুড়ে চলিলা নরহরি।
নারদ কহেন বাণী শুন প্রভু চক্রপাণি
এই দেখ শোণিতনগরী ॥
বন উপবন রম্য প্রাচীর প্রাসাদ হর্ম্ম্য
দীপ্তি করে রত্নের কলস।
নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণে পাট নেত
পতাকায় ব্যাপিল নভস ॥১॥
প্রভু হে, দৃষ্টি দেহ কমলনয়ন।
এই পুরী রত্নমালা হরের শয়নশালা
বেষ্টিত প্রমথ রৌদ্রগণ ॥ধ্রু॥
কাঞ্চন রজত তাম্বা মাণিক্য রচিত থাম্বা
সৌধময় দৈত্যের পত্তন।
বারটঙ্গি নাটশালা কোঠা দুই তিন তলা
বাজিশালা যোজনে যোজন ॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখ থানা বসিয়াছে দৈত্যসেনা
নানা বাদ্য বাজে নিরন্তর।
যোজন যোজন যুড়ি কুঞ্জরের কাঠগড়ি
যূথে যূথে মত্ত করিবর ॥২॥

বাণতুল্য নহে শৈব প্রসন্ন হইল দৈব
তোমার সহিত দরশন।
বুঝিল না হব বধ খণ্ডিত হস্তের মদ
শিবলোকে করিব গমন॥
নারদের কথা শুনি হাসিয়া যাদবমণি
কৈল পাঞ্চজন্যের নিনাদ।
সিঙ্গা পুরে বলরাম সিংহনাদ করে কাম
দৈত্যপুরে পড়িল প্রমাদ॥৩॥
গর্ব্বিণীর গর্ভ খসে চমক পড়িল দেশে
ধাওয়াধাই হইল গণ্ডগোল।
চিত্রলেখা মুখে ভাষা শুনিঞা সন্তোষ উষা
প্রত্যক্ষ হইল সেই বোল॥
ত্রিবিধ লোকেতে দেখে গরুড় পক্ষের পাখে
গগনে উদয় নীল চন্দ্র।
সুদর্শন দীপ্তিমান্ দেখি সভে কম্পমান
সঙ্গীত রচিল কবিচন্দ্র॥৪॥

দৈত্যগণের পরাভব

ঘোষা॥

ভাই বল হরি হরি।
অপার সংসারসিন্ধু রামনামে তরি॥

পয়ার॥

উষা উকি দিয়া চাহে পরম কৌতুকে।
চিত্রলেখা তাহারে চিহ্নায় একে একে॥
অষ্ট শ্বশুর উষা দেখ এই দৃষ্টে।
নীল ইন্দীবরশ্যাম গরুড়ের পৃষ্ঠে॥
স্ফটিকধবলতনু দেখ বলদেবে।
তোমার শ্বশুরে কৃষ্ণে এক অবয়বে॥
এই তিন জনে উষা যাহা প্রতি রোষে।
দাবানল পীয়ে পাইলে পয়োনিধি শোষে॥
এই সব কথা কহে কন্যাপুরবাসী।
যত রাজকন্যা আর যত দাস দাসী॥
নৃপতির পুরে হইল সাজ সাজ ডাক।
চতুরঙ্গবলে দৈত্য ধায় লাখে লাখ॥
কোটি কোটি কিঙ্কর ধাইল যুদ্ধবেশে।
দৈত্য দানব কেহ না রহিল দেশে॥
রাজার সম্মুখে সভে জানাইল সেবা।
তোমার সাক্ষাতে রাম কামদেব কে বা॥
সবে মাত্র গণি বীর গণনায় হরি।
বিজয়ী হইবে তুমি সমরকেশরী॥
যাহার উপরে পড়ি নারায়ণ গাজে।
এক চাপি হৈয়া সভে বিন্ধি পক্ষরাজে॥
বাণ বলে আসি আমি করি স্বস্ত্যয়ন।
তুমি সব কর আগে বাণ বরিষণ॥
অনিরুদ্ধ বীর শুনি ছাড়িল নিঃশ্বাস।
আসিতে করিল ইচ্ছা বান্ধে নাগপাশ॥
পরম সন্তোষ বাণ নাচে উভ হাতে।
মালসাট করিয়া স্মরয়ে বিশ্বনাথে॥
এত দিন পূর্ণ হৈল আমার অভীষ্ট।
বুঝিব গোয়ালা বিষ্ণু কেমন বলিষ্ঠ॥
পঞ্চ শস্য দান কৈল আনি পঞ্চ রাশি।
পঞ্চামৃত দিল দ্বিজে কলসী কলসী॥
সবৎসা বাছিয়া গাভী বুঝিয়া দোহাল।
যূথে যূথে ধেনু দ্বিজে দিল পালে পাল॥
মণে মণ কাঞ্চন বসন পাটে পাটে।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান বহাইয়া শকটে॥
শিবের সন্তোষ হেতু বৃষ নবময়।
ভূষণে ভূষিয়া দিলা অষ্টোত্তর শয়॥
বলির নন্দন দাতা বলির সমান।
বেদ পড়ি বিপ্রগণ করিল কল্যাণ॥
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণে সহস্র তুরঙ্গ।
বাণের রথের যোত্র সহস্র ভুজঙ্গ॥

পেখম ধরিয়া নাচে ধ্বজায় ময়ূর।
যাত্রা করি রথে আসি বসিল অসুর॥
সহস্র হস্তেতে ধরে নানা অস্ত্র শস্ত্র।
ধূম্রবর্ণ কলেবর রক্তবর্ণ বস্ত্র॥
সৈন্যের সমর দেখে সারথি চতুর।
রথ লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল অতি দূর॥
বেড়িল দৈত্যের সেনা চতুরঙ্গ বলে।
আষাড়িয়া মেঘ যেন এক চাপে চলে॥
গোবিন্দের দেহে করে বাণ বরিষণ।
অর্দ্ধেক পথেতে বাণ কাটে সুদর্শন॥
মুষল মুদ্গর গদা শক্তি শেল জাঠী।
আসিতে নন্দক খড়্গ পেলে কাটি কাটি॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল দৈত্য করে হায় হায়।
জঘনে চপেট মারে হাতে কামড়ায়॥
অসি খট্টারক (আর) ছুরি যদি পড়ে।
ঠেকিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে ধার তার মোড়ে॥
রুষিল যাদবসিংহ সমরপণ্ডিত।
শারঙ্গ টানিঞা শর জুড়িলা শাণিত॥
বিন্ধিয়া দৈত্যের সেনা করিলা জর্জ্জর।
এক এক জনে বিন্ধে লক্ষ লক্ষ শর॥
দানবসেনার মাঝে মাধব কৌতুকী।
শত শত রথ ভাঙ্গে লৈয়া কৌমোদকী॥
রাউত মাহুত সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ।
নন্দক খড়্গেতে খণ্ড খণ্ড করে অঙ্গ॥
সমূহ সেনায় কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ফুকে।
উফড়িয়া পড়ে দৈত্য রক্ত উঠে মুখে॥
বলরাম ক্রোধ করি আরক্ত লোচনে।
শত শত দৈত্য বধে লাঙ্গলের টানে॥
সারথি সহিত রথ ভাঙ্গি করে গুঁড়া।
হস্ত পদ কাটি হাতী করে নাড়ামুড়া॥
গরুড়ের পাখে বয় নিদারুণ ঝড়ে।
বাহন সহিত যোধ দূর দূর পড়ে॥

চঞ্চু ঘায়ে বিদারে করীর কুম্ভস্থল।
ফিকে রক্ত উঠে শব্দ শুনি খল খল॥
কামদেব ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণ শর।
বাণেতে ছাইল বীর শোণিতনগর॥
অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি শুনি ঝনঝনি।
স্ফুলিঙ্গ উফড়ে যেন পাথরে অশনি॥
পড়িল বাণের সেনা রক্তে বহে নদী।
সিংহনাদ করে কাম পরপক্ষ বধি॥
কাতর হইয়া দৈত্য দন্তে ধরে কুটা।
কুন্তল ছিণ্ডিয়া পায় দেই মুঠা মুঠা॥
সন্নাহ টোপর ছাড়ে যুদ্ধপরিচ্ছদ।
মোরে অস্ত্র ধরে তারে লাগে স্ত্রীবধ॥
কাতর হৈয়া কেহ করে কাকুর্ব্বাদ।
এই অস্ত্র পেলি প্রভু ক্ষম অপরাধ॥
কাতর পুরুষে নাহি রোষে যদুবংশী।
দৈত্যের দুর্গতি দেখি নারদের হাসি॥
নাক কাণ নাহি কার নাহি হস্ত পদ।
লোচনে বরিষে জল বচন গদ্গদ॥
মর্ম্মব্যথা পাইয়া ধরিল কেহ বুক।
পালায় দৈত্যের সেনা হইয়া বিমুখ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত।
গাইতে আনন্দ বাড়ে শুনিতে অমৃত॥

বলরামের জ্বরব্যাধি

গীত॥

আদেশ করিলা হর চলে মহেশ্বর জর
নীল রক্ত ধূম্রল শরীর।
তিন মুণ্ড নয় চক্ষ ছয় হস্ত এক বক্ষ
তিন পায় নাচে মহাবীর॥
অগ্নিসম জ্বালাকুল দাহিন হাতে লোফে শূল
বাম করে ভস্মের আখারি।

পরিধান রক্তবাস ঝড় বহে উষ্ণ শ্বাস
বিকট দশন দুরাচারী ॥১॥
ভাই রে, জ্বর ভস্ম করে প্রহরণ।
ভস্ম লাগে যার অঙ্গে জ্বর তার দেহে লঙ্ঘে
দাহ কম্পে করে অচেতন ॥ধ্রু॥
লাগিল বলাইর বুকে ধূলা উঠে তার মুখে
কলেবর থর থর কাঁপে।
পাবে পাবে করে ব্যথা মুখে নাহি সরে কথা
বলাই বিকল হৈলা তাপে ॥
যেন প্রলয়ের কালে রজতপর্ব্বত ঢলে
রথেতে ঢলিলা নীলাম্বর।
দুই চক্ষে নিদ্রা আইসে লাঙ্গল মুষল খসে
শিথিল হইল সব কর ॥২॥
শুন কৃষ্ণ প্রাণনাথ তুমি ভাই তুমি তাত
রক্ষা কর বড় হইল দাহ।
নাহি আমি আত্মবশে হৃদয় শুখায় শোষে
প্রাণ চাহে গঙ্গার প্রবাহ ॥
শুনিঞা রামের বাক্য অবিলম্বে কমলাক্ষ
পদ্মহস্ত বুলাইল গায়।
গরুড়ের পৃষ্ঠে আনি রাখি চলে চক্রপাণি
জ্বর জিনি তোমার কৃপায় ॥৩॥
এ বাক্য বলিয়া রামে সমাধান করি কামে
জ্বরেরে ডাকিল আয় আয়।
দেখিয়া কৃষ্ণের দাপ যেন ছয় কালসাপ
বাহু প্রসারিয়া জ্বর ধায় ॥
জ্বর গরুড়ের পিঠে পবনের বেগে উঠে
চাপিয়া কৃষ্ণের ধরে গলা।
রচে গীত কবিচন্দ্র বান্ধে যেন ফণিবন্ধ
সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিল সেই জ্বালা ॥৪॥

বিষ্ণুজ্বর

তিন হস্তে ধরিয়া কৃষ্ণের কম্বু কণ্ঠ।
তিন হাতে বুকে মারে চপেট প্রচণ্ড ॥
গোবিন্দের অষ্ট বাহু যেন গজশুণ্ড।
তিন হস্তে ধরিল জ্বরের তিন মুণ্ড ॥
এক হাতে তাহার বেড়িয়া ধরে কটি।
চারি হস্তে প্রহার করিল দৃঢ় মুষ্টি ॥
প্রলয়ের কালে যেন নির্ঘাত গর্জ্জন।
শুনিঞা পাইল ত্রাস এ তিন ভুবন ॥
দূরে হৈতে দেখে বাণ জ্বরের বিক্রম।
ধিকাধিক নহে কেহ দুঁহে এক সম ॥
মুহূর্ত্তেক জগদীশ ছিল জ্বরবশে।
ঠেলিয়া পেলিয়া জ্বর উঠাল আকাশে ॥
সৃজিল বৈষ্ণব জ্বর ছাড়িয়া হুঙ্কার।
দেখি রৌদ্র জ্বরের টুটিল অহঙ্কার ॥
দুই জ্বরে যুদ্ধ হইল দুঁহে অগ্নিরূপ।
জিনিল বৈষ্ণব জ্বর লোকে প্রচন্দ্রূপ ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে করি গলাগলি।
মুঠকা মুঠকি যুদ্ধ দুঁহে মহাবলী ॥
সয়চানে সয়চানে যেন লাগে জড়াজড়ি।
সমুদ্র সমান গর্জ্জে ভূমিতলে পড়ি ॥
কেহ বা উপর হয় কেহ হয় হেটে।
ত্রিশিরা জ্বরের বুকে বিষ্ণুজ্বর উঠে ॥
বিকল হইয়া স্তুতি করে নারায়ণে।
ক্ষেমা কর পীতাম্বর পড়িল চরণে ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ তুমি গুণনিধি।
শরণ পশিলে প্রভু শত্রু নাহি বধি ॥
ত্রিপুরদাহনে হর সৃজিলেন জ্বর।
হরের তনয় আমি তোমার কিঙ্কর ॥
ধরিল অনেক কাকু কুটা করি দন্তে।
ক্রোধ বিসর্জ্জিয়া কৃপা কৈল গোপীকান্তে ॥

জ্বরের অধিকার

কৃষ্ণের আজ্ঞায় যুদ্ধ হৈল ছাড়াছাড়ি।
জটিল ত্রিশিরা জ্বর মুখে গোঁফ দাড়ি॥
বর মাগ জ্বর আমি হইলাঙ সন্তোষ।
সাহসে তোমারে ক্ষেমা করিলাঙ দোষ॥
জ্বর বলে প্রসন্ন হইলা যদি হরি।
সংহর বৈষ্ণব জ্বর সহিতে না পারি॥
আমা বিনে জ্বর আর নাহি ত্রিভুবনে।
এই নিবেদন প্রভু তোমার চরণে॥
ত্রিশিরার বাক্যবশ হইলা ভগবান্।
আজ্ঞায় বৈষ্ণব জ্বর হইল নির্ব্বাণ॥
ত্রিশিরার তরে হরি কহে পুনর্ব্বার।
তোমার প্রতাপে নাহি জীবের নিস্তার॥
জ্বর যদি চাহ জগতের অধিকার।
তিন ভাগ কর তুমি আপন আকার॥
এক দেহে ভোগ কর পর্ব্বত পাদপে।
চতুষ্পাদ জীবে ভোগ কর এক রূপে॥
পর্ব্বতে সতত ধূম জ্বরের উদ্‌ভব।
গেরি খড়ি আদি জন্মে জারে যত গ্রাব॥
বৃক্ষে জ্বর পীড়া করে কারো পত্র ঝড়ে।
কোটর উপজে কার মাঝে মাঝি মরে॥
পাণ্ডুবর্ণ পত্র হয় জ্বরের লক্ষণ।
বৃক্ষের মজ্জায় বাস করে অনুক্ষণ॥
ভল্লুক শরভ গণ্ডা হর্য্যক্ষ তরক্ষ।
নখী জন্তু তব মূর্ত্তি দেখিব প্রত্যক্ষ॥
চমরী মহিষ মৃগ দেখিবেক ঘোর।
খুরীর শরীরে গিয়া হও তুমি খোর॥
মৈথুন কালেতে জ্বর অশ্বের শরীরে।
আয়ু শেষ হৈলে তুমি ভুঞ্জিবে কুঞ্জরে॥
এইরূপে ভোগ কর আমার প্রসাদে।
দুই ভাগ বাঁটিল স্থাবর চতুষ্পদে॥
তিন ভাগের এক ভাগ আছে অবশেষ।
নয় ভাগ কর তাহা আমার আদেশ॥
এক ভাগে পক্ষগণে করিল যোজনা।
এক ভাগে মৃত্তিকায় ব্যক্ত কর লোণা॥
এক ভাগ ভোগ কর অনলের আগে।
জলেতে মাণ্ডুয়া গিয়া হও এক ভাগে॥
এক ভাগ গরুর শরীরে অপস্মার।
এক ভাগ থাক অন্তরীক্ষ অন্ধকার॥
পদ্মবনে এক ভাগ হিমাগমকালে।
করিতে নারিবে বল পদ্মের মৃণালে॥
পোক হইয়া এক ভাগ ভোগ কর শস্যে।
শেষ ভাগ ভোগ তুমি করিবে মনুষ্যে॥
এই নিয়মেতে তুমি কর উপভোগ।
হইব তোমার প্রজা চতুঃষষ্টি রোগ॥
যেই জন শুনে ভণে এই পুণ্যকথা।
আমার নিষেধবাক্য না যাইবে তথা॥
যেই জন করে বাণযুদ্ধের প্রসঙ্গ।
সেই ক্ষণে তাহার তেজিবে তুমি অঙ্গ॥
শুনিঞা কৃষ্ণের বাক্য জ্বর কৈল সত্য।
তোমার আজ্ঞায় প্রভু না হিংসিব মর্ত্ত্য॥
জ্বরকৃষ্ণযুদ্ধকথা যে বা শুনে পঠে।
সর্ব্বথা না যাব আমি তাহার নিকটে॥
জ্বর যদি পরাভব পাইল সমরে।
আদেশ করিলা হর প্রমথ কিঙ্করে॥
সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ কপিমুখ গণ।
উল্লুক ভল্লুক মুখ কেহ ত্রিনয়ন॥
এক এক চক্ষু কারো কপালের মাঝে।
অদ্ভুত রুদ্রের সেনা রণমুখে গাজে॥
দ্বিপদ ত্রিপদ কেহ নাচে এক পায়।
অন্তরীক্ষে চলে কেহ পৃথিবীতে ধায়॥
অশ্ব উট গর্দ্দভের হেন কারো গলা।
কটিতে চর্ম্মের ধটি উরে অস্থিমালা॥

কেহ কেহ উচ্চ যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
হুঙ্কারে বরিষে মুখে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ॥
কেহ অতি খর্ব্ব কারো দশন বিকট।
কনক বর্ণেতে কারো উরে উঠে জট॥
বেড়িল প্রমথগণ নাহি দিশ পাশ।
দেখিয়া হইল রাম কামদেবে ত্রাস॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র করে রুদ্রের বাহিনী।
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু রোষে চক্রপাণি॥
বিন্ধিয়া রুদ্রের গণে করিল আতুর।
প্রাণে নাহি মারে কেহ দর্প হইল চুর॥
দেখিয়া বাণের দর্প টুটিল অন্তরে।
ধিক্ ধিক্ শব্দ করে থাকিয়া অম্বরে॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
শুনিঞা প্রমথভঙ্গ রোষে পঞ্চানন॥

হরিহরের যুদ্ধ

গীত॥

প্রমথগণের ভঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলার সঙ্গে
রথে চড়ে চন্দ্রচূড়ামণি।
পঞ্চবর্ণে পঞ্চ বক্তে দীপ্তি করে তিন নেত্রে
শিরে ছত্র ধরে মহাফণী॥
দশহস্ত হৈল কোপে টঙ্কার পিনাক চাপে
আকর্ণ পূরিয়া বাণ রোপে।
আপনা আপুনি রুষ্ট দশনে মর্দ্দিয়া ওষ্ঠ
হুঙ্কার ছাড়িয়া শূল লোফে॥১॥
মহাদেব কোপে তেজে দ্বিগুণ প্রকাশ।
নাহি চলে রবি শশী অনির্ণয় দিবা নিশি
রথে দীপ্ত করিল প্রকাশ॥ধ্রু॥
রথের কাঞ্চন চাল রথের কিঙ্কিণী জাল
শ্বেত নেত চামর চূড়ায়।
তাহাতে বাহক হরি কর্ণ পুচ্ছ উভে সারি
গর্জ্জিয়া গগন মুখে ধায়॥
নন্দি সারথি রথে দিব্য দণ্ড ধরে হাথে
ধ্বজায় বৃষভ ঘন গর্জ্জে।
বাণরাজা চলে সব্যে বীরদর্পে মদগর্ব্বে
আতুর সেনার ভরে তর্জ্জে॥২॥
শিবের বিমান দেখি উড়িল গরুড় পাখী
দেখাদেখি হৈলা দুই ক্রোধ।
এক তেজ দুই জনে ভিন্ন ভাব তমগুণে
পরস্পর বাড়িল প্রবোধ॥
শিবা ডাকে দীর্ঘ ডাক আতাই উলূক কাক
রণধূমে ব্যাপিল জগৎ।
পাতালে বিকল অহি টলবল করে মহী
ক্ষোভ পায় সাগর পর্ব্বত॥৩॥
শতেক নারাচ বাণে শঙ্কর কেশবে হানে
নাহি চিত্তে বধ অনুরোধ।
অযুতপর্ব্বার শরে কৃষ্ণ ছায় মহেশ্বরে
নারাচ বাণের দিল শোধ॥
গর্জ্জে হরি বীরদম্ভে অস্ত্র করে অবিলম্বে
জুড়িল পর্জ্জন্য নামে বাণ।
শিব অগ্নিবাণ এড়ে পথেতে পর্জ্জন্য পোড়ে
ভয়ে পক্ষিরাজ কম্পমান॥৪॥
পবন অগ্নিতে সখা পুড়িতে আইসে পাখা
আকাশ মণ্ডলে পক্ষ উঠে।
যুদ্ধবিশারদ হরি বাণে জলবৃষ্টি করি
শঙ্খ পূরে গরুড়ের পৃষ্ঠে॥
মহাক্রোধে মহেশান ক্ষেপিলেন চারি বাণ
রৌদ্র পিশাচ অঙ্গিরস।
ব্রহ্মমন্ত্রে নিমন্ত্রিয়া সন্ধান পূরিয়া জিয়া
জোড়ে বাণ ব্রহ্মরাক্ষস॥৫॥
হরি তাহা চারি শরে পথে খণ্ড খণ্ড করে
বায়ব্য সাবিত্র মোহবাণে।

পশ্চাৎ বাসব শর শতে শত পুরন্দর
হইয়া বধিল যাতুধানে ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ঈশ ক্রোধে ধুনাইয়া শীষ
যেই বাণে দাহিল ত্রিপুর।
সেই বাণ লহে বাহে রামকৃষ্ণ দাস কহে
সদাশিব সংহারচতুর ॥৬॥

শিবের ক্রোধশান্তি

ঘোষা ॥

ভাই বল হরি হর বল হরি হর।
সকল বেদের সার এ চারি অক্ষর ॥

পয়ার ॥

ক্রোধে শিব ত্রিপুরদাহন বাণ জোড়ে।
মহা অগ্নি উঠিল জগৎ তাহে পোড়ে ॥
হেন কালে ব্রহ্মা নয় প্রজাপতি সাথে।
দশ দিক্‌পাল নব গ্রহ দিব্য রথে ॥
দেবঋষি মহর্ষি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ সাধ্য।
প্রণতি করিয়া পুটাঞ্জলি গালবাদ্য ॥
নৃত্য গীতে শিবের করিয়া পরিতোষ।
ব্রহ্মা বলে মৃত্যুঞ্জয় ক্ষেমা কর রোষ ॥
কাহারে সংহারবাণ জোড় মহেশ্বর।
বিভাগ হইল দুঁহে এক কলেবর ॥
ক্রোধেতে বিস্মৃতি কেন হও নিজ তনু।
কোন্ বিপক্ষের হেতু ধর তুমি ধনু ॥
মায়ানরশরীরে হইলা নারায়ণ।
অকালে প্রলয় কেন কর ত্রিলোচন ॥
দ্বারকায় কৃষ্ণেরে আপুনি দিলা বর।
পূর্ব্বে নারায়ণে বর দিলা মহেশ্বর ॥
স্মরণ করহ চিত্তে সেই সব কথা।
কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ তুমি কর বৃথা ॥
কামনা করিয়া বাণ মহাযুদ্ধ মাগে।
সংগ্রাম সময়ে কেন তুমি হও আগে ॥
বিচারে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের সংগ্রাম।
কৌতুক দেখহ তুমি করিয়া বিশ্রাম ॥
ব্রহ্মার বচনে হর ধরিলেন ধ্যান।
ক্রোধ বিসর্জ্জিয়া চিত্তে ভাবিলেন জ্ঞান ॥
কৃষ্ণের সহিত এক আত্মা এক জীব।
সমরে দিলেন ক্ষেমা দেব সদাশিব ॥
মূর্ত্তিমান্ হৈলা মহী বিসর্জ্জিয়া ব্রীড়া।
কহিলা ব্রহ্মার আগে পাইয়া বড় পীড়া ॥
জলের মধ্যেতে আর নাহি যায় রহা।
ব্রহ্মা বলে দেবি তোমার নাম সর্ব্বসহা ॥
ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুনহ প্রবোধ।
দূর হৈল এই হরিহরের বিরোধ ॥
হাসিয়া ভবানীকান্ত কৃষ্ণে দিলা কোল।
শুন মধুসূদন আমার এক বোল ॥
পুত্রবর দিল আমি বলির কুমারে।
প্রাণ দান দেহ তুমি ইহার আমারে ॥
শুনিঞা শম্ভুর বাক্য দেব পীতাম্বর।
পুটাঞ্জলি করি এই করিলা উত্তর ॥
দেবতা অসুর দৈত্য দানব কিন্নর।
কালকেয়গণ সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর ॥
সভাকার জপ্য তুমি জগতের আদ্য।
সকল বর্ণের তুমি ঈশ্বর আরাধ্য ॥
অসুরের প্রতি অনুচিত পুত্রবর।
প্রাণে না বধিব বাণে তোমার কিঙ্কর ॥
বলির নন্দন শুনি সমরকুশল।
দশ শত হস্তের বুঝিব আজি বল ॥
পুনর্ব্বার কেশব শিবেতে কোলাকুলি।
দেখিয়া দেবতাগণ চিত্তে কুতূহলী ॥
নাচেন নারদ মুনি মুখে গাই গীতা।
জয় দেখে যেই দিক্ মুনি সেই ভিতা ॥

হাসেন নারদ ঋষি শুনি খলখলি।
জয় রুদ্র জয় কৃষ্ণ ডাকে বাহু তুলি॥
কুসুম বরিষে আকাশেতে সুরবধূ।
মুনি বেদধ্বনি করে বলে সাধু সাধু॥
মার্কণ্ড বশিষ্ঠ পরাশর ভরদ্বাজ।
বিশ্বামিত্র বাল্মীক সহিত দেবরাজ॥
হরি হরে একত্র দেখিয়া চতুর্মুখ।
স্তুতি করিলেন ব্রহ্মা চিত্তের কৌতুক॥
কবিচন্দ্র বিরচিত গীত শিবায়ন।
ভক্ত সেবকে দয়া কর পঞ্চানন॥

ব্রহ্মার স্তুতি

গীত॥

হরিহরাত্মনে নমো হরায় হরয়ে।
পার্ব্বতীপতয়ে নমো কমলাপতয়ে॥
ধরণীধরায় নমো গঙ্গাধরায়।
কনকবাসসে নমো দিগম্বরায়॥১॥
শিবায় রুদ্রায় নমো কৃষ্ণায় বিষ্ণবে।
কুমারগুরবে নমো কন্দর্পগুরবে॥ধ্রু॥
শ্যামলদেহায় নমো ধবলবপুষে।
অনেকশিরসে নমো সহস্রশিরসে॥
বৈজয়ন্তীভৃতে নমো কপালমালিনে।
খট্বাঙ্গধরায় নমো লাঙ্গলধারিণে॥২॥
বৃষভধ্বজায় নমো গরুড়বাহিনে।
কল্মষনাশায় নমো কামাঙ্গদাহিনে॥
শশাঙ্কমৌলয়ে নমো শিখণ্ডচূড়ায়।
ত্রিশূলপাণয়ে নমো রথাঙ্গধরায়॥৩॥
নমোঽস্তু শম্ভবে দক্ষযজ্ঞমথনায়।
নমোঽস্তু কালিয়বলিদর্পদমনায়॥
হরের কিঙ্কর কবিচন্দ্র গীত গায়।
ভক্তিভাবে সেবকেরে হবে বরদায়॥৪॥

কার্ত্তিকেয়ের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ

পঠমঞ্জরী রাগ॥

হরি হরে হৈল প্রীত কুষ্মাণ্ড বুঝায় হিত
দৈত্যরাজ কর অবধান।
কৃষ্ণ সঙ্গে করি সন্ধি ছোড়ান করিয়া বন্দী
অনিরুদ্ধে উষা কর দান॥
বাণ বলে শুন মর্ম্ম দৈত্যবংশেতে জন্ম
শৌর্য্য বিনে না জানি বিনয়।
কৃষ্ণ অসুরের পক্ষে নাঞি কায়মনোবাক্যে
সেবা কৈলে না হয় সদয়॥১॥
মন্ত্রী হে, নিজ ধর্ম্ম না করি উপেক্ষা।
সাক্ষাতে আছেন হর দিলেন অমর বর
দেখি আজি তাহার পরীক্ষা॥ধ্রু॥
লুকাইয়া মায়ামেঘে বাণরাজা বায়ুবেগে
ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
এড়ে বাণ নাগপাশ গরুড় করিল গ্রাস
টুটিল বাণের অহঙ্কার॥
সুদর্শন কাটে মায়া নাহি রহে অভ্রছায়া
বাণে কৃষ্ণে হেন দেখাদেখি।
ধাইল গোবিন্দ হাসি উঠাইয়া নন্দক অসি
কার্ত্তিক সমুখে দিলা শিখী॥২॥
যুঝে ষড়ানন নারায়ণে।
শিখী তার্ক্ষ্য দুই পক্ষে যুদ্ধ করে নাকে মুখে
পাকশাট তর্জ্জন গর্জ্জনে॥ধ্রু॥
কামদেব বাম ভাগে প্রহার করিল আগে
কার্ত্তিকে ফুটিল পঞ্চ শর।
কোপে গুহ ছয় করে গগন ছাইল শরে
বাণে কাম হইল জর্জ্জর॥
বাণ কার্ত্তিকের বামে অস্ত্র করে বলরামে
মুষল মুদ্গর ঝাঠা গদা।

বলাই লাঙ্গল ভাঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র নাহি লাগে
মুষল লৈয়া কৈল খেদা ॥৩॥
রণেতে রুষিলা সঙ্কর্ষণ।
ইন্দু কুন্দ অবদাত দীর্ঘ চতুর্দ্দশ হাত
মদে মত্ত আরক্ত লোচন ॥ধ্রু॥
কার্ত্তিক আপন সব্যে লাগ পাইয়া বলদেবে
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধিল ললাট।
বলরাম হৈল স্তব্ধ দৈত্য করে জয় শব্দ
কুমার মারিলা মালসাট ॥
ধনুকে জুড়িল তীর নাম তার ব্রহ্মশির
জ্বালাকুল বায়ুর সমান।
বিস্মিত হইয়া শক্রে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে
ব্রহ্মশির করিল নির্ব্বাণ ॥৪॥
দেবগণ বলে সাধু সাধু।
কবিচন্দ্র রচে গীত ইন্দ্রের অন্তরে প্রীত
কুসুম বরিষে সুরবধূ ॥

কৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ

পয়ার ॥

অগ্নিবাণে কুমার সৃজিল দাবানল।
বরুণবাণেতে কৃষ্ণ বরষিল জল ॥
বায়ুবাণে মহাঝড় সৃজেন কুমার।
পর্ব্বতবাণেতে কৃষ্ণ করিল সংহার ॥
কুমার বলেন আমি রক্ষা করি বাণে।
বাণ সঙ্গে যুদ্ধ কেন আমা বিদ্যমানে ॥
নিবর্ত্তিয়া যাও কৃষ্ণ করি আত্মরক্ষা।
কৃপাএ তোমারে আমি করিল উপেক্ষা ॥
গোবিন্দ বলেন কি বা জানসি বালক।
মহিষ না হই আমি দানব তারক ॥
দেখিব তোমার আজি অস্ত্রের পরীক্ষা।
কিরূপে বাণের পুরী তুমি কর রক্ষা ॥
এ বাক্যে কুমার কোপ করিলা অধিক।
শক্তিশেল আমন্ত্রণ করিলা কার্ত্তিক ॥
শক্তিশেল জ্বলে যেন বিদ্যুতের ছটা।
সহস্র কিঙ্কিণী বাজে এক শত ঘাঁটা।
গর্জ্জিয়া চলিল শক্তি নিনাদ নির্ঘাত।
দেবগণ বলে কৃষ্ণ হৈলা ভস্মসাৎ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দিবাকর।
দেখিয়া শক্তির তেজ হইলা ফাফর ॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী দেব পীতবাস।
ভক্তজনদুঃখ দেখি মনে হইল হাস ॥
সম্মুখে আইল শক্তি অশনিঝঙ্কার।
নির্ব্বাণ করিল কৃষ্ণ গম্ভীর হুঙ্কার ॥
কার্ত্তিকের শক্তি যদি হইল বিমুখ।
দেখিয়া দেবতাগণ অন্তরে কৌতুক ॥
দৈত্য দানবগণ করে হায় হায়।
সুদর্শন চক্র কৃষ্ণ অঙ্গুলে ফিরায় ॥
জয় জয় শব্দ করি নাচে দেবঋষি।
কোপেতে কার্ত্তিক ধায় উঠাইয়া অসি ॥
প্রক্ষেপ করিব চক্র দেব নরহরি।
হেন কালে সমুখে দেখেন দিগম্বরী ॥
শঙ্করের সঙ্গেতে আছেন জগদম্বা।
নিজকলা নিযোজিল নাম তার লম্বা ॥
বিবস্ত্র তরুণী রক্তবর্ণ মুক্তকেশী।
দীর্ঘ অবয়বা লম্বা দাঁড়াইলা আসি ॥
কোটরি দেখিয়া কৃষ্ণ হইলা বিমুখ।
সুদর্শন চক্রে রক্ষা পাইলা ষড় মুখ ॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ বাক্য শুন রামা।
পুত্র লইয়া ঘরে যাও করিলাঙ ক্ষেমা ॥
ষড় মুখ বিমুখ যদি হইলা সমরে।
মার মার বলি বাণ রাজা আগুসরে ॥
তোলে পাড়ে নানা অস্ত্র সহস্রেক হাথে।
কৃষ্ণের সম্মুখে যায় শিখিধ্বজ রথে ॥

বাণ বলে কৃষ্ণ তুমি কোন্ অর্থে বাঢ়া।
সুদর্শন চক্রে মাত্র দেখি তার ভাঁড়া॥
অষ্ট বাহু ধর যেন ইন্দ্রনীল দণ্ড।
সহস্রেক বাহু হের দেখহ প্রচণ্ড॥
আমার সংগ্রামে নাহি তোমার নিস্তার।
দ্বারকা নগর না দেখিবে পুনর্ব্বার॥
শুনিঞা বাণের দম্ভ বলেন নারদ।
কাহার সঙ্গেতে রাজা কর বদাবদ॥
তোমার বিক্রম আমি জানি ভালে ভাল।
বিপাকে পড়িলা আজি গোয়ালা ছাওয়াল॥
তোমার সমান বীর ইথে কোন জনা।
কাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত কর বীরপনা॥
কোন পাপ লগ্নে কৃষ্ণ করিলেন যাত্রা।
হেন বুঝি শোণিতপুরেতে মজে মাত্রা॥
এ বাক্য বলিয়া মুনি বিমুখেতে হাসে।
বাণরাজা আপনারে শ্লাঘ্য হেন বাসে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ করিলা উত্তর।
শূর কভু সমরে না বলে দুরক্ষর॥
সাত পাঁচ কথা নাহি আইসে বীররসে।
আপনার মুখে কে বা আপনা প্রশংসে॥
অর্জ্জুন রাজার ছিল সহস্রেক হাত।
দুই হস্তে রাম তারে করিল নিপাত॥
আজি যুদ্ধে জানিব তোমার বাহুদর্প।
ভেক তুল ডাক তুমি আমি কাল সর্প॥
সংগ্রাম করি রহ বাণ ছাড়ি প্রচারণা।
কবিচন্দ্র রচে রণে দেখি বীরপণা॥

বাণের পরাভব

গীত॥

সাবধানে ধরি কৃষ্ণ ধনু অমৃতপর্ব্বা।
হুলাহুলি জয় শব্দ সুররমণী সর্ব্বা॥
খর তীরে জর্জ্জর তনু বাণ রাজা।
শর ব্যর্থ গেল করে হায় হায় বা বা॥১॥
যদুনাথ অসিহাত খগ প্রখর যুদ্ধে।
ক্ষেণে লম্ফে ক্ষেণে ঝম্পে ক্ষেণে গগন মধ্যে॥ধ্রু॥
অসি তোমর শক্তি শর শূল যষ্টি।
সহস্রেক করে দৈত্য করে অস্ত্রবৃষ্টি॥
কথো কাল ভগবান্ অসি চক্রে কাটে।
কথো তীর খগ বীর পেলে পাকশাটে॥২॥
বলিপুত্র কপিরুদ্র জোড়ে দিব্য বাণে।
যদুসিংহ অতি শীঘ্র ধনু সহিত হানে॥
ধ্বজ কবচ সন্নাহ কাটি অর্দ্ধচন্দ্রে।
বজ্র মল্ল শর ভল্ল জোড়ে ব্রহ্মমন্ত্রে॥৩॥
তিল তিল করি চর্ম্ম শর মর্ম্ম ভেদে।
জগদীশ উষ্ণীষ জট মুকুট ছেদে॥
রথ ভঙ্গ করি রঙ্গ হল মুষল ঝঙ্কে।
কবিচন্দ্র ভণে কৃষ্ণ ধ্বনি পুরিল শঙ্খে॥৪॥

বাণকে শিবের রথদান

গীত॥

পড়ে অশ্ব দুর দুর উভ করি চারি খুর
রথ চূর্ণ হইল মুষলে।
সম্মুখ শায়ক অঙ্গে বাণ রাজা রথভঙ্গে
মোহে গিয়া পড়ে মহীতলে॥
বলেন নারদ ঋষি পুরন্দর সঙ্গে হাসি
খণ্ডিব আমার হৃদিশৈল্য।
বাণে দিয়া পুত্রবর কৈলাস ছাড়েন হর
আজি হৈল চক্ষের সাফল্য॥১॥
শিব শিব, বাণ রাজা স্মঙরে শঙ্কর।
বড় লজ্জা পাইল আজি মজিল শোণিত রাজ্যি
তাহে দুঃখ হাসে পুরন্দর॥ধ্রু॥

ময়ূর আছিল ধ্বজে চঞ্চু হানে পক্ষরাজে
নখে আঁচড়িল বক্ষস্থল।
কোপিত বিনতাসুত পাকসাট মারি দ্রুত
মাথা তার করিল কবল॥
উগারিয়া পেলে অহি ময়ূর কাটিয়া জিহি
পালাইল কার্ত্তিকের পাশে।
শঙ্কর দিলেন রথ তাহে সিংহ এক শত
নন্দি রথে আইসে আকাশে॥২॥
দেখিয়া বাণের দুঃখ অভিমানে পঞ্চমুখ
ক্ষেপে রোষে হাসে পুনর্ব্বার।
নিঃশ্বাস ছাড়িলা ক্ষোভে সাত তাল অগ্নি উভে
হাসি তাহা করিলা সংহার॥
বুঝিয়া রুদ্রের মতি সাবধানে যদুপতি
এড়িল জৃম্ভণ নামে বাণ।
আলস্যে অবশ তনু ছাড়িল হস্তের ধনু
তন্দ্রায় ধরিলা হর ধ্যান॥৩॥
নন্দি বিমানেতে আসি বাণ সম্বোধিয়া হাসি
চিন্তা নাহি করিল আশ্বাস।
রুদ্রের রথের শোভা শরদ চন্দ্রের প্রভা
দেখি বাণ অন্তরে উল্লাস॥
সেই রথে দৈত্যরাজ তিলেক না করে ব্যাজ
হাসিয়া কৃষ্ণের বিদ্যমানে।
রচে গীত কবিচন্দ্র আমন্ত্রিয়া ব্রহ্মমন্ত্র
জয়কাল নামে অস্ত্র হানে॥

মহাদেবের অনুরোধ

পয়ার॥

যেই হস্তে পরাজয় হয় দিক্‌পাল।
ব্রহ্মার নির্ম্মিত অস্ত্র নাম জয়কাল॥
হিরণ্যকশিপু তপ করিল দুষ্কর।
তপে বশ হৈয়া চতুর্ম্মুখ দিলা বর॥
এই অস্ত্রে জয় তুমি করিবে দেবতা।
ব্রহ্মার আছিল বড় পৌত্রের মমতা॥
প্রপিতামহের অস্ত্র বলি রাজা পায়ে।
সেই অস্ত্র বাণ বীর লইলেক বাহে॥
অন্ধকারময় হৈল সকল সংসার।
দেবলোকে নাগলোকে হইল হাহাকার॥
পর্জ্জন্য বাণেতে কৃষ্ণ পূরিল সন্ধান।
সেই ব্রহ্মঅস্ত্র হরি করিল নির্ব্বাণ॥
গরুড়ের উপরে চড়িয়া মারে টাঙ্গি।
কৃষ্ণের শরীরে সেই অস্ত্র গেল ভাঙ্গি॥
তবে দৈত্যরাজ বাণ লয় ব্রহ্মমুণ্ড।
অগ্নি উঠে বাণের বিকট চারি তুণ্ড॥
নির্ঘাত গর্জ্জনে বাণ তারা হেন ছুটে।
সুদর্শন চক্রে কৃষ্ণ পথে তাহা কাটে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র ব্যর্থ গেল আনন্দিত শক্র।
কৃষ্ণ পুনর্ব্বার লয় সুদর্শন চক্র॥
দূরে হৈতে দেখিতে পাইলা দিগম্বর।
পার্ব্বতীর প্রতি এই কহিল সত্বর॥
যাবৎ কৃষ্ণের হাতে সুদর্শন আছে।
তাবৎ রক্ষহ বাণ বধ হয় পাছে॥
পার্ব্বতী লম্বার প্রতি করিলা আদেশ।
অবতীর্ণা হৈল লম্বা ধরি সেই বেশ॥
দিগম্বরী সমুখে দেখিয়া গদাধর।
বিমুখ হইয়া এই করিলা উত্তর॥
পুনঃ পুন কেন তুমি বিঘ্ন কর রণে।
বাণ বধ করিতে ধরিল সুদর্শনে॥
দেবী বলে আমি এই বাণের জননী।
বাণ বধ হৈলে আমি হই অপুত্রিণী॥
বাণ বধ করিয়া না কর মৃতবৎসা।
আমারে প্রহার কর যদি থাকে ইচ্ছা॥
শুনিঞা দেবীর বাক্য বলে জগদীশ।
কাটিব সহস্র হস্ত না কাটিব শীষ॥

হস্তের বিক্রমে দৈত্য না চিনে আপনা।
হাত কাটিবারে চক্র কৈল নিযোজনা॥
হৃষ্টপুষ্ট বাণের সহস্র বাহুদণ্ড।
কেয়ুর বলয় সঙ্গে করে খণ্ড খণ্ড॥
সেই চক্র কোটি সূর্য্য সমান প্রচণ্ড।
লীলায় কাটিল যেন কদলীর খণ্ড॥
দুই হস্ত যখনে রহিল অবশেষ।
চক্রেরে আহ্বান কৈলা দেব হৃষীকেশ॥
চক্রের জ্বালায় বাণ অন্তরে কাতর।
বিনয় না করে তবু বলে দুরক্ষর॥
প্রণয় তোমারে আমি কি করিব আমি।
অসুরের শত্রু তুমি দেবতার স্বামী॥
ছলিয়া বলির ঠাঁঞি দান লও রাজ্য।
সর্ব্বকাল কর তুমি ইন্দ্রের সাহায্য॥
হেন ইন্দ্র পারিজাত না দিল তোমারে।
অসুর হইয়া দান দিল আপনারে॥
হেন জনে রাখ তুমি পাতালের মধ্যে।
ধিক্ থাকুক্ কৃষ্ণ তোমার বিচারবৈদগ্ধ্যে॥
বাহুদর্পে সংগ্রাম মাগিল যেই দেবে।
সুদর্শনরূপে হাত কাটে সেই শিবে॥
তোমারে কহিতে কৃষ্ণ হইল পুরুষার্থ।
বাণের কাটিল আমি সহস্রেক হাত॥
মল্লযুদ্ধ দেখি কৃষ্ণ কর মোর সাথে।
তুমি অষ্টবাহু আছ আমি দুই হাতে॥
বাণের গর্জ্জন শুনি যদুসিংহ রোষে।
প্রাণে নষ্ট হৈব বাণ বচনের দোষে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ ফিরে পুনর্ব্বার।
সুদর্শন করি হাতে ডাকে মার মার॥
হেন কালে মহাদেব বৃষের উপরে।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া ডাকি বলে উচ্চস্বরে॥
তুমি কৃষ্ণ হও মধু কৈটভের হন্তা।
কৃপায় হইলে কেন অর্জ্জুনের যন্তা॥
তেনরূপ বাণের ভক্তিতে আমি বশ।
পুত্রদান দেহ রাখ আপনার যশ॥
শিব গৌরী ষড়ানন দেখিয়া আকাশে।
অস্ত্র সম্বোধিয়া হরি হরেরে সম্ভাষে॥
শুন ভগবান্ রুদ্র তুমি যথি প্রীত।
আচরিব সর্ব্বথা তোমার সমীহিত॥
উপেক্ষা করিল বাণ বলির তনয়।
বিশেষ প্রহ্লাদ দৈত্য মুনির অন্বয়॥
এ বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ রাম কামদেবে।
কবিচন্দ্র ভণে নতি কৈল সদাশিবে॥

শিবের বর

গীত॥

প্রণাম করিয়া শিবে রাম কৃষ্ণ কামদেবে
নারদ গরুড় পঞ্চ জনে।
জয় করি বাণযুদ্ধ যথা আছে অনিরুদ্ধ
কন্যাপুরে করিল গমনে॥
এথা নন্দি দেখে বাণে লজ্জায় দুরভিমানে
স্তম্ভিত কম্পিত কলেবর।
জন্মিল চক্রের জ্বালা রক্তের সহস্র ধারা
যেন গিরি গিরির নির্ঝর॥১॥
নন্দি বলে শুন দৈত্যপতি।
বিষাদ না ভাব আর খণ্ডিল অঙ্গের ভার
দূর হৈল দুর্দ্ধর্ষ আকৃতি॥ধ্রু॥
নির্ম্মল করিয়া চিত্ত ভক্তিভাবে কর নৃত্য
শঙ্কর পূরিব অভিলাষ।
হরের প্রধান ভৃত্যে জন্ম আর নাহি মর্ত্ত্যে
ছিণ্ডিব বন্ধন কর্ম্মপাশ॥
বলি দুই চারি বোল নন্দি বাণে দিলা কোল
আনিলা শঙ্কর বিদ্যমানে।

নাচে বাণ বাহু তুলি ব্যথিত হইলা শূলী
চাহিলেন অমৃত নয়নে ॥২॥
বর মাগ শুন বাণ রাজা।
না ভাবিহ বন্ধুশোক চল তুমি শিবলোক
তথায়ে পাইবে সব প্রজা ॥ধ্রু॥
বলে বাণ জুড়ি কর প্রথমেতে দেহ বর
অমর হইব এই কায়।
কাটিয়া কর্ম্মের জাল নাম রাখ মহাকাল
এই নিবেদন তব পায় ॥
শুনিঞা বাণের বাণী হাসিয়া পিনাকপাণি
আদেশ করিলা নন্দি বীরে।
যত আছে ক্ষেত্রপাল তার রাজা মহাকাল
নন্দি ছত্র ধরিলেন শিরে ॥৩॥
ভাই রে, শিবের সমুখে বাণ নাচে।
নয়নে বরিষে অম্বু দেখিয়া সদয় শম্ভু
বারে বারে তারে বর যাচে ॥ধ্রু॥
বাণ বলে মধুরিপু বিরূপ করিল বপু
যেন বৃক্ষ দেখি নাহি শাখা।
চক্রের সহস্র ধারে জ্বালা হইল কলেবরে
হাত কাটি মুড়া কৈল আখা ॥
হাসি হাসি মহারুদ্র সম্বোধন করি পুত্র
দিলা বর হৈলা দিব্যমূর্ত্তি।
উজ্জ্বল দেহের কান্তি মহাতাপ হইল শান্তি
পূরিল মনের যত আর্ত্তি ॥৪॥
মহাকাল সকল গণের অগ্রগণ্য।
শ্রীকবিচন্দ্রের উক্তি সকায় পাইল মুক্তি
দৈত্যবংশেতে বাণ ধন্য ॥ধ্রু॥

ঊষা অনিরুদ্ধের বিবাহ

পয়ার ॥

পুনর্ব্বার শঙ্কর করিলা প্রত্যাদেশ।
বর মাগ বাণ যদি থাকে অবশেষ ॥
বাণ নিবেদন করে হরের সাক্ষাতে।
নৃত্য গীত অৰ্দ্ধ প্রদক্ষিণ জোড় হাতে ॥
ভক্তিভাবে যে জন তোমারে করে পূজা।
পৃথিবীতে শঙ্কর বাণের সেই প্রজা ॥
নৃত্য গীতে গালবাদ্যে যে করে প্রণতি।
সে সব লোকের নাহি যমলোকে গতি ॥
নিজ ভক্ত জনে প্রভু দিবে পুত্র দান।
ইহকালে রণে বনে করিবে কল্যাণ ॥
পরকালে যদি তারে বল করে কাল।
কালের উপরে প্রভু আমি মহাকাল ॥
শিবভক্ত জনে আমি করিব উদ্ধার।
প্রসন্ন হইয়া দেহ এই অধিকার ॥
এবমস্তু বলি শিব হৈলা অন্তর্মনা।
মহাকালে প্রধান করিলা রুদ্রসেনা ॥
কালার তনয় পূর্ব্ব বীর মহাকাল।
শিবের সেবক সেই আছে চিরকাল ॥
জ্বালার সঙ্গেতে কাল করাল কালক।
জলে অধিকার যাদোগণ বিদ্রাবক ॥
বাণ মহাকালের বনেতে অধিকার।
বনজন্তু ক্ষেত্রপালগণ পরিবার ॥
দুই মহাকালেতে হইল আলিঙ্গন।
শ্যাম ধূম্র দুই মেঘে হইল মিলন ॥
গণের প্রধান নন্দি শিবের সম্মুখে।
দাণ্ডাইয়া করেন ভক্তি প্রভু পঞ্চমুখে ॥
ময়ূরে কার্ত্তিক আছে অপসব্য ভাগে।
দুই মহাকাল দাণ্ডাইল দুই দিগে ॥
ব্রহ্মা হংসধ্বজ রথে হাতে দিব্য দণ্ড।
বাণের দমনে ইন্দ্র বড়ই উদ্দণ্ড ॥
মূর্ত্তিমান্ অগ্নি বায়ু উনপঞ্চাশত।
বরুণ নৈঋ্ঋত আছে যার যেই রথ ॥
কুবের পুষ্পের রথে গ্রহ অন্তরীক্ষে।
দেখিলা বাণের গতি সভে নিজ চক্ষে ॥

কৃষ্ণের সময়ে বাণ পাইলেক রক্ষা।
বুঝ ভক্তজন শিবভক্তির পরীক্ষা॥
বাণযুদ্ধ শেষ হৈলে হৈল দিবা নিশি।
জ্যোতিশ্চক্রে উদয় করিলা সূর্য্য শশী॥
হেন কালে নারদ আইলা দেবসভা।
কৃষ্ণ নিমন্ত্রণ দিলা হরিষের বিভা॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে কথা কহেন নারদ।
বাণ রাজার কুম্ভাণ্ড নামেতে সভাসদ॥
বড়ই চতুর মন্ত্রী জানে সাংখ্যযোগ।
উষা বিভা দিতে সেই করিল উদ্যোগ॥
এথা হৈতে গেলা কৃষ্ণ গরুড়ের পৃষ্ঠে।
নাগপাশবন্ধন খণ্ডিল তার দৃষ্টে॥
অনিরুদ্ধে দেখিয়া মাধব দিলা কোল।
মস্তক আঘ্রাণ লৈয়া চুম্বিল কপোল॥
অনিরুদ্ধ মস্তক লোটায় পদরজে।
পিতামহে বন্দি বন্দে তাঁহার অগ্রজে॥
পিতার চরণে বীর করিল প্রণাম।
পুত্রমুখ দেখিয়া সানন্দমতি কাম॥
তবে কৃষ্ণ আদেশ করিলা পৌত্র প্রতি।
গরুড়েতে আরোহণ করহ দম্পতি॥
হেন কালে কুম্ভাণ্ড কুঠার গলে বান্ধে।
পড়িয়া কৃষ্ণের পায় ফুকরিয়া কান্দে॥
হাতে ধরি তুলি কৃষ্ণ দিলা আলিঙ্গন।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে পাত্র করে নিবেদন॥
বিশ্রাম করহ প্রভু আজিকার দিবা।
উষা অনিরুদ্ধের গোধূলিকালে বিভা॥
প্রহ্লাদের বংশের হইব বড় ভাগ্য।
উষার পার্ব্বতীপূজা আজি হৈল শ্লাঘ্য॥
নারদে পাঠাইয়া দিয়া আন দেবগণে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বৈস তিন জনে॥
বাণের ভাণ্ডারঘরে আছে নানা দ্রব্য।
বরুণের কিঙ্কর যোগায় নিত্য গব্য॥
সুরভির বংশে দশ অযুতেক গাই।
জলের ভিতর আছে বরুণের ঠাঞি॥
দৈত্য দানব পিয়ে তাহার গোরস।
বলে নাঞি টুটে তেঁঞি না ভগে বয়স॥
যেই ক্ষীর পানে দূর হয় জ্বালা রোগ।
সেই গব্য আজি সভে কর উপভোগ॥
রজনী প্রভাতে সমাপিয়া কুশণ্ডিকা।
পৌত্রবধূ লৈয়া কালি যাইবে দ্বারকা॥
এই বাক্য কুম্ভাণ্ড কহিল হৃষীকেশে।
আজি কৃষ্ণ বিশ্রাম করিবা এই দেশে॥
প্রতিনিধি কৃষ্ণের আমি শুন নিবেদন।
আচর বিষ্ণুর প্রীত লও নিমন্ত্রণ॥
আপুনি লইয়া চল পার্ব্বতী শঙ্করে।
দেবসভা তুমি আজি কর কন্যাপুরে॥
পুত্রের বচনে ব্রহ্মা শঙ্করে বেয়সি।
কন্যাপুরে শিব ব্রহ্মা উত্তরিল আসি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ নব গ্রহ ঋষি।
শশিরেখা তিলোত্তমা মেনকা উর্ব্বশী॥
হাহা হুহু চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
তক্ষকাদি নাগ আইলা শোণিতনগর॥
সুবর্ণের বেদি সিংহাসন রম্য স্থলী।
বসিলা দেবতাগণ করিয়া মণ্ডলী॥
উষার পুরীতে অবতীর্ণ যেন স্বর্গ।
দৈত্যের পুরীতে শুক্র যদুকুলে গর্গ॥
দুই পুরোহিতে রচে স্বস্তি আদি বাক্য।
অধিষ্ঠাতা পিতামহ রুদ্র কমলাক্ষ॥
কুম্ভাণ্ডের সমান নাহিক ভাগ্যবান্।
বাণের অবিদ্যমানে উষা করে দান॥
মুনি বেদধ্বনি করে বাজে নানা বাদ্য।
শঙ্খ ঘণ্টা সকল বাদ্যের গণি আদ্য॥
কবিচন্দ্র ভণে বিদ্যমান দেবসভা।
সমাপ্ত হইল উষা অনিরুদ্ধের বিভা॥

শিব ও কৃষ্ণের মিলন

রাগ মঙ্গল ॥

যতেক সুরগণ উল্লসিত মন
পূর্ণ হৈল যদি হোম।
সফল হইল যাগ পাইয়া হবির্ভাগ
পান করিলেন সোম ॥
দশ দিক্‌পাল কণ্ঠে মণিমাল
মুকুট কুণ্ডলে শোভা।
একত্রে গ্রহ নয় বসন্ত আদি ছয়
দ্বাদশ মাস এক সভা ॥১॥
বলেন বিধি সুরগণে।
শিবের অভিষেক মঙ্গল অতিরেক
আরম্ভ কর শুভ ক্ষণে ॥ধ্রু॥
নারিকেলনীর শর্করা ঘৃত ক্ষীর
ঢালেন শিরে দধি মধু।
গন্ধ চতুঃসম যক্ষকর্দ্দম
অঙ্গে দেই সুরবধূ ॥
নন্দন বনজাত মন্দার পারিজাত
পঙ্কজ দিল নানা জাতি।
কোবিদার ফল বিল্ব মঞ্জুল
মল্লিকা সেপতি জাতি ॥২॥
শীর্ণবৃন্ত আম্র আম্রাতক জাম্র
শৃঙ্গাটক মাতুলুঙ্গ।
ক্রমুক পর্কটি ত্রপুস কর্কটি
পনস রস নাগরঙ্গ ॥
দাড়িম আমলকী কদলী হরিতকী
বদরী তিন্দুল ফল।
স্নান ফলরসে ইক্ষুরস শেষে
সকল তীর্থের জল ॥৩॥
গৌরী গণপতি দেবসেনাপতি
অর্ঘ্য দিলা তিন জনে।
বাহন বৃষভে প্রমথ ভৈরবে
পূজিলা সব সুরগণে ॥
বিবিধ বাদ্য বাজে অক্ষত দধি লাজে
চর্চ্চিত প্রাঙ্গণ পথ।
রঙ্গে শূলপাণি সঙ্গে কাত্যায়নী
করিলা আরোহণ রথ ॥৪॥
ব্রহ্মা পুরন্দর চন্দ্র দিবাকর
দেবতা তেত্রিশ কোটি।
পূজিয়া শঙ্কর পাইলা সভে বর
প্রণতি মেদিনী লুটি ॥
প্রদীপ উজ্জ্বল ধূম পরিমল
জয় জয় হুলাহুলী।
শুক্ল চামর ব্যাপিল অম্বর
অমরকুল কুতূহলী ॥৫॥
দেব চক্রপাণি মাগিলা মেলানি
শঙ্কর দিলা তাঁরে বর।
কলিতে যত পাপী কৃষ্ণনাম জপি
তরিব ভব ভয়ঙ্কর ॥
তুমি সে মধুরিপু ধরিলে কত বপু
সকলি তোমার অংশ।
দ্বাপর যুগ শেষে উদয় এই দেশে
উজ্জ্বল করি শশিবংশ ॥৬॥
শুনহ বলরাম রুক্মিণীসুত কাম
লইয়া চল অনিরুদ্ধে।
বিজয় কর দেশে আমার আশীষে
জিনিব দুর্জ্জন যুদ্ধে ॥
আত্মারূপ আমি মূর্ত্তি সব তুমি
ভুঞ্জহ যুগে যুগে ভোগ।
এই সে কারণ যাগরূপ ঘন
শম্ভু শরীরেতে যোগ ॥৭॥
সিংহ বাহক বিমানে ত্র্যম্বক
ধ্বজায়ে গাজে বলীবর্দ্দ।

যতেক সুরাসুর জুড়িয়া যুগ কর
করিলা প্রদক্ষিণ অর্দ্ধ ॥
কৃষ্ণ খগরাজে কম্বু করি বাজে
দক্ষিণে সুদর্শন চক্র।
রামকৃষ্ণ রচে বাহু তুলি নাচে
ঐরাবতে চড়ি শক্র ॥৮॥

ফলশ্রুতি

অনাথ তোমারে ডাকে শুন দীনবন্ধু।
এবার পামরে তুমি তার ভবসিন্ধু ॥

পয়ার ॥

হরি হর দুঁহে একশরীর অভেদ।
লাগাইব আমি হরি হরের বিচ্ছেদ ॥
দ্বারাবতী যাইতে কৃষ্ণের অভিলাষ।
শঙ্কর পার্ব্বতী দুঁহে চলিব কৈলাস ॥
দেবগণ করেতে লইয়া পুষ্পাঞ্জলি।
জয় শব্দ করিল মঙ্গল হুলাহুলী ॥
এই সময়েতে ভাই করিয়া কামনা।
ছেদ ভেদ কঠোর মাথায় পোড ধুনা ॥
নায়ক পবিত্র হৈয়া পূর্ণা দেহ মখে।
দক্ষিণান্ত করি শান্তি লও মনসুখে ॥
নম্র হৈয়া ব্রাহ্মণের লও আশীর্ব্বাদ।
যাহার প্রসাদে সর্ব্বপাপে নির্ব্বিবাদ ॥
প্রসন্ন হৃদয়ে দান দেও সম্প্রদায়।
নায়কের পিতৃলোক সভে স্বর্গ যায় ॥
বাণ উদ্ধারিয়া হর চলিলা কৈলাস।
নায়কের পিতৃলোক যায় স্বর্গবাস ॥
পৌত্রের উদ্ধার কৃষ্ণ কৈল নাগপাশে।
ভক্ত জন মুক্ত শীঘ্র হয় কারাবাসে।
যেই দেশে হয় এই গীত শিবায়ন।
দুর্ভিক্ষ মড়ক নাহি বিষাদ ক্রন্দন ॥
অনাবৃষ্টি নাস্তি হয় কদাচ দৌরাত্ম্য।
শিবের প্রসাদে লোক করে কৃষিকার্য্য ॥
বিদ্যার্থী শুনিলে সাধ্য হয় তার বিদ্যা।
মন্ত্র সিদ্ধ হয় তার শুনে যদি শিষ্যা ॥
রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রাজ্য পায় পুনর্ব্বার।
সম্পত্যে শুনিলে হয় অক্ষয় ভাণ্ডার ॥
অবস্থিতা কন্যা পায় মনোনীত পতি।
ভার্য্যার্থে শুনিলে পায় সুন্দর যুবতি ॥
বাণিজ্যে বিপুল লভ্য কৃষাণেতে শস্য।
রাজার প্রজার হয় লোকেত যশস্য ॥
অপুত্রক ভক্তিভাবে শুনে যদি গীত।
শিবের কৃপায় পুত্র পায় আচম্বিত ॥
দরিদ্র কামনা করে হয় ধন ধান।
অজ্ঞান শুনিলে ইথে পায় তত্ত্বজ্ঞান ॥
সঙ্কট সময়ে শাস্ত্রবাদ পরীক্ষায়।
সঙ্কল্প করিয়া যে বা শিবায়ন গায় ॥
অনলে গরলে জলে পায় পরিত্রাণ।
রণে বনে বিঘ্ন নাহি সেই পুণ্যবান্ ॥
শুভক্ষণে যাহার প্রাঙ্গণে পাতে তাল।
সঙ্গীতের ফলে সুখী থাকে সর্ব্বকাল ॥
বৈভব বাহন বাড়ে গোধনের পাল।
মহাব্যাধি দেহ ছাড়ি পালায় তৎকাল ॥
যত দূর যায় এই সঙ্গীতের ধ্বনি।
অলক্ষ্মী রহিতে নারে শিবশব্দ শুনি ॥
ভূত প্রেত পিশাচ পন্নগ নিশাচর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব গ্রহ নাহি করে বল ॥
গ্রহপীড়া পাইয়া পুরাণকথা শুনে।
নব গ্রহ তুষ্ট হয় হরের স্মরণে ॥
কবির কবিত্ব নহে এই ফলশ্রুতি।
স্বপ্নেতে আদেশ কৈল প্রভু পশুপতি ॥
বর্ণিতে ইঙ্গিত কৈল যে সব মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহার করিতে নারে সীমা ॥

মনুষ্যশরীরে মুক্তি থাকে মল মূত্র।
অনুগ্রহে ঘটিল কেবল মাত্র সূত্রে॥
রামকৃষ্ণ দাস কহে শিবের স্মরণে।
অন্তকালে পশুপতি রাখিবে চরণে॥

অথ পুষ্পাঞ্জলি

গীত॥

জলজাত রক্তপদ্ম স্থলজাত জটা।
অখণ্ড বিল্বের পত্র চন্দনের ছিটা॥
আকাশগঙ্গার জল ফল রম্ভা গোটা।
সম্পুটে প্রণাম শিবে বাজাইয়া ঘাঁটা॥১॥
ব্রহ্মার পুষ্পাঞ্জলি ব্রহ্মার পুষ্পাঞ্জলি॥
তিন বার জয়বাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
কমল সহস্রদল ত্রিপুর ধুস্তূর।
শ্রীফলপত্রের মালা সুগন্ধি কর্পূর॥
কালিন্দীর জল ফল পাকড়ি সুপুর।
শঙ্খেতে পূরিল শ্বাস শব্দ গেল দূর॥২॥
কৃষ্ণের পুষ্পাঞ্জলি কৃষ্ণের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার জয়বাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
শতপত্র পঙ্কজ নেয়ালি নাগেশ্বর।
সুগন্ধি চন্দন ভোগবতীর পুষ্কর॥
ফলে নারিকেল ফল শিঙ্গা উচ্চস্বর।
বলদেবের প্রণতি শঙ্কর দিলা বর॥৩॥
বলাইর পুষ্পাঞ্জলি বলাইর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
নীল উৎপল জাতি কনক চম্পক।
কামরাঙ্গা ফল গোদাবরীর উদক॥
কালাগুরু গন্ধ দিয়া হইলা নর্ত্তক।
সিংহনাদ করি কাম পাইল দর্পক॥৪॥
মদনের পুষ্পাঞ্জলি মদনের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
কদম্বের মালা আর কুসুম শিংশপা।
পক্ক আম্রাতক ফল গন্ধরাজ চাঁপা॥
পর্ব্বত নির্ঝর জল গন্ধ কাচ রূপা।
অনিরুদ্ধ খঞ্জরি বাজায় তাল ঝাঁপা॥৫॥
অনিরুদ্ধের পুষ্পাঞ্জলি অনিরুদ্ধের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার জয়বাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
কস্তুরী মল্লিকা আর পুষ্পেতে ধাতুকী।
চক্রতীর্থের জল প্রসিদ্ধ গণ্ডকী॥
গন্ধ গোরোচনা ফল পক্ক হরিতকী।
নাচেন নারদ মুনি বাজাইয়া বল্লকী॥৬॥
নারদের পুষ্পাঞ্জলি নারদের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বাব গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
পুষ্পেতে বকুল পুষ্প অশোক কিংশুক।
বংশলোচনের চূর্ণ ফলেতে মধুক॥
শ্বেতগঙ্গার জল দিয়া পরম কৌতুক।
তবল বাজাইয়া নাচে হইয়া শুশুক॥৭॥
কুমারের পুষ্পাঞ্জলি কুমারের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
শ্বেত পুণ্ডরীক বাঘা ফুলেতে লবঙ্গ।
বিল্বকাষ্ঠে চন্দন ফলেতে নাগরঙ্গ॥
ভৈরবের জলবাদ্য বিশাল মৃদঙ্গ।
পুষ্কর তুলিয়া নৃত্য করেন মাতঙ্গ॥৮॥
গণেশের পুষ্পাঞ্জলি গণেশের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
শ্বেত বকপুষ্প আর পারলি সেপতি।
শ্রীখণ্ড চন্দন জল তীর্থ সরস্বতী॥
দণ্ডী মোহরি বাদ্য ফলে দেও জাতি।
দণ্ডবৎ হইলা যতেক প্রজাপতি॥৯॥
প্রজাপতির পুষ্পাঞ্জলি প্রজাপতির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
পারিজাত শতবর্ণ মন্দারের মাল।
নন্দনবনের ফল অপূর্ব্ব রসাল॥
সুরদীর্ঘিকার নীর দুন্দুভির তাল।
কেশবে সিচিল হয়ে ইন্দ্র দিক্‌পাল॥১০॥

ইন্দ্রের পুষ্পাঞ্জলি ইন্দ্রের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
শ্বেত আকন্দের মালা কুটজ উৎপল।
রক্ত চন্দন গন্ধ বদরীর ফল ॥
শোণসঙ্গমের জল অতি সুশীতল।
ডম্ফ বাজাইয়া ভাবে ভাস্কর বিহ্বল ॥১১॥
সূর্য্যের পুষ্পাঞ্জলি সূর্য্যের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
শিউলির মালা সালুক ফুল সুধি।
মৃগমদগন্ধ জল ক্ষীর পয়োনিধি ॥
বাদ্য সাহ নাইরে ফলের নাম দধি।
অষ্ট অঙ্গে প্রণাম করিলা কলানিধি ॥১২॥
চাঁদের পুষ্পাঞ্জলি চাঁদের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
নীল উৎপল চাঁপা গুকডার মালা।
অগৌর সৌরভ ফল সুপক্ক কমলা ॥
বনসিঙ্গা বাজাইল কাণে লাগে তালা।
বৈতরণীর জল বিদায়ের বেলা ॥১৩॥
যমের পুষ্পাঞ্জলি যমের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥
মহোৎপল দ্রোণপুষ্প দিলেন টগর।
ফলে বীজপুর জলে এ চারি সাগর ॥
কক্কোল সুগন্ধি গন্ধ বাজিল ঝর্ঝর।
বরুণ প্রণতি হৈলা হর দিলা বর ॥১৪॥
বরুণের পুষ্পাঞ্জলি বরুণের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি ॥ধ্রু॥
মন্দার মালতী হরিচন্দনের দাম।
মলয়জ গন্ধ ফল উত্তম বাদাম ॥
জল সমুদ্রের জল বাদ্য পড়া নাম।
উনপঞ্চাশত মূর্ত্তি হইলা প্রণাম ॥১৫॥
বায়ুর পুষ্পাঞ্জলি বায়ুর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥

মরুয়া মল্লিকা আর সন্তানের মাল।
অলকনন্দার জল ফলে নব তাল ॥
বাজায় কাড়ার বাদ্য ধরে নানা তাল।
যক্ষকর্দ্দম গন্ধ দিল ধনপাল ॥১৬॥
কুবেরের পুষ্পাঞ্জলি কুবেরের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
কাঁটিকারি পুন্নাগ তুলসী আন তুলি।
কাবেরীর জল আর ফলেতে নবলি ॥
শ্বেত চন্দন গন্ধ বাদ্য পাতকালি।
নৈঋ‌র্ত আনন্দময় দিয়া হাততালি ॥১৭॥
নৈঋ‌র্তের পুষ্পাঞ্জলি নৈঋ‌র্তের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
ফুলেতে কস্তুরী কেলি কদম্ব আপাঙ্গ।
ফলেতে পনস জল চন্দ্রভাগা গাঙ্গ ॥
গন্ধ গোরোচনা আর বাজনা উপাঙ্গ।
আচার্য্য প্রণাম কৈল পূজা হইল সাঙ্গ ॥১৮॥
গুরুর পুষ্পাঞ্জলি গুরুর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
সৌগন্ধিকা পুষ্প আর অর্জ্জুন দৌবাটি।
দধি সমুদ্রের জল ফলেতে কর্কটি ॥
কর্পূর দিলেন অনুলেপনের বাটি।
প্রণাম করিল শুক্র ঢোলে দিয়া কাটি ॥১৯॥
শুক্রের পুষ্পাঞ্জলি শুক্রের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
রাঙ্গন কাঞ্চন আচু এ তিন কুসুম।
সরযূর জল আর সুগন্ধি কুঙ্কুম।
দগড়ের শব্দ হইল ব্যাপিলেক ব্যোম।
কেয়া কাঁঠালের ফল শিবে দিলা ভৌম ॥২০॥
মঙ্গলের পুষ্পাঞ্জলি মঙ্গলের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
ত্রিপুর টগর আর পুষ্প ঘলঘসি।
কৌশিকীর জল কলম্বক কাঠ ঘসি ॥

ক্ষীর ফল হরে দিয়া বাদ্য করে কাঁসি।
প্রণাম হইলা বুধ অন্তরীক্ষবাসী ॥২১॥
বুধের পুষ্পাঞ্জলি বুধের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
নীল পদ্ম সৌগন্ধিকা আর শমীদল।
অগোরের চুয়া গন্ধ ফলে পানিফল ॥
আত্রেয়ীর জল বাদ্য বাজায় মঙ্গল।
হরের বরেতে শনি অধিক উজ্জ্বল ॥২২॥
শনির পুষ্পাঞ্জলি শনির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
কুমুদ কস্তুরী পুষ্প পত্রে দেও দনা।
মলয়ের গন্ধ দেও ঢাকের বাজনা ॥
ইক্ষুসমুদ্রের জল দিল হৃষ্টমনা।
সিংহিকাপুত্রের পূর্ণ হইল বাসনা ॥২৩॥
রাহুর পুষ্পাঞ্জলি রাহুর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
নাঙ্গয়া পুষ্পের মালা অম্লান বাকস।
প্রভাসের জল গন্ধ লবঙ্গের রস ॥
পিণ্ড খর্জ্জুর দিলা পরম সন্তোষ।
প্রণাম করিলা কেতু বাজে ঝিঁঝি ঘোষ ॥২৪॥
কেতুর পুষ্পাঞ্জলি কেতুর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
উৎপল দ্বাদশ দল গুলাল কাসিয়া।
ফলেতে সুগন্ধি লেম্বু দিলেন বাছিয়া ॥
নর্ম্মদার জল দিলা ভৃঙ্গার পূরিয়া।
কচ্ছপী বীণার বাদ্য চুয়া গন্ধ দিয়া ॥২৫॥
বাসুকির পুষ্পাঞ্জলি বাসুকির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥
পাত্রেতে শ্রীফলপত্র ফলেতে শ্রীফল।
শ্বেত জবা পুষ্প জলজ রক্তোৎপল ॥
রক্ত চন্দন সিন্ধুসঙ্গমের জল।
কিঙ্কিণীর ধ্বনি হইল শ্রবণমঙ্গল ॥২৬॥

উমার পুষ্পাঞ্জলি উমার পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥
ভূঁচা ভূঁঞিচাপা ফুল আর কর্ণিকার ॥
শিশিরের জল শিব কৈল অঙ্গীকার ॥
ত্রপুষ নামেতে ফল দিল উপহার।
পিনাক বাজাইয়া পৃথিবীর নমস্কার ॥২৭॥
পৃথিবীর পুষ্পাঞ্জলি পৃথিবীর পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥
নিম্ব অটরূস পুষ্প আর এক ছত্রী।
পুষ্কর তীর্থের জল গন্ধ জায়পত্রী ॥
স্বরমণ্ডলের বাদ্য ফলে দিয়া ধাত্রী।
প্রণিপাত সাবিত্রী সহিতে যত মাত্রী ॥২৮॥
মাতৃগণের পুষ্পাঞ্জলি মাতৃগণের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
মালতীর মালা পদ্ম করবীর মালী।
চাঁপাকলা চন্দন সঘনে হাততালি ॥
জল ব্রহ্মপুত্রের দিলেন শিরে ঢালি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাচে উষারাণী ॥২৯॥
উষার পুষ্পাঞ্জলি উষার পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
শাল পেয়ালের পুষ্প সকল কুষ্মাণ্ড।
জল করতোয়ার ভরিল স্বর্ণভাণ্ড ॥
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রণাম করিল পাত্র নামেতে কুম্ভাণ্ড ॥৩০॥
কুম্ভাণ্ডের পুষ্পাঞ্জলি কুম্ভাণ্ডের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥
শ্বেত চিত্রা রক্ত চিত্রা চটকার ফুল।
কেসর সুগন্ধি আর কসেরুর মূল ॥
পর্ব্বতনির্ঝরজল ডাকে কুল কুল।
মন্দিরা বাজাইয়া নন্দি ভাবেতে আকুল ॥৩১॥
নন্দির পুষ্পাঞ্জলি নন্দির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী ॥ধ্রু॥

বেয়াকড়ি পুষ্পের বাছিয়া দিল কাঁটা।
কাঁটা কীট বর্জ্জিয়া পত্রয়ী আর নাটা॥
করবাল বাদ্য গন্ধ বিভূতির কৌটা।
মাথা ধুলাইয়া মহাকাল চালে জটা॥৩২॥
মহাকালের পুষ্পাঞ্জলি মহাকালের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
সজ্জ পুষ্প জবা দূর্ব্বা গন্ধ সজ্জ রসে।
জল ব্রহ্মপুত্রের মনের অভিলাষে॥
ফলেতে খর্জ্জুর বাদ্য শ্বাস পুরি বাঁশে।
প্রণাম করিয়া বাণ দাণ্ডাইল পাশে॥৩৩॥
বাণের পুষ্পাঞ্জলি বাণের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
আম্রের মুকুল কৃষ্ণধুতুরা পলাশ।
কুসুমের মধু জল গন্ধ রসবাস॥
ফলে মৌয়ালু দিয়া বাদ্য কবিলাস।
ঋতুরাজ বসন্ত সন্তোষ কৃত্তিবাস॥৩৪॥
বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
কৃষ্ণ তিলফুল সন্ধ্যাকেলি কুবলয়।
রোচনায় রঞ্জিত করিল অতিশয়॥
সারিন্দার বাদ্য আর ধরে উঞ্চদয়।
সুরভি প্রণতি করে দিয়া জয় জয়॥৩৫॥
সুরভির পুষ্পাঞ্জলি সুরভির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥
শ্বেত তিলপুষ্পের সিতা গঙ্গার তরঙ্গ।
বাদ্যের প্রধান বাদ্য পড়াড় মৃদঙ্গ॥
শ্বেত গন্ধ দিল ফল উত্তম ছেলঙ্গ।
সত্যযুগ ভূমেতে লোটায় অষ্ট অঙ্গ॥৩৬॥
সত্যযুগের পুষ্পাঞ্জলি সত্যযুগের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
রক্ত পুষ্প দিয়া দেও রক্ত চন্দন।
ফলেতে ডহুয়া ফল কৈল নিবেদন॥
ভদ্রা গঙ্গার জল দিয়া মৃদমন।
কাহাল ফুটিল শব্দ পুরিল গগন॥৩৭॥
ত্রেতার পুষ্পাঞ্জলি ত্রেতার পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
পীতবর্ণে তিন পুষ্প পীতবর্ণে গন্ধ।
অম্র দাড়িম্ব বক্ষুগঙ্গার তরঙ্গ॥
বাদ্য করতাল বাজে পরম আনন্দ।
দ্বাপর প্রণাম করে পড়ি বেদ ছন্দ॥৩৮॥
দ্বাপরের পুষ্পাঞ্জলি দ্বাপরের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥
কৃষ্ণবর্ণে কুসুম কস্তুরী পরিমল।
ফলেতে ধুস্তুর মণিকর্ণিকার জল॥
দগড় বাজাইয়া কর জুড়িল যুগল।
শিবের বরেতে কলি সভারে প্রবল॥৩৯॥
কলির পুষ্পাঞ্জলি কলির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
পত্র পুষ্প নানাজাতি পাকা তেন্দু ফল।
বাদ্যে গালবাদ্য আর দেবখাতজল॥
লতা কস্তুরী গন্ধ আনিল বিহ্বল।
বেদব্যাস স্তুতি করে রসনা চঞ্চল॥৪০॥
ব্যাসের পুষ্পাঞ্জলি ব্যাসের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥ধ্রু॥
তুলসী তুলাল আর সর্ব্বজয়া ফুলে।
গন্ধ মুথা পরিমল রামহ্রদজলে॥
বাদ্যেতে পানিআণ্ডলার ফলে।
চিরজীবী প্রধান হইল পদতলে॥৪১॥
পরশুরামের পুষ্পাঞ্জলি পরশুরামের পুষ্পাঞ্জলি
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
ধূম্রবর্ণ পুষ্প দিলা গন্ধ বৃক্ষরস।
ফলেতে পেয়াল ফল দিলেন সুরস॥
কাকতলি বাদ্যে শব্দ ব্যাপিল নভস।
মারুতির ভক্তিতে মহেশ হইলা বশ॥৪২॥

হনুমানের পুষ্পাঞ্জলি হনুমানের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলী॥
চারি বর্ণে পুষ্প চারি সাগরের বারি।
গন্ধ চতুঃসম আর ফল দেও চারি॥
বাদ্য জিহ্বার শব্দ জনমনোহারী।
চারি শব্দে সন্তোষ হইল ত্রিপুরারি॥৪৩॥
বেদের পুষ্পাঞ্জলি বেদের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ ধ্রু॥
নানা পুষ্প নানা ফল দেশে যেই পাই।
ব্যালিশ বাজনা বাজে সপ্ত স্বরে গাই॥
স্রোতজল দিল আর গন্ধ মিশাই।
প্রণমিল ছত্রিশ রাগিণী ছয় ভাই॥৪৪॥
রাগের পুষ্পাঞ্জলি রাগের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
পঞ্চ বর্ণে পুষ্প আর পঞ্চ গন্ধ দ্রব্য।
পঞ্চ তীর্থের জল আর পঞ্চ গব্য॥
পঞ্চশব্দি বাদ্য বাজে সুফল দাতব্য।
প্রণাম করিলা বিপ্র যত ভব্য সব্য॥৪৫॥
বিপ্রের পুষ্পাঞ্জলি বিপ্রের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
অখণ্ড বিল্বের পত্র চন্দনে চর্চ্চিত।
সহকার ফল গঙ্গাজলের সহিত॥
গালবাদ্য বাজাইয়া করে নৃত্য গীত।
কবিচন্দ্র কিঙ্করে শঙ্কর সদা প্রীত॥৪৬॥
কবির পুষ্পাঞ্জলি কবির পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
স্থলজাত জলজাত কুসুমের হার।
মন্দিরা মৃদঙ্গ ক্ষুদ্র ঘণ্টার টঙ্কার॥
কাল দেশ সম্ভব সুজল উপহার।
হর বরদায়ক প্রণতি সম্প্রদায়॥ ৪৭॥
সম্প্রদায়ের পুষ্পাঞ্জলি সম্প্রদায়ের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥
নানাবর্ণে ফল পুষ্প স্থলজ পঙ্কজে।
গন্ধ যক্ষকর্দ্দম দিলেন দেবরাজে॥
তীর্থজল অঙ্গে দিল নানা বাদ্য বাজে।
নায়কে প্রসন্ন হর হৈল শুভ কাজে॥৪৮॥
নায়কের পুষ্পাঞ্জলি নায়কের পুষ্পাঞ্জলি।
তিন বার গালবাদ্য জয় হুলাহুলি॥ধ্রু॥

ইতি পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চাশী সমাপ্তঃ॥

শ্রীকবিচন্দ্রবিরচিতা শিবসঙ্গীতপুস্তক সমাপ্তা॥ শ্রীরঘুনাথায় নম॥ শ্রীকৃপারাম ঘোষ স্বাক্ষরমিদং॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দোষকঃ॥ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ শকাব্দা ১৬৪৮ সক সন ১১৩৩ সাল সৌর চৈত্রস্য ২৩ তেইস দিবসে মঙ্গলবারে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ দিবা দণ্ডৈকস্থিতে পুস্তক সমাপ্তমিতি॥

পাতসাহা শ্রীযুত মাহাম্মদ সা॥ মোকাম কলবাঁশ। পরগণে কীসমত ভুরসিট সরকার সেলেমাবাদ॥ নওয়াব শ্রীযুত জাফর খাঁ··· তরফ সাঁজাওয়াল শ্রীযুত জগমোহন সিংহ করোরি শ্রীযুত সন্তোষ রায় পরগণে মণ্ডলঘাট ও কীসমত জাহানাবাদ ও কীসমত ভুরসিট। জমীদার শ্রীযুত লক্ষ্মণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত ঘনশ্যাম রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত অভিরাম রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত রাঘবরাম রায় চৌধুরী ইতি॥ আমল শ্রীযুত রাজা রঘুদেব রায়॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণ সহায়। শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণচরণ সহায়। শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণচরণ সহায়।

মালসী ॥

জয়তী হরিহর গৌরী মাতর
অভেদতনু তিন রাজিতে।
গরুড় বাহন বৃষভ আসন
সিংহবাহিনী সাজিতে ॥১॥
দেহ নবঘন বিশদ চন্দন
তপ্ত কাঞ্চন রঞ্জিতে।
পীত অম্বর অজিন অম্বর
পট্ট অম্বর শোভিতে ॥২॥
শিখিচন্দ্রক চন্দ্র খণ্ডক
খণ্ডচন্দ্রক শোভিতে।
ইন্দীবরদল দহন তুলন
কমললোচন রঞ্জিতে ॥৩॥
কংসনাশক ত্রিপুরঘাতক
মাহিষহনি রণপণ্ডিতে ॥
মকর কুণ্ডল উরগকুণ্ডল
রতন কুণ্ডল শোভিতে ॥৪॥
অসুর নর নাগ কিন্নর
সিদ্ধ চারণ সেবিতে।
শ্রীরামকীসন শরণ মানস
কৃষ্ণশঙ্কর সেবিতে ॥৫॥

... ...

পুস্তক শ্রীযুত কাশিরাম রায় দাদা মোকাম রসপুর ॥ শ্রীশ্রী৺শিবদুর্গাচরণ সহায় ॥

পাঠান্তর ও পাঠশুদ্ধি

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ-রচিত শিবায়নের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (২৪৫৯ সংখ্যক বাংলা পুথি ; ৪-৭, ৯-৪৮, ৫০-২৬৬, ২৬৯-৩০৯, ৩১২, ৩২৪-৩৪৯ পত্র)। পরিষদের পুথির তুলনায় ইহার লেখা কিছুটা আধুনিক এবং বহুতর পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন বহু স্থলে ইহাতে অতিরিক্ত অনেক কবিতা আছে, যাহা পরিষদের পুথিতে নাই। পুথি দুইটি পৃথক্ আদর্শ দেখিয়া লিখিত সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কবি স্বয়ংই অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়া একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করিয়াছিলেন, যাহা পরিষদের পুথিতে পাওয়া যাইতেছে। কারণ, অতিরিক্ত অংশ অপরের যোজনা বলিয়া মনে হয় না এবং তাহা এমন কৌশলে পরিত্যক্ত হইয়াছে যে, মূল কাব্যের রচনাপ্রবাহ তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। পৃ. ৪।২, শক্তিবন্দনার গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির পাঠ (৫।১ পত্রে) :—

বর্ণিতে আগম কথা নিষেধ করিল ধাতা
প্রকাশিতে নহে কদাচনে ॥
"অতি গুহ্যক কথা হরমুখে নির্গতা
সে কথা প্রকাশ নহে ভাল।
পুরাণের মত সূত্রে নিবেদি যে কিছু বক্তে্
শুন ভাই সাধক রসাল ॥
শুন মাতা সর্ব্বজয়া তুমি হও মায়াকায়া
শক্তিহীন শবের সমান।
চৈতন্য পরমা রেণু তুমি সভাকার প্রাণু
তোমার কি কব নিরূপণ ॥"
জগৎ জননী উমা ইত্যাদি

বন্ধনীস্থিত একটি সম্পূর্ণ কলি পরিষদের পুথিতে সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত পাঠান্তর ও অতিরিক্ত অংশ যোজনা করিলে গ্রন্থ দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। সন্দিগ্ধ স্থলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর মাত্র সঙ্কলিত হইল ॥]

পৃ.	প.	
৫।১	১৬	করে শেল শক্তি
৬।২	১৩	প্রকট জটা
৭।২	৩২	দেবতা পদ্ধতি
৮।১	১	নিবাস বন্দিনু

পৃ.	প.	
৮।১	১৬	(অতিরিক্ত শ্লোক মহিম্নঃ—ত্রয়ী সাংখ্যং ইত্যাদি)
ঐ	১৯	সরসঙ্গে
ঐ	২৬	এক ধ্যানে,…যেই…তার
৮।২	৬	তোমার সেবায়
৯।১	৩-৪	আত্মা সঙ্গে…অপ্রকাশ
৯।১	৬-৭	মধ্যে অতিরিক্ত :
		শক্তিতেজ একত্তর অস্থর প্রমাণ সার নহে ভিন্ন তিলার্ধ কখন। অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যময় শুনহ ভকতচয় শ্রবণেতে জ্ঞান-প্রকাশন ॥
৯।১	২৩	অগ্নিরে করিলা তাপ
ঐ	২৭	জলে বিকারয় মহী
৯।২	৩	সপ্ত মর্ত্ত
ঐ	১৫	বিশ্ববীজরূপে
ঐ	২৩	আরম্ভে ১১টি পয়ার বেশী আছে।
১০।২	১১-১২	অর্দ্ধনারীশ্বর শিবা শিব :…ব্রহ্মডিম্বের
১৬।১	৮	ব্রহ্মার বাসর (বৎসর পাঠ অশুদ্ধ)
১৬।২		প্রলয়বৃত্তান্ত চারি পত্র (১৮-২১) অতিরিক্ত।
১৭।১	১১	ত্রিগুণ আত্মক (অলোক পাঠ অশুদ্ধ)
২০।২	১	দমন করিব দুষ্টে (কমন পাঠ অশুদ্ধ)
২৭।১	১৪	সুবেহু
২৯।১	১৭	নৈর্ঋত রাক্ষসরাজ (রাজস পাঠ অশুদ্ধ)
৩২।১	১৯	বাজনা ব্যালিশ
৩২।২	৫-৬	সেবক ভক্তগণে করিবে মঙ্গল বৃদ্ধি।
৩৩।১	১৫	নির্গত ব্যাসের তুণ্ডে
৩৩।২	২৪	দ্বিভুজ বাখান।
৩৪।১	১-২	বিধাতা বিষ্ণু…প্রণবের বচনে
৩৪।২	১৪	স্বপ্নেতে যাহারে আজ্ঞা কৈলা পঞ্চানন ॥ আজ্ঞা হৈল কলমে হইব অধিষ্ঠান। নহে কোন্ শক্তি মোর এমত রচন ॥

পৃ.	প.	
৩৯।২	২৯	ইন্নাস্পদ
৪১।১	৯	সিদ্ধেশ্বরে
৪৮।২	১০	সভাতে বর্জ্জিত করি
৫৫।১	১৯	বস্তুরূপি সেই অগ্নি নিখিল পুরাণে।
৫৭।১	৭	বৃথা কেন মায়াজালে মজাইলে কাল ॥ শিব সত্য শিব সত্য আর সব মিথ্যা। ধর্ম্ম কর্ম্ম যত্ত শিবনাম বিনা বৃথা ॥ শিব শিব বল্যা যে বা পথে চল্যা যায়। পশ্চাৎ গোলোকনাথ ধেনু বৎস ধায় ॥ (অতিরিক্ত)
৬০।১	৯	যুঝ পারিষদে
৬৩।২	২৬	দৃষ্টান্ত দেখহ দক্ষে বিষ্ণুরক্ষা নয়।
৬৪।১	১০	তপস্যা করিলা সিন্ধুকূলে।
৬৪।২	১৮	পশ্চাৎ তরক্ষ।
৬৬।২	১১	পাবকেতে ভগবান্ কহিলেন ভেদে।
৬৭।১	৪	ছাড়িয়া মেঘের শব্দানল।
৬৭।২	৩১-২	দানব অনীক।…যেন করর্ণিক ॥
৭০।১	১৪	পালা সাঙ্গ
৭০।২	১৫	জাম জাতিফল
৭০।২	১৭	প্রিয়ঙ্গুতরু
৭৭।২	৪	দেখিতে নির্ম্মল
৭৮।১	২৭	বিতরে কল্পাপ
৮২।১	১	তপস্যার বলে
”	৩০	স্নান দান জপ করে
৮৫।২	৯	দেখিলে কামের রস্তু
৮৬।২	২১	তাহাতে শোভিত হয় হীরাতে মিশাল।
৮৭।১	২০	তোমার কিঙ্কর।
৯০।১	১৮	আর না আসিব এই পথে
৯১।১	১-২	প্রকৃতি দেবতা। সর্ব্বভ্রষ্ট…
৯২।২	২৩	ঘোসা ॥ শিব বল রে ভাই রাম রাম বল। আর সব মিছা মন দেখহ সকল ॥ শিব শিব যেই জন করে উচ্চারণ। তার কণ্ঠে বনমালা দোলে ত্রিলোচন ॥

পৃ.	প.	
৯৩।২	৪	রহিয়া গোপটে।
৯৫।২	২২	বরাটা জিনিঞা চালি চলে।
১০১।২	১-২	পাটনে তসর পট্ট আদি মুগ্ধ মল।···না লয় কম্বল ॥
১০৩।২	২৫	কেহ নাঞি বলে।
১২০।২	২৩	শিশুকালে হেন কার···
১২১।১	২০	স্ত্রীজাতি হইয়া
”	২৮	শতকুম্ভ নামে গিরি বড় পুণ্যবান্।
১২৪।১	২০	দেখিয়া সন্তোষ হব পার্ব্বতীর মাতা।
১২৪।২	১৭	নাঙ্গট···লাফ দেয়···
১২৮।২	১৪	সহচরী যুতে ২ (যূথে যূথে) [মুখে মুখে অশুদ্ধ]
১৩১।২	১২	যোড়া কনকান রহে (?)
১৩২।২	২৫, ২৭	ছান্দলা
১৩৫।২	২৯	পতিগোত্রা প্রভিতা (?) পার্ব্বতী।
১৪৩।২	৩২	প্রাণতুল্য তোমারে পালিব পশুপতি ॥
১৬১।১	৩	ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে হরিহরের একতা বর্ণনা—১ পৃষ্ঠা। (অতিরিক্ত)
১৬৯।১	৪-৫	দৃঢ় সর্জ্জরসে রঞ্জা সরেতে সংযুত স্রিজা। বেঝা নাহি কারে কর তাক ॥
১৬৯।২		শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য ১ পাতা অতিরিক্ত একটি শ্লোক : শিবায়াং রমায়াং শিবে চক্রপাণৌ, ন ভেদপ্রসঙ্গকথাস্তে পুরাণে। (২৭৭।২ পত্র)
১৭১ ।২		প্রলয়বিবরণের পূর্ব্বে :—(১৮১।১ পত্রে)

দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন।
শূদ্রের রচনা বলি না করিবে ভ্রম ॥
সদাশিব স্বপ্নে মোরে কহিলা ভারতী।
এক পুথি কর তুমি জ্ঞান প্রকাশতি ॥
তোহর কলমে আমি হৈব অধিষ্ঠান।
আমিহ লিখিব তোর হইবেক নাম ॥
শিবের পরম আজ্ঞা মস্তকে বন্দিয়া।

পৃ.	প.	
		যা লিখেন সদাশিব তাহা যাই কয়্যা ॥ আর এক নিবেদন ব্রাহ্মণচরণে। দেব দ্বিজ মুনিগণ নৈমিষকাননে ॥ শূদ্রমুখে বেদ পুরাণ করেন শ্রবণে। ন শূদ্র ভগবদ্‌ভক্ত কহেন পুরাণে। ইহা বুঝি দ্বিজগণ ক্ষমা দিবে মনে ॥
১৭১।২	১৮-১৯	মধ্যে ৮টি পয়ার বেশী আছে।
১৭৪।২	৩২	মনেতে ইচ্ছিলা দেবী ত্রিকোণ মণ্ডল। যোনিরূপ হস্তে তার প্রকাশ পাইল ॥ তাহাতে সংযোগ দেবী কৈল লিঙ্গবস্তু। ব্রহ্মাণ্ড পাইল রক্ষা গেল ভয় দস্তু ॥ লিঙ্গ যোনি এক এক হইল মিলন। রামকৃষ্ণ দাস কহে লিঙ্গকপুরাণ ॥ সেই দিন হইতে ইত্যাদি—সংস্কৃত শ্লোক সহ অনেক পয়ার বেশী।
১৮১।২	২৪	ভাই বল হরি হরি। গৌরী নামে ভব তরি ॥
১৮৯।২	১	৬টি পয়ার বেশী আছে।
১৯১।১	৮	কহিতে শুনিতে বাড়ে দোঁহার আহ্লাদ।
২০১।২	১৫	জাতের স্বভাব।
২১৬।২	১	বচনিকা। যমরাজা ভগীরথ কথোপকথন হইতেছে অবধানে শ্রবণ করহ ॥
২১৮।১	১০	শিবের কিঙ্কর।
২২০।১		পালাসাঙ্গের পর সুদীর্ঘ ষট্‌চক্রবিবরণ (২৩৭-২৫১ পত্রে) পরিষদের পুথিতে নাই। শেষ ভণিতা :— সাধকেন্দ্র শিবপদে করিয়া প্রণাম। রামকৃষ্ণ দাস রচে আত্মা সমাপন ॥ ইতি আত্মা সমাপ্তঃ ॥
২২৯।১	১১-১২	রামকৃষ্ণ দাস গায় হরিবংশ মতে। কুমারের জন্মকথা শিবায়ন গীতে ॥ পালা সাঙ্গ ॥

পৃ.	প.	
২৪৮।২	৬	পদে পদে হয় যার অমৃত সিঞ্চন ॥
৩১৫।২		দুইটি পুষ্পাঞ্জলি উভয় পুথিতে বাদ গিয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলির শেষে :—

নানাতীর্থ-পুষ্পজল করি ভক্তিমান।
নায়ক পূজিলা হরে আনন্দিত মন ॥
এইরূপ তেত্রিশ কোটি দেবগণ।
সকলে পূজিলা হরে আনন্দিত মন ॥
সকলের সার শিব শুন ভক্তগণে।
সকলের ঈশ্বরত্ব দেব পঞ্চাননে ॥

ইতি পুষ্পাঞ্জলি সমাপ্তং কবিচন্দ্র দাস রচিতম্ ॥

পরবর্ত্তী অংশ (৩৪৬-৪৯+) শিবায়ন গ্রন্থের বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট

শব্দ-সূচী

(অনাধুনিক ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ: পার্শ্বলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা-নির্দেশক)

প

হ